ষষ্ঠসপ্ততিতম উল্লাস।

গুপ্তপ্রণয় সন্দর্শনের ফল।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারিবে, রাজমহিষীর শয়নকক্ষের সহচরী বিবি ব্রেডাল্‌বেন কয়েকমাস পূর্ব্বে নিজকক্ষে বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয়া সহচরী লেডী প্রেস্‌কট সেইখানে গিয়া উপস্থিত হন; দুইজনে গল্প হইতেছিল; যুবরাজের একজন প্রিয়কিঙ্কর ইতিমধ্যে আপন শয়নগৃহে হঠাৎ নিহত হয়,তাহার নাম ছিল সেলিস্; কি প্রকারে তাহার মৃত্যু ঘটে, বিবি ব্রেডাল্‌বেন লেডী প্রেস্‌কটকে সেই সব কথা বলিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে যুবরাজের কন্যা রাজকুমারী শার্‌লোটী সেই গল্পের কিয়দংশ উপকর্ণণ করেন; বৃদ্ধা রাজমহিষী সহসা সেইখানে উপস্থিত হওয়াতে গল্পটা বন্ধ হইয়া যায়। তদবধি রাজকুমারী শার্‌লোটী প্রায়ই নিত্য নিত্য সেই গল্পের শেষাংশ শ্রবণ করিবার কৌতূহলে বিবি ব্রেডাল্‌বেনকে আগ্রহ সহকারে উত্তেজনা করিতেছেন। পাঠক মহাশয়ের আরও স্মরণ হইতে পারিবে, সেলিস্-হত্যার সেই শোচনীয় ব্যাপারটা উইণ্ডসর-প্রাসাদের ঘটনা। রাজকুমারী শার্‌লোটী সেই গল্পের শেষাংশ শুনিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক। কিন্তু তাঁহার বয়স অল্প বলিয়া বিবি ব্রেডাল্‌বেন সে সব কথা তাঁহাকে বলিতে ইতস্ততঃ করেন।

যে দিন লেভিসন-হাউসে লেডী ভিনিসিয়ার আগমন, কলের চোরাক হইতে ডেনিয়াল কফিনের মুক্তিলাভ সেই দিন রাত্রি-দশটার সময় উইণ্ডসর-প্রাসাদে বিবি ব্রেডালবেনের গৃহে পুনর্ব্বার সেই গল্পের সূত্রপাত। লেডী প্রেস্‌কট স্বকার্য্যে ইস্তফা দিবার পর মিসেস্ আরবুথনট্ তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি প্রতিদিন বিবি ব্রেডালবেনের কক্ষে বসিয়া সন্ধ্যার পর চা খান, একটু একটু মদ খান, পাঁচ রকম গল্প করেন। যে দিনের কথা, সেই দিন বিবি আরবুথনট্ ঐ সেলিসের মৃত্যুসম্বন্ধে বিশেষ কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন।

বিবি ব্রেডাল্‌বেন বলিলেন, "আজ প্রাতঃকালে হাইডপার্কে বেড়াইবার সময় রাজকুমারী শার্‌লোটী যে জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, সেই কথাই ঐ সেলিসের আকস্মিক মৃত্যুর কথা। রাজকুমারীর আগ্রহ তুমি "দেখিয়াছ, কথাগুলিও তুমি শুনিয়াছ, নিত্যই ঐরূপ হয়। এক একটা [illegible]

করিয়া নিত্যই আমি তাঁহাকে থামাইয়া রাখি। আজিকার কথাটা কিন্তু আমাকে কিছু শক্ত লাগিয়াছে। অভিমান করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "তবে তুমি সে গল্পটি আমাকে বলিবে না, ইহাই আমাকে বুঝিতে হইল।" ছেলে-মানুষকে সে রকম ভয়ঙ্কর কথা বলিতে আমার সাহস হয় না, তথাপি অগত্যা বলিতে হইবে, বুঝিতে পারিতেছি।"

বিবি আরবুথনট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘটনাটা বাস্তবিক কিরূপ, আমার কাছে বলিতে তোমার মনে কি কিছু সঙ্কোচ আইসে?"

ব্রেডাল।—সখী, তোমার কাছে আমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই; অল্প-দিনের মধ্যে তোমাতে আমাতে যেরূপ সখ্যভাব জন্মিয়াছে, তাহাতে আমার কোন কথাই আমি তোমার কাছে গোপন রাখিব না। আমিও ইতিমধ্যে বুঝিয়াছি, তুমিও আমার কাছে কিছু গোপন কর না। তোমার কন্যা পেনি-লোপ, যুবরাজের প্রণয়পাত্রী হইয়াছে, গুপ্তসূত্রে তাহা আমি শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি প্রকাশ্যরূপে আমার কাছে তাহাও স্বীকার করিয়াছ। এত ঘনিষ্ঠতা যেখানে, সেখানে অন্য কথা গোপন রাখিবার কোন প্রয়োজন হইতেছে না।

আরবুথ।—সে সব কথা এখন থাক্ সখি. সেলিসের মৃত্যুর ঘটনাটা কিরূপ, তাহাই শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে।

ব্রেডাল।—১৮১০ অব্দের মে মাসের শেষদিনের রাত্রে সেই ঘটনা হয়, অতএব পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ডিউক্ অব কম্বারল্যাণ্ডের তিন জন প্রিয় কিঙ্কর ছিল;—নীল, সেলিস্, আর জেঁা। নীল ইংরাজ, সেলিস্ ইটালিয়ান, জেঁা ফরাসী। তিনজনই রূপবান্, তন্মধ্যে সেলিস্ কিছু অধিক সুন্দর ছিল। জেঁা ছিল রাজপুত্রদের ভ্যালে হইবার ঠিক উপযুক্ত। সেলিসের প্রকৃতি বিনম্র, মেজাজ ঠাণ্ডা, কথাবার্ত্তা মোলায়েম, এবং লোকরঞ্জনের শক্তি তেজস্বিনী ছিল। শীঘ্র রাগিত না, কার্য্যে আলস্য করিত না, কাহারও সহিত বিরোধ করিতে ভাল বাসিত না; অল্প লাভে তুষ্ট থাকিত, অতি সুন্দর প্রকৃতি। তাহার বিবাহ হইয়াছিল, পুত্রকন্যা চারিটি, বাসা স্বতন্ত্র,—কিচেনকোর্টের সহিত সংলগ্ন; কোর্ট হইতে ছাদে ছাদে যাওয়া আসার পথ। প্রাসাদমধ্যে ডিউকের নিজের শয়নঘরের পার্শ্বে সেলিসের একটি শয়নঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাহার সম্মুখের বারাণ্ডা দিয়া ডিউকের মহলে আসা যাইত, আর একদিক্ দিয়া সেলিসের বাসায় যাওয়া যাইত। যে রাত্রে শয়নকক্ষে উপস্থিত থাকিবার জন্য নীলের পালা পড়িত, সে রাত্রে তাহার শয়নার্থ ডিউকের ঘরের সংলগ্ন একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আরবুথ।—হাঁ, বুঝিলাম; তার পর?

ব্রেডাল।—৩১শে মে সন্ধ্যার পর ৭টার সময় কি একটি কথা বলিবার জন্য সেলিস্ একবার নীলের ঘরে গিয়াছিল। বাড়ীর চাকরেরা পরস্পর বিশেষ ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে, ইচ্ছামত সকল সময়েই সকলের সকল ঘরে প্রবেশ করিতে পারে; বাহ্য ব্যবহারে দ্বারে আঘাত করিতে হয় না। সেই নিয়মানুসারে দ্বারে করাঘাত না করিয়াই সেলিস্ স্বচ্ছন্দে নীলের ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, হঠাৎ কি দেখিয়া বিস্ময়ে থতমত খাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিল, "প্রিন্সেস্ আগষ্টা!"—ঐরূপ বিস্ময়োক্তি করিয়াই সে তৎক্ষণাৎ হটিয়া আসিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যাইতেছিল; তাহার ঐ বিস্ময়োক্তি শুনিতে পাইয়া তৃতীয় কিঙ্কর জেঁা সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, দুই জনের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। সেলিস্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কোথায় যাইতেছ?" জেঁা বলিল, "নীলের ঘরে।" নিষেধ করিয়া সেলিস্ বলিয়াছিল, "সে ঘরে এখন যেও না, ঘরে লোক আছে।" জেঁা তাহার নিষেধ শুনিল, নীলের ঘরে গেল না, সেলিসের সঙ্গে সেলিসের বাসায় গেল, সেইখানে প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া গল্প করিল। নীলের ঘরে সেলিস্ কি দেখিয়াছিল, জেঁাকে তাহা বলিল না, নিজের স্ত্রীকেও বলিল না। সেই দিন সেলিসের একটি ছেলের বেয়ারাম হইয়াছিল, অতএব ছেলেটি সে রাত্রে তাহার মায়ের কাছে শুইবে, সেলিস্ নিজে ডিউকের মহলে তাহার নির্দ্দিষ্টকক্ষে রাত্রিযাপন করিবে, এইরূপ স্থির হয়। রাত্রি দশটার সময় সেলিস্ ডিউকের মহলে চলিয়া আইসে। (এই সময় বক্তা শ্রোতা উভয়ে একটু একটু মদ্যপান করিলেন, স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া) রাত্রি যখন আড়াইটা সেই সময় সেণ্টজেমস্ প্রাসাদের দিকে "খুন! খুন!" শব্দে চীৎকারধ্বনি উঠিল, বাড়ীর সকলেই ভয় পাইয়া গোলমাল করিতে লাগিল। ডিউক অব কম্বারল্যাণ্ড শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, গায়ের কামিজে রক্তমাখা, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নীল। অল্পক্ষণের মধ্যে, বাড়ীর সমস্ত দাসী চাকরেরা জাগিয়া উঠিল। সকলের অগ্রে জেঁা ছুটিয়া গিয়া ডিউকের কক্ষে প্রবেশ করিল, সেলিস্ মরিয়াছে, ইহাও ঐ জেঁা সর্ব্বাগ্রে জানিতে পারিয়াছিল; সেলিসের ঘরে গিয়া সে দেখিয়াছিল, বিছানার উপর সেলিস মরিয়া আছে, লম্বে লম্বে গলা কাটা; মুণ্ডটা দেহ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ঘরের মেজেতে একখণ্ড কাগজ পড়িয়াছিল, জেঁা সেই কাগজখানা দেখিতে পায়; একখানা চিঠি, খানিক লেখা, খানিক শাদা, চিঠি-

খানা সায় হয় নাই; সেলিসের হাতের লেখা। সেই অসমাপ্ত চিঠিখানা প্রথম দুই চারি ছত্র পাঠ করিয়াই জেঁার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ানক গুহ্যকথা জানিতে পারিল, সে সব কথা যদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে তাহাকেও মহা বিপদে জড়াইয়া পড়িতে হইবে, ইহা স্থির বুঝিয়া, জেঁা তাড়াতাড়ি সেই চিঠিখানা নিজের পকেটে লুকাইয়া ফেলিল।

আরবুথ।—চিঠিখানা পকেটে লুকাইয়া রাখিয়া জেঁা শেষকালে কি করিল, তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছিলে?

ব্রেডাল।—ক্রমে ক্রমে সমস্ত সূক্ষ্ম সন্ধান আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। জেঁা সেই চিঠিখানা লইয়া নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া তখনই তখনই পাঠ করিল, ভয়ানক গুহ্যকথা। সে চিঠিখানা আমি তোমাকে দেখাইতে পারি।

আরবুথ।—(সবিস্ময়ে) কি!—সেই চিঠিখানা?—সেখানা কি তবে তোমার কাছেই আছে?

ব্রেডাল।—হাঁ, আমার কাছেই আছে।

এই কথা বলিয়াই বিবি ব্রেডালবেন্ আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেরাজের ভিতর হইতে একটী বাক্স বাহির করিয়া আনিলেন, বাক্সের ভিতর কতকগুলা কাগজ বাহির করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই চিঠিখানা পাইলেন, খামের ভিতর চিঠি ছিল, খামসুদ্ধ বিবি আরবুথনটের হাতে দিলেন।

খামের ভিতর হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া বিবি আরবুথনট যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবার চেষ্টা করিলেন; প্রথম চেষ্টা বিফল হইল; ইংরাজের হাতের লেখা আর ইটালীবাসীর হাতের লেখা এ উভয়ের পদ্ধতি স্বতন্ত্র; অভাগা সেলিস্ ইটালীবাসী ছিল, ইংরাজী অক্ষরগুলি ইটালীর প্রণালীতেই লিখিয়াছিল, বিশেষতঃ সেখানা কেবল মুসাবিদা মাত্র; লেখা সমাপ্ত হইলে স্বতন্ত্র কাগজে পরিষ্কার করিয়া লিখিবে, ইহাই তাহার ইচ্ছা ছিল; খসড়া মুসাবিদাতে ঠাঁই ঠাঁই কাট্‌কুট, ঠাঁই ঠাঁই সংশোধন, ঠাঁই ঠাঁই উপর তোলা, ঠাঁই ঠাঁই বদল, ঠাঁই ঠাঁই মুছিয়া ফেলিয়া তাহার উপর নূতন লেখা, এই রকম গোলমাল; সহজে তাহার অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট; বিবি আরবুথনট্ প্রথমে তো কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, অবশেষে বিবি ব্রেডাল্‌বেনের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে অর্থ বুঝিয়া লইলেন। চিঠির তাৎপর্য্য এইরূপ;—

"এইমাত্র আমি তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম, মনে কোন অশিষ্ট কৌতূহল ছিল না, কোন প্রকার অভিসন্ধিতেও আমি যাই নাই। হঠাৎ প্রবেশ করিয়াই বিস্ময়ে ও আতঙ্কে আমি জড়ীভূত হইলাম। দেখিলাম, রাজকুমারী

আগষ্টাকে কোলে করিয়া তুমি বসিয়া রহিয়াছ! কার্য্যটা অবশ্যই পাপাসক্তি-মূলক, তাহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না, পলকমাত্র সেইখানে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, তৎপরেই বাহির হইয়া পড়িলাম। তুমি জান, স্ত্রীলোকের সতীত্বে ও পুরুষের পবিত্রতায় আমার আন্তরিক ভক্তি; এটা আমার ছলের কথা নহে, কপট বাক্যও নহে, পবিত্র অন্তরের পবিত্র কথা। প্রাণে আমার যেরূপ আঘাত লাগিয়াছে, প্রাণ থাকিতে তাহা আমি ভুলিতে পারিব না; কিন্তু তোমার অনুরোধে কতকটা কপটতা আমাকে দেখাইতে হইয়াছিল। তোমার ঘর হইতে যখন আমি বাহির হইয়া আসি, সেই সময় বারাণ্ডার পথে ছুটিয়া আসিতেছিল জোঁ; তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি আমার বাসায় যাই; আমার মুখের ভাব দেখিয়া জোঁ কিছু বুঝিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা আমি জানি না। আমি কিন্তু তাহাকে সত্যকথা বলি নাই; ঘটনাটা আমি আমার স্ত্রীর কাছেও গোপন রাখিয়াছি। মন কিন্তু বুঝিতেছে না। অগ্নিগিরির উদরে যেমন অগ্নি থাকে, বাহির দিক্‌টা ঠাণ্ডা, আমার অন্তরেও সেইরূপ অগ্নি রাখিয়া বাহিরে আমি ঠাণ্ডা দেখাইয়াছি; মন জ্বলিতেছে, সত্য গোপন করিতে আমার ক্ষমতা নাই, অধিকদিন গোপন রাখিতেও পারিব না। আজ হইতে আমার সম্মুখে যখন তোমার নাম কিম্বা প্রিন্সেস্ আগষ্টার নাম কাহারও মুখে উচ্চারিত হইবে, তখন আমি যে কেমন করিয়া অন্তরের ভাব মুখে ঢাকা দিয়া রাখিতে পারিব, তাহার উপায় ভাবিয়া পাইতেছি না। আমার স্ত্রী যখন আমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া কারণ জানিতে বার বার আগ্রহ প্রকাশ করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব, মিথ্যা বলিয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিব কি? ওঃ!—না—না,—তাহা আমি পারিব না, মিথ্যাকথার উপর আমার মর্ম্মান্তিক ঘৃণা; যতদিন বাঁচিব, বুকের ভিতর সত্যকথা গোপন করিয়া রাখিব, তাহাও আমার সাধ্য হইবে না। ঘটনার সঙ্গে যদিও আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কিছুই নাই, তথাপি বন্ধুর মঙ্গলের জন্য সর্ব্বক্ষণ আমাকে সাবধান হইয়া থাকিতে হইবে। এখন আমি কি করি, তাহাই ভাবিতেছি; ঐ ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে কিম্বা কথা উঠিলে আমার মুখ দেখিয়া কেহ বুঝিয়া লইবে, সেটাও বড় ভয়ানক ভাবনা। তবে এখন আমার উপায় কি? একটি সদুপায় আমি স্থির করিয়াছি। চাকরী ছাড়িয়া সেণ্টজেমস্-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া যাইব; স্থানান্তরে চলিয়া গেলে, আমি এক রকম অন্তমনস্ক থাকিতে পারিব; যাহাদিগকে লইয়া কথা, তাহাদিগের সঙ্গে আর দেখা

হইবে না, কোন একটা মিথ্যাকথা রচনা করিয়া অপরের কাছেও লুকাচুরী খেলিতে হইবে না। সেণ্টজেম্‌স্-প্রাসাদ আমি পরিত্যাগ করিব, এই সংকল্প আমি স্থির করিয়াছি। কল্যই আমি চলিয়া যাইব। উত্তম অছিলা পাইয়াছি। আমার ছেলেটি পীড়িত; ডাক্তার আজ বলিয়া গিয়াছেন, সমুদ্রের হাওয়া লাগাইলে ভাল হইবে; উত্তম অছিলা। মনিবের কাছে এইরূপ হেতু জানাইলে আর কোন দোষের ভাব কাহারও মনে আসিতে পারিবে না।

"তোমাকে আমি এই চিঠি লিখিলাম, অথচ তোমার নাম লিখিলাম না, আমারও নাম দস্তখৎ করিলাম না। কে কাহাকে লিখিল, তাহা নির্ণয় করিবার পন্থা রহিল না; তোমাকে আমি—"

* * * * * *

চিঠিখানার ঐ পর্য্যন্তই লেখা হইয়াছিল, বাকীটুকু লেখা হয় নাই।

চিঠি পাঠ করিয়া রাজমহিষীর দুটি সহচরী আবার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

ব্রেডাল।—কেমন, কি বুঝিলে?—চিঠির মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া তোমার বিবেচনায় কি আইসে?

আরবুথ।—(অকস্মাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া) তোমার গল্পটা আগে তুমি সমাপ্ত কর, তাহার পর আমি আমার মন্তব্য প্রকাশ করিব।

ব্রেডাল।—আর আমার বেশী কথা বলিবার নাই। চিঠিখানা জেঁ৷ যখন পাঠ করিয়াছিল, তখন তাহার মনের চাঞ্চল্য কতদূর, তাহা তুমি অনুভবেই বুঝিতে পারিতেছ। মূল ঘটনা সম্বন্ধে সে যাহা কিছু জানিত, সেই চাঞ্চল্যের সময়ে সে যদি তাহা প্রকাশ করিয়া দিত, তাহা হইলে কিরূপ ফল দাঁড়াইত, তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইতেছে; কথাগুলি চাপিয়া রাখিয়া জেঁ৷ তখন বুদ্ধির কাজ করিয়াছিল; করোনারের তদন্ত হইয়াছিল; প্রমাণের পক্ষে কেবল একটা কথার উপরেই জোর; সেলিস্ আত্মহত্যা করিয়াছে কি না?—প্রমাণটা সেই দিকেই গেল;—জুরীরা রায় দিলেন, যথার্থই আত্মহত্যা। সুধুই কি কেবল তাহাই,—না,—বেচারার মাথার উপর ভয়ানক কলঙ্কের দাগ চড়িল। সেলিস্ অন্ধকার রাত্রে মনিবকে গোপনে খুন করিতে গিয়া, অস্ত্রাঘাত করিয়া, ঘরে আসিয়া ভীরু কাপুরুষের ন্যায় আপনার গলা আপনি কাটিয়াছে।

আরবুথ।—জেঁ৷ কি করিল?—তাহার ভাগ্যে কি হইল?

ব্রেডাল।—চাকরদের, দাসীদের, আর অপরাপর লোকদের জবানবন্দী

যখন লিখিয়া লওয়া হয়, জেঁা তখন কৌশলক্রমে তফাতে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, জবানবন্দী দেয় নাই; করোনার এবং তাঁহার জুরিগণ পূর্ব্বকথিত সাক্ষিগণের সাক্ষ্যপ্রমাণে রায় প্রকাশ করিলেন। জেঁা তৎপরে ডিউক অব কম্বারল্যাণ্ডের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সংস্রব হইতে একবারে স্বতন্ত্র হইলেন; সে সেই সময় আমার কাছে চাকরীস্বীকার করিয়াছিল; আমি তাহাকে আমার ভাণ্ডারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। আমার স্বামী তখন বাঁচিয়া ছিলেন, মাউণ্ট ষ্ট্রীটে আমাদের বাড়ী ছিল। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে জেঁার মুখের দিকে নজর রাখিতে রাখিতে অল্প দিনেই আমি বুঝিতে পারিলাম, তাহার মনের ভিতর যেন কোন গুপ্তকথা চাপা আছে, সে তাহা প্রকাশ করিতে চাহে না। আমার অনুমানে আসিয়াছিল, সে যখন ডিউক অব কম্বারল্যাণ্ডের প্রিয় খানসামা ছিল, তখন অবশ্যই রাজমহলের কোন কোন কেলেঙ্কারের কথা তাহার জানা আছে; বড় বড় লোকের সৌখীন জীবনে যে সকল ভয়ানক ভয়ানক দুষ্ক্রিয়া ঘটে, বিশ্বাসী চাকরেরা অবশ্যই তাহার কিছু না কিছু সংবাদ রাখেই রাখে; জেঁা নিশ্চয়ই কোন কোন গুহ্য সন্ধান জানে, ইহাই আমার ধারণা।

আরবুথ।—যাহা কিছু তোমার অনুমান, যাহা কিছু তোমার ধারণা, তাহার মীমংসা পাইয়াছ কিছু?

ব্রেডাল।—অগ্রে আমি মীমাংসার দিকে যাইতে পারি নাই; কেবল অনুমানের উপরেই ভর করিয়া থাকিতাম। ক্রমশঃ মীমাংসার দিকে একটু একটু আলো দেখিতে পাইলাম। জেঁা এক এক দিন অনবধানতাবশে অসাবধানে একটা একটা কথা বলিয়া ফেলিত, আমি তাহা শুনিয়া শুনিয়া রাখিতাম, শেষকালে বিশেষ তত্ত্ব জানিবার চেষ্টায় তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলাম।

আরবুথ।—জেঁাকে তুমি পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, তাহাতে কি ফল হইল?

ব্রেডাল।—বেশ ফল হইয়াছে। আমি জেরা করিতে জানি। জেঁা আমার প্রত্যেক প্রশ্নের পরিষ্কার পরিষ্কার উত্তর দিয়াছে। সেলিসের সম্বন্ধে এবং ঐ চিঠিখানার সম্বন্ধে যে যে বিশেষ কথা তাহার জানা ছিল, তৎসমস্তই সে আমার কাছে খুলিয়া বলিয়াছে, অপর কাহারও কাছে তাহা ভাঙ্গে নাই, অপরে তাহা কিছু জানিতেও পারে নাই, সাধারণে তাহার কিছুমাত্র অবগত নহে।

আরবুথ।—তবে ত জেঁ। তোমার অনেকটা উপকার করিয়াছে?

ব্রেডাল।—যথেষ্ট। জেঁ। আমাকে অনেক গুহ্যকথা বলিয়াছিল, সে আমাকে ঐ পত্রখানি দিয়াছিল। সত্যই আমি তাহার দ্বারা অনেক উপকার পাইয়াছি। ভাগ্যপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, অবস্থার উন্নতি করিবার ইচ্ছায় সে এখন আমার চাকরী ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে, কি করিতেছে, তাহার কি হইয়াছে, অনেক দিন সে সংবাদ আমি পাই নাই।

আরবুথ।—জেঁ। তোমার অনেক উপকার করিয়াছে, তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু মোটের উপর ষোল আনা ঘটনা-সম্বন্ধে তাহার কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা তুমি কিছু জানিতে পারিয়াছিলে?

ব্রেডাল।—সেলিস্ যাহা জানিতে পারিয়াছিল, তাহার উপর জেঁ। আর কি বেশী গোড়ার কথা জানিতে পারিবে? মোটের উপর তাহার আর কি নূতন ধারণা হইবে? আসল কথা হইতেছে, ডিউকের দ্বিতীয় খানসামা নীলের সহিত রাজকুমারী আগষ্টার গুপ্তপ্রণয়; সেলিস্ স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছিল; পাছে তাহার মুখে উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, নীল সেই ভয়ে সেলিস্‌কে খুন করিয়াছে. সেলিসের গলা কাটিয়া চুপি চুপি ডিউকের ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গেও ছুরী মারিয়া রক্তপাত করিয়াছে, কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, চুপি চুপি পলাইয়া আসিয়াছিল; মনে মনে-স্থির-বিশ্বাস রাখিয়াছিল, সকলেই স্থির করিবে, ডিউককে মারিতে গিয়াছিল—সেলিস্। বাস্তবিক নীলের হস্তে সেলিসের প্রাণ গিয়াছে, নীলের হস্তেই ডিউক অব কম্বারল্যাণ্ডের অঙ্গে রক্তপাত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়। করোনারের তদন্ত এবং জুরীদের রায় বড় বিস্ময়কর।

আরবুথ।—আচ্ছা, জেঁ। যে সকল সত্যকথা জানিতে পারিয়াছিল, করোনারের তদন্তসময়ে হাজির হইয়া তাহা প্রকাশ করে নাই কেন? তাহার ভয় হইয়াছিল কেন? সাক্ষ্য দিবার ভয়ে পলাইয়া গিয়াছিল কেন?

ব্রেডাল।—কারণ, মুহূর্ত্তমধ্যে জেঁ। ঐ অসমাপ্ত চিঠিখানা পাঠ করিয়াছিল, ভয়ে বিস্ময়ে সে অভিভূত হইয়াছিল;কি করা কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার অবসর পায় নাই; সে ভাবিয়াছিল, সামান্য নগণ্য এক জন চাকর, সে যদি সত্যকথা বলে, কেহই তাহাতে বিশ্বাস করিবে না, বরং তাহার উপরেই দোষ পড়িবে, সেই ভয়েই তদন্তকালে সে হাজির হয় নাই।

আরবুথ।—তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু জেঁ। যাহা জানিয়াছিল, যুক্তির

সঙ্গেও যাহার মিল হইতেছে, করোনারের জুরীদের মাথায় সে সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তির উদয় কেন হয় নাই, তাহা—

ব্রেড্‌লা।—(কাহারা যেন শুনিতেছে,দেয়ালের ফাঁক দিয়া তাহাদের মুখ যেন দেখা যাইতেছে, এইরূপ সন্দেহে বিবি আরবুথনট্‌কে থামাইয়া দিয়া একবার উঠিয়া, দ্বার খুলিয়া চারিদিক চাহিয়া, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, পুনরুপবেশন পূর্ব্বক) দোহাই পরমেশ্বর! সাবধান! সাবধান হইয়া কথা কও, যাহা তুমি বলিতেছ, যদি কেহ তাহা শোনে, বিপদ্‌ ঘটিতে পারে।

আরবুথ।—লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়া অসম্ভব!—যতই সংশয়াবহ,ভয়াবহ ও বিস্ময়াবহ হউক না কেন, যে সকল্ মূর্ত্তিমান সত্য আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে,তাহাতে তাহার অপলাপ করিবার চেষ্টা পাওয়া নিতান্তই নিষ্ফল। নীল নিজে সেলিস্‌কে খুন করিয়াছে, সে কথায় বিশ্বাস করিতে বড়ই গোলমাল ঠেকে। একটি রাজকন্যা গোপনে তাহাকে যৌবন দান করিয়াছে, সেই অপরাধে এককালে তাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট করা কি প্রকারে ন্যায়সঙ্গত হয়? সেই রাজকন্যা কি তাহাকে রক্ষা করিবে না? সেই রাজকন্যা কি তাহার জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিবে না? সেলিসকে খুন করিবার তাহার কি উদ্দেশ্য ছিল? রাজকুমারী আগষ্টা তাহাকে খুন করিতে শিখাইয়া দিয়াছিল, এমন কি তুমি বিবেচনা কর? আচ্ছা, কূটতর্কে যদিও নীলকে সেলিসের হত্যাকারী বলিয়া ধরা যায়,তবে অবশ্যই তাহাকে ডিউকের আক্রমণকারী বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে; তবে এখন এই তর্ক উঠিবে যে, একটা অপরাধ ঢাকা দিবার জন্য অকারণে আর একটা অপরাধের অবতারণার আবশ্যকতা কি ছিল? নীল যদি ঐ দুই কার্য্য করিয়া থাকে, তবে ত সে পাগল!

ব্রেডাল।—(ঠিক অর্থবোধে অসমর্থ হইয়া) কে তবে—কে তবে—

আরবুথ।—এখনও বুঝিতে পারিতেছ না? চিঠিখানা পড়িবার সময় আমি—

ব্রেডাল।—(মনোগত বিস্ময়ে) আমি ত আজ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছি—সেলিসের হত্যাকারী নীল, আজ পর্য্যন্ত আমার সে ধারণার ভাবান্তর হইতেছে না; চিঠি পড়িবার সময় তোমার মনে কি আবার নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল?

আরবুথ।—ভাবের আবির্ভাব না হোক্, একটা ধারণা আসিয়াছিল।

ব্রেডাল।—ধারণাটা কি রকম?

আরবুথ।—(ইতস্ততঃ চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে) হত্যাকারী নীল নয়;—আমি যেন বুঝিতেছি, ডিউক অব্ কম্বারল্যাণ্ড স্বয়ং তাঁহার ভগ্নী আগষ্টার প্রণয়-পদ্মের মধুকর; অগম্যাগমনে তাঁহার ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি!—সেলিস্ যখন নীলের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, নীল তখন সে ঘরে উপস্থিত ছিল না;—রাজকুমারী আগষ্টাকে লইয়া নীলের বিছানায় ডিউক বসিয়াছিলেন;—সেলিস্ তাড়াতাড়ি হঠাৎ প্রবেশ করিয়াছিল, অভাবনীয় দৃশ্যদর্শনে থতমত খাইয়াছিল, রাজকুমারী আগষ্টা কাহার ক্রোড়ে, নীলের কি ডিউকের, সে তখন তাহা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই;—ডিউককেই হয় ত নীল মনে করিয়াছিল;—অধিকক্ষণ হয় ত সে দিকে চাহিয়াও থাকে নাই;—তাহাতেই তাহার ভ্রম হইয়া থাকিবে;—নিমেষমাত্রদর্শনে ডিউককেই ভাবিয়াছিল নীল—বাহির হইয়া আসিবার সময় বারাণ্ডার পথে জোঁকে দেখিয়া বলিয়াছিল, "নীলের ঘরে যেও না, সে ঘরে লোক আছে।" সেলিসের সেইরূপ ভ্রম হইয়াছিল, ইহাই যেন আমার বোধ হইতেছে।

ব্রেডাল।—(একটু চিন্তা করিয়া শিহরিয়া) ওঃ! এতক্ষণে যেন আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল! এখন আমার বোধ হইতেছে, তাহাই ঠিক্! সেলিস্ যে পত্রখানা লিখিতেছিল, শেষ করিতে পারে নাই, সেখানা হয় ত নীলের কাছে পাঠাইত না, ডিউকের কাছেই পাঠাইত, ইহাই হয় ত তাহার মনে ছিল।

আরবুথ।—আমিও তাহাই মনে করিতেছি। আমার ধারণায় তোমার সাবেক ধারণা ঘুচিয়া গেল, বোধ হইতেছে; একণে তোমার আর কি সিদ্ধান্ত মনে আসিতেছে? সেলিসের প্রস্থানের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তোমার কিরূপ অনুমান?

ব্রেডাল।—অনুমান?—আর আমি এখন অনুমান বলিব না। সব অনুমান এক জায়গায় আসিয়া জড় হইয়াছিল, সব অনুমান এখন খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। এখন আমি বুঝিতেছি আর এক রকম। স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া আসিয়া, ডিউকের মহলে নিজের ঘরে বসিয়া, সেলিস্ পত্রখানার খানিকটা লিখিয়া কি ভাবিয়া শয়ন করিয়াছিল, লেখা কাগজখানা দেয়ালের ধারে পড়িয়া রহিয়াছিল, সেটা হয় ত দেখিতে পায় নাই, কিম্বা হয় ত সেটা তাহার মনেই ছিল না। রাত্রি দুই প্রহরের সময় ডিউক চুপি চুপি সেই ঘরে প্রবেশ করেন। সেলিস্ তখন ঘুমাইয়াছিল; ডিউক তাহার গলা কাটিয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া পড়েন; অপরের সন্দেহ মিটাইবার অভিপ্রায়ে নিজের বুকে ছুরী মারেন; রক্তধারা বহিতে থাকে; সেই সময় নীলকে

ডাকিয়া, কামিজে রক্ত দেখাইয়া তাহার সঙ্গে বারাণ্ডায় বাহির হইয়াছিলেন; নীলের মুখে "খুন! খুন!" চীৎকার শুনিয়া, হলঘরের দরওয়ান বারাণ্ডায় ছুটিয়া আসিয়াছিল, ডিউকের কামিজে রক্তধারা দেখিয়াছিল, তোমার কথা শুনিয়া এখন আমার মনে এইরূপ ধারণা দাঁড়াইতেছে; কিন্তু ডিউকের বক্ষের ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিয়াছিলেন, "আঘাত গুরুতর।" নিজের অঙ্গে নিজ অস্ত্রাঘাত করিলে, আঘাতটা গুরুতর হইতে পারে, এমন বিশ্বাস—

আরবুথ।—আশ্চর্য্য বোধ হয় না। প্রাণে ভয়, মনে সন্দেহ, কার্য্য তাড়াতাড়ি, সে অবস্থায় অস্ত্রখানা বেশী বসিল কি অল্প বসিল, সেটা তাঁহার হুঁস ছিল না;—ইহাও হইতে পারে, কিম্বা ডাক্তার হয় ত আপনাদের পেশার অভ্যাসে অল্প আঘাতকে বেশী আঘাত বলিয়া মন্তব্য দিয়াছিলেন, তাহাও হইতে পারে। বস্তুতঃ আমি বুঝিতে পারিতেছি, ডিউক অব কম্বারল্যাণ্ড নিজেই নরহন্তা।

ব্রেডাল।—(সেলিসের লেখা অর্দ্ধসমাপ্ত চিঠিখানা নিজের ডেস্কের মধ্যে রাখিয়া দিয়া) ব্যাপারটা কি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর নয়?

আরবুথ।—(শঙ্কাকুল গম্ভীরবদনে) ভয়ঙ্করের উপর ভয়ঙ্কর!—রাজবংশের ইতিহাসের মধ্যে এই ব্যাপারটা মহাবিস্ময়াবহ ও মহাভয়াবহ উপাখ্যানের অধ্যায়!—রাজকুমারী শার্লোটীর বয়স অল্প বলিয়া এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিতে তুমি ইতস্ততঃ করিতেছিলে; এক্ষণে আমি বোধ করি, এ বিষয়ে তাঁহার কৌতূহল পরিতৃপ্তিপক্ষে তোমাকে আরও অধিক সাবধান হইতে হইবে।

সপ্তষষ্টিতম উল্লাস।

—:•:—

ময়নাবুড়ীর ভীষণ কেচ্ছা।

পাঠক মহাশয় এই সময় আর একবার জিনেভা নগরে চলুন। সেখানকার সেই খুনী মামলাটার কিরূপ পরিণাম হইতেছে, দেখিতে হইবে।

রাত্রি দশটা। জিনেভা নগরের বৃহৎ কারাগারের ফটকে জোসেলিন লক্‌তস্ উপস্থিত। ফটকের প্রহরী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি প্রয়োজন?" জোসেলিন উত্তর করিলেন, "যে স্ত্রীলোকটার কল্য প্রাণদণ্ড হইবে, তাহার সহিত একবার দেখা করা আবশ্যক।"

প্রহরী বলিল, "এত রাত্রে কয়েদীর সহিত দেখা করা—"

পকেট হইতে একখানি পরোয়ানা বাহির করিয়া দেখাইয়া জোসেলিন বলিলেন, "এই লও ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমনামা।"

প্রহরী তখন তটস্থ হইয়া দুই হাতে সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "আসুন।"

অপ্রশস্ত গুলিপথে দ্বারবান্ অগ্রসর হইল, পশ্চাতে চলিলেন জোসেলিন লক্‌তস্। পথের দুই ধারে উচ্চ উচ্চ দেয়াল, সারি সারি ঘর, সব দিক্ অন্ধকার। পথের উপরের খিলানে একটা লোহার লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, সে লণ্ঠন হইতে অল্প অল্প আলো আসিতেছিল, সে আলোতে সম্মুখের পদার্থ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বারবানের সঙ্গে জোসেলিন আর একটা মহলে প্রবেশ করিলেন, সে দিক্‌টাও ঐরূপ অন্ধকার, কেবল উপরের একটা ঘরের ক্ষুদ্র গবাক্ষ হইতে আলোকরশ্মি বাহির হইতেছিল. সেই মহল অতিক্রম করিয়া একটা প্রাঙ্গণ, সেই প্রাঙ্গণ পার হইয়া জোসেলিন উপরের দরদালানে উপস্থিত হইলেন, সেইখানে একখানা বেঞ্চের উপর তিন জন কারাপ্রহরী, এক জন কারারক্ষক আর এক জন সার্জ্জন বসিয়া মদ খাইতেছিল, চুরুটের ধোঁয়া উড়াইতেছিল, পাঁচ রকম গল্প করিতেছিল, পাশের একটা টেবিলের উপর বাতী জ্বলিতেছিল। ফটকের দ্বারপাল সেইখানে দাঁড়াইয়া কারা-রক্ষককে বলিল, "ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমনামা আছে, এই ভদ্রলোকটি একটা কারাকূপে যাইবেন, যে কূপে একটা স্ত্রীলোক বন্দিনী আছে, কল্য যাহার মাথা কাটা যাইবে, তাহার সহিত দেখা করিবেন, লইয়া যাও।"

ফটকের দরোয়ান ফটকে ফিরিয়া গেল, কারারক্ষক একটা লণ্ঠন লইয়া জোসেলিনকে কারাকূপের দিকে লইয়া চলিল, সে দিক্‌টাও উচ্চ উচ্চ দেয়ালে আবৃত, দূরের একটা ঘরের গবাক্ষ হইতে মৃদু আলোকরশ্মি বাহির হইতেছিল। জোসেলিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্য ঘরে আলো নাই, ঐ ঘরে আলো দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?"

রক্ষক বলিল, "যাহাদের মাথা কাটার হুকুম হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা পুরুষ, তাহারা এই মহলে থাকে, যে ঘরে আলো দেখিতেছেন, ঐ ঘরে তিন জন আসামী আছে, তাহাদের কাছে এক জন পুরোহিত আছেন, পুরোহিত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন, সেই জন্যই আলো। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিবেন চলুন।"

যে ঘরে আলো জলিতেছিল, সেই ঘরের গবাক্ষের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া জোসেলিন শুনিলেন, আসামীরা গান গাহিতেছে। প্রহরীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি হইতেছে?"

প্রহরী বলিল, "এ ঘরে যে তিন জন আসামী আছে, তাহারা ক্যাথলিক, এখানকার ধর্ম্মযাজকের উপদেশ তাহারা গ্রাহ্য করে না, কি গান গাহিতেছে শুনুন।"

জোসেলিন কাণ পাতিয়া শুনিলেন। ধর্ম্মসঙ্গীত নহে, মাতলামীর খেঁয়ুড় গীত। তিন জনে উচ্চকণ্ঠে খেঁয়ুড় গাহিতেছিল। গীত সমাপ্ত হইলে গায়কেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পুরোহিত সেই সময় ধর্ম্মোপদেশ দিতে সুরু করিলেন, আসামীরা আরও উচ্চরবে হাসিয়া অতি কুৎসিত অশ্লীলবাক্যে পুরোহিতকে গালাগালি দিতে লাগিল।

জোসেলিনের সঙ্গী প্রহরী বলিল, "ক্যাথলিকদলের খৃষ্টানেরা এখানকার ধর্ম্মযাজকগণকে ঐ রকম লাঞ্ছনা করে। চলুন এখন, নারীমহলে চলুন।"

নারীমহলে জোসেলিন প্রবেশ করিলেন। যে কূপে সেই স্ত্রীলোকটা কয়েদ, সেই কূপের দ্বারে প্রহরী তাঁহাকে লইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি আপনার সঙ্গে ভিতরে যাইব, কিম্বা আপনি একাকী ঐ আসামীর সঙ্গে দেখা করিবেন?"

জোসেলিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কূপে এখন কি আর কেহ আছে?" প্রহরী বলিল, "এখন কেহ নাই, এক জন প্রোটেষ্টাণ্ট যাজক নিযুক্ত আছেন, তিনি রাত্রি দুই প্রহরের সময় আসিবেন।"

সে কূপের আসামীটা কে?—পাঠক মহাশয় জানিয়া রাখুন, যুবরাণীর

আবাসভবনের সেই তিনটা দুষ্টা সহচরীর কুমন্ত্রশিক্ষাদাত্রী পাপীয়সী মিসেস রেঞ্জার।

প্রহরীর প্রশ্নে জোসেলিন উত্তর করিলেন, "তবে আমি একাকীই দেখা করিব, যাহা যাহা আমার বলিবার আছে, তাহা বলিব, উহার মুখে যাহা যাহা শুনিতে হয়, তাহা শুনিব, অল্পক্ষণের মধ্যেই বাহির হইয়া আসিব।"

প্রহরী তখন সেই কূপের প্রকাণ্ড কপাটের চাবী খুলিয়া, অর্গল খুলিয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জোসেলিনকে বলিল, "আমি ততক্ষণ এই বারাণ্ডার পথে পায়চারি করিয়া বেড়াই, আপনার কার্য্য শেষ হইলে আপনাকে লইয়া যাইব।"

কপাট উন্মুক্ত হইল; চৌকাট পার হইয়া জোসেলিন কূপমধ্যে পদার্পণ করিলেন, দ্বার ভেজাইয়া দিয়া কারারক্ষক বহির্ভাগে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে পায়চারি করিতে লাগিল।

কূপের ভিতর ছোট একটা টেবিলে বাতী জ্বলিতেছিল, একখানা কাষ্ঠের চৌপায়ার উপর বিকটবদনা মিসেস্ রেঞ্জার উপবিষ্টা। বুড়ীটা স্বভাবতই কদাকার, এখন আবার তদপেক্ষা অধিক বিকটাকার হইয়াছে। শুষ্ক মুখখানা লম্বা হইয়া গিয়াছে, মাংসের লেশ নাই, কঠোর কর্কশ চামড়া ঢাকা যেন একখানা কাঠের মুখ। সর্পচক্ষুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, লম্বা নাকটা শুকাইয়া শুকাইয়া খুব সরু হইয়া গিয়াছে, বাঁধান দাঁতগুলা খসিয়া যাওয়াতে তোবড়ানো ঠোঁট দুখানা মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে. ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সাদা সাদা ছোট ছোট চুলগুলা দুদিকের কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, অতি কদাকার বিকট মূর্ত্তি! যুবরাণীর রম্যকুঞ্জে চেহারা রাখিবার জন্য এই বুড়ী নিত্য নিত্য শুষ্ক মুখে সাবান ঘষিত, সুন্দর সুন্দর রং মাখিত, শাদাচুলে কলপ দিত, রকম রকম গন্ধতৈলে কেশবিন্যাস করিত, এখন আর সে দিন নাই, সুখসেব্য রং-সাবানে এখন আর অঙ্গরাগ হয় না, কাজে কাজেই সব শুষ্ক, সব বিপর্য্যয়। জজের আদালতে বিচারের সময় জোসেলিন একতস্ তাহাকে এ দিন দেখিয়াছিলেন, বুড়ীটার মাথায় তখন টুপী ছিল, মুখেও ঘোম্‌টা ছিল, মুখখানা তিনি দেখিতে পান নাই, এখন দেখিলেন। এখন আর সে টুপী নাই, মাথাটা খোলা, এখন আর সে ঘোম্‌টা নাই, মুখখানাও খোলা; সেই মুখ দেখিয়া ঘৃণায় জোসেলিনের অঙ্গ শিহরিল, ঘৃণার সঙ্গে এক রকম আতঙ্ক আসিল, অন্তরে অন্তরে তিনি একটু কাঁপিলেন।

বুড়ীটা কঙ্কালসার। আধময়লা একটা গাউন পরা ছিল, রোগা রোগা

কাঠের পুতুলকে ঘাগরা পরাইলে যেমন দেখায়, কঙ্কালসার বুড়ীটাকেও ঠিক সেই রকম দেখাইতেছে।

টেবিলের কাছে ছোট একখানা টুল ছিল, জোসেলিন লকৃতস্ সেই টুলের উপর বসিলেন। ঘৃণার চক্ষে বুড়ীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলে, ঠিক সময়ে তাহা আমি জানিতে পারি নাই, যে হোটেলে আমি এখন থাকি, একজন ধর্ম্মযাজক আজ বেলা তিনটার সময় সেই হোটেলে গিয়াছিলেন, আমাকে দেখিতে পান নাই, একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, রাত্রি নয়টার সময় হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া আমি সেই চিঠি পাই, পাইয়াই এখানে চলিয়া আসিয়াছি।"

বুড়ী এইবার কথা কহিল। মুখে দাঁত না থাকিলে, স্পষ্ট কথা বাহির হয় না, সকল কথাই জড়াইয়া যায়,সেইরূপ জড়ান জড়ান অস্পষ্টবাক্যে বুড়ীটা বলিল, "অত কথা কেন বলিতেছ, ও সব কথা শুনিবার জন্ত তোমাকে আমি ডাকি নাই, তুমি আমাকে রক্ষা করিবে, সেই আশাতেই তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম। দয়া করিয়া তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

জোসে।—(আর একবার বক্রনয়নে বুড়ীর সেই বিকট মুখের দিকে চাহিয়া) মরণের জন্ত তুমি কি প্রস্তুত হইয়াছ ?

বুড়ী।—(কাঁপিয়া উঠিয়া) না – না – না—আমি মরিতে পারিব না!—মরণে আমার বড় ভয়!—তুমি আমাকে রক্ষা কর!—তুমি আমাকে বাঁচাও!

জোসে।—(স্থিরগম্ভীরস্বরে) ধর্ম্মযাজক আইসেন, ধর্ম্মকথা বলেন, ধর্ম্মস্তোত্র পাঠ করেন, তাহাতে কি মনে তুমি একটুও শান্তি পাও না? তাহা শুনিয়াও কি তোমার একটু অনুতাপ আইসে না?

বুড়ী।—(বিকটচক্ষে চাহিয়া) ধর্ম্মযাজক?—তিনি কি বলেন?—তিনি বলেন, স্বর্গ আর নরক। স্বর্গে অনন্ত সুখ, নরকে আগুনের সাগর!—ধূ ধূ করিয়া আগুনের শিখা জলে!—আগুনের শিখায় পাপীরা পোড়ে! গন্ধকের সমুদ্রে দাউ দাউ করিয়া আগুন জলে! পাপীরা সেই আগুনের সাগরে ঝাঁপ দেয়! ওরে বাবারে!—ধর্ম্মযাজকের সেই সকল উপদেশে আমার প্রাণ উড়ে যায়!

জোসে।—(গম্ভীরবদনে) পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

বুড়ী।—(কম্পিত হইয়া) ওরে বাবারে!—যে সকল পাপ আমি করিয়াছি, সে সকল পাপের কি ক্ষমা আছে? তিনি কি আমার সে সকল পাপ ক্ষমা

করিবেন ?—না—না—না—তাঁর কাছে আমি ক্ষমা পাইব না!—জোসেলিন লকৃতস্! তুমি আমাকে রক্ষা কর!—তুমি আমাকে বাঁচাও!—অবশ্যই আমাকে বাঁচাইতে হইবে!—আমি মরিতে পারিব না!—মরণে আমার বড় ভয়!—পাপ ক্ষমা আমি চাই না!—আমি কেবল বাঁচিয়া থাকিতে চাই!—জোসেলিন লকৃতস্! তুমি মনে করিয়া দেখ, তুমিই আমার এই দুর্দ্দশার মূল!—তুমিই খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই ডাক্তারকে ধরিয়াছিলে, তুমিই তাহার মুখে আমার দোষের কথা শুনিয়াছিলে, তুমিই আমাকে পুলিসের হাতে ধরাইয়া দিয়াছিলে, তুমিই আমাকে এই মরণের মুখে আনিয়া ফেলিয়াছ!

জোসে।—(উত্তেজিত হইয়া) পাপীয়সি! কি কথা বলিস্?—আমিই তোর এই দশা করিয়াছি?—মিসেস্ রেঞ্জার! কিছুই কি এখন মনে পড়ে না?—তুই নিজেই তোর এই সকল বিপদ্ ডাকিয়া আনিয়াছিস্, নিজেই তুই মরণের পথে উপস্থিত হইয়াছিস্। আমি কি করিব?

বুড়ী।—(আতঙ্কে অভিভূত হইয়া) কি হবে তবে!—জোসেলিন লক্‌তস্! আমি তবে কোথায় যাবো?—গিলোটিন!—বাবা!—গিলোটিন!—আমি মরিতে পারিব না!—আমি মরিব না! আমাকে বাঁচাও!—কেবল বাঁচিয়া থাকিব, এই আমার আশা,—এই আমার প্রার্থনা। গিলোটিনে যাইব না, বাঁচিয়া থাকিয়া জেলখানায় পচিব, তাহাই আমি চাই। খালাস পাইয়া বাহির হইয়া যাইতে চাই না। বুড়ো হইয়াছি, কতদিন আর বাঁচিব, দুই এক বৎসরের মধ্যেই যম আমাকে লইবে, সে মরণ আমি সহিতে পারিব, গিলোটিনে মরিতে পারিব না!—জেলখানায় আমি কয়েদ থাকিব,—জেলখানার ভিতর আর কোন পাপ আমি করিতে পারিব না;—আমার গায়ে আর জোর নাই;—জেলখানার কপাট প্রকাণ্ড, জেলখানার জানালার গরাদে সব মোটা মোটা, তাহা আমি ভাঙ্গিতে পারিব না, জেল ভাঙ্গিয়া পলাইতে পারিব না। কত বড় বড় বলবান্ জোয়ান পালোয়ান জেলখানায় কয়েদ হয়, তাহারা কি জেলখানার দ্বার ভাঙ্গিয়া, জানালা ভাঙ্গিয়া পলাইতে পারে?—তাহারা কি জেলখানার মোটা মোটা পাথরের দেয়ালের একখানা পাথর সরাইয়া ফেলিতে পারে?—তাহারা যখন পারে না, তখন আমি এই একটা রোগা বুড়ী, আমি কি জেল ভাঙ্গিয়া পলাইতে পারিব? আমি কি জেলখানার ভিতর কোন লোকের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিব? কখনই না—কখনই না। তুমি আমাকে বাঁচাও!—গিলোটিনে দিও না, বাঁচাইয়া রাখিয়া জেলখানায় পচাও।

জোসেলিন কথা কহিলেন না। কুটিল নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া, বহু চেষ্টায় কণ্ঠস্বর বদলাইয়া, কেমন এক প্রকার নূতন স্বরে, মন ভিজাইবার কুহকে বুড়ী তখন বলিতে আরম্ভ করিল, "শোন জোসেলিন! সুন্দর সুন্দর ফলফুলে শোভিত একটি মনোহর উদ্যান; সেই উদ্যানে দিব্য একটি সুন্দরী বালিকা; বয়স কত? পাঁচ বছর।—বালিকাটি বাগানের ভিতর নাচিয়া নাচিয়া ধাইয়া লাফাইয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, পদ্মফুলের মতন কচি কাচ মুখখানি ঢল ঢল করিতেছে, বড় বড় চক্ষু দুটি যেন জ্বলিতেছে; রাঙা রাঙা ঠোঁট দুখানি টুক টুক করিতেছে, মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলি হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে, কপাল খানি যেন শুভ্র শ্বেত পাথরের মতন ধপ ধপ করিতেছে। সে বাগানের ভিতর একখানি পরমসুন্দর কুঞ্জকুটীর। আহা! সংসারে "মা" কথাটি কি মধুর! "মা" বস্তুটি কি অমৃতময়ী!—সেই যে কুঞ্জ-কুটীর, সেই কুটীর হইতে একটি "মা" বাহির হইয়া আসিলেন। বালিকাটি খেলা করিতেছিল, মা দেখিয়া 'মা মা' বলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া গিয়া, হাসিয়া হাসিয়া ঝাঁপাইয়া তাঁহার কোলে উঠিল। শিশুর মুখে মধুর হাসি,—সে হাসি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলকেও লজ্জা দেয়, শিশুর মুখে 'মা মা' বুলী, তরুকুঞ্জের সুস্বর বিহঙ্গের সঙ্গীতলহরীকেও লজ্জা দেয়। মা আসিলেন; কাহার মা?—যে বালিকাটি নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছিল, সেই সুন্দরী বালিকাটির স্নেহময়ী মা।—মেয়েটিকে কোলে করিয়া, ওষ্ঠপুটে চুম্বন দিয়া, মা তখন কি অনুপম আনন্দ সাগরে ভাসিলেন, আমি বুড়ী আমি তাহা কেমন করিয়া বলিব?—জোসেলিন লকৃভস! বুঝিতে পারিলে কিছু?—বল দেখি কে সেই বালিকা?—গর্ব্বের সময় নাই; পূর্ব্ব স্মৃতিতে তথাপি আমি গৌরব করিয়া বলিতেছি, সেই বালিকাই আমি!"

শুষ্ক বুড়ীর শুষ্ক কথা শুনিয়া শুনিয়া জোসেলিন লকৃভস অন্যমুখী হইতেছিলেন, এইসময় ঐ করুণ রসপূর্ণ সুললিত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় গলিল, চক্ষে জল আসিল। আশ্চর্য্য ভাবান্তর। একটা আস্থি-সার বুড়ীকে তিনি সম্মুখে দেখিতেছিলেন, প্রকাণ্ড কপাট, দুশ্ছেদ্য গরাদে, দুর্ভেদ্য দেয়াল ও বীভৎস পদার্থযুক্ত ভীষণ কারাকূপে বসিয়াছিলেন, সহসা যেন তাহা ভুলিয়া গেলেন; বুড়ীর বদলে বুড়ীর বর্ণিত সেই সুন্দরী বালি-কাটি, ভীষণ কারাকূপের বদলে সেই সুন্দর ফল-ফুল-পূর্ণ মনোহর উদ্যানটি ও উদ্যান মধ্যস্থ সেই সুরম্য সুবিচিত্র কুঞ্জকুটীর-খানি যেন তাঁহার মনশ্চক্ষুর সমীপে প্রকাশিত হইল; প্রকৃতির চিত্র অঙ্কনে বুড়াটার নৈপুণ্য এত দূর,

রম্য পদার্থের রমণীর ছবি আঁকিবার শক্তি এত দূর যে, ক্ষণকালের জন্য জোসেলিন লকৃত্তস্ যেন জাদুমন্ত্রে বিমুগ্ধ হইলেন।

বুড়ী আবার বলিতে লাগিল, "শোন শোন, দৃশ্য পরিবর্ত্তন, দ্বাদশ বৎসর অতীত! একটি রমণীর সুসজ্জিত কক্ষ। সেই কক্ষমধ্যে একখানি সোফার উপর সপ্তদশ বর্ষীয়া একটি পরমাসুন্দরী রমণী; অঙ্গে মহামূল্য সুবিচিত্র বসন, মস্তকের কবরীতে হীরার ফুল, কণ্ঠদেশে মুক্তাহার, স্তনমূলে বিলম্বিত মুক্তামালা, বাহুমূলে বহুমূল্য সমুজ্জল স্বর্ণকঙ্কণ। কক্ষদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, মুখে রং মাখা একজন পদাতি প্রবেশ করিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী প্রস্তুত হইবে কখন?" উপযুক্ত হুকুম পাইয়া পদাতিক চলিয়া গেল। পরক্ষণে সুন্দরীকে দেখাইবার নিমিত্ত উত্তম উত্তম সুদৃশ্য রেশমী বস্ত্র, সাটিনের বস্ত্র, গোটাদার অবগুণ্ঠন এবং অন্যান্য পরিচ্ছদ লইয়া একটি সুন্দরী ফরাসী-কিঙ্করী প্রবেশ করিল। বস্ত্রব্যাপারী, বাসনব্যাপারী, গণনীয় গণনীয় জহরী, সুরা-সরবরাহকারী প্রভৃতি দোকানদারেরা সকল প্রকার জিনিসের নমুনা আনিয়া হুকুমের প্রতীক্ষায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিবার নিমিত্ত একজন চিত্রকর আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বেলা দুইপ্রহরের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ভাবে কাটিল। দুইপ্রহরের পর একটি পরম সুন্দর যুবাপুরুষ আসিলেন। তিনি ইংলণ্ডের একজন উচ্চ পদস্থ লর্ডকুমার। সম্পর্কে কে তিনি?—তিনি ঐ নবীনা সুন্দরী যুবতীর নবীন প্রেমের রসিক নাগর। যুবকের বিবাহ হইয়াছে, পরিবারও অনেকগুলি; তাহা না হইলে তিনি ঐ সুন্দরীকে বিবাহ করিতেন। সেই যুবক প্রচুর ধনের অধিপতি; ঐ প্রিয়তমা সুন্দরীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহার ভোগ বিলাসে যাহা কিছু প্রয়োজন, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তৎসমস্ত তিনি জোগাইতেছেন; সুন্দরীর পরিতোষ বিধানার্থ অর্থ ব্যয় করিতে তিনি কিছুমাত্র কাতর নহেন। সুন্দরীর বাসের নিমিত্ত তিনি এই মনোহর অট্টালিকা প্রদান করিয়াছেন, সুন্দর সুন্দর গাড়ীঘোড়া কিনিয়া দিয়াছেন, অগণিত দাসদাসী রাখিয়া দিয়াছেন, যত টাকা ব্যয় হয় হউক, কোন বিষয়েই তিনি কোন প্রকার অভাব রাখিতেছেন না।"

বুড়ীটা হাঁপাইয়া পড়িল; নিশ্বাস ফেলিয়া ফেলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "লর্ডকুমার সেই সুন্দরী যুবতীকে অকাতরে ধন দান করিতেছেন, অপরূপ বসন ভূষণে সাজাইয়াছেন, সুন্দরী কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসে না,—বাহিরে ভালবাসা দেখায়, অন্তরে একটুকুও ভালবাসা নাই। লোকের মুখ দেখিয়া লোকের মুখে গন্ধ

শুনিয়া, স্নেহবতী জননীর কাছে শিক্ষা পাইয়া,তাঁহার মনে এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, গরীবের বিবাহিতা স্ত্রী হওয়া অপেক্ষা ধনবান বড়লোকের উপপত্নী হইয়া থাকা ভাল। সেই সুন্দরী তখন মফঃস্বলের পল্লীগ্রামে বাস করিতেছিল; লর্ড কুমার তাঁহার কাছে নিত্য নিত্য রাজধানীর ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির গল্প করিতে লাগিলেন; শুনিয়া শুনিয়া পল্লিবাসিনী সুন্দরীর পল্লি-জীবন একঘেয়ে বোধ হইতে লাগিল; লণ্ডনের নাম শুনিয়াই সে যেন মনে মনে অতুল সমৃদ্ধির ছবি আঁকিল, পল্লি প্রকৃতির সহিত নাগরিক প্রকৃতির তুলনা করিয়া দেখিল; কল্পনা তাহাকে রাজধানীর ঐশ্বর্য্যবিলাসে বিমোহিত করিয়া দিল। মোহঘোরে মাতোয়ারা হইয়া সেই সুন্দরী তখন পল্লিনিবাস পরিত্যাগ করিয়া, জননীর স্নেহ ভুলিয়া, রাজধানীতে আসিয়া বাস করিল; সে তখন রাজধানীর একজন মহা ধনাঢ্য লর্ড কুমারের উপমহিষী। এত সুখ, তবু সে যুবতী তখনও সেই লর্ড কুমারকে ভালবাসিত না। অতি শীঘ্রই সে একজন নবযৌবন সম্পন্ন রূপবান সুপুরুষকে নয়নগোচর করিল, রিপুবশে সে তখন সেই পুরুষের প্রেমের ফাঁদে পড়িল, সেই সুপুরুষের সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত প্রেমের লীলা আরম্ভ হইল। একদিন ধরা পড়িয়া গেল। লর্ড কুমার তাহার নিমকহারামী জানিতে পারিলেন। প্রণয়ের প্রগাঢ়তা কমিয়া আসিল, পূর্ব্বের ততখানি ভালবাসা তখন প্রতিহিংসায় পরিণত হইল। পূর্ব্বে তিনি তাহাকে যে সকল অমূল্য বিলাস সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন, সবগুলি কাড়িয়া লইলেন; অঙ্গের অলঙ্কার গুলা পর্য্যন্ত খুলিয়া লইয়া পদতলে দলন করিলেন; যে সুরম্যহর্ম্ম্যে, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই রম্য ভবন হইতে তাহাকে দূর করিয়া দিলেন;—গর্ব্বিতা সুন্দরী যুবতী তখন বিলাস-মন্দিরের উচ্চশিখর হইতে অধঃপতিতা হইয়া পথে পথে বেড়াইতে লাগিল, সামান্য গুটিকতক গিনি মাত্র তাহার সঙ্গে সম্বল রহিল।"

এইখানে আবার একটু থামিয়া বুড়ী আবার বলিতে লাগিল, "এরূপ দুঃখের দশায় রাস্তায় বাহির হইয়া সুন্দরী বড় ফাঁপরে পড়িল; যে সুন্দর পুরুষের রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিল, এই অবস্থায় অবশেষে তাহার শরণাগন্ন হইতে গেল। জোসেফিন লকৃতস! দেখ দেখ, নিয়তির কেমন সুন্দর বিচার!—সেই সুন্দর যুবাপুরুষ সেই দিন প্রাতঃকালে গির্জ্জামন্দিরে আর একটি সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া, তাহাকে লইয়া হনিমুন যাত্রা করিয়াছিল! পূর্ব্ব-নাগর-বিতাড়িতা বিরহিণী নাগরী তখন কি করে?—পূর্ণ যৌবনে ধর্ম্মপথ-বর্জ্জিতা, যৌবনগর্ব্বিতা, ভ্রষ্টাচারিণী অপরাপর যুবতীরা যেমন অভ্যাস-বশে

শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্বপ্রণয় ভুলিয়া নূতন প্রণয়ে অনুরাগিণী হয়, সেই নববিরহিণীর তখনও সেরূপ অভ্যাস হয় নাই; পূর্ব্বের সুখ-নিকেতনে অনুভূত ভোগ-বিলাসের কথা তাহার মনে পড়িল; মনশ্চক্ষে সে তখন দেখিতে লাগিল, শৈশবের সেই মনোহর ক্রীড়াভূমি, ফল-পুষ্প-শোভিত সেই রমণীয় উদ্যান, সেই সকল সুন্দর সুন্দর তরু-পল্লব, সেই সকল রমণীয় পুষ্পকুঞ্জ, সেই শৈশব সেবিত সুবিচিত্র মনোহর কুঞ্জ-নিকেতন;—যে নিকেতনে শিশুকালে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে সে অনুপম বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছিল, স্মৃতি যেন সেই সময় সেই সুখ-নিকেতনটি তাহার চক্ষের সম্মুখে আনিয়া দিল। শিশুকালে সে যে স্নেহবতী জননীর — স্নেহবতী বিধবা জননীর ক্রোড়ে পরমাদরের ধন ছিল, মায়া দয়া কাটাইয়া, নিষ্ঠুর হইয়া যাহাকে সে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, এই সময়ে সেই স্নেহময়ী জননীকে মনে পড়িল;—ওঃ!—শৈশবের সেই সুদূরস্থ সুখময় পল্লিনিকেতন!—শৈশবের সেই সুখের দিন, সেই সুখের ক্রীড়া —সেই সকল সুখের কথা একে একে তাহার মনে আসিল। আহা! আর কি সেই সুখ-নিকেতনে সে যাইতে পাইবে?—তাহাকে দেখিয়া আর কি সেই নিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত হইবে?—সেই স্নেহময়ী বিধবা জননী আর কি এখন তাহাকে তেমন করিয়া আদর করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন? যুবতী মনে করিল, "হাঁ—হাঁ, সে আশা এখনও আছে।"

এইখানে মিসেস মেস্তার আর একবার নিস্তব্ধ হইল, তাহার শুষ্কদেহ ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িল; প্রায় পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—"যুবতী ভাবিয়াছিল সে আশা এখনও আছে। পথে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সে একটা সংকল্প স্থির করিল; সঙ্গে কয়েকটি মুদ্রা ছিল, সাহসে ভর করিয়া একখানা গাড়ী ডাকিল; গাড়ীতে আরোহণ করিয়া লণ্ডন নগর হইতে বাহির হইয়া চলিল। আবার কি একটা পূর্ব্ব স্মৃতি। মফঃস্বল হইতে যখন লণ্ডনে আইসে, তখন এক জোড়া পরম সুন্দর অশ্বযোজিত পরম সুন্দর শকটে, একজন পরম সুন্দর যুবক লর্ডের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল, এখনকার ভাবটা কি রকম?—একখানা সাধারণ ঠিকাগাড়ী; তাহার ভিতর সেই যুবতী একাকিনী;—তাহার মনের ভিতর ভয়ানক ভয়ানক চিন্তা, বদনে আতঙ্কের রেখা—আতঙ্কের ছায়া। গাড়ী গিয়া যুবতীর জননীর বাসস্থানের নিকটে পৌঁছিল। বাড়ী পর্য্যন্ত গাড়ী যাইবার চওড়া রাস্তা ছিল না, প্রায় একমাইল হাঁটিয়া যাইতে হয়; ভাড়া চুকাইয়া দিয়া, গাড়োয়ানকে

বিদায় করিয়া, যুবতী সেই একমাইল রাস্তা হাঁটিয়া চলিল; চলিবার শক্তি বড় কম, মাতালের মতন টলিয়া টলিয়া চলিল;—সেই মনোহর উদ্যান, শিশুকালে যে উদ্যানে সে খেলা করিত, সেই উদ্যানের প্রাচীরের কাছে গেল, আর যেন তাহার পা উঠিল না, প্রাচীরের কাছে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিল; পড়িয়া যাইতেছিল, তাল সামলাইবার জন্ত প্রাচীরের গায় ঠেস দিল। সেই বাগান—পবিত্র বালিকা সেই বাগানে যখন নাচিয়া বেড়াইত, তখন তাহার হৃদয় পবিত্র ছিল, মন পবিত্র ছিল, চরণ পবিত্র ছিল, সর্ব্বাঙ্গই নিষ্কলঙ্ক; পাপের দুর্গন্ধে তাহার নাসারন্ধ্র তখন কলুষিত হয় নাই, পাপের ভয়ঙ্করী ছায়া তখন তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই, পাপের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি তাহার সুকোমল নেত্রপথে উপস্থিত হয় নাই; সে এক সুখের সময় ছিল;—এখন তাহার সেই দেহ, সেই হাত, সেই পা, কিন্তু মন এখন কলুষিত;—উদ্যানে পদার্পণ করিতে সে যেন কতই বিভীষিকা সম্মুখে দেখিল; কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে বাগানের ভিতর দিয়া বাড়ীর সদর দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বাড়ীখানির নাম কুঞ্জকুটীর; জোসেলিন লক্তস্! কুটীর বলিয়াছিলাম ব'লয়া সামান্ত পর্ণকুটীর মনে করিও না, অতি সুন্দর দ্বিতল ইষ্টকালয়। কম্পিতহস্তে যুবতী সেই সদর দরজার কড়া ধরিয়া নাড়িল, একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা আসিয়া দ্বার খুলিল; ম্লানমুখী শীর্ণাঙ্গী যুবতীকে দেখিয়া বৃদ্ধা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল; তৎক্ষণাৎ চক্ষের জল মুছিয়া, যুবতীকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ। একটি ঘরে মিটু মিটু করিয়া আলো জলিতেছিল, কম্পিতচরণে যুবতী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। লীলাময়ের লীলা! একটা বুড়ী গুড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে বিছানার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, সেই বুড়ী সে রাত্রে সে ঘরে অন্তিমকালের ধাত্রী। যুবতী তাহার অনুসরণ করিল;—নিকটে গিয়া কি দেখিল?—হায় হায়, তাহার সেই স্নেহময়ী জননী সেই বিছানার উপর মরিয়া রহিয়াছেন। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া যুবতী সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।"

"পরদিন প্রভাতে গির্জ্জাঘরের গোরস্থানে সেই মৃতদেহের সমাধি হইল। সাশ্রু নয়নে যুবতী দেখিল, কফিনের উপর কাঁচামাটী ঢাকা দেওয়া হইল। কোথালে সে আর তখন কাহার কাছে থাকিবে! কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীখানি ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। হৃদয়ে মাতৃশোক, অন্তরে দুরবস্থার কালানল; তাহার নিজের নিষ্ঠুরতাই—তাহার নিজের পাপাসক্তিই অকালে

জননীর প্রাণান্ত হইবার কারণ, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া ক্ষণেকের জন্য শোকাবেগে তাহার চিত্ত অধীর হইল; কিন্তু কতক্ষণ?—পাপীর মনে পাপচিন্তা সর্ব্বক্ষণ প্রবলা;—শোকের বেগ হ্রাস হইবার পূর্ব্বেই সেই যুবতী আবার মনের মতন নাগর খুঁজিয়া খুঁজিয়া, নূতন বিলাসে মন মজাইয়া, প্রেমের হ্রদে ঝাঁপ দিল! এক একটা নাগর আবার বেশীদিন টেঁকে না;—একটার পর আর একটা, সেটার পর আবার একটা, তারপর আবার নূতন একটা, এই প্রকারে কয়েকটা নাগরকে বসাইল আর ভাসাইল;—দিন কতক রম্য ভবনে বাস করে, শুভ্র শয্যায় শয়ন করে, ফুলের মালা গলায় পরে, উত্তম উত্তম ভোজ্য ভোজন করে, গাড়ী চড়িয়া হাওয়া খায়, দিন কতক পরেই আবার উদরান্নের জন্য পরিধেয় বস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হয়!”

কথা কহিতে কহিতে দম আটকায়, ক্ষণে ক্ষণে বুড়ীটা হাঁ করিয়া হাঁপায়, কাজেই তাহাকে খাণিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে হইল। কথাগুলা শুনিতে জোসেলিনের আগ্রহ জন্মিতেছিল, সেইজন্য তিনি তাহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন না; বুড়ী আবার বলিতে লাগিল,—“বৎসরের পর বৎসর যায়, চারি পাঁচ বৎসর চলিয়া গেল, সেই পথভ্রষ্টা যুবতী, কখন গ্রামে, কখন নগরে, কখন পর্ব্বতের উপত্যকায় এক একটা নাগর লইয়া কখন বা সহায়হীনা হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল; তখনও তাহার রূপ ছিল; আসক্তি ছিল, ভোগেচ্ছা ছিল; স্থানে স্থানে কখন এক একটা ভাল লোক জুটিল, কখন ভাগ্যফলে ছোটলোক জুটিল, তাহারাও সরিয়া গেল, দুর্দ্দশা চরম সীমায় দাঁড়াইল। বুঝিতেছ জোসেলিন্ লকতন! কে সেই দুশ্চারিণী অভাগিনী রমণী?—যে এই রাত্রে তোমার সম্মুখে বসিয়া এই ভয়ঙ্কর গল্প করিতেছে, সেই এই কালভুজঙ্গিনী পাপীয়সী।”

মুহূর্ত্তমাত্র থামিয়া, দুই তিনবার নিশ্বাস ফেলিয়া পাপীয়সী আবার বলিতে লাগিল, “দুই এক করিয়া অনেক বৎসর কাটিয়া গেল, হঠাৎ মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন একজন গৃহস্থ লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়, আমার বয়স হইয়াছিল, তবু তখনও আমার রূপের ঝাঁজ ছিল, সেই লোকটি আমাকে ভাল বাসিল, তাহার সঙ্গে দিন কতক আমি একপ্রকার সুখভোগ করিলাম। লোকটির নাম রেজার, সে আমাকে বিবাহ করিল। সেই বিবাহের ফলেই আমার পরিচয় হইয়াছিল মিসেস্ রেজার। তাহাকে বিবাহ করিয়াও আমি দুষ্ট-বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তিন চারি বৎসর খুব সাবধান হইয়া চলিয়াছিলাম, খুব গোপনেই নূতন নূতন নাগরকে পরিতুষ্ট করিতাম; অবশেষে

প্রকাশ হইয়া পড়িল। লোকের মুখে শুনিয়া স্বামী আমার পাছু পাছু ঘুরিতে লাগিল, শেষে একদিন স্বচক্ষে একজনের সঙ্গে আমাকে একশয্যায় দেখিতে পাইল, হাতেনাতে ধরিয়া ফেলিল, বাড়ী হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিল, আবার আমি পথে দাঁড়াইলাম। মিষ্টার রেঞ্জারের কিছু সম্পত্তি ছিল; আমাকে তাড়াইয়া দিয়া—ভালবাসার বেশ জমাট হইয়াছিল কি না,—আমাকে তাড়াইয়া দিয়া নিজে রোগে পড়িল,—শয্যাগত হইল,—জীবনের আশা ছাড়িল,—একখানা উইল করিল; সে উইলে লেখা থাকিল, তাহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী আর একজন; আমার নামে একটি শিলিংও অঙ্কপাত করে নাই; বেশীর ভাগে আমার নিন্দার কথা, কুৎসার কথা ভ্রষ্টাচারের কথা, সেই উইলে লিখিয়া দিয়া গিয়াছিল; উইল করিবার একমাস পরেই তাহার মৃত্যু হয়। সে যখন আমাকে বিবাহ করিয়াছিল, তখন মনে মনে জানিয়াছিল, বিধবা-বিবাহ। সে আমাকে তখন বিধবা বলিয়াই স্থির করিয়াছিল, বাস্তবিক তখন আমি সধবাও ছিলাম না বিধবাও ছিলাম না। রেঞ্জার মরিল, আমি তখন বিধবা হইলাম। জোসেফিন লকৃতস! তুমি এখন আমাকে যত বুড়ী দেখিতেছ, তত বয়স আমার নয়, পাপের যাতনায় অকালে আমি বুড়ী হইয়া পড়িয়াছি; চরিত্র হারাইয়া আমি মাতৃহত্যার হেতু হইয়াছিলাম, চরিত্রদোষে আবার পতিহত্যার হেতু হইলাম! বিধবা হইয়াও দুই এক বৎসর সেই অভ্যস্ত পাপের ব্যবসাটা আমি চালাইয়াছিলাম, আর চলিল না। চুল পাকিল, দাঁত পড়িল, সকলে ঘৃণা করিতে লাগিল, কেহই আর জুটিল না। সময়ে আমার রূপগুণের নাগর ছিল অসংখ্য, অসময়ে কেহই দেখা দিল না, কেহই আর আদর করিতে আসিল না; আমি একপ্রকার পথের ভিখারিণী হইলাম। নিজের পেশা বন্ধ হইয়া গেল, পরিশেষে আমি অপরাপর কুমারীগণকে, গৃহবাসিনী সধবাগণকে ভুলাইয়া ফুস্‌লাইয়া কুপথে আনিতে লাগিলাম, পাপ সংযোগের পাপাচারিণী ঘটকী হইলাম, বুড়ো বুড়ো লর্ড এবং পাকাচুলো বুড়ো বুড়ো আইবুড়ো পাদরীগণের জন্ম নূতন নূতন যুবতী যোগাইতে লাগিলাম; তাহার পর যে পথে দাঁড়াইয়াছিলাম তাহা তুমি জানো। সব কথাই তো তোমাকে আমি বলিলাম, এখন কি তুমি আমাকে রক্ষা করিবে না? মিনতি করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর, অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।"

বার বার ঐ কথা বলিতে বলিতে ক্রমে জানু পাতিয়া কঙ্কালী বুড়ী জোসেফিনের পায় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

একটু পশ্চাতে হটিয়া চঞ্চলস্বরে জোসেলিন বলিলেন, "পা ছাড়ো—পা ছাড়ো—উঠিয়া দাঁড়াও,—কেহ আমার পায়ে ধরে, সেটা আমি ইচ্ছা করি না। আমি যদি রাজা হইতাম, তথাপি কাহাকেও পায়ে ধরিতে দিতাম না। পা ছাড়ো, উঠিয়া দাঁড়াও।"

বুড়ী অগত্যা উঠিয়া দাঁড়াইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "কেমন বাধ্য আমি দেখ! আজ্ঞা করিবামাত্র আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিলাম! এখন তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

গম্ভীর বদনে জোসেলিন বলিলেন, "আমার অসাধ্য। আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না, কেহই পারিবে না। এইরাত্রে কারাকূপে আসিবার হুকুমনামা আনিবার জন্য আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে গিয়াছিলাম, গিলোটিনের পরিবর্ত্তে তোমার আর কোনরূপ গুরুদণ্ড হয়, চিরজীবন কারাবাসের ব্যবস্থা হয়, সেইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম; ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, তাহা হইতে পারে না, আইনের বিধান অবশ্যই মান্য করা হইবে। মিসেস্ ম্লেজার! কেবল আমিই যে তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞার লাঘবের পক্ষে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহাও নহে। প্রিন্সেস্ কারোলাইন, যাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে তুমি সর্ব্বপ্রকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলে, সেই দয়াবতী যুবরাণীও তোমার প্রতি দয়া চাহিয়াছিলেন. তোমার প্রাণ যায়, তাঁহার সরল প্রাণে সে ইচ্ছা ছিল না; অধিকন্তু ব্যারণ বারগেমী, যাঁহার প্রাণসংহার করিতে তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলে, তিনিও তোমার প্রাণরক্ষার্থ বিচারপতিগণের নিকট ক্ষমা চাহিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডায়, আমাদের কাহারো চেষ্টা ফলবতী হইল না। এ জীবনে তোমার সকলপ্রকার সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, জগতের সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধই নাই, জীবনের সমস্ত আশা ভরসা ফুরাইয়াছে, তুমি এখন সেই মঙ্গলময় পরাৎপর পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও। আমি এখন বিদায় হইলাম। সময় হইয়াছে, ধর্ম্মযাজক এখনি এখানে আসিবেন, আমি আর থাকিতে পারিব না। বিদায়!!"

জোসেলিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যস্ত হইয়া পাপীয়সী বলিল, "একটু থাকো, একটু থাকো—গোটাদুই কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর।"

জোসে।—(পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া) কি তুমি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, শীঘ্র বল। ধর্ম্মযাজক এখনি আসিবেন, আর আমি বেশীক্ষণ থাকিব না।

বুড়ী।—(কাতর স্বরে) কল্য যখন আমাকে গিলোটিনের কাছে লইয়া যাইবে, লোকেরা ত তখন আমাকে আরো বেশী যন্ত্রণা দিবে না?

জোসে।—(অভয় দিয়া) না,—কেহ তোমাকে কিছুই বলিবে না; এখানকার পুলিস খুব ভাল, পুলিস তোমাকে রক্ষা করিবে।

বুড়ী।—(কুটিল চক্ষে চাহিয়া) আর একটি কথা বল। ডাক্তার মারাভিলির খবর কি? সে বেচারার কি দশা হইয়াছে?

জোসে।—ডাক্তার মারাভিলি জিনেভা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে; গর্ভিণীর গর্ভ হইতে সন্তান প্রসব করাইয়া সেই প্রসবের বৃত্তান্ত গোপন করিয়াছিল, সেই অপরাধে বিচারপতিরা তাহার চীরজীবন নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিয়াছেন, সে আর এ জীবনে জিনেভারাজ্যের সীমার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। আরো তাহার বিরুদ্ধে গোটা কত ফৌজদারী অভি-যোগ আসিতে পারিত, বিশেষ চেষ্টা করিয়া আমি সে গুলা গোপন করিয়া ফেলিয়াছিলাম; প্রকাশ হইতে দিই নাই।

বুড়ী।—(একটু চমকাইয়া) কেন তুমি তাহার প্রতি তত অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলে?

জোসে।—প্রিন্সেস্ কারোলাইনের কলঙ্ক মোচনের অভিপ্রায়ে যে সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, ডাক্তার মারাভিলি সে পক্ষে আমার অনেক সাহায্য করিয়াছিল, অতএব সে যাহাতে কোন প্রকার ফৌজদারী মামলার বিপদগ্রস্ত না হয়, অভয় দান করিয়া সে বিষয়ে আমি তাহাকে রক্ষা করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলাম।

বুড়ী।—(কাতর চক্ষে চাহিয়া) আমাকে তবে অভয়দান করিতে পারিলে না কেন?

জোসে।—উপায় নাই। তোমার অপরাধ গুলা বড় শক্ত শক্ত; প্রমা-ণও চূড়ান্ত।

বুড়ী।—(ব্যগ্রকণ্ঠে) আমাকে গ্রেপ্তার করিবার সময় আমার সঙ্গে তোমরা যে তিন জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলে, তাহারাও কি গিলোটিনে যাইবে, কিম্বা তাহারা ক্ষমা পাইবে?

জোসে।—ক্ষমা পাইবার আশা নাই।

বুড়ী।—(সজলনয়নে অধিক আগ্রহে) আগাথা আর জুলিয়া কেমন আছে? এমাকে খুন করিবার জন্য আমি গুণ্ডা ভেজাইয়াছিলাম, ইহা ত তাহারা মনে করে নাই? তাহাদের মনে ত সে রকম বিশ্বাস দাঁড়ায় নাই?

জোসে।—শিখাইয়া পড়াইয়া তুমি যাহাদিগকে ভয়ানক ভয়ানক পাপ কার্য্যে প্রস্তুত করিয়াছিলে, সেই তিনটী ভগ্নীর ভাগ্যফল দর্শন করিয়া অনেক লোকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবে। তোমার চক্রের বিপরীত ঘূর্ণনে এমার প্রাণ গিয়াছে, এমা অকালে গুণ্ডালোকের হাতে কাটা পড়িয়াছে, কিন্তু আর দুইটা—

বুড়ী।—(আরো অধিক উৎকণ্ঠায়) বল—বল—আগাথা কেমন আছে? জুলিয়া কেমন আছে? তাহাদের কি হইয়াছে?

জোসে।—সে কথা বলিতে আমার প্রাণে বেদনা লাগিতেছে। তাহারা দুই ভগ্নীতে পাগলাগারদে কয়েদ হইয়াছে! এমার শোকে—আর তুমি খুনদায়ে ধরা পড়িয়াছ, সেই শোকে, তাহারা পাগল হইয়া গিয়াছে;—ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, এ জীবনে আর তাহারা আরাম হইবে না!

বুড়ী।—(মাথায় হাত দিয়া) হায় হায় হায়!—তবু ভাল—তবু ভাল!—মরণের চেয়ে ভাল!—আমার জীবনে—

জোসে। শোন মিসেস্ বেঙ্গার! আমি তোমার মরণের হেতু হইলাম, মৃত্যুকালে সেটা তুমি ভাবিয়া যাইও না। উপায় থাকিলে অবশ্যই আমি তোমাকে বাঁচাইতে পারিতাম;—রাজার বিচারে মানুষের প্রাণদণ্ড হয়, সেটা আমি কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করি না;—মানুষে মানুষের প্রাণ লয়, প্রাণদাতা পরমেশ্বরের তেমন ইচ্ছা কখনই হইতে পারে না। তবে যে লোকে বলে রাজদণ্ড, আমার মতে সেটা আইনের দোষ। তুমি এখন পরমেশ্বরের নাম কর,—তোমার আত্মার প্রতি পরমেশ্বর দয়া করুন!—বিদায়।

বুড়ী।—(ত্রস্তপদে খাটিয়া হইতে উঠিয়া কারাকূপের একটা অন্ধকার কোণের দিকে ছুটিয়া দুই বাহু বিস্তার পূর্ব্বক বিকট বদনে) আশা নাই—আশা নাই—আর আমার প্রাণে বাঁচিবার আশা নাই! ঐ ঐ—ঐযে—যম আসিয়াছে!—ঐযে!—যম ঐযে, ঐ কোণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!—উঃ!—লোকে বলে যমের মূর্ত্তি বড় ভয়ঙ্কর!—ও বাবা! যমের চেহারা এত ভয়ঙ্কর, তাহা আমি জানিতাম না।—ধরিল—ধরিল—ঐ আমাকে ধরিল। (ঘুরিতে ঘুরিতে টক্কর খাইয়া ভূতলে পতন)

জোসে।—(ত্রস্তপদে উঠিয়া বুড়ীটাকে তুলিয়া চৌপায়ার উপর স্থাপন)

দ্বার উদ্ঘাটিত। পাদরী সাহেবের সহিত পূর্ব্ব কথিত কারারক্ষকের

প্রবেশ। জোসেলিন লকৃতস্ বিশেষ সম্ভ্রমে পাদ্‌রীকে নমস্কার করিয়া কারাকূপ হইতে বাহির হইলেন, আর একজন প্রহরী বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার হস্তে গুপ্তলণ্ঠন ছিল, সেই দ্বিতীয় প্রহরীর সহিত তিনি ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ফটকের দ্বারপাল দণ্ডায়মান হইয়া সেলাম করিল।

মন্থর গতিতে জোসেলিন লকৃতস্ রাস্তায় আসিলেন। ঠিক সেই সময়ে সমস্ত গীর্জ্জার ঘটিকাযন্ত্রে ঢং ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল; এক দুই তিন করিয়া জোসেলিন তাহা গণনা করিলেন; ঘটিকাযন্ত্রের ধ্বনি—প্রতিধ্বনি নিবৃত্ত হইলে রাস্তার একজন পুলিস প্রহরীর হস্তে একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা ঠুন ঠুন করিয়া বাজিল। প্রহরী উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিল, "শান্তিপ্রিয় নিরীহ গৃহস্থগণ! জাগরণ কর! রাত্রি দুই প্রহর! প্রভাতে গিলোটিনযন্ত্রে দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধী লোকের জীবনান্ত হইবে!"

ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে পুলিসপ্রহরীর ঐরূপ কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া জোসেলিনের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। ডাক্তার মারাভিলির বাড়ীতে যে রাত্রে দুটি স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা সংঘটিত হয়, তাহার পর দিন হইতে জোসেলিন লক্-তস্ সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া রয়েল হোটেলে বাসা লইয়াছেন, রাত্রি দুই প্রহরের পর তিনি সেই হোটেলে চলিয়া গেলেন।

অষ্টষষ্টিতম উল্লাস।

গিলোটিনে মাথাকাটা।

রজনী প্রভাত। আকাশ পরিষ্কার। কোনদিকে বিন্দুমাত্র মেঘের সঞ্চার নাই। সুনির্ম্মল, সুনীল আকাশ—পথে রজত শুভ্র প্রশান্ত সূর্য্যমণ্ডল। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেব গগনের ঊর্দ্ধভাগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ধরাতলে সূর্য্যের আকার ক্রমশঃ ক্ষুদ্রায়ত দৃষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু রশ্মিমালা সর্পরসনার ন্যায় বিস্তৃত হইয়া, ধরণীক্ষেত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। কিছু পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী আলপাইন পর্ব্বতমালা যে স্বর্ণবর্ণে বিমণ্ডিত হইয়াছিল, ক্রমশঃ রজতবর্ণ ধারণ করিল, লিমান হ্রদের স্বচ্ছ সলিলে সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাত হওয়াতে হ্রদটীকে যেন

স্ফটিক-সরসী বোধ হইতে লাগিল। চারিদিক শোভাময়। কোন প্রকার পর্ব্বোৎসবের অনুষ্ঠান করিতে হইলে আমোদপ্রিয় লোকেরা এইরূপ শোভা-ময় জ্যোতির্ম্ময় দিনের বিদ্যমানতা দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এ দিনে কোন উৎসব উপস্থিত নাই।

উৎসব উপস্থিত নাই বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে অসংখ্য নর-নারী সুন্দর সুন্দর বেশভূষা ধারণ করিয়া নগরাভিমুখে আগমন করিতেছে। উৎসব ব্যাপারে যে প্রকার মূল্যবান শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করা সর্ব্বলোকের অভ্যাস, রবিবারে যে প্রকার শুভ্রবাস পরিধান পূর্ব্বক গির্জ্জামন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়, আজ সকলকারই সেইরূপ সুন্দর বেশ। বিশেষতঃ সুন্দরী সুন্দরী কুমারী যুবতীরা অতি অপরূপ সাজে সাজিয়াছে; তাহাদের সুন্দর বদনে সুন্দর গোলাপী রাগ! সুন্দর নয়নে অতিসুন্দর জ্যোতিঃ, মস্তকের কেশ কলাপ কেহ কেহ এলাইয়া দিয়াছে, কেহ কেহ বেণী বিনাইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়াছে, কেহ কেহ কবরীবন্ধন করিয়া পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়াছে, সকলেরই মস্তকে শুভ্রবর্ণ টুপি। আল্পাইন পর্ব্বতের শিখরদেশ যেমন স্ফটিক-শুভ্র দেখাইতেছে, টুপীগুলিও তদনুরূপ দ্রবীভূত তুষার সদৃশ শুভ্র; টুপীর নিম্নদিকে উপর পার্শ্বে সুন্দরীদের সুকুঞ্চিত অলোকদাম মৃদু মৃদু বায়ু-হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতেছে, এক একটী সুন্দরীর অলক যেন কুণ্ডলাকারে কর্ণমূলে নিষ্পন্দভাবে নূতনশোভা বিস্তার করিতেছে; কুমারীসুলভ পেটীকোট-গুলি আজানুলম্বিত হইয়া নিম্নভাগ অনাবৃত রাখিয়াছে। তাহাতেও অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ পাইতেছে।

কেন আজ সেই কুমারীদের এমন সাজ?—তাহারা কি জনসমাজে রূপের ছটা দেখাইবার জন্য ঐরূপে সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইয়াছে?—না, না, জিনেভার কুমারীগণের সেরূপ অভ্যাস নহে; তাহারা সপ্তাহের ছয় দিবস আমোদের শিক্ষাকার্য্যে ও গৃহকার্য্যে অতিবাহিত করে; গৃহ হইতে বাহির হয় না, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে বাহির হইতেও পায় না; সপ্তম দিবসে মনোমত সজ্জা করিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা করিতে যায়, সমবয়স্কা কুমারীদের সঙ্গে দেখা করে, প্রতিবাসিনীগণের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়া আইসে, ইহা তাহাদের অভ্যাস, অধিকন্তু কেবল উৎসব স্থলে কিম্বা মেলা স্থলে কিম্বা অন্য কোনপ্রকার জনতার স্থলে যাইতে হইলে পরিষ্কার পরিষ্কার পরিচ্ছদ ধারণ করে, তাহাদের অন্তরে কোনপ্রকার রূপাহঙ্কার অথবা কোনপ্রকার দুর্ব্বাসনা থাকে না।

বেলা ১১টা। সূর্য্য এই সময় সহস্ররশ্মি নাম সার্থক করিতেছেন। প্রখর রবিকর বৃক্ষে বৃক্ষে, গৃহে গৃহে, চত্বরে চত্বরে, সমাকীর্ণ। জিনেভা নগরের সর্ব্বপ্রধান চত্বর অথবা চতুষ্কোণ ক্ষেত্র আজ সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত, দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু তাহার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর অশুভ সূচক করালযন্ত্র সংস্থাপিত ;—সেই ভীষণ যন্ত্রের নাম "গিলোটিন !" *

বেলা ১১টা বাজিয়া ১০ মিনিট। প্রকাশ্য রাজপথ, গৃহস্থের গৃহের গবাক্ষ বারান্দা, দ্বিতল ত্রিতল ছাত এবং প্রকাশ্য ময়দান, বাগান, শূন্য শূন্য ক্ষেত্র ইত্যাদি সমস্ত স্থান অসংখ্য অসংখ্য নরনারীতে পরিপূর্ণ! যেখানে এত জনতা সেখানে সহস্র সহস্র সৈনিক পুরুষ ও সহস্র সহস্র শান্তিরক্ষক পুলিস-প্রহরী নিযুক্ত রাখিতে হয়, কিন্তু জিনেভা নগরে তাহার প্রয়োজন হয় না। জিনেভা একটী সাধারণ তন্ত্রের ক্ষুদ্র রাজ্য, সাধারণ তন্ত্রের অধিবাসিগণ আপনারাই সকল বিষয়ের শান্তি রক্ষা করে; সৈন্যসামন্তের উপর অথবা পুলিসের উপর সেই গুরুতর কার্য্যের ভার নির্ভর রাখে না। তথাপি জন কতক সৈনিক ও জন কতক পুলিস-প্রহরী মোতায়েন রাখা হইয়াছে। যেখানে বধমঞ্চ তাহার নিকটে অধিক জনতা না হয় এবং রাজপথে যেদিকে গাড়ী ঘোড়া চলে সে দিকে দর্শক লোকেরা বেশী ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি না বাধায় সেই কারণেই ঐরূপ সাবধান।

পাঠক মহাশয়! এইবার কারাগারের দরজায় চলুন। প্রকাণ্ড কারাগারের ফটকের সম্মুখে যুগলাশ্বযোজিত একখানা অতি কদর্য্য শকট; সেই শকটের ভিতর চারিটা কফিন; গিলোটিনে যাহারা মরিবে, তাহাদের শব ঐ সকল কফিনে আবদ্ধ করিয়া সমাধি দেওয়া হইবে, ইহা বোধ হয় কাহাকেও জানাইয়া দিতে হইবে না।

কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তিন জন পুরুষ আসামী বাহির হইয়া আসিল, কোরোণ্ট, হাবুলি এবং ওয়াঁলডেন ;—তাহাদের সঙ্গে এক জন কাথলিক পুরোহিত। আসামীরা কারা কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া অবধি সেই

---

* গিলোটিন।—ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে এই যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি। একজন পরিণামদর্শী সংসারজ্ঞানসম্পন্ন সুবিজ্ঞ ফরাসী ডাক্তার এই যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা; সেই ডাক্তারের নাম ছিল গিলোটিন; তাঁহারই নামানুসারে ঐ যন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে গিলোটিন। আবিষ্কারের উদ্দেশ্য কি তাহাও জানাইয়া রাখিতে হয়। পাশ্চাত্য রাজ্যে রাজ্যে আইন আছে, নরহত্যাকারী প্রভৃতি গুরুতর অপরাধিগণকে ফাঁসীকাঠে লটকাইয়া বধ করা হয়। ফাঁসীকাষ্ঠে মৃত্যু, দেখিতেও ভয়ঙ্কর, যাহারা মরে তাহাদের পক্ষেও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ;—দয়াল ডাক্তার গিলোটিন সেই ভীতিযন্ত্রণার নিবারণার্থ এক কোপে শিরোশ্ছেদনের উপায় করিবার নিমিত্ত এই গিলোটিন যন্ত্রের প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সভাবৃন্দ কর্ত্তৃক সেই প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে।

পুরোহিতটী তাহাদিগকে ধর্ম্মস্তোত্র শ্রবণ করান ; ফল হয় না কিন্তু আইনে বাধে। পাপীরা নিতান্ত নিস্তেজ,নিতান্ত অবসন্ন, তথাপি লোকের কাছে একটু একটু সাহস দেখাইবার চেষ্টায় কিছু কিছু ধৈর্য্যের ভাণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে সর্দ্দার সেই কোবোর্ণ্ট ; লোকটা একগুঁয়ে,সেই জন্ত তাহার গম্ভীরবদনে ধৈর্য্যের ভাগ কিছু অধিক দৃষ্ট হইতেছিল। তাহারা সেই গাড়ীতে উঠিল। হাবৃলি এবং ওয়ালডেনের মুখে মৃত্যু-যন্ত্রণার স্পষ্ট নিদর্শন। কোবোর্ণ্ট সেই গাড়ীর এমন এক ধারে বসিয়া রহিল যে তাহাকে সরাইয়া দিবার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। এক দিকে রহিল সেই কয়েকটী কফিন, একদিকে রহিল কোবোর্ণ্ট, মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন পুরোহিত।

যে সকল লোক ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কারাগারের সম্মুখে একত্র হইয়াছিল আসামীত্রয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা কেহই কোন প্রকার কাতরতা প্রদর্শন করিল না। যাহারা নিতান্ত ভীরু স্বভাব, তাহারাও চীৎকার করিয়া কাঁদিল না ; ফলতঃ আসামীদের প্রতি কাহারও দয়া হইল না ; বিচারের সময়েও আসামীরা যে প্রকার ভঙ্গিতে বিচারপতির দিকে চাহিয়া ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়েও তাহার সহিত কাহারও সহানুভূতি আইসে নাই।

কারাগারের আর একটী দ্বার উদ্ঘাটিত। বাহির হইল একটা বুড়ী। এই বুড়ীই সেই ভয়ঙ্করী মিসেস্ রেঞ্জার। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে জোসেলিন লকৃতস্ তাহার সঙ্গে দেখা করিবার নিমিত্ত কারা কূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি ঐ ডাকিনীটাকে যত কদাকার দেখিয়া আসিয়াছেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডাকিনী-টার চেহারা তদপেক্ষা চতুর্গুণ বিকট হইয়াছে। যে দিকে সে চাহিতেছে, সেই দিকের লোকেরা ভয়ে ভয়ে কম্পিত হইয়া সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। যাহারা তাহার দিকে চাহিতেছে, তাহারাও ভয়ে জড়সড় হইয়া হটিয়া দাঁড়াইতেছে। বুড়ীটাকে গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল, সেই সময় সে একবার বিকট চীৎ-কার করিয়া মাথাগুঁজিয়া ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিল। গাড়ী চলিল।

যে প্রশস্তক্ষেত্রে বধমঞ্চ নিরূপিত, যে স্থানে গিলোটিন সংস্থাপিত, সেই স্থানের নিকটে গাড়ী গিয়া থামিল ; লোক অনেক। যে দিকে নেত্রপাত করা যায় সেই দিকেই মানব-সমুদ্র। এত লোক, এত জনতা, এত স্ত্রী-পুরুষ তবু কাহারও মুখে একটীও বাক্য নাই। গণনীয় লোকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যে সকল লোক শকটের সঙ্গে সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রে যায়, তাহাদের বদন যেরূপ গম্ভীর, তহাদের চক্ষু যেরূপ সজল,তাহাদের গ্রীবা যেরূপ

অবনত, এ সমস্ত লোকের ভঙ্গিও সেইরূপ অবনত। লণ্ডনের ওল্ডবেলী অথবা নিউগেট কারাগারের ভিতরে যে সকল লোকের ফাঁসী হয়, সেই সকল ফাঁসী দেখিবার জন্য যে সকল লোক জমা হয়, তাহাদের বাচালতা ও অসভ্যতা অত্যন্ত শোচনীয়; মানুষের প্রাণ যায়, ভাল ভাল কাপড় পরিয়া তাহা তাহারা দেখিতে যায়। গিয়া কি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে?—না—তাহার বিপরীত! তাহারা গলাবাজী করিয়া বিকট বিকট চীৎকার করে; মাতালের মজলিষের ন্যায় হো হো করিয়া হাস্য করে, অশ্লীল ভাষায় নানা প্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, অশ্লীল ভাষায় চীৎকার করিয়া পরস্পর গালাগালি করে, কথায় কথায় কিছু কিছু মতভেদ হইলে পরস্পর মহাকলহ বাধাইয়া দেয়, পুলিস অথবা সৈনিকেরা তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিতে পারে না, মানুষের প্রাণান্তস্থলে তাদৃশ অসভ্যতা দর্শন করা অথবা শ্রবণ করা অতিশয় কষ্টকর। আরও কষ্টকর এই যে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগরে ঐরূপ কাণ্ড! ক্ষুদ্র সাধারণ জিনেভায় সেরূপ অসভ্যতা নাই. জিনেভার নরনারীগণ মানুষের মৃত্যুদণ্ড দেখিতে যায়, গিলোটিন যন্ত্রে মাথাকাটা দর্শন করে, তাহাতে তাহাদের প্রাণে কাতরতার সঞ্চার হইয়া থাকে। যাহারা মরে তাহারা তাহাদের কেহই নহে, অথচ সে দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের চোখে জল আইসে, আরও গম্ভীর বদনে তাহারা তথায় স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

চারিটা আসামী এক গাড়ীতে। পথে যতক্ষণ গাড়ী চলিয়াছিল, ততক্ষণ চারিজনেই নির্ব্বাক ছিল। পাপীয়সী মিসেস রেপ্লার এক বারও তাহার সেই তিনটা সরকারীগুণ্ডার দিকে মুখতুলিয়া চাহে নাই, চাহিতে সাহসও হয় নাই। ক্যাথলিক পুরোহিত সেই তিনজন গুণ্ডার আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, গাড়ীতে প্রার্থনা চলিতেছিল, কিন্তু কোবোল্ট সে দিকে আসলেই কান দেয় নাই; তাহার সঙ্গীরা কারাকূপের মধ্যে পুরোহিতকে গালাগালি দিত, কিন্তু গাড়ীর ভিতর তাহারা ঠাণ্ডা হইয়াছিল, স্থির হইয়া পুরোহিতের প্রার্থনা শুনিয়াছিল। বুড়ীটার কাছে ছিলেন একজন প্রোটেষ্টাণ্ট পুরোহিত, তিনি করুণস্বরে প্রার্থনা করিতেছেন, বুড়ীটার এতদিন পরে বোধ হয় ধর্ম্মের দিকে একটু মন ফিরিয়াছে, তাহার শুষ্ক ঠোঁট দুখানা একটু একটু নড়িতেছে, বোধ হয় পুরোহিতের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিবার ইচ্ছা হইতেছে।

ওঃ! পাপীয়সীর অন্তকালের ইহাও একটা সুলক্ষণ!

চারিটা আসামীর মনের ভিতর কিরূপ যুদ্ধ হইতেছিল তাহা তাহারাই বুঝিতেছে। বুড়ীটাতো তাহাদের সঙ্গী তিনটার দিকে চাহিতেই পারিতেছে

না, কিন্তু সঙ্গীরা সেই বুড়ীর দিকে এক একবার চাহিতেছে; অগ্রে আসিয়া তাহারা গাড়ীতে উঠিয়াছিল, বুড়ীটা শেষ কালে আসিয়াছে; বুড়ীকে দেখিয়াই তাহারা ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। বুড়ী যখন তাহাদিগকে চকচকে সোনার টাকা খুব দিয়া মানুষ মারিবার উপদেশ দিয়াছিল, তখন তাহার চেহারা ছিল আর এক রকম, সে চেহারা এখন নরকের পিশাচীর চেহারায়-পরিণত হইয়াছে! এত অল্পদিনে মানুষের চেহারা এত খারাপ হইতে পারে, এত অল্পদিনে এত বদলাইয়া যাইতে পারে, গুণ্ডারা তাহা অতি বিস্ময়কর মনে করিল। বুড়ী যখন তাহাদিগকে টাকা দেয়, তখন তাহারা বুড়ীর যত বয়স অনুমান করিয়াছিল, এখনকার চেহারা দেখিয়া সে অনুমান ভুলিয়া, এখন তাহারা অনুমান করিল তখনকার বয়স অপেক্ষা কুড়ি বৎসর বেশী! যেখানে জীবনের অবসান হইবে, পাপীরা সেইখানে উপস্থিত হইয়াছে। পুরোহিতেরা তখনও স্তোত্র পাঠ করিতেছেন, লণ্ডনের জনতার লোক অপেক্ষা জিনেভার জনতার লোকেরা যদিও ঠাণ্ডা তথাপি অনেক লোকের পদধ্বনিতে ও দুই পাঁচ জনের কানাকানির মৃদুধ্বনিতে সেই স্তোত্রবাক্য ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে; পাপীদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না।

হার্‌লি এবং ওয়াল্ডেন এতকাল পুরোহিতের কথা অগ্রাহ্য করিতেছিল, এখন তাহারা তাঁহার পদতলে জানু পাতিয়া বসিল। পুরোহিত প্রার্থনার মন্ত্র পাঠ করিলেন; কিন্তু তাহারা তাহা শুনিতে পাইল না; কোবোল্ট চুপ করিয়া গাড়ীর ধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল; পুরোহিতের দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না, মুখখানা কিন্তু রক্তশূন্য হইয়া গেল।

আসামীরা তখনও পর্য্যন্ত গাড়ীতেই ছিল, চারিদিকে চক্ষু ঘুরাইয়া জনসমুদ্র দর্শন করিতেছিল। বুড়ীটা একবার উপরদিকে চক্ষু তুলিয়া রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলির গবাক্ষশ্রেণী দর্শন করিল। মরণকালে গবাক্ষদর্শন কি জন্য?—জোসেলিন লক্‌তস কোন গবাক্ষে আছেন কি না, তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য। কোন গবাক্ষেই জোসেলিন লক্‌তস্ নাই। সেই ভয়ঙ্কর ক্ষেত্রে তিনি থাকিবেন না, পূর্ব্ব হইতেই ইহা জানা গিয়াছিল; তাঁহার হৃদয় করুণ রসে পূর্ণ;—তাদৃশ অবস্থায়, তাদৃশ ভীষণ যন্ত্রে মানুষের মৃত্যু তিনি আসলে দেখিতেই পারেন না; জীবনকালের মধ্যে ফাঁসীতে অথবা গিলোটিনে মানুষের প্রাণদণ্ড করিতে তিনি দর্শন করেন নাই; মিসেস বেল্লায় বহুপাপের পাপিনী সত্য, তথাপি যাঁহার প্রাণে তত দয়া, গিলোটিনে পাপীর মৃত্যু দেখিতে তিনি আসিবেন কেন?

মিসেস্ রেণ্ণার পুরোহিতের প্রার্থনা শুনিবার জন্য মনোস্থির করিয়াছে, কিন্তু এ সময় কি আর ইন্দ্রিয়েরা কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, পাপীর কর্ণে প্রার্থনা-মন্ত্র প্রবেশ করিতেছে না।

রেণ্ণারের কর্ণ কিছু শুনিতেছে না, কিন্তু তাহার মন এককালে নিশ্চেষ্ট হয় নাই, চক্ষুও মধ্যে মধ্যে চারিদিকে ঘুরিতেছে। দেখিতেছে, ভগবান সহস্র-রশ্মি চারিদিকে সমস্ত পদার্থকে রশ্মিমণ্ডিত করিয়া অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছেন। গিলোটিনের প্রকাণ্ড সুতীক্ষ্ণ কুঠার সেই রশ্মি মাখিয়া সুমার্জ্জিত রজত-কুঠারের ন্যায় ঝক্ মক্ করিতেছে! তাহা দেখিয়াই পাপীয়সীর পাপ-চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতেছে, মনে মনে সে ভাবিতেছে, এ কি সর্ব্বনাশ! জগদীশ্বরের কি এই বিচার! রবিকরপ্রদীপ্ত এই দিনমানে এত লোকের সম্মুখে ঐ অগ্নিবর্ণ ভীষণ অস্ত্রে আমার মাথা কাটা যাইবে! না—না; তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না! জগদীশ্বর আর কিছু দিন আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন, ঋতুবদল হইয়া যাক্, বর্ষাকাল আসুক; ঘোর ঘোর কালো কালো মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলুক; যে সকল বাড়ী আমি দেখিতেছি, যে সকল মানুষ আমি দেখিতেছি, মেঘের অন্ধকারে এ সমস্ত ঢাকা পড়িয়া যাউক্; মরণ-যন্ত্রের ঐ চক্‌চকে কুঠারখানা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাক্। তখন আমি মরিব, কে আমাকে কাটিবে, কোন্ অস্ত্রে আমার মাথাকাটা যাইবে, তাহা আর আমাকে দেখিতে হইবে না। দয়াময় আর কিছুদিন আমাকে বাঁচাইয়া রাখ!

প্রশস্ত ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে গিলোটিন। গাড়ীখানা ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। গাড়ীর ছাদ ছিল না; সাধারণ গরুর গাড়ীর ন্যায় ছপ্পর-হীন; গাড়ীতে বসিয়া চারিদিকের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। মিসেস্ রেণ্ণার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, আর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

গিলোটিন যন্ত্রটার কিরূপ গঠন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া রাখা আবশ্যক। বধমঞ্চটা দশ ফিট উচ্চ; পাপীলোকের মাথা কাটা দেখিবার কৌতূহলে যে সকল লোক চতুর্দ্দিকে জমা হইয়াছে, তাহারা সকলে সমভাবে দেখিতে পায়, সেই নিমিত্তই ঐরূপ উচ্চস্থান। দুই ধারে দুইটা খুঁটি, ঠিক সোজা;—দুই খুঁটির ব্যবধান তিন ফিট; খুঁটির মাথার লম্বা একখানা আড়কাঠ, সেই আড়কাঠে রসিবাঁধা তীক্ষ্ণ কুঠার; আপনাআপনি পড়িয়া যাইতে না পারে, সেই জন্য রজ্জুর একটা দিক্ খুঁটির সঙ্গে বাঁধা;—মাঝখানে চারি ফুট লম্বা একখানা তক্তা; একটা কব্জা-সংযোগে

মঞ্চের সঙ্গে সেই তক্তাখানা আবদ্ধ ; তক্তায় একটা ছিদ্র ; সেইখানে আসামীকে দাঁড় করান হয় ; মঞ্চের নিম্নভাগে আর দুইটা খুঁটি, মধ্যস্থলে করাতের গুড়াপূর্ণ মস্ত একটা ঝুড়ি, কার্য্য শেষ হইলে সেই ঝুড়িতে কাটামুণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়, রক্তধারাও সেই ঝুড়িতে গিয়া পড়ে ; উপরের দণ্ডকাষ্ঠ কলে ঘোরে, জল্লাদ সেই দণ্ড হইতে বিভীষণ কুঠারের রজ্জুটা খুলিয়া লইলে কুঠার ঝুলিয়া আসামীর স্কন্ধের উপর পতিত হয়, ভয়ঙ্কর নরহত্যা—আইনসিদ্ধ নরহত্যা শেষ হইয়া যায়।

বধমঞ্চের পশ্চাদ্ভাগের তিন ফিট দূরে আসামী-শকট দাঁড়াইয়া ছিল। শকট হইতে আসামীরা সেই ভয়ঙ্কর যম-যন্ত্র দর্শন করিল ; তাহাদের প্রাণ তখন কোথায় রহিল, তাহারাই জানিল।

দুই জন লোক সর্ব্বপ্রথমে মঞ্চের উপর উঠিল ;—প্রধান জল্লাদ আর তাহার সহকারী। অদূরে পুলিস-প্রহরীরা দাঁড়াইয়া ছিল, জল্লাদ তাহাদিগকে বলিল, "যে আসামীটাকে অগ্রে বলি দিতে হইবে, তাহাকে তুলিয়া লইয়া আইস।"—প্রথম বলি—মিসেস্ রেঞ্জার। হাকিমেরা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রেই যেন ঐ স্ত্রীলোকটার মস্তক ছেদন করা হয় ; কেন না, উহার অগে উহার তিনটা সহকারী পুরুষের মাথাকাটা হইলে স্ত্রীলোকটা আতঙ্কেই মরিয়া যাইবে, সে জন্য অগ্রে তাহার শিরশ্ছেদন করা উচিত।

গাড়ীতে বসিয়াই হাব্‌লি অগ্রে হস্ত বিস্তার করিয়া বুড়ীর কাছে বিদায় চাহিল, বুড়ীর তখন জ্ঞান ছিল না, কলের পুতুলের মত হাত বাড়াইয়া কলেই যেন তাহার মর্দ্দন করিল ; কোবল্ট আর ওয়ালডেনও হাব্‌লির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল ; বুড়ী তাহাদিগকে সোনার টাকা ঘুস্ দিয়া মানুষ মারিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল, সেই উপকারের কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া অন্তকালে ঐরূপে জন্মের মত বিদায় লইল।

দুই জন পুলিস-প্রহরী অতঃপর বধমঞ্চের সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া বুড়ীটাকে মঞ্চের উপর তুলিল, প্রোটেষ্টাণ্ট পুরোহিতও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। জল্লাদদ্বয় সেই সময় গিলোটিনের তক্তাখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া বুড়ীটাকে তাহার সঙ্গে বাঁধিল ; পুরোহিত সেই অবসরে পাপিনীর কাণের কাছে অন্তিম-উপাসনামন্ত্র আবৃত্তি করিলেন ; মহা ঝটিকার সময় ভীমতরঙ্গাহত মহাসাগরকূলে দাঁড়াইয়া উত্তাল তরঙ্গমালাকে স্তোত্র শুনাইলে যেরূপ ফল হয়, ঐ পাপীয়সীকে স্তোত্র শুনাইয়াও পাদরীসাহেবের সেইরূপ ফল হইল। অধিকন্তু বুড়ীর হৃদয়সাগরে তখনও মহা ঝটিকা বহিতেছিল,

পাদরীসাহেবের একটি কথাও সে শুনিতে পাইল না। কল ঘুরিল,—মুহূর্ত্তমধ্যে পিশাচীর শুষ্ক দেহটা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া যন্ত্রের উপর পড়িল, নীচের দিক্‌টা নীচের দিকে ঝুলিল, উপরের দিক্‌টা তক্তার সঙ্গে আট্‌কাইয়া রহিল; জল্লাদ সেই সময়ে কুঠারবদ্ধ রসিগাছটা খুঁটি হইতে খুলিয়া দিল, তীক্ষ্ণধার বজ্রকুঠার চক্রঘূর্ণনে ঘুরিয়া আসিয়া পাপীষ্ঠার কণ্ঠে সংলগ্ন হইল, দেহ হইতে মুণ্ডুটা বিচ্ছিন্ন হইয়া, রক্ত প্রবাহের সহিত নিম্নতলস্থ ঝুড়ির উপর পড়িয়া গেল! এক নিশ্বাসে সমস্তই ফুরাইল! নিমেষমাত্রে সেই দেহটা ও বিচ্ছিন্ন মুণ্ডুটা সেই গাড়ীর উপর তুলিয়া কফিনের মধ্যে স্থাপন করা হইল!

মিসেস্ রেণ্ণারের অস্তিত্ব লোপ হইয়া গেল! অনন্তর একে একে কোবণ্ট, হাবৃলি এবং ওয়াল্‌ডেনের তিনটা মুণ্ডু গিলোটিনযন্ত্রে ছেদিত হইয়া ঐরূপে কফিনের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল!

উনসপ্ততিতম উল্লাস।

—:০:—

ভ্যালেণ্টাইন ও ভিনিসিয়া।

বিভীষণ নাট্যাভিনবের যবনিকা পড়িল, ভীষণ গিলোটিনে মিসেস্ রেণ্ণার মরিল, আর এখন জিনেভা নগরে অপেক্ষা না করিয়া পাঠক মহাশয় আর একবার লণ্ডনের কারলটন হাউসে চলুন।

বেলা প্রায় দুই প্রহর। লেডী স্থাকৃভিলি আপন বৈঠকখানা হইতে নামিয়া আসিয়া নিজ মহলের সজ্জিত উপবেশনকক্ষে উপবেশন করিয়াছেন, একজন আরদালী আসিয়া সংবাদ দিল, স্যার ভ্যালেণ্টাইন মালভরণ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ভিনিসিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনয়ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন; অত্যল্প সময়মধ্যেই ভ্যালেণ্টাইন সেই উপবেশনকক্ষে তৎসমীপে উপস্থিত।

সাদরে প্রফুল্লবদনে সম্মুখদিকে হস্ত বিস্তার করিয়া লেডী স্থাকৃভিলি তাঁহার করমর্দ্দন পূর্ব্বক বিশেষ শিষ্টাচারে অভ্যর্থনা করিলেন; তদনন্ত উভয়ে

আসন গ্রহণ করিয়া বিবিধ প্রসঙ্গের আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লেডী প্রথমে বলিলেন, "আমি তোমাকে পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, যখন অবসর পাইবে, তখনই তুমি এখানে উপস্থিত হইয়া অবাধে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; তথাপি তুমি সাক্ষাৎ পাইবে কিনা সন্দেহ করিয়া,আরদালী-দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়াছ. ইহাতে আমি দুঃখিত হইলাম।"

ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "বেলা সবে দুই প্রহর, এ সময়ে ভদ্রলোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করা সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধ, সেই কারণেই সংবাদ পাঠা-ইতে হইয়াছিল।"

তিনি।—সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধ হইলেও আমার পক্ষে অতি সুসময়। কেন না, এ সময়ে এখানে লোকজন থাকে না, আমার হাতেও কোন কাজ-কর্ম্ম থাকে না, বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ করিবার উত্তম অবসর।

ভ্যালে।—হাতে কোন কাজকর্ম্ম থাকে না, কাজকর্ম্ম পছন্দ করিয়া লইলেই ত হয়। কাপড়ের ঝাড়নটা কাচা,সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূচিকার্য্য করা, মনোরঞ্জন বীণাযন্ত্র বাদন করা, নীতিগত পুস্তক অধ্যয়ন করা, এবং রুচিমত উত্তম উত্তম ছবি চিত্র করা ভদ্রকুলবালাদের প্রীতিকর কার্য্য; সেই রকমের একটি কার্য্য ত তুমি করিয়া লইতে পার।

তিনি।—এখন আর সে সকল কার্য্য আমার ভাল লাগে না। ছেলে-বেলা যখন আমি আকাশিয়া-কুটীরে বাস করিতাম, তখন ঐ সকল কার্য্যে আমার একটু একটু অনুরক্তি ছিল; বিশেষতঃ চিত্রকার্য্যে আমি খানিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারিতাম। (চঞ্চলচরণে সোফা হইতে উঠিয়া টেবিলের ভিতর হইতে কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর অর্দ্ধচিত্রিত ছবির নমুনা বাহির করিয়া আনিয়া, পুনরায় বসিয়া বাছিয়া বাছিয়া দেখাইয়া) এই দেখ, এইগুলি আমার স্বহস্তে চিত্রিত। ছেলেবেলা চিত্র করিতাম, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে, এখন আমি বুড়ে হইয়া গিয়াছি, এখন আর ওদিকে মন যায় না।

ভ্যালে।—(এক একখানি ছবির প্রতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টিদান করিয়া) বাঃ! চমৎকার চিত্র! আমারও চিত্রকার্য্যে সখ আছে, আমিও কিছু কিছু চিত্র করিতে জানি; কিন্তু আমার হস্তে এমন সুন্দর প্রকৃতি-মর্য্যাদা [illegible] না। আমি তোমার খোসামোদ করিতেছি না, প্রকৃতই এগুলি অতি সুন্দর প্রতিকৃতি। অভ্যাস রাখিলে এ বয়সে তুমি একজন সুনিপুণা চিত্রকরী হইতে পারিতে।

তিনি।—(মৃদু হাসিয়া) পারিতাম, কিন্তু এই কার্লটন হাউস আমাকে

কেবল বিলাসিনী করিয়া তুলিয়াছে; অপর কিছুই এখন আর ভাল লাগে না।

ভ্যালে।—হইতে পারে,—হইতে পারে, কিন্তু পুস্তক পাঠ করা ত একটা বিলাসের অঙ্গ;—যখন অন্য কার্য্য না থাকে, তখন ত—এই রকম অবকাশ-কালে তুমি এক একখানি সুন্দর পুস্তক পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পার; তাহা কেন কর না?

ভিনি।—(মৃদু হাসিয়া) বেশ অভ্যাস ছিল,—আগে আগে আমি নভেল পড়িতে বড় ভালবাসিতাম, অবকাশ পাইলেই নভেল পড়িতাম; কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইলাম, যাহাতে সংসারজ্ঞান শিক্ষা হয়, সে প্রকৃতি নভেলের সংখ্যা বড় কম; সেই কারণেই নভেল পড়া ছাড়িয়া দিয়াছি।

ভ্যালে।—(ফুল্লনয়নে সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া) আচ্ছা, নভেল ছাড়া আরও ত অনেক রকম উত্তম উত্তম পুস্তক আছে,তাহা পাঠ করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না? তাহা পাঠ করিয়া তুমি কি আমোদ পাও না?

ভিনি।—(কিঞ্চিৎ নিম্নদৃষ্টিতে চাহিয়া) ইচ্ছার কথা যদি বল, আমোদের কথা যদি বল, তাহাতে আমি বঞ্চিতা নই; নিজমুখে নিজের প্রশংসা করিতে আমার লজ্জা হয়, কিন্তু এখানে তোমাতে আমাতে কথা, নিজের গুণের পরিচয় প্রকাশ করিলেও বোধ হয় দোষ হইবে না; লোকে আমাকে গুণবতী বলে; সত্যই আমি অনেক গুণে গুণবতী; অনেক রকম পুস্তক আমি পাঠ করি;—না,—ব্যাকরণ ভুল হইতেছে,—বর্ত্তমান ক্রিয়াপদ এখানে অপ্রশস্ত;—বর্ত্তমানে আগ্রহ পূর্ব্বক কোন পুস্তক আমি পাঠ করি না. পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি; কিন্তু এখন মন কেমন চঞ্চল হয়, এখন আর পূর্ব্বের মত আমোদ আইসে না।

ভ্যালে।—তবে এখন ও সকল কথা থাক্। আজ আমি একটা বিষয়কার্য্যের অনুরোধে বিষয়কর্ম্মের কথা কহিতে তোমার কাছে আসিয়াছি।

ভিনি।—(মৃদু হাস্য করিয়া) বিষয়কর্ম্ম?—বিষয়কর্ম্ম কি প্রকার?

ভ্যালে।—এই তুমি বলিলে, লোকে তোমাকে গুণবতী বলে; আমিও জানি, তুমি অশেষগুণে গুণবতী; বিষয়কর্ম্মের প্রকারভেদ তোমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

ভিনি।—তবে সে সব কথা এখন থাক্।

ভ্যালে।—দেখিতেছি, কথা কহিতেছি, আনন্দ পাইতেছি, কিন্তু তোমার

মনের ভাব এখনও আমি ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতেছি না। তোমার প্রকৃতি কিরূপ, সংসারের কি কি বিষয়ে তোমার অনুরাগ, আমার প্রকৃতি কিরূপ, কি কি বিষয়ে আমার অনুরাগ, এসো—অগ্রে আমরা পরস্পর তাহাই বুঝিয়া লই।

ভিনি।—(নিজের সোফার নিকটে ভ্যালেণ্টাইনের চেয়ারখানি সরাইয়া লইতে বলিয়া) বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করিবার জন্ত তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, সে কথা কি তোমার মনে নাই? তাহা যদি মনে থাকে, তবে যে তুমি অগ্রেই বিষয়কার্য্যের কথা তুলিতে চাহিতেছিলে, ইহার তাৎপর্য্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর শুনিলেই আমি বুঝিতে পারিব, আজ তোমার মুখখানি এমন ভারী ভারী কেন? কথাগুলিই বা এমন চাপা চাপা কেন?

ভ্যালে।—(মনে কিঞ্চিৎ সংশয় আনয়ন করিয়া) আমার ব্যবহারে তুমি কি কিছু অপ্রিয়ভাব অনুভব করিতেছ?

ভিনি।—(গম্ভীরবদনে) অপ্রিয়? সম্পূর্ণ বিপরীত। যখনই তুমি প্রবেশ করিয়াছ, তখনই আমার চক্ষু নিরীক্ষণ করিয়াছে, তোমাকে প্রিয়দর্শন। যদি আমি গুণবতী হই, তবে আমি অবশ্যই গুণগ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। তোমার সহিত আমি কথা কহিতেছি, আমার সহিত তুমি কথা কহিতেছ, ইহার মধ্যে কোন প্রকার কপটতার গন্ধও নাই,—সরল প্রাণের সরল কথা। সহোদর ভ্রাতার সহিত সহোদরা ভগ্নী যেরূপ অকপটে কথাবার্ত্তা কহে, আমাদেরও ঠিক সেই ভাব।

কেমন একপ্রকার বিষাদে চমকিতকণ্ঠে ভ্যালেণ্টাইন বলিয়া উঠিলেন, "আঃ!"

কেবল ঐ আক্ষেপব্যঞ্জক শব্দটি উচ্চারণ করিয়াই ভ্যালেণ্টাইন নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার মুখে তখন কি এক প্রকার দুর্ব্বোধ যন্ত্রণাসূচক বিবরণচিহ্ন অঙ্কিত হইল, ভিনিসিয়া তাহার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না; সন্দিগ্ধভাবে তিনি বলিলেন, "আমি বুঝিতেছি, আমাকে তুমি এখন যে কথাটি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছ, স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছ না।"—পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর কিছু মৃদু করিয়া আবার বলিলেন, "আমার বোধ হয়, আমাদের উভয়ের প্রথম সাক্ষাতে যাহা কিছু ঘটনা হইয়াছিল, তাহারই উল্লেখ করা তোমার ইচ্ছা; তুমি যেন সেই ধারণার প্রকৃত হেতু শুনিতে—"

বাধা দিয়া ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "কোনরূপ অনুচিত কৌতূহলে প্রণো-

দিত হইয়া আজ আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি, এমন অশিষ্ট অসঙ্গত ভাব তুমি মনেও স্থান দিও না।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "তেমন অশিষ্টভাব তুমি কদাচ প্রকাশ কর নাই, ইহা—"

কি কথা বলা ভিনিসিয়ার মৎলব, তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিয়া লইয়া ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "কখনই না। লর্ড স্যাক্‌ভিলির সহিত যে দিন তোমার বিবাহ হয়, সে দিন তখন আমি সেণ্টজর্জ্জ গির্জ্জায় উপস্থিত ছিলাম; তখন তিনি লর্ড হন নাই, শুদ্ধমাত্র মিষ্টার স্যাক্‌ভিলি নামে পরিচিত ছিলেন।"

অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "কি! তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে?"

ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "হাঁ,—ছিলাম;—কিন্তু দৈবাৎ সে দিন আমি সেখানে গিয়া পড়িয়াছিলাম, বিবাহ দেখিতে যাইতেছি, কিম্বা অন্য কোন বিশেষ কার্য্য ছিল, মনে আমার তখন সেরূপ কোন প্রকার ভাবের উদয় হয় নাই; গির্জ্জার বেদীর সম্মুখে তোমাকে দেখিয়া যথার্থই আমার আশ্চর্য্য-বোধ হইয়াছিল। যে হেতু কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি শুনিয়াছিলাম, মিস্ ব্রিলনীর বিবাহ; আমি তোমাকে চিনিতাম, সকলেই তোমার নাম শুনিয়াছিল, কিন্তু তুমিই যে মিস্ ব্রিলনা তাহা আমি সেই দিন, সেণ্ট গির্জ্জামন্দিরে প্রথম জানিতে পারিয়াছিলাম। তখন আমার মনে হইয়াছিল ভুল; বাস্তবিক সেটা ভুল কি না, এখনও পর্য্যন্ত তাহা আমি স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি তোমার তোষামোদ করিতে ইচ্ছা করি না, তোষামোদের ছন্দাংশও এ কথার মধ্যে নাই; যাঁহাকে আমি সে দিন সেণ্টজর্জ্জ গির্জ্জার বেদীর সম্মুখে দর্শন করিলাম, লোকে বলিল, তিনি মিস্ ভিনিসিয়া ব্রিলনী; আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হইবার কারণ এই যে ভিনিসিয়া ব্রিলনীর সমরূপসম্পন্না সমান চেহারার আর একটি সুন্দরী কুমারী ইহসংসারে বর্ত্তমান আছে, কিছুতেই তাহা তখন আমি স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

ভিনি।—জানিবার ইচ্ছায় অনুসন্ধান লও নাই?

ভ্যালে।—না;—পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ততটা অনুচিত কৌতূহল আমার নাই, বিশেষতঃ পিতার শোচনীয় নিরুদ্দেশে অন্য কোনদিকে তখন আমার মন যায় নাই! দ্বিতীয়তঃ, যে রাত্রে আমি যুবরাজের সহিত কথা কহিতে-ছিলাম, তুমি প্রবেশ করাতে আমাদের কথায় বাধা পড়িয়া গেল, সেই রাত্রে

আমার প্রতি কটাক্ষে তুমি যে ইঙ্গিত করিয়াছিলে, তাহাতেই আমি বুঝিয়াছিলাম, সেণ্টজর্জ্জ গির্জ্জায় যাহাকে আমি দেখিয়াছিলাম, অন্য কোন সূত্রে পূর্ব্বে তাহাকে আমি দেখিয়াছি, তোমার মত একটি সুন্দরী ভিনিসিয়া ত্রিলনী নামে পরিচয় দিয়া বেড়ায়, সেইরূপ একটা সন্দেহ আমার মনে আসিয়াছিল, গির্জ্জাতেই ভাবিয়া লইয়াছিলাম, সেই সন্দেহই ঠিক্।

ভিনি।—ব্যাপারখানা কি, এখন কি তুমি তাহার কৈফিয়ৎ চাও?

ভ্যালে।—না;—ততটা কৌতূহল আমার নাই। বিশেষ—ভদ্রলোকের মেয়েদের গুহ্যবৃত্তান্ত জানিতে আমার কৌতূহল হয় না; সমাজে আমি যেরূপ পদস্থ, যেরূপ ভদ্রলোক বলিয়া আমি পরিচিত, তাহাতে সম্রান্ত রমণীগণের মর্য্যাদা রাখিতে আমি বেশ জানি। আরও লৌকিক ব্যবহারে সাধারণ নিয়মে তোমার সম্বন্ধে কোন বিশেষ তত্ত্ব অবগত হওয়া আমি আবশ্যক বুঝি না।

ভিনি।—তুমি বলিলে, "সাধারণ ব্যবহারে আমার কথা জানা তুমি আবশ্যক বোধ কর না;" তবে কি তোমার আমার সম্বন্ধে—কোন প্রকার অলৌকিক অসাধারণ হেতু বিদ্যমান আছে?

ভ্যালে।—মাই লেডি, তুমি দেখিয়া আসিতেছ, প্রথমাবধি আমি কেমন বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে, সরলপ্রাণে তোমার সহিত কথা কহিয়া আসিতেছি; যদি বা আমার মনে এখন বিষম একটা দুশ্চিন্তা জাগিতেছে, তুমি আমাকে বিমর্ষ দেখিতেছ, কিন্তু অধিকক্ষণ কথার আলাপে সে দুশ্চিন্তা যেন সরিয়া যাইতেছে। যে ভাবে আমি আলাপ করিতেছি, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে, যেন তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের আলাপ, তোমাতে আমাতে যেন ভাই-বোন সম্পর্ক; তাহা অপেক্ষাও যদি তুমি অন্য কোন নিকট-সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে চাও, তাহাও বুঝিতে পার; ফলে কিন্তু জীবনকালের মধ্যে মোটে তিনবার আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিলাম। প্রথমবার হানোভার স্কোয়ারে আমাদের নিজ বাড়ীতে, দ্বিতীয়বার যুবরাজের বৈঠকখানায়, তৃতীয়বার আজ তোমার এই নিজের বৈঠকখানায়।

ভিনি।—তোমার সদালাপে আমি কিছুমাত্র দোষ ধরি নাই, বরং পদে পদে উৎসাহ দিয়া আসিতেছি; কেন না, তুমি এই গৃহে প্রবেশ করা অবধি আমি অতিশয় পুলকিত হইয়া আছি।

ভ্যালে।—ফ্লোরেন্স ইটন নাম্নী একটি কুমারীর সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহা কি তুমি জানো?

ভিনি।—হাঁ.—শুনিয়াছি; কিন্তু একটা কথা কহিতে কহিতে তুমি এককালে লাফাইয়া অন্য প্রসঙ্গ তুলিলে কেন?

ভ্যালে। শোনা বলি; কুমারী ফ্লোরেন্সকে আমি বিবাহ করিব, তাহা তুমি শুনিয়াছ, এখন আরও শোনো। ফ্লোরেন্সকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছি, যাহাতে সেই ভালবাসায় কোন প্রকার অবিশ্বাসের সংশয় দাঁড়াইতে পারে, বাক্যে অথবা কার্য্যে সেরূপ লক্ষণ আমি কদাচ দেখাই না।

ভিনি।—এই কথাটি যে তুমি বলিলে, ইহা তোমার পক্ষে বড়ই গৌরবের কথা। লোকমুখে আমি শুনিয়াছি, কুমারী ফ্লোরেন্স পরম রূপবতী, পরম গুণবতী; তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তুমি সুখী হও, ইহাই আমার বাসনা; কিন্তু—একপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া হঠাৎ তুমি ঐ প্রসঙ্গ তুলিয়াছ কেন?

ভ্যালে।—তুলিবার কারণ এই যে, কুমারী ফ্লোরেন্সকে ভালবাসিয়া, তোমার কাছে বসিয়া এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবে আমি বাক্যালাপ করিতেছি, ইহাতে যেন কোনরূপ অবিশ্বাসের আভাস প্রকাশ পাইতে পারে; সেই সংশয়ের ভঞ্জন করিয়া দেওয়াই আমার মনের ভাব।

ভিনি।—বুঝিলাম; কিন্তু তোমার বাক্যে ও ব্যবহারে আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি বিমর্ষ, মুখে কেমন এক প্রকার বিষণ্ণতার ছায়া; ইহাতে আমি মনে করিতেছি, সকল কথা তুমি আমার কাছে খুলিয়া বলিতেছ না, কোন কোন কথা তুমি যেন চাপিয়া রাখিতেছ। এইমাত্র আমি বলিলাম, তোমার কোন কথায় আমি দোষ লই নাই, সরল কথাগুলি তুমি বলিতেছ, সরল ভাবেই আমি বুঝিয়া যাইতেছি; মনে ভাবিতেছি, তোমাতে আমাতে যেন বহুদিনের পরিচয়, উভয়েই যেন বহুদিনের পুরাতন বন্ধু। সেই কারণেই আমি তোমার সুখের কামনা করিতেছি, বাগ্‌দত্তা কুমারীকে বিবাহ করিয়া তুমি সুখী হও, ঐ কারণেই সেই বাসনা আমার অন্তরে উদয় হইয়াছে। পূর্ব্বেই ত আমি তোমায় বলিয়া রাখিয়াছি, তোমাকে আমি বন্ধুভাবেই দর্শন করিতেছি।

ভ্যালে।—না,—তাহা তুমি বল নাই;—তুমি বলিয়াছ, ভাই-ভগ্নী। হাঁ,—দেখিতে পাইতেছ, ক্রমে ক্রমে আমি তোমার সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা বাড়াইতেছি। আজিকার কথোপকথনপ্রসঙ্গে একবার আমি তোমাকে "জেডো" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি; কিন্তু আর বেশীক্ষণ যদি এইভাবে আমি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করি, তাহা হইলে ইহার পর আমি তোমার নাম ধরিয়া ডাকিব।

ভিনি।—সত্য বলিতেছি, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি না, ব্যবহারেও আমি তোমার বিষণ্নতা অনুভব করিতেছি। বার বার বুঝিতেছি, কতকগুলি কথা যেন তোমার মনের ভিতর লুকান আছে; বাস্তবিক তোমার অনেকগুলি কথার অর্থ নিতান্তই দুর্ব্বোধ। বিষণ্ন তুমি কেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি; সম্প্রতি যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া—

ভ্যালে।—ওঃ!—আমার পিতার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, গত পরশ্ব সমাধি দেওয়া হইয়াছে, ইহাও তবে তুমি শুনিয়াছ?

ভিনি।—হাঁ,—একখানা খবরের কাগজে তাহা আমি পড়িয়াছি। তাহাতেই বুঝিয়াছি, পিতৃশোকেই তুমি বিষণ্ন। তোমার যে সকল কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, এক একবার তাহা যেন ঠাট্টা বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পিতৃশোকে অভিভূত হইয়া তুমি আমার সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে, ইহা আমি—

ভ্যালে।—ঠাট্টা?—পরমেশ্বর ক্ষমা করুন!

ভিনি।—আমিও ঠাট্টা মনে করিতেছি না, তবু তোমার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে, সকল কথা তুমি আমার কাছে বলিতেছ না; যাহা যাহা বলিতেছ, তাহার ভিতরেও অনেক কথার অর্থ অস্পষ্ট। সেই জন্য আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, আমার মুখে কোন গুহ্য-বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য তুমি—

ভ্যালে।—(ভিনিসিয়ার হস্তধারণ পূর্ব্বক) হাঁ, তাহাই আমি শুনিতে আশা করিতেছি। প্রকাশ করিতে কি তুমি প্রস্তুত আছ?

ভিনি।—কিসের জন্য প্রস্তুত?—তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয়—

ভ্যালে।—(গম্ভীরবদনে গম্ভীরস্বরে) আমার কথা শুনিয়া তোমার ভয় হইতেছে? ভাই যে ভাবে ভগ্নীর সহিত কথা কয়, সেই ভাবে আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি। কি বিষয়ে তুমি প্রস্তুত হইবে, আমি তাহার একটু আভাষ দিয়া রাখি। তোমাতে আমাতে অতি নিকট-সম্বন্ধ।

ভিনি।—নিকট-সম্বন্ধ?—কিরূপে ইহা সম্ভব?—মনে হইতেছে সম্ভব নয়, অথচ তোমার সরল ব্যবহার যেন আমাকে বলিয়া দিতেছে, সত্যই কোনরূপ নিকট সম্বন্ধ। অধিকন্তু এ অবস্থায় তুমি তামাসা করিবে না,—তামাসা করিতে তুমি—

ভ্যালে।—তামাসার ভাব আমার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। ধর্ম্ম-প্রমাণে আমি সত্যকথা কহিতেছি। আমাদের পরস্পর গোত্র-সম্বন্ধ আছে। তুমি আমি উভয়েই এক পিতার সন্তান; সেই সম্বন্ধে তুমি আমার ভগ্নী।

অকস্মাৎ ভ্যালেণ্টাইনের মুখে ঐ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া লেডী স্যাকভিলি মহা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভ্যালেণ্টাইন অতঃপর সেই নিগূঢ় বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন; সেইগুলি শুনিতে শুনিতে অতীতকালের অনেক গুহ্য-বৃত্তান্ত ভিনিসিয়ার মনে পড়িতে লাগিল; ভ্যালেণ্টাইন যাহা যাহা বলিলেন, লেডীর সেই সকল পূর্ব্বস্মৃতির সহিত তাহার ঠিক্ ঠিক্ মিলন হইল। ভ্যালেণ্টাইন যাহা যাহা বলিলেন, তাহার আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া এ স্থানে পাঠক মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবার অবসর নাই, সময়ান্তরে অবসরক্রমে যথাযথ ব্যাখ্যা করা যাইবে।

লেডী স্যাকভিলি বলিলেন, "বল ভ্যালেণ্টাইন, আমাকে তুমি বল, পিতৃ সম্বন্ধে আমি তোমার ভগ্নী, এই পরিচয় দিয়া তোমার মনে কি অনুতাপ আসিতেছে না? তোমার কাছে মুখ দেখাইতে আমার কিন্তু এখন লজ্জা আসিতেছে! জনরবের সহস্র রসনা, জনরবে তুমি অবশ্য শুনিয়া থাকিবে, এই ভিনিসিয়া– যে ভিনিসিয়া তোমার ভগ্নী,—এই ভিনিসিয়া ইংলণ্ডের যুবরাজের উপপত্নী!"

ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "আমি তোমার চরিত্রের বিচার করিতে এখানে আসি নাই;—একটি গুরুতর গুহ্যকথা তোমাকে শুনাইতে আসিয়াছি; সেই গুহ্যকথাটি বলা হইয়া গেল। এখন তুমি নিজে বিবেচনা কর, আমাকে তুমি ভাই বলিয়া স্বীকার করিতে পার কি না; আমিও বিবেচনা করিয়া দেখি, তোমাকে আমি ভগ্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি কি না।"

মৃদুস্বরে মিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া ভিনিসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করা আমার ইচ্ছা, ইহাতে কি তুমি কিছু সন্দেহ রাখ?"

ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "ইচ্ছা তো বটে, কিন্তু মনে করিয়া দেখ, ব্যবস্থা ধরিয়া সম্বন্ধ-বিচার করিলে, তোমাতে আমাতে কোন সম্বন্ধই দাঁড়াইতে—"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "না,—আইন আমাদের অনুকূল নয়;—আমার আর আমার ভগ্নীর জন্ম আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাসিদ্ধ নহে।"

ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "আমার বিচার যদি শুনিতে চাও, ন্যায়মার্গানুসারে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আমি বলিতে পারি, তুমি, তোমার ভগ্নী আর আমি তিন জনেই এক পিতার সন্তুতি। হায়! আমার মৃত পিতা স্যার্ আর্চ্চিবল্ড মাল্ভরণ তোমাদের গর্ভধারিণীকে প্রতারণা করিয়াছিলেন! হায়! পুত্র হইয়া পিতার নামে এই নিদারুণ কথা আমাকে বলিতে হইল!—আমার পিতার অনুচিত ব্যবহারেই তোমাদের গর্ভধারিণী ভগ্নহৃদয়ে অকালে কাল-

কবলে কবলিত হইয়াছেন!—হায়! স্যার আর্চ্চিবল্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি, সংসারে এখন আমিই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত জীবিত প্রতিনিধি, তোমরা দুটী ভগ্নী তাঁহার উপেক্ষিত ও অনঙ্গীকৃত সন্ততি; আমার মৃতপিতার পক্ষ হইয়া তোমাদের নামে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমার অধিকার নাই, তাহা সম্ভবও নহে, সেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমি প্রস্তুতও নহি; আমার পিতার দোষে তোমাদের গর্ভধারিণী জননী হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত পাইয়া অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন! আমার দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না,—পারিল না। আমি কেবল এই পর্য্যন্ত করিতে পারি, তোমার প্রতি আর তোমার ভগ্নীটির ভ্রাতৃস্নেহ দেখাইব, ভ্রাতৃকর্ত্তব্য পালন করিব, তোমাদের আবশ্যক হইলে ভ্রাতার ন্যায় সৎপরামর্শ দিব। সাংসারিক ব্যবহারে একান্ত অনুগত হইয়া আরও আমি বলিতেছি, আমার স্বর্গীয় পিতার প্রচুর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী আমি, তুল্য পরিমাণে তিন অংশ করিয়া সেই ধনের দুই অংশ তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে আমি—"

নেত্রনীরে ভাসিয়া, এই সমস্ত কথা শুনিয়া, করুণকণ্ঠে ভিনিসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হায় হায়! এক বৎসর পূর্ব্বে এ সকল তত্ত্ব কেন আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই? এক বৎসর পূর্ব্বে এ সকল কথা যদি আমি জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে এখন আমি যে পথে দাঁড়াইয়াছি, কখনই আমি এ পথে পদার্পণ করিতাম না!"

করুণরসে ভ্যালেণ্টাইনের হৃদয় গলিল, করুণবচনে তিনি বলিলেন, "প্রিয় ভগিনি! তবে কি এ পথে তুমি সুখী নও?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "ভ্যালেণ্টাইন! যে সুখে এখন আমি আছি, যদি আমি ধর্ম্মপথে থাকিতাম, তাহা হইলে এ সুখ অপেক্ষা সহস্র গুণ সুখের অধিকারিণী হইতে পারিতাম। গুটিকতক কথা এখন আমি বলিব। সেই কথাগুলি শুনিলে তুমি বুঝিবে, আমাকে যতদূর দোষী বিবেচনা করা উচিত, আমার প্রতি ততদূর দয়া করাও উচিত। কেন আমি লণ্ডনে আসিয়াছিলাম, তাহা তুমি জান, আসিয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর নিরাশা-সাগরে ভাসিয়াছিলাম, তাহাও তুমি জান। সেই নৈরাশ্যই আমার এই দুর্গতির প্রধান কারণ। অবস্থাগতিকে দুর্ভাগ্যের তুফানে পড়িয়া আমি হাবুডুবু খাইতে থাকি। স্মৃতির সাহায্যে অতি অল্প কথায় তাহা আমি তোমাকে বুঝাইব।"

এই সামান্য ভূমিকা করিয়া লেডী স্যাকভিলি তাঁহার ভাগ্যকাহিনী বর্ণনা করিলেন, বিশেষ মনোযোগ দিয়া ভ্যালেণ্টাইন তাহা শুনিলেন। প্রথম

কয়েক মাস লণ্ডনে অবস্থানে তাঁহার ভাগ্যে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহাও তিনি বিশেষ করিয়া বলিলেন। কিরূপে আকাশিয়া-কুটীরে তাঁহার বাস, কিরূপে হোরেস্ স্তাক্ভিলির সঙ্গে তাঁহার বিবাহ, কিরূপে তাঁহার স্বামীর লর্ড উপাধিপ্রাপ্তি, কিরূপে তাঁহার লেডী-সম্মানলাভ এবং কিরূপে তাঁহারা কারল্টন হাউসে অধিষ্ঠিত, একে একে তাহা বর্ণনা করিয়া তাঁহার ভগ্নীর সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা তিনি বলিলেন; ভগ্নী এক্ষণে নির্ম্মল চরিত্রে ধর্ম্মপথে থাকিয়া কুমারীব্রত পালন করিতেছেন, একজন চরিত্রবান্ উচ্চবংশীয় লর্ড কুমারের সহিত তাঁহার পরিণয়সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। লেডী ভিনিসিয়া ঐ সকল কথা এক এক করিয়া ভ্যালেণ্টাইনকে বলিলেন, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়া স্যার ডগলাস হনটিংডনকে যৌবন উপহার দিয়াছিলেন, চাতুরীতে পড়িয়া লর্ড কর্জ্জনের কপটপ্রণয়ে বিজড়িত হইয়াছিলেন, কলঙ্ক-ঘোষণার শাসনায় কর্ণেল মাল্পাসকে যৌবনদান করিয়াছিলেন এবং অবস্থা-গতিকে মার্কুইস লেভিসনের হস্তে লাবণ্য বিক্রয় করিয়াছিলেন, কেবল সেই কথাগুলি প্রকাশ করিলেন না; সেই সকল দুরাচরণের কথা অতি সাব-ধানে গোপন করিয়া রাখিলেন; সেই সকল পাপের কথা স্বীকার করার অগ্রে মরা ভাল, ইহাই তিনি স্থির করিয়া রাখিলেন; অধিকন্ত তৎসম্বন্ধে ভ্যালেণ্টাইনের মনে যখন কোনরূপ সন্দেহের উদয় হইল না, তখন তিনি সে সব কথা স্বীকার করা আবশ্যকও বোধ করিলেন না। সে সকল পাপের কথা অপ্রকাশ রহিল; অতএব ভিনিসিয়ার চরিত্রের কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় কেবল প্রিন্স অব ওয়েল্সের সহিত ব্যভিচার ভিন্ন ভ্যালেণ্টাইন অপর আর কিছু কলঙ্ক দেখিতে পাইলেন না। ভিনিসিয়ার প্রতি তাঁহার দয়া হইল; তিনি বুঝিয়া লই-লেন, অবস্থাগতিকে কেবল ভাগ্যবশেই তাঁহার চরিত্রে ঐ প্রকার দোষ স্পর্শ হইয়াছে। তাঁহার ভাগ্যে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, সুদৃঢ় মনোবলসম্পন্ন এবং প্রচুর পরিমিত ধর্ম্মানুগত সাধুবৃত্তিসম্পন্না অতি অল্প রমণীই সেই সকল প্রতিকূল ঘটনা অতিক্রম করিয়া সতীত্বসহায়ে সৎপথে স্থির হইয়া দাঁড়া-ইয়া থাকিতে সমর্থ হয়।

যে সকল কথা প্রকাশ করিবার যোগ্য, সেই সকল বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া, ভ্যালেণ্টাইনকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভিনিসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্যালে-ণ্টাইন! এখন তো আর তুমি আমাকে ঘৃণা করিবে না? এখন তো আর তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া কলঙ্কিনী ভাবিবে না?"

ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "আমি তোমার ভ্রাতা, ভ্রাতার কর্ত্তব্যবোধে আমি

তোমার কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি, তোমার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতি আমার দয়া হইতেছে।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "তুমি যেন সাক্ষাৎ দয়ার অবতার! দোহাই ধর্ম্মের, তুমি আমাকে একেবারে ধর্ম্মবর্জ্জিতা ভাবিয়া লইও না;—আমার স্বামীও এককালে অধর্ম্মের হ্রদে ডুবিয়া যান নাই। আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আছে। সময়ে সময়ে সেই ভাবের যখন আবির্ভাব হয়, তখন আমরা উভয়ে একত্র বসিয়া পরস্পর উভয়ের মনোভাব পরিব্যক্ত করি। পূর্ব্বে তোমাকে আমি বলিয়াছি, এখানে আমি সুখী নই, আমার স্বামীও সুখী নহেন। এক বৎসর রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া, এক বৎসর রাজভোগ সেবা করিয়া, এক কালে আমরা সে সুখে মজিয়া যাই নাই।"

ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "প্রিয় ভগিনি! তবে তুমি এ সুখ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছ? তবে তুমি এই সুখভোগ পরিত্যাগ করিবে? যে ভোগে তোমরা ধর্ম্মনীতির এইরূপ অবমাননা করিয়াছ, যে ভোগে তোমাদের এইরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহা পরিবর্জ্জন করিতে তোমরা অভিলাষী আছ?' —উত্তম;—সময় যায় নাই;—তুমি আর তোমার স্বামী—যথার্থই যদি তোমরা উভয়েই প্রকৃত সুখসম্ভোগে পিপাসী হইয়া থাক, এখনও সময় যায় নাই; তোমাদের মনোরথসিদ্ধির এখনও যথেষ্ট সময় আছে; কিন্তু তত বড় গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার সময় এখন নয়; তোমারও মন চঞ্চল-আমারও মন চঞ্চল; অতএব আর এক সময়ে সুস্থির হইয়া এ বিষয়ে সৎ-পরামর্শ যাহা হয়, বিবেচনা করিয়া স্থির করা যাইবে। হাঁ—তোমার সেই —আমাদের সেই ভগ্নীটি?"

ভিনিসিয়ার মন আরও অস্থির হইয়া উঠিল। ভ্যালেণ্টাইনের প্রশ্নে তিনি প্রতিধ্বনি করিলেন, "ওঃ—আমাদের সে ভগ্নীটি!"

ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "যে দিন তোমার সুবিধা হইবে, সেই দিন তোমাতে আমাতে আমাদের সেই ভগ্নীটিকে দেখিতে যাইব। তুমি যেরূপ তাহার চরিত্রের নির্ম্মল চিত্র আঁকিয়াছ, তাহাতে তাহাকে আদর করিয়া তাহার জন্মবৃত্তান্তটি শুনাইয়া দিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; তাহার সহিত পরিচিত হওয়া আমার একান্ত বাসনা। এখন বল দেখি, কবে আমরা তাহাকে দেখিতে যাইব?"

ভিনিসিয়া উত্তর করিলেন, "কল্য প্রভাতেই।—আমি আমার নিজের

গাড়ী করিয়া যাইব, আমার প্রিয়সখী জেসিকা মাত্র আমার সঙ্গে থাকিবে। তোমার সঙ্গে দেখা হইবে কোথায়?"

ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "ব্ল্যাকস্মিথ পল্লীতে।—সেখানে ঘোড়া বদল করিবার নিমিত্ত গাড়ী থামাইয়া সেখানকার গ্রীন্‌ম্যান হোটেলে তুমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবে, সেই অবসরে তথায় উপস্থিত হইয়া এক সঙ্গে যাইবার জন্য আমি প্রস্তুত হইব।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "বেশ কথা। কল্য প্রভাতে নয়টার সময় এখান হইতে আমি রওনা হইব, বেলা দশটার সময় ব্ল্যাকস্মিথে পৌছিব।"

ভ্যালেণ্টাইন বিদায় হইলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর ভিনিসিয়া গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্না। যে যে কথা হইল, অগ্রে সেইগুলি তিনি মনে মনে আলোচনা করিলেন, তাহার পর ভবিষ্যতের কল্পনা। এই সময় আর এক চিন্তা আসিল, বর্ত্তমানে যে সকল শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছেন, সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবেন কি না?—সিদ্ধান্ত হইল, পারিবেন।

যেমন সিদ্ধান্ত আসিল, অমনি গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত; এক জন আরদালীর প্রবেশ। আরদালী ঘোষণা করিল, স্যার ডগলাস হন্‌টিংডন।

সপ্ততিতম উল্লাস।

—:o:—

ভিনিসয়ার হৃদয়ে আর এক আশা।

মৃদু হাসিয়া করমর্দ্দনে লেডী স্যাক্‌ভিলি সার ডগলাসকে আপ্যায়িত করিলেন। লেডী যে সোফাখানিতে বসিয়া ছিলেন, স্যার ডগলাস সেই সোফার উপর তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। তাঁহার উপর ভিনিসিয়ার বেশী অনুরাগ, অতএব ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মনে যে সমস্ত দুশ্চিন্তার তরঙ্গ বহিতেছিল, মনোরঞ্জন নাগরকে পাইয়া তাহার কতকটা প্রশমিত হইল।

হনটিংডন বলিলেন, "প্রিয়তমা ভিনিসিয়া! অনেকদিনের পর আজ তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ; বিচ্ছেদকালটা মনে হইতেছে যেন এক যুগ; কিন্তু প্রিয়তমে! যেমন সুন্দরী তোমায় দেখিয়া গিয়াছিলাম, ঠিক

তুমি সেইরূপ সুন্দরী রহিয়াছ।"—বলিতে বলিতে সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "না,—সে সৌন্দর্য্য কিছু মলিন —তোমার বিধুমুখের মধুর হাসিতেও আমি কিছু মালিন্য দেখিতেছি।"

কথাগুলি বলিবার সময় প্রেমিকনাগর যেন নবীন উৎসাহে সুন্দরীকে চুম্বন করিবার উপক্রম করিলেন, মৃদুহস্ত সঞ্চালনে সুন্দরী বলিলেন, "কেবল একটি মাত্র সখ্য চুম্বন, আর কিছুই না।"

আরও কিছু নিকটে সরিয়া বসিয়া রসিকপুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেম-চুম্বন কেন নয়?"

ভিনি।—(মৃদুকণ্ঠে) অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি স্থির করিয়াছি, আমার জীবনীর একটি পাতা আমি উল্টাইব।

হন্‌টিং।—সেই চিন্তাতেই তুমি গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছ?—পাতাটা কিসের?

ভিনি।—আমার আচরণের।—প্রিয়তম ডগলাস! অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, আমি ভারি দুষ্টা ছিলাম—ভারি চঞ্চলা—

হন্‌টিং।—কি!—তাই কি বিরহ-শীতে তোমার মধুর হাসির রবিকরে এক সময়ে আমি উত্তপ্ত হইতাম?

ভিনি।—রমণীর হাসিতে কি উত্তাপ আছে?

হন্‌টিং।—(মনোযোগ না রাখিয়া) যুবরাজের প্রতি তোমার ভালবাসা, সে জন্য লোকে ত তোমাকে তিরস্কার করে না; লোকে যদি তাহাতে দোষ না দেখে, কিসের জন্য তবে তোমার এ অনুতাপ?

ভিনি।—(অর্দ্ধ বিষাদে, অর্দ্ধ প্রমোদে, মৃদু হাসিয়া) ধর্ম্মপথে থাকিলে পবিত্রজীবনে পবিত্র সুখ ও বিমল শান্তি লাভ হয়, ইহা কি তুমি বিবেচনা করিতে পার না?

হন্‌টিং।—এত সুন্দরী যদি তুমি না হইতে, সামান্য লোকে ন্যাবা রোগী-দের মত সমভাবে সমবর্ণে তোমাকে দেখিয়া তাচ্ছিল্য করিতে পারিত; প্রাসা-দের বিলাসমন্দিরের জাঁকজমকে তুমি ততদূর খাতির পাইতে না; কিন্তু তোমার তুল্য অপরূপ সুন্দরী সর্ব্বস্থলেই আদর পায়। বিলাসের সে সকল আদর কি তোমার ভাল লাগে না?

ভিনি।—বিলাসের সুস্বাদুবস্তু কি কখন বিস্বাদ হয় না? এক রকমের আমোদপ্রমোদে কখন কি অরুচি জন্মে না?

হন্‌টিং।—অরুচি হয়, এ কথা সত্য। (অল্পক্ষণ কি চিন্তা করিয়া) দেখ

ভিনিসিয়া, তোমার কাছে একটা গুহ্যকথা স্বীকার করিতে আমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা হইতেছে।

ভিনি।—স্বীকার কর। যাহারা আমাকে বিশ্বাস করিয়া গুহ্যকথা আমার কাছে বলে, তাহাদিগকে আমি বড় ভালবাসি, সেকালের কথাগুলিও আমার খুব ভাল লাগে।

হন্‌টিং। শুনিয়া পাছে তুমি উপহাস কর, সেইজন্য বলিতে আমার ভয় হয়।

ভিনি।—না, আমি উপহাস করিব না। যাহা তুমি বলিতে ইচ্ছা কর, আগে হইতে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি।

হন্‌টিং।—তাহা যদি হয়, তবে নিজের মুখে ব্যক্ত করিবার যে কষ্টটা, তোমার কৃপায় সে কষ্টের দায় হইতে আমি এড়াইয়া যাইতে পারি। আচ্ছা, বল দেখি, কি তুমি বুঝিয়াছ?

ভিনি।—পিরীতি!

হন্‌টিং।—সত্য; তাহা কিন্তু তোমার সঙ্গে, অনেকদিন হইতেই তাহা তুমি জানিয়া আসিতেছ।

ভিনি।—না,—সে কথা আমি বলিতেছি না। আমাকে তুমি যত ভাল-বাস, তার চেয়ে তোমাকে আমি বেশী ভালবাসি। (সলজ্জবদনে) দুজনেই আমরা দুজনকে অনুরাগের চক্ষে দেখি, সে অনুরাগটা অল্পদিনস্থায়ী; অল্প দিনেই ইন্দ্রিয়াসক্তির বিরাম; ব্যস্, সেই পর্য্যন্ত। এখন আমি যে কথা বলিতেছি, সেটা নূতন; কুমারী ভেরিয়ানের প্রণয়ে তুমি পড়িয়াছ! পূর্ব্বেও তুমি একদিন সেই ভেরিয়ানের কথা আমাকে বলিয়াছিলে।

হন্‌টিং।—মজিয়া গিয়াছি, তাহাই কি আমি বলিয়াছিলাম? বোধ কর, তাহার কথা আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম; তোমার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস, সরলপ্রাণে সরলবাক্যে তৎসম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলাম, সে কথার কি এইরূপ তাৎপর্য্য হইতে পারে না?

ভিনি।—তুমি আমাকে তত বিশ্বাস কর, তজ্জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তোমার বিশ্বাসে আমার পরমানন্দ; তোমার সুখে যথার্থই আমি সুখী হই; যাহাতে তোমার ভাল হয়, তৎপক্ষে সৎপরামর্শ দেওয়াই আমি উচিত বিবেচনা করি।

হন্‌টিং।—তবে আমি তোমার কাছে প্রাণের কথা বলিব। পূর্ব্বে যখন আমি কুমারী ভেরিয়ানের কথা তোমার কাছে বলিয়াছিলাম, তখন তুমি আমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার পরামর্শ দিয়াছিলে; কিন্তু ভিনিসিয়া,

এখন আমি তোমার কাছে সত্য করিয়া বলি, যে পথে এখন আমি বিচরণ করিতেছি, সে পথ আর আমাকে ভাল লাগিতেছে না; আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; তোমার ন্যায় আমিও আমার জীবনীর একটি পাতা উল্টাইব, এই আমার ইচ্ছা।

ভিনি।—সত্যই কি তোমার এই সংকল্প ?

হন্‌টিং।—তোমার বাসনায় যেরূপ ব্যগ্রতা আছে, সত্যই আমার সেইরূপ। তুমি অবগত আছ, কিছুদিন আমি রমণীবিলাসে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছিলাম, মদ্যপানে আমার অসাধারণ আসক্তি বাড়িয়াছিল। সেই অত্যাচারে আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে, তাহাও আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ! যদিও এখন আমার বদনের পাণ্ডুরতা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই, তথাপি আমি এখন সেই দুই দোষ বর্জ্জন করিয়াছি, মাতালের দলে আর আমি মিশি না, মোহিনীদের কটাক্ষেও আর আমি মাতি না।

ভিনি।—পূর্ব্বাপেক্ষা এখন আমি তোমাকে অনেক ভাল দেখিতেছি, মুখখানি যদি একটু পাণ্ডু, তথাপি সেই পাণ্ডুবর্ণের উপর আর একটা আভা দেখা দিয়াছে।

হন্‌টিং।—আহা! তোমার মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম। কিসে আমার চেহারা ফিরিয়াছে, বলি শোনো। মদ আমাকে মরণের দ্বারে লইয়া যাইতেছিল, শীঘ্রই মরিব বলিয়া আমার ভয় হইয়াছিল। সকালে উঠিতাম, পেটে ব্যথা ধরিত, অগ্নিমান্দ্য হইত, হাত কাঁপিত, মাথা যেন খসিয়া যাইত। তিন রকম মদ খাইয়া একটু আরাম পাইতাম। ক্ষুধা এত কমিয়া গিয়াছিল যে, সকালে হাজিরা খাইতে পারিতাম না। মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, সর্ব্বক্ষণ যেন সেইরূপ ভয় আমার মনে আসিত।

ভিনি।—(ঈষৎ কম্পিত হইয়া) না না, মরণের কথা বলিও না;—মরণের কথা বলিতে নাই, একবারও আমি মরণের কথা ভাবি না।

হন্‌টিং।—হাঁ, তাহাও বটে, তাহাও বটে!—এমন সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ও রকম কথা বলিতে নাই। আর বলিব না। এখন আমি নিজের অবস্থার কথা বলি।

ভিনি।—হাঁ, তাহাই বল; ও সব ভয়ের কথা বলিও না।

হন্‌টিং।—দিন দিন অবস্থা খারাপ হওয়াতে ডাক্তার দেখাইতে হইল। ডাক্তার কপার্স আমার পরম বন্ধু, তাঁহারই কাছে যাইলাম, তাঁহাকে সকল

কথা বলিলাম। ডাক্তার আমাকে মদ ছাড়িতে বলিলেন, সুপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, রাত্রে সকাল সকাল শয়ন করিতে বলিলেন। সমুদ্রের হাওয়া খাইতে ও সমুদ্রের জলে স্নান করিতে বলিলেন; মেষমাংসের কাবাব, কিম্বা মেষমাংস সিদ্ধ, আমার পথ্যের ব্যবস্থা হইল। ডাক্তার কপার্স শেষকালে বলিয়া দিলেন, আর এক জন ভাল ডাক্তারকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। সেই ভাল ডাক্তারটি কে? ডাক্তার আবৃষ্টন। তাঁহার পরামর্শে আমি ডাক্তার আবৃষ্টনের নিকট যাইলাম; দুই ডাক্তারেরই ব্যবস্থা একপ্রকার হইল। তাঁহাদের ব্যবস্থানুসারে চলিয়াই আমি ক্রমাগত আরাম হইতেছি। সমুদ্র-তীরে হাওয়া খাই, সমুদ্রজলে স্নান করি, জাহাজে উঠিয়া সমুদ্রে বেড়াই, পথ্যাপথ্যের নিয়ম পালন করি। মদিরা এককালে ছাড়িয়া দিতে পারি নাই, ডাক্তারের পরামর্শে প্রত্যহ আহারের পর ছয় গ্রাস করিয়া নিস্তেজ সরাপ পান করি। ভোজনের অগ্রে কেহ আমাকে এক ফোঁটা মদ্যও স্পর্শ করাইতে পারে না। এই অভ্যাসেই আমি ক্রমান্বয়ে সারিয়া উঠিতেছি। এখন আমি আমার জীবনীর পাতা উল্টাইব। তোমারও যেমন সংকল্প, আমারও তাই।

তিনি।—ঈশ্বর করুন, তোমার ঐ অভ্যাস স্থায়ী হোক্, শীঘ্র তুমি আরোগ্য লাভ কর। কুমারী ভেরিয়ানের প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মিয়াছে, কুমারীও তোমার প্রতি অনুরাগিণী, তোমাদের বিবাহ হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইবে। কুমারীকে তুমি দেখিতে পাও, কিন্তু সম্মুখে গিয়া বিবাহের কথা বলিতে তোমার সাহস হয় না। ইহাও বটে, আর তুমি এক জন ব্যারনেট, পদমর্য্যাদার তোমার একটা অহঙ্কার আছে,একজন সামান্য কেরাণীর ভগ্নীকে বিবাহ করিতে তোমার লজ্জা বোধ হয়। দোহাই তোমার, সে লজ্জাটা তুমি পরিত্যাগ কর, পদগর্ব্ব ভুলিয়া যাও। যদিও কুমারী ভেরিয়ানকে আমি চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু লোকমুখে শুনিয়াছি—অতি সুশীলা,অতি পবিত্রা,পরমা সুন্দরী। শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, সেই কুমারীটি তোমার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রী; তাহাকেই তুমি বিবাহ কর। তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে তুমি সাহায্য করিতেছ, বাস করিবার স্থান দিয়াছ, তাহারা অবশ্যই তোমার ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলিবে।

আনুসঙ্গিক আর দুটি পাঁচটি কথোপকথনের পর স্যার্ ডগলাস্ হনৃটিংডন্ বিদায় গ্রহণ করিলেন। শুধু কেবল পাণিমর্দ্দন ব্যতীত ভালবাসার অন্য কোন আড়ম্বর অবলম্বিত হইল না।

স্যার্‌ ডগলাস চলিয়া গেলেন, লেডী স্যাক্‌ভিলি বৈঠকখানা হইতে নামিয়া আসিয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন, বাগানের একদিকে একটি ঘরের মাথায় ঢালু ছাদ, চারিদিকে রেল দেওয়া; ভিনিসিয়া সেই ছাদে উঠিয়া রেল ধরিয়া ঝুঁকিয়া নিম্নস্থ পুষ্পকুঞ্জের প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি দর্শন করিতে লাগিলেন; নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, জগতের সুন্দর বস্তুগুলি খুব ভাল; গুণ থাকিলে আরও ভাল মানায়। ঐ সকল ফুলের ভিতর যদি বিষ থাকিত, তাহা হইলে উহাদের পানে চাহিয়া দেখিতে ঘৃণা হইত; সুন্দর ফুলে মধু আছে, সেই জন্যই এত আদর। আমিও ত সুন্দরী, আমার হৃদয় আপনিই আমি বিষপূর্ণ করিয়াছিলাম। সেই কারণেই আমার নিজের উপরেও আমার ঘৃণা হইতেছে! আর আমি বিষ পোষণ করিব না; চেষ্টা করিয়া অমৃত সঞ্চয় করিব।

অন্যমনস্ক হইয়া লেডী ভিনিসিয়া এইরূপ সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার স্কন্ধদেশে কাহার হস্ত স্পর্শ হইল। তিনি নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন, কাহারও পদশব্দ শুনিতে পান নাই, সহসা চমকিয়া পশ্চাতে মুখ ফিরিয়া দেখিলেন, স্বামী।

ভিনিসিয়ার চক্ষে জল। চক্ষুপানে চাহিয়া লর্ড স্যাক্‌ভিলি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি ভিনিসিয়া! তুমি কাঁদিতেছ?"

এক হস্তে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "জীবনের পাতা উল্টাইব। তোমাকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে; এখন বলিতে পারিব না; কল্য আমি আমার ভগ্নীকে দেখিতে যাইব, সেখানে বোধ হয়, দুই একদিন বিলম্ব হইবে, ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা বলিব।" এই বলিয়া ভিনিসিয়া আর সেখানে না দাঁড়াইয়া ত্বরিতগতিতে ছাদ হইতে নামিয়া প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিস্ময়ে লর্ড স্যাক্‌ভিলি স্তম্ভিত।

একসপ্ততিতম উল্লাস।

আবার লুইসার প্রতি সেই পথভ্রষ্ট পাদরী।

যে দিন বেলা দুই প্রহরের সময় লণ্ডনের কার্লটনপ্রাসাদে লেডী স্যাক্‌ভিলি দুই জন বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই দিন সেই সময়ে ক্যাণ্টারবরী নগরের গির্জ্জা-মন্দিরে এক অভিনব দৃশ্য। সেই ধর্ম্ম-মন্দিরের ধর্ম্মযাজক অনারেবল রেভারেণ্ড বার্নার্ড অড্‌লী সম্মুখস্থ সুশীতল তরুপুঞ্জের ছায়ায় পাদবিহার করিতেছেন। মস্তক অবনত, মনে গভীর চিন্তা। ধর্ম্মপুস্তকের ধর্ম্মোপদেশের চিন্তা নয়, প্রবল রিপুর পরাক্রম; দুর্জ্জয় রিপু তাঁহাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। সেই রিপুকে দমন করিবার নিমিত্ত তিনি বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন, পারিয়া উঠিতেছেন না। প্রবল রিপু তাঁহার অপেক্ষা অধিক বলবান। রিপুকে বশীভূত করিবার পক্ষে কল্পনাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেছিলেন, কিন্তু বলবান রিপু ক্রমশঃ তাঁহার প্রভু হইয়া উঠিল। কে তখন তাঁহার সেই রিপুর লক্ষ্য?—লুইসা ষ্ট্যান্‌লী।

কুমারী লুইসা ষ্ট্যান্‌লী পরমাসুন্দরী, অতি পবিত্রস্বভাব; পাঠক মহাশয় জানেন, জোসেলিন লক্‌তসের সহিত এই কুমারীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া আছে। জোসেলিন সম্প্রতি জিনেভা হইতে ক্যাণ্টারবরীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দশ মাস পূর্ব্বে ঐ পাদরী বার্নার্ড অড্‌লী গুণ্ডাভাড়া করিয়া কুমারী লুইসাকে গির্জ্জাবাড়ীতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তথাকার একটা নির্জ্জন গৃহে আটক রাখিয়াছিলেন, কুমারী তথা হইতে পলাইয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিল, গির্জ্জার সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশের সুড়ঙ্গমুখে অড্‌লী তাহাকে ধরিয়া ফেলেন, অড্‌লীর শক্তি অধিক, ধস্তাধস্তি করিয়াও কুমারী তাঁহার হাত ছাড়াইতে পারে নাই; সেই সময় কৃষ্ণবসন-পরিহিতা একটি দীর্ঘাঙ্গী রমণী তথায় উপস্থিত হইয়া কুমারীকে সেই নৃশংসের কবল হইতে রক্ষা করে। তৎপরে সেই স্ত্রীলোক এবং বার্নার্ড অড্‌লী একখানা গাড়ী করিয়া কুমারীকে বাড়ীতে রাখিয়া যায়; সেই স্ত্রীলোক একখানা মিনতিপূর্ণ পত্র লিখিয়া কুমারী লুইসাকে অনুরোধ করে যে, "এই ব্যাপারটা যেন কোনরূপে প্রকাশ না পায়, কাহারও কাছে তুমি এ সব কথা গল্প করিও না।"

জোসেলিন লক্‌তস তৎকালে ক্যাণ্টারবরীতে ছিলেন, ঘটনাপ্রকাশে স্ত্রীলোকের পত্রে নিষেধ থাকিলেও কুমারী লুইসা তাঁহার কাছে উহা অপ্রকাশ রাখিল না। জোসেলিন তাহা অবগত হইয়া তৎপরদিন প্রাতঃকালে সেই গির্জায় গিয়া উক্ত দুরাচার যাজক বার্ণার্ড অড্‌লীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, ভবিষ্যতে তিনি যেন আর সেই নিরীহ পবিত্র কুমারীর উপর কোনরূপ দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্ত না হন, তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন।

সেই সময় হইতে বারনার্ড অড্‌লী কিছু সাবধান হইয়াছিলেন, কুমারী লুইসার প্রতি কিছুদিন তিনি আর কোনরূপ উপদ্রব করিতে সচেষ্ট হন নাই; তিনি নিজেও কিছু দিন ক্যাণ্টারবরী হইতে স্থানান্তরে গিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গোপনে গোপনে অন্যান্য কামিনীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যেখানেই তিনি থাকুন, যেখানে যাহাই করুন, সুন্দরী লুইসার প্রতিমা তাঁহার বুকের ভিতর বিরাজ করিত; সর্ব্বদাই তিনি মনে মনে লুইসাকে চিন্তা করিতেন,ক্রমশঃ তাঁহার মানসিক রিপুবেগ আরও অধিকতর প্রবল হইয়াছিল; রিপুতাড়নে তিনি যেন উন্মত্ত হইয়াছিলেন।

যথার্থই উন্মত্ততা। বস্তুতঃ সেই উন্মত্ততার ভিতর পবিত্র প্রেমের সুকোমল ভাবের লেশমাত্রও ছিল না, ছিল কেবল দুর্দ্দমনীয় রিপুর পরিতৃপ্তিবাসনা।

অল্পদিন হইল, পাদরী অড্‌লী আবার ক্যাণ্টারবরীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, পথে দুই তিনবার লুইসাকে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন; সে সময় লুইসা একাকিনী ছিল না; কুমারী মেরী ওয়েন্ * তাহার সঙ্গে ছিল। মেরীও দিব্য সুন্দরী, কিন্তু বার্ণার্ড অড্‌লী তাহার দিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া দেখেন নাই; লুইসার রূপের দিকেই তাঁহার অনিমেষদৃষ্টি; তিনি বুঝিয়াছিলেন, সুন্দরী লুইসার সমুজ্জ্বল রূপলাবণ্যের নিকটে মেরীর রূপ অতি মলিন।

এক্ষণে আখ্যায়িকার সূত্র ধারণ করা যাউক্। বেলা দুই প্রহর। ধর্ম্মযাজক বার্ণার্ড অডলী ধর্ম্মমন্দিরের সম্মুখস্থ তরুকুঞ্জবর্ত্মে পাদচালন করিতেছেন, হৃদয়ে সুন্দরী লুইসার মূর্ত্তি জাগিতেছে। সেই দিন এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কুমারী লুইসা সুন্দরী মেরীর সহিত ক্যাণ্টারবরীর একখানি দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল, অড্‌লী তাহা দেখিয়াছিলেন। মেরীর তখন শোকবস্ত্র পরিধান, মুখখানি অতিশয় বিষণ্ণ।

---

* জিনেভার কুঞ্জনিকেতনে যুবরাণী প্রিন্সেস্ কারোলাইনের সহচরীদলে আগাথা, এমা ও জুলিয়া নামে যে তিনটি সহচরী ছিল, এই মেরী সেই তিন ভগ্নীর কনিষ্ঠা ভগ্নী।

সুন্দরীদের দোকানে প্রবেশের সময় পাদরী অড্‌লী অতি অল্পক্ষণমাত্র রূপের ছায়া দেখিয়াছিলেন; নিকটে যাইতে সাহস করেন নাই, দূরে দূরে বেড়াইয়া সেই রূপের ছবি হৃদয়পটে আঁকিতেছিলেন। কুমারীরা দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল, দুটিতে একত্র হইয়া বাড়ীর দিকে চলিল; যখন তাহারা বাহির হয়, তখন দুই এক ঘণ্টার বেশী বাহিরে থাকে না; অধিকক্ষণ বাড়ী-ছাড়া থাকিতে তাহারা ভালবাসে না। কুমারীরা বাড়ীর দিকে চলিল, বারনার্ড অড্‌লী তাহাদের সঙ্গ লইলেন; কাছে কাছে গেলেন না, দূরে দূরে আসিতে লাগিলেন; কুমারীরা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

গির্জ্জার নিকট দিয়া কুমারীদের বাড়ী যাইবার পথ; তাহারা যখন গির্জ্জা পর্য্যন্ত আসিল, অড্‌লী তখন আর অগ্রসর হইলেন না; গির্জ্জার ফটকের ধারেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, কুমারীদের সঙ্গে আর অধিক দূর যাইতে তাঁহার সাহস হইল না।

কেন অগ্রসর হইতে তাঁহার সাহস হইল না?—কারণ এই যে, গোপনে নির্জ্জনে দেখা করাই তাঁহার অভিলাষ। একান্ত ইচ্ছা ছিল বটে, সঙ্গে সঙ্গে গিয়া, পথের মাঝখানে ধরিয়া ফেলিয়া, লুইসার কাণে কাণে গোটাকতক কথা কহিবেন; নানা কারণে, নানা প্রতিবন্ধকের কল্পনায় সে ইচ্ছাটা তখন তাঁহাকে সম্বরণ করিতে হইল। ইচ্ছাটা তিনি সম্বরণ করিলেন বটে, কিন্তু রিপুপ্রাবল্যের ভীষণ অগ্নি সমভাবেই জ্বলিতে লাগিল, কিছুমাত্র কমিল না। পাদরী ভাবিতে লাগিলেন, "ঐ সুন্দরী বালিকা আমার মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছে, কিন্তু সে নিজে কিছুই জানিতে পারিতেছে না; ইহার ফল হইতেছে কি?—সুন্দরী আমাকে পাগল করিবে, আমাকে পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতে হইবে।"

পাদরী বারনার্ড ঐ কথাগুলি ভাবিলেন; বলা গেল ভাবিলেন, কিন্তু মৃদু গুঞ্জনে তাঁহার রসনায় তাহা উচ্চারিত হইল। তাঁহার বদনে তখন রিপুরাগের স্পষ্ট স্পষ্ট রেখা যেন স্ফীত হইয়া উঠিল; মুখখানি সুশ্রী, কিন্তু সে সময়ে যেন কেমন এক রকম বিকট ভীমদর্শন দেখাইতে লাগিল।

প্রেমোন্মত্ত পাদরী পূর্ব্বরূপ গুঞ্জন করিয়া আরও বলিতে লাগিলেন, "ঐ সুন্দরীকে কোলে আনিতে হইবেই হইবে।—ওঃ!—এক ঘণ্টা সুখভোগের নিমিত্ত আমার জীবনের দশ বৎসর কাল যদি অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তাহাও স্বীকার;—এ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। ঐ যুবতীর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আমি নিজেই আমার দেহপাত করিব, নিজেই আমি

আমার আত্মাকে ইহলোকে পরলোকে মহা পাপপঙ্কে কলুষিত করিব, আমার ভাগ্যপুস্তকে ইহাই লেখা আছে বোধ হয়! হাঁ, পাপেই ঐ যুবতী আমার লভ্য! আঃ—না, মরণে সাহস হয় না! না না, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে সাহস হয় না।—মুহূর্ত্তকাল এই পাগলামীর পরিতোষের নিমিত্ত তত ভয়ঙ্কর মরণে সাহস হয় না! কোলে লইব—অঙ্গে অঙ্গ মিশাইব— মস্ত রজনী স্বর্গসুখের আস্বাদন করিব—এই আমার বাসনা—এ বাসনা আমি চরিতার্থ করিব! আমি পাগল!—একটা রিপু আমার উপর ততদূর প্রভুত্ব করিবে, আমি তাহা সহ্য করিব—এই বাসনা আমার মনে আসিতেছে; আমি পাগল! কি? সমস্ত বিপদ আমি মাথার লইব?—ঐ স্ত্রীলোকটার জন্য—পদগৌরব, ধনসম্পদ, এমন কি,—ঐ স্ত্রীলোকটার জন্য আমার নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত আমি বিসর্জ্জন দিব?—না—না—এটা পাগলামী—সম্পূর্ণ পাগলামী।"

ঐ সকল ভয়ানক চিন্তা পরিহারার্থ প্রেমপাগলা পাদরীসাহেব অতি দ্রুতপদে তরুকুঞ্জপথে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত লুইসার প্রতিমা তাঁহার মনোমধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিল;—তাঁহার উষ্ণ মস্তিষ্কের উষ্ণ বন্দনা তখনও তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, কেন হইবে না?—অঙ্গের বস্ত্রগুলি খুলিয়া লইলে নিশ্চয়ই হইবে! ওহো! কুমারী লুইসার রূপমাধুরী ঐ পাদরীসাহেবের কল্পনায় এইরূপে সমাকৃষ্ট হইল, উত্তপ্ত কল্পনাগর্ভে ক্রমশঃ আরও গভীর—আরও গভীরপ্রদেশে নিমজ্জিত হইয়া তিনি যেন স্বপ্ন দেখিলেন, হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইতেছে, কার্য্যে তাহাই যেন সিদ্ধ করিতেছেন।

ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ এক স্থানে থামিয়া দাঁড়াইয়া পাদরীসাহেব উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওঃ! আমি পাগল হইব! ওঃ! আমি পাগল হইব! হাঁ—লুইসা ষ্ট্যানলীর প্রতিমাকে হৃদয় হইতে উৎপাটন করিতে না পারিলে কিম্বা আমার মনোবাসনা চরিতার্থ করিতে না পারিলে, নিশ্চয়ই আমি পাগল হইয়া যাইব।"

এই সময়ে হঠাৎ তরুকুঞ্জের পার্শ্বে বস্ত্রঘর্ষণের শব্দ শ্রুত হইল, চমকিত পাদরী সেই দিকে চাহিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; চমকিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, "তাই ত, এ সময় ত কুঞ্জবর্ম্মে কেহই আইসে না; তবে কি?" নিমেষমাত্র থামিয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "না—ওটা কিছুই না!"—অনন্তর আত্মগত গুঞ্জন করিতে করিতে

সম্মুখদিকে অগ্রসর হইয়া তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, ঈশ্বরের নাম করিয়া আমি বলিতেছি, যাহা ঘটে, ঘটিবে, সেই সুন্দরীকে আমি লইবই লইব।"

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাবুনার্ড অড্‌লী পশ্চাতে ফিরিলেন; কুঞ্জপথ ধরিয়া রাস্তায় আসিলেন, যে বাড়ীতে কুমারী লুইসা বাস করে, দ্রুতগতিতে সেই দিকে চলিলেন; বাড়ীর নিকটে পৌঁছিলেন; সজ্ঞানে পৌঁছিলেন, লক্ষণে এমন বোধ হইল না; দুরন্ত রিপু তখন তাঁহাকে তাড়না করিতেছিল, রিপুর পরাক্রমে তিনি উন্মত্তপ্রায়। বাড়ীর নিকটে একটী গুপ্তস্থানে লুকাইয়া তিনি সংকল্প করিলেন, লুইসা এইবার বাড়ী হইতে বাহির হইলেই সম্মুখে গিয়া আমি তাহার সহিত কথা কহিব।"

সংকল্প ত হইল, কিন্তু লুইসাকে তিনি কি বলিবেন? কি করা তাঁহার মৎলব? দুর্জ্জয় রিপু বশবর্ত্তী উন্মাদগ্রস্ত, কুচেষ্টক পাদরী কি মোহবশে এমন ইচ্ছা করিলেন যে, সম্মুখে পাইলে তিনি সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র কুমারীকে বক্ষে ধারণ করিবেন?—না—সেরূপ ইচ্ছা তাঁহার হইল না। তিনি যাহা মনে করিলেন, তাহা অস্থির; সত্যই জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন,—ভাগ্যের উপরই তাঁহার বিশ্বাস; রিপুই তাঁহাকে সেই অবস্থায় সেইখানে আনিয়াছিল, রিপুবশে তিনি তখন ভাগ্যচিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইত্যগ্রে কুঞ্জপথে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন, লতাকুঞ্জের পার্শ্বে বসন-ঘর্ষণের শব্দ শুনিয়া যখন তিনি ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইতেছিলেন, তখন কৃষ্ণবসনাবৃতা এক দীর্ঘাঙ্গী নারীমূর্ত্তি তাঁহার নেত্রগোচর হইয়াছিল, সেই রমণীর মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ, সেই পাণ্ডুবদনে দারুণ বিষাদচিহ্ন সমঙ্কিত; যদিও তাদৃশ পরিম্লান বদন, তথাপি সময়ে যে মুখে অতুল লাবণ্য প্রস্ফুটিত ছিল, সে লাবণ্য এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। সেই সমুজ্জ্বলনয়নে সুতীব্র দৃষ্টি ও পাণ্ডু ওষ্ঠের অল্প আরক্ত রাগ ও দন্তপংক্তির সেই শুভ্রতা তখনও প্রায় অব্যাহত ছিল। বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর, কিন্তু দেখাইতেছিল, যেন চার পাঁচ বৎসর বেশী; চুল পাকে নাই, অবয়ব অবনত হয় নাই, সম-সূত্রে ঋজু। যদিও কৃষ্ণবসন পরিধান, কিন্তু সে বসনে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত; তদ্দারা পরিচয় হইতেছিল, ভদ্রকুলে জন্ম. সময়ে ভদ্র ভদ্র সমাজে তাঁহার গতিবিধি ছিল।

বাবুনার্ড অড্‌লী যে সময়ে ধর্ম্মশালার কুঞ্জবর্ত্মের সীমায় বাহিরে পদক্ষেপ করিলেন, সেই সময়ে সেই রমণী লতাকুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া আপন মনে

এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়াছিল যে, "সেই লোক, যাহাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, যদিও সে আমার প্রতি অযথা নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল, যদিও সে আমাকে ডাকিনী বলিয়া ডাকিয়াছিল, তথাপি তাহাকে আমি দুষ্কার্য্য করিতে নিষেধ করিতাম, নূতন দুশ্চেষ্টায় অপর কোন রমণীর সর্ব্বনাশ-সাধনে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইতাম। তথাপি হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার নূতন লক্ষ্যের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিবার উপক্রম দেখিলে অলক্ষিতে আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতাম। ওঃ! সেই লোক এখন আবার সেই দুষ্টরিপুর প্রলোভনে নিজের ধ্বংস পথে অগ্রসর হইতেছে! হউক, তবু আমি তাহাকে ফিরাইব, তবু আমি তাঁহাকে রক্ষা করিব; তাহাকেও বাঁচাইব, আর সেই পবিত্র কুমারীকেও বাঁচাইব। সেই ভগ্ন-হৃদয়া মেলিসার কন্যাটিকে ঐ উন্মত্ত লোকের কবল হইতে পরিত্রাণ করিব!"

রমণী যখন আপন মনে এইরূপ গুঞ্জন করিতেছিল, সেই সময় সে জানিতে পারিল, পশ্চাতে কে যেন আসিতেছে। বিস্ময়চকিত ম্লানবদনে সে তখন পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, আর একটি রমণী। সেই রমণীও গাঢ় কৃষ্ণ বস্ত্র-পরিহিতা, তাহার মুখখানিও কোন প্রকার বিষাদে পরিম্লান। তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪৫।৪৬ বৎসর, যৌবনে তাহার যে সৌন্দর্য্য ছিল, তাহারও পরিশিষ্ট আভা এখনও প্রদীপ্ত হইতেছে। বিষণ্ন নয়ন, বিষণ্ন বদন, শোক-বস্ত্র পরিধান, তথাপি সে রমণীর দেহ দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বিতা বিদ্যমান।

লতাকুঞ্জ হইতে যে কৃষ্ণবসনা রমণী বাহির হইয়াছিল, কৃষ্ণবসনা অপরা রমণীটিকে দেখিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিল; চিনিবা-মাত্রই তাহার রসনা হইতে সহসা একপ্রকার বিস্ময়োক্তি নির্গত হইল; আগন্তুক কৃষ্ণবসনা রমণী সেই বিস্ময়োক্তি শুনিয়া তাঁহার দিকে চাহিল, চাহিয়াই চিনিতে পারিল, পরস্পর চেনা-শুনা হইয়া গেল।

লতাকুঞ্জ হইতে যে রমণী বাহির হইয়াছিল, নূতন রমণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সে বলিয়া উঠিল, "অ্যানি!"—পাঠক মহাশয় বুঝিলেন, যে রমণীটি নূতন আসিল, তাহার নাম অ্যানী। দ্বিতীয়াকে সম্বোধন করিয়া অ্যানী বলিল, "লিলিয়ান!"

লিলিয়ান বলিল, "হাঁ, আমি। অ্যানি! তোমার দুঃখিনী ভগ্নীটি এইবার বারনার্ড অভ্লীর কুনজরে পড়িয়াছে!"

লিলিয়ানের পূর্ণনাম লিলিয়ান হালকিন্,অ্যানীর পরিচয় রিচমণ্ডের মিসেস্ ওয়েন। উভয় রমণীতে বিমর্ষবদনে অথচ সস্নেহে করমর্দ্দন করিল; স্নেহের সম্বন্ধে উভয়ে পরস্পর ভগ্নী। বহুদিনের পর উভয়ে সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়েরই মনে বহুতর অতীত স্মৃতির উদয় হইল, উভয়ের অন্তরেই অপরিহার্য্য অনুতাপ আসিল। যদিও উভয়ে কাতর অন্তরে সকরুণ স্নেহানুরাগে করমর্দ্দন করিল, কিন্তু পরস্পর চুম্বন করিল না; হৃদয়গত আনন্দের লক্ষণও প্রকাশ পাইল না; উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিল, মুখ দুখানি সমভাবে বিষাদমাখা। দুখানি মুখেই পূর্ব্বস্মৃতির উৎপীড়ন, বহু দিনের পর সাক্ষাৎ, উভয়েরই চেহারা পরিবর্ত্তন; বহু দিনের সুখ দুঃখের বিবরণ কেহই তখন প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না।

যাঁহাকে মিসেস্ ওয়েন বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইতেছে, তাঁহার নাম অ্যানী, প্রথম আলাপসূত্রে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে; লিলিয়ানের সহিত তাঁহার যে কয়েকটি কথা হইল, তাহা বিস্ময়োৎপাদক ও শোকোদ্দীপক। অতঃপর তাঁহাদের আলাপের আরও কিছু বিবৃতি এইখানে সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

অ্যানী।—(চঞ্চলকণ্ঠে) লিলিয়ান! আমাকে দেখিবামাত্রই কি তুমি চিনিয়াছ?

লিলি।—এখানে তোমাকে দেখিয়াই আমি উচ্চকণ্ঠে যে বিস্ময়োক্তি করিয়াছিলাম, তাহা না শুনিলে কি তুমি আমার দিকে চাহিতে? তাহা না শুনিলে কি তুমি আমায় চিনিতে পারিতে? আমি কিন্তু তোমাকে প্রথমেই চিনিয়াছিলাম।

অ্যানী।—তোমাকে আমি চিনিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে।

লিলি।—(বিষাদে ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক) চেহারা খারাপ হইবার অনেক কারণ থাকে। বেশী দিন গত হইয়াছে বলিয়া তুমি আমায় এমন দেখিতেছ,কেবল তাহাই নহে,ভালবাসাই নিরাশা আর পাপের যন্ত্রণা!

অ্যানী।—(কম্পিত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে) পাপ?—ও পরমেশ্বর! তবে সে কথাটা সত্য? লিলিয়ান! বলিও না,—অমন কথা বলিও না!

লিলি।—(পথের দুই দিকে কেহ কোথায় নাই দেখিয়া) হায় হায়! প্রকৃতই সত্য!—যাহা বলিলাম, তাহাই সত্য।—পাপ!—উন্মাদে জ্ঞানহারা হইয়া সেই ক্ষুদ্র শিশুটিকে আমি মারিয়া ফেলিয়াছি!

অ্যানী। -(মিথ্যা প্রবোধের হেতু কল্পনা করিয়া) বোধ হয়,সজ্ঞানে তুমি সেই কাজ কর নাই ?

লিলি।—না না—দোহাই পরমেশ্বর!—তখন আমার জ্ঞান ছিল না—আমি তখন পাগল হইয়াছিলাম! (বক্ষে হস্তার্পণ পূর্ব্বক) সেই পাপ এখনও এইখানে তীক্ষ্ণবাণ বিদ্ধ করিতেছে! যদিও বিচারালয় হইতে সে অভিযোগে আমি অব্যাহতি পাইয়াছি, কিন্তু তদবধি পরিচিত লোকের কাছে মুখ দেখাইতে আমার লজ্জা হইতেছে! অধিক কথা কি নিজের ভগ্নীদের কাছেও দেখা দিতেও—

অ্যানী।—না লিলিয়ান, অমন কথা মনে করিও না! আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।—আমিও না, মেলিসাও না; আমরা দুজনে তত্তদূর নির্ব্বোধ নহি, কপটতাও জানি না। আর যদি লিভিয়ার কথা বল, লিভিয়া একটি সরলতার আধার, তাহার স্বভাবে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শে না। সে তোমাকে পরম স্নেহে আলিঙ্গন করিবে।

লিলি।- (ক্ষণেক থামিয়া কাতরবচনে) আমি মনে করিতাম, তোমরা ভাবিয়াছিলে, আমি মরিয়া গিয়াছি!

অ্যানী।—আমার সেইরূপ ভয় হইয়াছিল বটে; তাহা ভিন্ন আর কি মনে করিব? লিভিয়ার সংবাদ কি? তুমি কি ইতিমধ্যে তাহার কোন সুখবর পাইয়াছ?

লিলি।—লিভিয়া বাঁচিয়া আছে—হাঁ সে বাঁচিয়া আছে, বলিতে হয় বাঁচিয়া আছে, কিন্তু—

অ্যানী।—(বিস্ময়ে ধৈর্য্যহারা হইয়া) ও কথার মানে কি ?

লিলি। আমার কথার মানে এই যে, ভগ্নী লিভিয়া বাঁচিয়া আছে,—কিন্তু, হায়, থাকা না থাকা সমান! তিন বৎসর পক্ষাঘাতে শয্যাগত! জ্ঞান নাই। তাহার চক্ষের নিকটে আশেপাশে যাহা যাহা ঘটিতেছে, তাহার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারে না! বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে! অন্তরের জ্ঞানপ্রদীপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত!

অ্যানী।—হা পরমেশ্বর! এ কি শুনিলাম! পক্ষাঘাত?—আহা! —কে তাহার কাছে আছে? কে তাহার সেবা করিতেছে? তাহার অবস্থা কিরূপ?- মেলিসার সন্তানেরা কোথায়?—তাহারা কি করিতেছে?

লিলি।—(অস্ফুটকণ্ঠে) এক জন লিভিয়ার কাছে আছে আর এক জন

লণ্ডনে আছে শুনিয়াছি; কিন্তু লণ্ডনের কোথায় আছে, কি করিতেছে, কেন আছে, তাহা আমি জানি না।

অ্যানী।—(যন্ত্রণায় উত্তেজিতা হইয়া) আমাদের সেই দুঃখিনী ভগ্নীটি কোথায় থাকে? সে এখন কি নাম লইয়াছে?

লিলি।—নাম লইয়াছে ষ্ট্যানলী-

অ্যানী।—(সবিস্ময়ে) কি!—ষ্ট্যানলী?—লণ্ডনের সহরতলীতে (সম্মুখদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) সেই বাড়ীখানাতে বুঝি?

লিলি।—আঃ—তবে এই যে তুমি জানো?

অ্যানী। সেই বাড়ীতেই আমি যাইতেছি। যে হোটেলে আমি থাকি, সেই হোটেলের কর্ত্তা আমার সঙ্গে একজন লোক দিতে চাহিয়াছিল, লোক সঙ্গে লইতে আমি রাজী হই নাই; পথে কত কথা ভাবিতে ভাবিতে যাইব, সেখানে গিয়া কত কথা বলিতে হইবে, একাকিনী যাওয়াই ভাল বুঝিয়াছি।

লিলি।—আঃ -হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়িল। ষ্ট্যানলী-ভবনে কুমারী লুইসার নিকটে মিস ওয়েন্ নামে একটি কুমারী থাকে, সেটি যে তোমারই কন্যা, তাহা আমি জানিতাম না; এখন জানিতেছি, তাহাই ঠিক বটে।

অ্যানী।—হাঁ, -তাহাই ঠিক! (মৃদুগুঞ্জনস্বরে) লুইসা আর আমার মেরী,দুটিতে এক সঙ্গে থাকে, কিন্তু তাহাদের উভয়ে যে নিকট সম্পর্ক আছে, তাহা তাহারা জানে না। সম্পর্ক প্রকাশ পাইলে খুব কাছাকাছি ভগ্নী সম্বন্ধ দাঁড়াইবে!

লিলি।—(মেরীর জননীর মুখের দিকে তাকাইয়া) তবে তুমি এখন সেই বাড়ীতেই যাইতেছ?

অ্যানী।—(বিষাদে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে) জিনেভা নগরে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা কি তুমি শুনিয়াছ লিলিয়ান?

লিলি।—জিনেভায়?—হাঁ, -খবরের কাগজে পড়িয়াছি। তাহাতেই জানিতে পারিয়াছি, তাহারা তোমারই কন্যা। হায় হায়! অ্যানি! তুমি শোকবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছ! হায় হায়, অনেক দিন, অনেক বৎসরাবধি আমি এইরূপ শোকবস্ত্র ধারণ করিয়া আছি! (বলিতে বলিতে কম্পিত হইয়া) ওঃ! খুন করা অপরাধে বিচারাগারে যখন আমার বিচার হয়, তখন আমি ধর্ম্মপ্রমাণে প্রতিজ্ঞা করিয়া শপথ করিয়াছি, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমি

এইরূপ শোকসূচক কৃষ্ণবসন পরিধান করিয়া থাকিব! হায় হায়! যে দিন যে মুহূর্ত্তে আমার সেই ছেলেটির মরণকালের শেষ ক্রন্দনধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া মাথায় উঠিয়াছিল, সেই দিন হইতেই আমি এই শোকবস্ত্র ব্যবহার করিতেছি; প্রতিজ্ঞা—এই কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়াই শীতল সমাধিগহ্বরে শয়ন করিব!

অ্যানী।—আচ্ছা লিলিয়ান, এতদিন তুমি কোথায় থাকিতে? এতদিন তুমি কেমন ছিলে? এত দীর্ঘকাল—এত দীর্ঘ দীর্ঘ বৎসর তুমি কোথায় ছিলে?

লিলি।—প্রিয় ভগ্নী অ্যানি! তোমার সঙ্গে আমার বিস্তর কথা আছে; কিন্তু এখন অবসর হইবে না;—তুমি তোমার কন্যাটিকে দেখিবার জন্য অতিশয় উতলা হইয়া—

অ্যানী।—(পুনর্ব্বার চক্ষের জলে ভাসিয়া) হাঁ, আমার মেরী যদি আমাকে ক্ষমা করে, তাহা হইলে তাহাকে আমি কন্যা বলিয়া আদর করিতে পারিব। ক্ষমা পাইবার কথা কেন বলিতেছি,—আমারই পাপ-পরামর্শে আমার সেই তিনটি কন্যা অতি দুষ্কর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কার্য্যের বিষময় ফলে সেই প্রকার নিদারুণ দুর্ঘটনা,—আমারই নিজের পাপের সেই প্রতিফল। একটি মেয়ে খুনে লোকের ছোরাতে কাটা পড়িল, আর দুটি মেয়ে অচিকিৎস্য উন্মাদরোগে পাগলা গারদে—

লিলি।—(চমকে চমকে কাঁপিয়া টলিয়া) অ্যানি! তুমিই সেই দুর্ঘটনার কারণ, ইহা কি সম্ভব? যে ঘটনার জন্য তুমি নিজে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিতেছ, সত্যই কি তুমি সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার মূল?

অ্যানী।—(হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া) সমস্তই সত্য!—সমস্তই সত্য!

লিলি।—(উগ্র কৌতূহলে) কি পরামর্শ দিয়া কি প্রকার পাপকার্য্যে তুমি তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলে? তোমার পরামর্শে কি প্রকার পাপ-কার্য্য তাহারা করিয়াছিল?—খবরের কাগজে সে সব কথা বিশেষ করিয়া কিছুই লেখে নাই; ভিতরের আসল কথাগুলি চাপিয়া রাখিয়া কাগজ ওয়ালারা মোটের উপর কেবল সেই শোচনীয় ঘটনার শেষকথাগুলাই ছাপিয়া দিয়াছে।

অ্যানী।—(শঙ্কিতবদনে) ব্যাপার বড় গুরুতর; খবরের কাগজ-ওয়ালারা সে সকল কথা লিখিতে সাহস করে নাই, আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণনা

করিতে তাহারা ভয় পাইয়াছিল। যাহা হউক, যে দিন আবার তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, সেই দিন আমি তোমাকে আরও গোটাকতক বেশী কথা শুনাইব। আজ আসি—

লিলি।—কবে আবার আমাদের দুজনের দেখা হইবে? কোথায় দেখা হইবে?

অ্যানী।—তুমি এখন থাক কোথায়?

লিলি।—তোমার ঠিকানা কোথায়?

অ্যানী।—আমি সম্প্রতি ফাউণ্টেন হোটেলে বাসা করিয়া আছি। তোমার ঠিকানা কি?

লিলি।—আমি একজন গরীব কৃষকের বাড়ীতে থাকি; তাহার বাড়ী এখান হইতে কয়েক মাইল দূর।

অ্যানী।—দেখ লিলিয়ান, আমি এখন আমার মেরীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি, মেরী যদি আমাকে ক্ষমা করে,—বড় বড় পাপ আমি করিয়াছি —মেরী সব জানে;—সে যদি আমাকে ক্ষমা করে, তাহা হইলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইব;—ভ্রমণ করিতে করিতে জিনেভা নগরে যাইব;—আহা!—মেরী আমার সেখানকার বাতুলালয়ে তাহার ভগ্নী দুটিকে—

লিলি।—তুমি মা, তোমার অনুরোধে তোমার মেরী কদাচ অসম্মত হইতে পারিবে না; ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেই সে তোমার সঙ্গে যাইতে রাজী হইবে।

অ্যানী। রাজী হইলেই ভাল হয়। হাঁ—তুমি কি এক দিনও তোমার ভগ্নী লিলিয়াকে দেখিতে যাও নাই?

লিলি।—একবারও না। আমার নামে যখন সেই ভয়ানক কলঙ্কদাগ পড়ে, আমার হৃদয়ে যখন সেই সংঘাতিক আঘাত লাগে, সেই সময় আমি শপথ করিয়াছি, এ জীবনে আর ভগ্নীগণের নিকটে মুখ দেখাইব না; বিশেষতঃ আমার যে ভগ্নী সতী, ধর্ম্মশীলা, পবিত্রা, তাহার সম্মুখেই তো আসলে যাইব না!

অ্যানী।—(বিষাদে মৃদু হাসিয়া) ভগ্নী লিলিয়ান! তুমি শপথ করিয়াছ; বেশ;—সময়ে সময়ে এমন ঘটনাও হয়, যখন শপথ পালন করা যায় না। তোমার শপথের অন্যথাচরণ একটি প্রমাণ। কাহারও কাহারও এমন অবস্থা ঘটিয়া দাঁড়ায় যে, ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। এ পক্ষেও তুমি

নিজে একটি প্রমাণ। তুমি শপথ করিয়াছিলে, সেই শপথপালন করিতে যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকিত, তাহা হইলে কদাচ তুমি আজ আমার সম্মুখে আসিয়া আমার কাছে ঐ মুখখানি দেখাইতে না!

লিলি।—ঠিক ভাই, এ কথা তুমি বলিতে পার; তুমি আমার ভগ্নী, তোমার কাছে আমি মুখ দেখাইয়াছি, এটা এক রকম শপথভঙ্গের কথা বটে, কিন্তু ভাই হঠাৎ তোমাকে এখানে দেখিয়া আমার এত আশ্চর্য্যবোধ হইয়াছিল, আমি এতদূর হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম যে, শপথের কথাটা ভাবিবারও সময় পাই নাই।

অ্যানী।—হাঁ, এ কথাটা তুমি ঠিক বলিয়াছ। এখন আমার কথা হইতেছে যে, তোমার একটি ভগ্নী নিদারুণ রোগযন্ত্রণায় শয্যাশায়িনী হইয়া আছে, পূর্ব্বে শপথ করিয়াছ বলিয়া, সেই শপথবাক্যের উপর অটল অধ্যবসায় রাখিয়া, সেই ভগ্নীটিকে তুমি দেখিতে যাইবে না, এটা ভাই তোমার বড়ই নিষ্ঠুরতার কাজ। শপথটা ভুলিয়া যাও, ভগ্নীটিকে একবার দেখিয়া আইস।

লিলি।—দেখ ভাই, অনেকদিন পূর্ব্বেই আমি শপথের কথাটা ভুলিয়া গিয়া, সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, লিডিয়ার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, সাধ্যমত যত্নে তাহার সেবা করিতাম, কিন্তু সে যখন ষ্ট্যান্‌লী নাম লইয়া ছদ্মপরিচয়ে সেখানে আছে, তখন আমি সেখানে গিয়া কি বলিয়া পরিচয় দিয়া দাঁড়াইব? কি করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব? আমার প্রশ্নের সেই বা তখন কি উত্তর দিবে? সে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমিই বা তাহার কি উত্তর দিব? এতদিন কেন আমি তাহাকে দেখিতে যাই নাই, সে যদি আমাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি তাহার কি উত্তর দিব? যদবধি আমি শুনিয়াছি, আমাদের ভগ্নী লিডিয়ার নাম হইয়াছে ষ্ট্যান্‌লী, তদবধি ঐ সকল ভাবনা ভাবিয়াই আমি দূরে দূরে লুকাইয়াছিলাম, এখনও লুকাইয়া রহিয়াছি।

মিসেস্ ওয়েন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি সেই শয্যাশায়িনী লিডিয়াকে দেখিতে যাইব; যে কথাগুলি তুমি বলিলে, তাহার গুরুত্ব বুঝিয়াও তাহাকে আমি বলিব মিস্ ষ্ট্যান্‌লী, আমি তোমার ভগ্নী, পিতৃসম্বন্ধে কুমারী লুইসার পিসী আমি।"—বলিতে বলিতে চমকিয়া উঠিয়া মিসেস্ ওয়েন আবার বলিল, "দেখ লিলিয়ান, হঠাৎ আর একটি সন্দেহ আমার মনে উঠিয়াছে। আমার মেরী হয় ত কুমারী লুইসার কর্ণে তাহার মাতৃসম্বন্ধে কোন গুহ্যকথা

তুলিয়া দিয়া থাকিবে; আমার এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে ত আমার উপর কুমারী লুইসার কুসংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা বুঝিতেছি।"

লিলিয়ান বলিল, "যে কথাটা ধরিয়াছ, সেটা মাতব্বর কথা বটে। রোসো, বিবেচনা কর, তাহার পর যাও। তোমার কন্যাকে ডাকিয়া লইয়া, একটু তফাতে নির্জ্জনে কথা কহিয়া অগ্রে জানিয়া লইও, লুইসা কতদূর পরিচয় পাইয়া কতদূর বিরুদ্ধভাব মনে বুঝিয়া রাখিয়াছে। আজ তুমি লুইসার কাছে বেশী কথা বলিও না; তুমি মিসেস্ ওয়েন, কেবলমাত্র এই পরিচয় দিও, মেরীর মা বলিয়া আত্মীয়তা জানাইও; লুইসার সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধ আছে, পূর্ব্বের নিগূঢ় বৃত্তান্ত শুনিয়া, সে যদি এখন তাহা জানিতে পারে, তাহা হইলে সম্মুখে বসিয়া কথা বলিতে লজ্জা পাইবে। দেখিও, সুশীলা কুমারীটির সুখের পথে বাধা দিবার হেতু হইয়া দাঁড়াইও না।"

মিসেস্ ওয়েন বলিল, "বেশ বলিয়াছ লিলিয়ান; সুবুদ্ধির কথা বটে। তোমার পরামর্শ মতই আমি কাজ করিব। সেইখানে আমি যাইতেছি,মেরীর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, খানিকক্ষণ তাহার কাছে আমি থাকিব। কল্য কি তুমি ফাউণ্টেন হোটেলে গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে? যাইও; আমাদের এখন কি করা কর্ত্তব্য, কল্য সেইখানে পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করা যাইবে।"

লিলিয়ান বলিল, "হাঁ, কল্য যখন পারি, তখনই হোটেলে গিয়া তোমার সঙ্গে আমি দেখা করিব। এখন বিদায়।"

"বিদায় স্নেহময়ী ভগ্নি, বিদায়!"—এই বলিয়া মিসেস্ ওয়েন সস্নেহে লিলিয়ানকে চুম্বন করিল, লিলিয়ানও তদ্রূপ স্নেহ জানাইয়া প্রতিচুম্বন করিল।

দ্বিসপ্ততিতম উল্লাস।

লুইসার জন্য পাদরীর লুকোচুরি।

মিসেস্ ওয়েন কন্যাকে দেখিতে চলিল। কুমারী লুইসা যে বাড়ীতে থাকে, সে বাড়ী চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। সম্মুখেই উদ্যান, উদ্যানের ফটক খুলিয়া, উদ্যানের উপর দিয়া সেই স্ত্রীলোক সদর দরজার নিকট যাইতেছে, উপরের বৈঠকখানা হইতে আনন্দপূর্ণ বিস্ময়ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, পরক্ষণেই কুমারী মেরী উপর হইতে নামিয়া ছুটিয়া আসিয়া জননীর বক্ষে মাথা রাখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

কুমারী মেরীর শুভ্রকলেবরে কৃষ্ণবর্ণ শোকবস্ত্র। জিনেভাতে যে শোকাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সে সংবাদ মেরী শুনিয়াছে, শোকবস্ত্র দেখিয়াই মিসেস্ ওয়েন তাহা বুঝিয়া লইল। কি প্রকারে সেই শোচনীয় সংবাদ মেরীর কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহা বলিয়া রাখা উচিত। জোসেলিন লক্-তসের সঙ্গে কুমারী লুইসার পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির, উভয়ে মধ্যে মধ্যে চিঠি পত্র লেখালেখি হয়; জিনেভাতে যে সময়ে সেই বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়, জোসেলিন সেই সময়ে জিনেভাতে ছিলেন, ঘটনাগুলি লিখিয়া লুইসাকে তিনি জানাইলেন, তাহা শ্রবণ করিয়াই কুমারী মেরী অতিদুঃখে শোকবস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

মেরীকে কোলে করিয়া শ্বাসস্তম্ভিত গদ্‌গদকণ্ঠে মিসেস্ ওয়েন বলিল, "প্রাণাধিকা মেরি! তুমি কি তোমার দুঃখিনী জননীকে ক্ষমা করিতে পারিবে?"

নেত্রনীরে অভিষিক্ত হইয়া মেরী উত্তর করিল, "ও পরমেশ্বর!—মা! কেমন করিয়া তুমি আমায় ও কথা জিজ্ঞাসা করিলে? আমরা উভয়েই কি মহাশোকে জর্জ্জরিত হই নাই?"

সাশ্রুনয়নে কন্যার মুখপানে চাহিয়া জননী বলিল, "মেরি! চল আমরা একটু দূরে নির্জ্জনে যাই, বিস্তর দুঃখের কথা আমি তোমাকে বলিব। তোমার সহিত কথা কহিবার পূর্ব্বে, তোমার আশ্রয়দায়িনী কুমারী লুইসার সঙ্গে আমি দেখা করিব না।"

"এসো মা, এই দিকে এসো।"—এই বলিয়া জননীর হস্তধারণ পূর্ব্বক

মেরী ধীরে ধীরে উদ্যানের প্রান্তসীমায় একটি কোণে লইয়া গেল ; নিভৃত লতাকুঞ্জ ; কুঞ্জশিরে তরুপল্লবের সুন্দর আবরণ ; নিম্নভাগে একখানি বেঞ্চ পাতা ছিল, মাতাপুত্রীতে সেই বেঞ্চের উপর বসিল ; মেরী বলিল, "এ স্থানটি বেশ নির্জ্জন, যাহা কিছু তোমার বলিবার আছে, স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।"

কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মিসেস্ ওয়েন বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল, উভয়ের নয়নে বারিধারা প্রবাহিত হইল, কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে বাক্য সরিল না। অবশেষে মৌনভঙ্গ করিয়া মিসেস্ ওয়েন বলিল, "মেরি ! বৎসে ! মা হইয়া মেয়ের কাছে ক্ষমা চাওয়া বড়ই আক্ষেপের কথা ! কিন্তু বৎসে আমি বড় পাপী, যে পাপ আমি করিয়াছি, সে জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতে আমি বাধ্য ; মেরি ! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিবে ?"

আবার জননীকে চুম্বন করিয়া মেরী বলিল, "মা ! বার বার অমন কথা বলিও না, তোমার অত পরিতাপ আমি সহ্য করিতে পারি না। তবু একপক্ষে আমার বেশ আহ্লাদ হইতেছে, কতদিনের পর আমি আবার মা পাইলাম, মা বলিয়া তোমাকে আমি ডাকিতে পাইলাম, এত দুঃখের উপরেও আবার আমি মাতৃস্নেহ পাইলাম।"

এই পাপীয়সী মিসেস্ ওয়েন এতকাল ধরিয়া ভণ্ডামীর সেবা করিয়া আসিয়াছে ; ছলনা, চাতুরী, কুমন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র, সকল প্রকার পাপক্রিয়া শিক্ষা করিয়া বহুলোককে মজাইয়াছে ; ছল করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছে, তাহা বিষ ; ছল করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছে, তাহা আগুন ! ওঃ ! এত দিনের পর, এই পাপিষ্ঠার অনুতাপ আসিয়াছে। ছোট মেয়েটীকে ক্রোড়ে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছে, টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে,এইটা বাস্তবিক সরল হৃদয়ের অনুতাপ , এ অনুতাপের মধ্যে কপটতা নাই ; হৃদয়ের গভীর স্তর হইতে করুণার ধারা উত্থিত হইতেছে ; করুণায় বিগলিত হইয়া বুড়ী তখন দুহিতাকে বলিতে লাগিল, "মেরি ! তবে তুমি আমায় ক্ষমা করিয়াছ ? পাপিনী জননীকে দেখিয়া তবে তোমার আনন্দ হইয়াছে। উঃ ! অনেক পাপ আমি করিয়াছি, মেরি, তোমার হৃদয়ে দয়ার স্রোত বহে, শিশুকাল হইতেই তুমি দয়াবতী, দয়াগুণেই তুমি আমাকে ক্ষমা করিতে পারিয়াছ। কিন্তু প্রাণাধিকে, আমিই কুমন্ত্রণা দিয়া তোমার তিনটী ভগ্নীকে—আমার তিনটী আদরিণী কন্যাকে আমি বিদেশে পাঠাইয়াছিলাম ; আমারই কুচক্রে, আমারই স্বার্থপরতায়, আমারই কপট কুহকে, একটি গেল অকাল কবরে, দুটি গেল পাগলা গারদে ! আমারই পাপের ঐ ফল। মেরি, তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ—হাঁ, ক্ষমা

করিয়াছ,—কিন্তু বৎসে! এখন অবধি যখন তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে, যখনই আমি তোমার চক্ষের নিকটে উপস্থিত হইব, তখনই ঐ সব ভয়ানক ভয়ানক কথা তোমার মনে পড়িবে, তখনই তুমি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিবে।"

মেরীর সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। কাঁপিয়া কাঁপিয়া সে তখন বলিতে লাগিল, "পারি না—পারি না আর আমি সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু মা, সেই অপরাধে যে তুমিই অপরাধী, ইহা বিশ্বাস করিতে আমার মন চাহে না। তোমাকে আমি সেই ভয়ানক অপরাধে অপরাধী করি না। যে হেতু তোমার সেই কার্য্যে ঐরূপ ভয়ানক বিষময় ফল হইবে, পূর্ব্বে তাহা তুমি জানিতে না, ভাবিতেও পার নাই।"

বৃদ্ধা বলিল, "জগদীশ্বর জানেন, এমন ফল ফলিবে,তাহা তখন আমি কিছুই ভাবি নাই, তেমন সর্ব্বনাশ হইবে, কিছুই আমি ভাবিতাম না! আচ্ছা মেরি, আমার নিকট হইতে তুমি যখন পলাইয়া আসিয়াছিলে, এই বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছিলে, এই সুখের আশ্রম কি এখন তুমি ছাড়িয়া যাইতে পার? মেরি! এখন আমি শোকে দুঃখে অতিকাতরা, আমাকে সান্ত্বনা করিবার লোক নাই, এ অবস্থায় তুমি কি তোমার এই পাপিষ্ঠা জননীর সঙ্গে পূর্ব্বের আশ্রমে যাইতে ইচ্ছা কর?"

কাতরব্যগ্রকণ্ঠে কুমারী বলিল, "মা! তুমি আমার মা, তোমার আশ্রমে ফিরিয়া যাওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মিসেস্ ওয়েন বলিল, "না বৎসে! আমার কথা শোনা কিম্বা আমার কাছে থাকা, এখন আর তুমি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে পার না, সন্তানের প্রতি মাতার যেরূপ কর্ত্তব্য, পাপাঙ্ক হইয়া সে কর্ত্তব্য আমি পালন করি নাই, মাতার প্রতি সন্তানের যে কর্ত্তব্য, আমার সম্বন্ধে সেই কর্ত্তব্য তুমি পালন কর, তোমাকে সে কথা বলিবার আমার আর মুখ নাই, নিজেই আমি সে পথে কণ্টক বৃক্ষ রোপণ করিয়াছি। মেরি, তুমি নিজেই এখন তোমার নিজের ভাল মন্দ কার্য্যের বিচার করিবার অধিকারিণী. সুশীলা কুমারী লুইসা অসময়ে তোমাকে আদর করিয়া এই আশ্রমে স্থান দিয়া রাখিয়াছেন, সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, এ আশ্রম ত্যাগ করিয়া তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমাকে এমন অনুরোধ করিবার অধিকার আমার নাই,—এখন তোমার নিজের বিবেচনায়—"

মেরী বলিল, "না মা, আমি আপন ইচ্ছার কার্য্য করিব না, তুমি যাহা অনুমতি করিবে, তাহাই আমি পালন করিব। যেখানে তুমি আমাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর, তোমার সঙ্গে সেইখানেই আমি যাইব।"

বৃদ্ধা বলিল, "এত শীঘ্র শীঘ্র মীমাংসা করিয়া লইও না, স্থির হইয়া বিবেচনা কর। আমি অনেক পাপ করিয়াছি, তোমাকে সুখী দেখিতে পাইলেও আমার যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হইবে।"

মেরী বলিল, "মা! যত পাপ তুমি করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছ। এখন তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে এক স্থানে থাকিলে দুই জনেই আমরা কতকটা জুড়াইতে পারিব। প্রাণে যে আঘাত লাগিল, তাহা ভুলিয়া সুখী হইতে আমাদের অনেক দিন লাগিবে, এখনকার সান্ত্বনা কেবল এই যে, দুজনে আমরা এক সঙ্গে বসিয়া কাঁদিতে পারিব।"

মিসেস্ ওয়েন বলিল, "বৎসে্য মেরি! তুমি আমাকে এতদূর ভক্তি করিবে, এমন আশা আমি রাখি নাই; যে কাজ আমি করিয়াছি, তাহাতে তাদৃশী ভক্তির পাত্রীও আমি নই; তথাপি তোমার আদরে ও তোমার সান্ত্বনাবাক্যে আমি অনেকটা শান্তি পাইলাম।"—এই বলিয়া কুমারীকে বক্ষে পেষণ পূর্ব্বক বৃদ্ধা আবার বলিল, "এত দিন আমি তোমাদের কুমাতা ছিলাম এখন আমি তোমার সুমাতা হইব।"

মেরী বলিল, "তাহা হইলে যথেষ্ট। ইহার অধিক কি আর তুমি বলিতে পার, আমিই বা ইহার অধিক আর কি আশা করিতে পারি?"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পাপীয়সী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মেরি! আমার দুরাচরণের কথা কুমারী লুইসাকে তুমি কত দূর বলিয়াছ? তাহা শুনিয়া আমার উপর সেই পবিত্র কুমারীর কি রূপ ধারণা দাঁড়াইয়াছে?"

মেরী বলিল, "মাকে কিরূপে বাঁচাইতে হয়, তাহা আমি জানি, লুইসাকে আমি তোমার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, লুইসা তাহাতে কোনরূপ দোষের অংশ বুঝিতে পারেন নাই। বিশেষ—জোসেফিন একতস্ আমার চেয়ে বেশী জানেন, বেশী কেন, আগা গোড়া সব জানেন, কিন্তু পাছে লুইসার মনে কোনরূপ বিরুদ্ধ সংস্কার দাঁড়ায়, তাহাই ভাবিয়া তিনি দোষাংশের বড় বড় কথাগুলা চাপিয়া রাখিয়াছেন, সেগুলা লুইসার কাণে তোলেন নাই। (কি একটুকু চিন্তা করিয়া) তুমি ভাবিতেছ, লুইসা তোমাকে আশানুরূপ আদর মর্য্যাদায় অভ্যর্থনা করিবেন না; এমন যদি ভাবিয়া থাক,

সেটা তোমার ভুল; লুইসার তুল্য দয়াবতী, ক্ষমাশীলা ও সুশীলা কুমারী আমাদের সমাজে অতি বিরল। আচ্ছা,—বোসো,—কোথাও যেও না,—এখনই আমি আসিতেছি।"

মাতাকে এই কথা বলিয়াই কুমারী মেরী সেই বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, একটু পরেই লুইসাকে সঙ্গে লইয়া সেই উদ্যানে ফিরিয়া আসিল।

মিসেস্ ওয়েন যেখানে বসিয়াছিল, কুমারী দুটি সেইখানে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র অভিনব দৃশ্য উপস্থিত হইল। মিসেস্ ওয়েন শশব্যস্তে কুমারী লুইসার সম্বর্দ্ধনার্থ উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সুকুমারী লুইসা সস্নেহে, সগৌরবে, পরমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিল; সে অভ্যর্থনায় বিন্দুমাত্র কপটতার লেশ রহিল না। মেরী ইতিপূর্ব্বে লুইসার প্রকৃতির যেরূপ চিত্র আঁকিয়াছিল, তাহার মা দেখিল, তাহই যথার্থ।

সজলনয়নে লুইসা বলিল, "মিসেস্ ওয়েন, আমার সহোদরা সদৃশী প্রিয়সখী মেরী পুনর্ব্বার স্নেহময়ী জননীর দর্শন লাভ করিল, ইহাতে আমি পরমা প্রীতি অনুভব করিলাম।"—এই কথা বলিতে বলিতে সুশীলা কুমারী সম্মুখদিকে একখানি হাত বাড়াইয়া দিল।

সেই হাতখানি দুই হাতে ধরিয়া মুখের কাছে তুলিয়া, সাদরে চুম্বন করিয়া মিসেস্ ওয়েন বলিতে লাগিলেন, "প্রাণাধিকা কুমারি! আমার মেরী যখন আমার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছিল, সেই দুঃসময়ে তুমি তাহাকে নিজ নিকেতনে আশ্রয় দিয়া যে পরমোপকার করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না, হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইতেছে, মুখে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।"

সুকোমলকণ্ঠে কুমারী লুইসা বলিল, "মা! অতীত কথার উল্লেখ করিয়া আমার প্রাণে তুমি বেদনা দিও না। কতই যে গভীর শোকে তুমি যন্ত্রণাভোগ করিতেছ, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, সেখানে যে ভয়ানক শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে, তাহা যে তুমি জানিতে পারিয়াছ, তোমার পরিহিত বস্ত্রই তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমার মুখে এখন যে যে কথা বহির্গত হইবে, তাহাতে তোমার হৃদয়ে আঘাত লাগিবে না, এবং যথাসম্ভব সান্ত্বনা বিধান করিবে, ইহাই আমার ইচ্ছা। তন্নিমিত্ত আমি পূনর্ব্বার বলিতেছি, যত শীঘ্র সম্ভব, অতীত শোক-বৃত্তান্ত তুচ্ছ

চাপা দিয়া রাখাই ভাল। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি,একটি কথা।—শুনিলাম, মেরীকে তুমি আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ; যদি সত্য হয়, তবে কি অতি শীঘ্রই লইয়া যাইবে?"

মিসেস্ ওয়েন উত্তর করিল, "প্রাণাধিকা লুইসা! তোমাকে আমি প্রাণাধিকা বলিয়া আদর করিতে পারি,—প্রাণাধিকে! তুমি বুদ্ধিমতী, দয়া তোমার অলঙ্কার, বর্ত্তমান অবস্থায় মেরীর আর আমার একটি বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, অবশ্যই তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ। দুই তিন দিনের মধ্যে আমরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জিনেভায় যাত্রা করিব।"

লুইসা বলিল, "জিনেভায় তুমি যাইবে, ইহা আমি বুঝিয়াছি; কবে যাত্রা করিবে স্থির করিয়াছ?"

বৃদ্ধা পুনরুক্তি করিল, "দুই তিন দিনের মধ্যে।—আমার মেরীকে তুমি সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় ভালবাস, সহোদরার মত স্নেহ কর, মুহূর্ত্তমধ্যে ইহাকে তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইব, এমন অবিবেচক স্ত্রীলোক আমি নই।"

দুটি যুবতী তখন বাহুপাশে পরস্পর কটিবেষ্টন পূর্ব্বক সেই বেঞ্চের উপর মিসেস্ ওয়েনের পার্শ্বে উপবেশন করিল; লুইসা জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আজিকার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তুমি কি আমার এই আশ্রমে অবস্থান করিতে পারিবে না? আমার ইচ্ছা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তোমাকে আমার এই ক্ষুদ্র আশ্রমে রাখি, থাকিতে পারিবে না কি?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "স্নেহময়ী লুইসা! তোমার এই সদয় নিমন্ত্রণ আমি অস্বীকার করিতে পারিব না। আজ রাত্রে আমি কিন্তু আমার মেরীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব; মেরীর সঙ্গে আজ রাত্রে আমার বিস্তর প্রয়োজনীয় কথা আছে; কল্য আসিয়া আবার আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

লুইসা বলিল, "বেশ কথা। আজ কিন্তু রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তোমাদিগকে এখানে থাকিতে হইবে। দশটার পূর্ব্বে আমি ছাড়িয়া দিব না। দশটার পর আমার দাসী সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তোমাদিগকে সেই হোটেলে রাখিয়া আসিবে। রাত্রের জন্য মেরীর যাহা কিছু জিনিস পত্র দরকার, দাসী সেইগুলি সঙ্গে লইয়া যাইবে। কেমন, এই বন্দোবস্তে রাজী আছ ত?"

মিসেস্ ওয়েন বলিল, "আহ্লাদ পূর্ব্বক তোমার এই নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিলাম।"

লুইসা এবং মেরী উভয়ে সমাদরে মিসেস্ ওয়েনকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল।

মিসেস্ ওয়েনকে লইয়া কুমারীরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এদিকে উদ্যানের বেড়ায় সংলগ্ন ঘনপল্লবিত লতাকুঞ্জের ভিতর হইতে বাহির হইল, একটি লোক—কে সে?—রেভারাণ্ড বার্নার্ড অড্লী।

কুমারীর সহিত মিসেস্ ওয়েনের যতগুলি কথা হইয়াছিল, লতাবিথানে লুক্কায়িত থাকিয়া বার্নার্ড অড্লী তৎসমস্তই শুনিয়াছিলেন, একটি বর্ণও তাঁহার কর্ণে এড়াইয়া যায় নাই। কথাগুলির তাৎপর্য্য কি, সে দিকে কি ঐ পাষণ্ড পাদরীটার কাণ ছিল?—কাণ অবশ্যই ছিল, কিন্তু মন ছিল না। তিনি তবে শুনিতেছিলেন কি?—মধুমতী লুইসার মধুময় কণ্ঠস্বর। শুনিয়া শুনিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, স্বর্গীয় বীণার ঝঙ্কার, পৃথিবীর লম্পট পুরুষেরা সুন্দরী কামিনীগণের ধ্বনিকে যেমন সুমধুর বীণাধ্বনি মনে করিয়া থাকে, অনাবেবল রেভারাণ্ড অড্লীও কুমারী লুইসার কণ্ঠধ্বনিকে স্বর্গীয় বীণাধ্বনি জ্ঞান করিতেছিলেন। সে ধ্বনি শুনিয়া লুইসার প্রতি কি তাঁহার ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছিল?—না,—বিপরীত। সে ধ্বনি বরং তাঁহার হৃদয়স্থ দুর্জ্জয় বাসনানলে শুষ্ককাষ্ঠসদৃশ অধিক উত্তেজক হইয়াছিল। সাধুলোকে যে কণ্ঠধ্বনিকে দেবীকণ্ঠ স্থির করিয়া আনন্দপ্রকাশ করেন, সতীমূর্ত্তিদর্শনে দেবীমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করেন, দুরাশয় লম্পট পাদরী অড্লী-সেই দেবীকণ্ঠকে ঘৃণিতকর্ণে স্থান দিল, সেই দেবীমূর্ত্তিকে আসক্তিসিদ্ধির বস্তু স্থির করিয়া লইল।

হাঁ, ক্যাণ্টারবারীর ধর্ম্মশালার মাইনর ক্যানন্ রেভারাণ্ড অড্লী ঐ স্ত্রীলোকদিগের সমস্ত কথা উপকর্ণন করিলেন, সেই বাড়ীতে মিসেস্ ওয়েনের নিমন্ত্রণ হইল, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত মিসেস্ ওয়েন্ সেই বাড়ীতে থাকিবে, দশটার পর কন্যাকে সঙ্গে লইয়া হোটেলে চলিয়া যাইবে, এ সকল কথাও সেই পাদরীসাহেবের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। কি আনন্দ!—কি আনন্দ!—পাদরীর শরীরে যেন বিদ্যাদ্বেগে আনন্দপ্রবাহ ছুটিল। সয়তান সেই সময় তাহার কাণের কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিয়া দিল, "যেমন শুভ অবসর তুমি চাও, সেইরূপ শুভ অবসর উপস্থিত!"

রেভারাণ্ড অড্লী আপন মনে আলোচনা করিলেন, রাত্রি দশটার পর কুমারী লুইসা আপন গৃহে একাকিনী থাকিবে, এক ঘণ্টার মধ্যে দাসীও ফিরিয়া আসিতে পারিবে না; উত্তম অবসর এক ঘণ্টা। সত্য কি লুইসা

এক ঘণ্টা একাকিনী থাকিবে?—পাদরী অড্লীর মনে এই প্রশ্ন।—একাকিনী বৈকি?—একটা বুড়ী পিসি আছে;—সে বুড়ী উৎকট রোগে শয্যাশায়িনী; উঠিবার শক্তি নাই, কথা কহিবার শক্তি নাই, জ্ঞানচৈতন্য কিছুই নাই।

প্রেমোন্মত্ত পাদরী আত্মগুঞ্জনে ঐ সকল যুক্তি হৃদয়ে আনিয়া অতি অল্পক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন; দুর্জ্জয় রিপু তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ করিল; অতঃপর তিনি সেই উদ্যানের নিকট হইতে প্রচ্ছন্নভাবে ধর্ম্মশালার দিকে চলিলেন; সোজা রাস্তা ধরিয়া চলিলেন না, মাঠের পথ ধরিয়া লুইসা সুন্দরীকে ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, এই রাত্রে কি সুযোগ, কি উপায়ে লুইসাকে ক্রোড়গত করিবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

আর একটা চিন্তা তাঁহার মনে আসিল। আশা পূর্ণ হইবার পর লুইসা যদি অন্য লোকের কাছে সেই কলঙ্কের কথাটা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহাহইলে ধর্ম্মযাজকের পদের গৌরব রক্ষা হইবে কিরূপে?—এইটি তিনি একবার ভাবিলেন,আবার তখনি তখনি অন্য যুক্তি খাটাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন, —না—না,—লুইসা তাহা পারিবে না;—আমি যখন তাহাকে আমার করিয়া লইব, আমি যখন তাহার সতীত্বদর্প চূর্ণ করিয়া দিব, তখন সে আর লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিবে না,—লজ্জার কথা, কলঙ্কের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিবে না। তবে যে সেই—তখন পারিয়াছিল, সেটা তবে কি?—তখন যদি পারিয়াছিল, এখনই বা পারিবে না কেন?—ওঃ—তখনকার কথা স্বতন্ত্র। তখন তাহার কুমারীধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই,আমি তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিলাম, গির্জ্জাবাড়ীতে আটক রাখিয়াছিলাম, কৌশলে পলাইয়া গিয়াছিল;—সেই স্ত্রীলোক তাহার পলায়নে সাহায্য করিয়াছিল। এবারে আর তাহা হইতেছে না;—এবারে আমার হাতে তাহার সতীত্বগর্ব্ব খর্ব্ব হইবে,—হইবেই হইবে;—নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়!—হাঃ—হাঃ—হাঃ!—এইবার—জোসেলিন লকৃতন্! এইবার তুমি কি করিবে?—সেবারে লুইসা তোমাকে সেই কথাটা বলিয়া দিয়াছিল, আমার নামে দোষ দিয়াছিল, তুমি আমাকে তাড়না করিতে আসিয়াছিলে;—কিন্তু এবার?—সেবার তোমার লুইসার দেহমন পবিত্র ছিল;—লজ্জার কথা হইলেও পলাইয়া গিয়া তোমাকে বলিয়া দিয়াছিল; তুমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রতি আরও অধিক ভালবাসা দেখাইয়াছিলে;—বিবাহের বাক্‌দানসূত্রে আরও শক্ত করিয়া গ্রন্থি দিয়াছিলে;—আহ্লাদে আহ্লাদে তোমাদের উভয়েরই হৃদয় নাচিয়াছিল! জোসেলিন লকৃতন্! এইবার আমি তোমাকে পরাস্ত করিব!—নিরাশা-খড়্গে

তোমাদের ভালবাসার বন্ধন ছেদন করিয়া ফেলিব!—কুলে কালি পড়িবার আশঙ্কায় আর তুমি লুইসাকে বিবাহ করিতে পারিবে না!—নিরাশা-সাগরে তুমিও ভাসিবে, লুইসাও ভাসিবে!—দেখিও—দেখিও—দেখিও!—আমার প্রতিজ্ঞা কিছুতেই লঙ্ঘন হইবে না।"

বিস্ময়াপার এইরূপ গর্ব প্রকাশ করিতে করিতে পাষণ্ড পাদরী বার্নার্ড অড্‌লী সদম্ভে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়?—সকল বিপদের অগ্রে দাঁড়াইতে কেন আমি সাহস করিব না? বার বার আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত যত বিপদ ও যত সঙ্কটের সহিত সাক্ষাৎ করা আবশ্যক হয়, নির্ভয় হৃদয়ে সমস্ত সঙ্কট ও সমস্ত বিপদ আমি আলিঙ্গন করিব! লুইসা—লুইসা—নিশ্চয়ই আমার হইবে, তাহার সতীত্ব-কুসুম একবার ছিন্ন হইয়া শুকাইয়া গেলে, আর তাহার বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা থাকিবে না; কিরূপে শুকাইল, নিজের শয়নকক্ষের নির্জ্জন স্থানে বসিয়াও তাহা ভাবিতে পারিবে না। ঈশ্বরের উপাসনার সময়েও মনে স্থান দিতেও সাহস করিবে না। প্রিয়জনের কাণে কাণেও মৃদুকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিবে না, প্রকাশ করিলে জোসেফিনকে হারাইবে, সেই ভয় সর্ব্বদা মনে জাগিবে; তবেই আমার জয়! আমি সেই সুন্দরীর কুমারীব্রত ভঙ্গ করিব, সে তত্ত্ব কেহই জানিতে পারিবে না, লুইসাকে আমি প্রেম শিখাইব, আমি তাহার প্রথম প্রেমশিক্ষার গুরু হইব, আমি তাহাকে পূর্ব্ব স্বাধীনতার কপটতা শিখাইব।"

এই প্রকার নানা চিন্তা করিতে করিতে বার্নার্ড অড্‌লী একটা বক্র পথ ধরিয়া ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছিলেন; গির্জ্জামন্দিরে যাইবার পথের দুই ধারে সুপল্লবিত তরুশ্রেণী; সেই তরু-কুঞ্জমধ্যে তিনি প্রবেশ করিবামাত্র অদূরবর্ত্তী লতাকুঞ্জের মধ্য হইতে একটি কৃষ্ণবসনা রমণী বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

বার্নার্ড অড্‌লী চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার বদনে যুগপৎ ঘৃণা ও আতঙ্কের ছায়া অঙ্কিত হইল। সবিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি?—তুমি কি আমার পাছু লাগিয়া রহিয়াছ?"

লতাকুঞ্জ হইতে যে রমণী বাহির হইলেন, তাঁহার নাম লিলিয়ান্ হল্‌কিন্। তাঁহাকে দেখিয়া পাদরীপুঙ্গব কেমন একপ্রকার বিভ্রান্ত হইয়া মনে করিলেন, দুইঘণ্টা পূর্ব্বে যখন আমি এইখানে দাঁড়াইয়া সেই কুমারীকে পাইবার আশায় আত্মগতবাক্যে উচ্চকণ্ঠে মনোভাব প্রকাশ করিতেছিলাম, তখন একবার

এই লতাকুঞ্জের লতাপাতা নড়িয়া উঠিয়াছিল, চাহিয়া দেখিয়াছিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাই নাই; বোধ হয়, এই লিলিয়ান হলকিন্—আমার এই দুষ্টা সরস্বতী তখন এইখানেই ছিল।—ছিল কি সত্য? বুঝিতে পারিতেছি, নিশ্চয়ই ছিল। তবে কি এই দুষ্টানারী আমার সেই সকল মনের কথা শুনিতে পাইয়াছে? কতক ভয়ে কতক ঘৃণায় মনে এইরূপ তোলাপাড়া করিয়া অড্লী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি তুমি আমার পাছু লাগিয়া রহিয়াছ?"

লিলিয়ান।—আছিই ত সত্য। তুমি পাপের পথে ধাবিত হইতেছ, সে পথ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি তোমার পাছু পাছু ঘুরিতেছি; কোথায় যাও, কি কর, সর্ব্বদা তাহাই আমি দেখিতেছি।

অড্লী।—পাপের পথ?—কি পাপ?—কোন্ পাপের কথা তুমি বলিতেছ?—অত বড় শক্ত কথা আমাকে বলিতে কি তোমার ভয় হইতেছে না? তোমার কি অত বড় সাহস?

লিলি।—(পূর্ণপ্রতাপে) হাঁ—হাঁ—হাঁ।—কত সাহস আমি ধরি, তাহা তোমাকে দেখাইব। দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে দুর্জ্জয় রিপুর তাড়নে ঠিক এইখানে দাঁড়াইয়া তুমি একটি পবিত্র কুমারীর পবিত্র কুমারীধর্ম্ম বিনাশ করিবার মতলবে আপন মনে যে সকল বিষাক্ত উক্তি ব্যক্ত করিয়াছিলে, সব আমি শুনিয়াছি। তুমি বলিয়াছিলে, লুইসা ষ্ট্যান্লির প্রতি তোমার প্রেম জন্মিয়াছে!—প্রেম, সেই পবিত্র শব্দকে কি তুমি ঐরূপ কলঙ্কিত করিতে চাও?—সাবধান!—পাদরী তুমি!—ভবিষ্যতে ঐরূপ দুঃসাহসের কথা আর যেন কখনও তোমার মুখে বহির্গত না হয়।

অড্লী।—লুইসার প্রতি আমার মনে কুভাবের উদয় হইয়াছে, সাহস করিয়া তুমি কি তেমন কথা আমাকে বলিতে পার?

লিলি।—আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু তুমি সাহস করিয়া অস্বীকার করিতে পার না।

অড্লী। (সক্রোধে) আমার কার্য্যের জন্য তোমার কাছে জবাবদিহি করিতে আমি বাধ্য নই।

লিলি।—(চক্ষু ঘুরাইয়া) তোমাকে আমি বাধ্য হইতে বলিতেছি না, কিন্তু যে কোন কুমারীর ধর্ম্মনাশ করিতে তুমি অগ্রসর হইবে, সেই কুমারীকে রক্ষা করিতে আমি যত্নবতী হইব। তোমার পাপ কবল হইতে অনেকগুলি কুমারীকে আমি রক্ষা করিয়াছি, আমার অজ্ঞাতে তোমা বাজা হইয়া গিয়াছে,

সে সকল স্থলে আমার কোন হাত ছিল না; কিন্তু বার্‌নার্ড অড্‌লি, কুমারী লুইসাকে যদি তুমি তোমার পাপানলে আহুতি দিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। মিসনের কর্ত্তারা তোমার গাউন খুলিয়া লইবে, উলঙ্গ করিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিবে, পেটের দায়ে তোমাকে পথে পথে ভিক্ষা করিতে হইবে! জানো তুমি বারনার্ড অড্‌লী, কোন্ পাপের কোন ফল?

অড্‌লী।—(সক্রোধে) কি বলিস্ লিলিয়ান্?—তুই আমার অধীন, আমি তোকে মাসহারা দিই, আমার মাসহারা খাইয়া তুই বাঁচিয়া আছিস্, আমার মুখের উপর তুই অত বড় কথা বলিস্? খবরদার! ফের যদি আমার কাজের উপর তুই কথা কহিস্, ফের যদি আমার আমোদের পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়াস্, তাহা হইলে আমি তোকে—

লিলি।—(সগৌরবে আরক্তনয়নে) বার্‌নার্ড অড্‌লি! আমি তোমার অধীন?—আমি তোমার মাসহারা খাই?—তোমার মাসহারার উপর আমার জীবন?—চাই না!—চাই না!—তুমি যদি আমার রুটি বন্ধ করিয়া দাও সে রুটিকে আমি ঘৃণার চক্ষে দেখি—যাহার দত্ত রুটি—তাহাকে যেমন আমি ঘৃণার চক্ষে দেখি, সেই রুটি—সেই লোক—রুটি যদি তুমি বন্ধ করিয়া দাও, ভিখারিণী হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে আমি ভিক্ষা করিয়া খাইব,—তথাপি জানো বার্‌নার্ড অড্‌লি—তথাপি তোমার পাপচক্রধৃতা কুমারীগণকে রক্ষা করিতে আমি কদাচ বিরত থাকিব না। মনে করিয়া দেখ—বিশ বৎসরের কথা—তোমার উপর আমার প্রতিহিংসা সাধনের জলন্ত পিপাসা—অন্য কোন রমণী হইলে এতদিনে কবে তোমার দফা রফা করিয়া দিত, আমি তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই এই বিংশতি বৎসর কাল এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছি, ভালবাসি বলিয়াই পদে পদে তোমাকে ক্ষমা করিয়া—

অড্‌লী।—(বিকট হাস্য করিয়া) এই বুঝি তোমার ভালবাসা?—পাছু পাছু চৌকি দেওয়া, গুপ্তছিদ্র তত্ত্ব করা, বনের ধারে উঁকি মারা, যাহাতে আমার মান যায়, তাহারই মূলুক সন্ধান অন্বেষণ করা, এই বুঝি তোমার ভালবাসা?—লিলিয়ান! শোনো—সেই যদি ভালবাসা হয়, তবে সে ভালবাসাটা এককালে নির্ম্মূল হওয়াই মঙ্গল!

লিলিয়ান আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, একবারমাত্র আরক্তনেত্রে পাপিষ্ঠ পাদরীর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরপদবিক্ষেপে পূর্ব্বকথিত লতাকুঞ্জের দিকে অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন; মন্থরগতিতে নিবিড় লতাকুঞ্জে

প্রবেশ করিলেন, দেখিতে দেখিতে আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। যে পথ ধরিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, বার্নার্ড অড্‌লি অনেকক্ষণ সেই পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর এক নিশ্বাস ফেলিয়া,অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "যাঃ! —আপদ গেল! —আজ রাত্রে আমি কুমারী লুইসাকে নিশ্চয়ই আপন করিয়া লইব!"

ত্রিসপ্ততিতম উল্লাস।

—:•:—

লুইসার শয়নকক্ষে পাদরী।

রাত্রি নয়টা। ক্যাণ্টারবরীর উপাসনা-মন্দিরের অল্প দূরে সেই ধর্ম্মশালায় মাইনর ক্যানন্ রেভারাণ্ড বার্নার্ড অড্‌লীর আবাসভবন; বার্নার্ড অড্‌লী সেই বাটী হইতে বাহির হইয়া কুমারী লুইসার বাটীর দিকে চলিলেন; মুখে অট্ট অট্ট হাস্য, অন্তরে বিজয়-দর্প।

সোজা পথে না গিয়া, ফন্দীবাজ দুষ্ট পাদরী একটা বাঁকা পথ ধরিয়া গন্তব্যস্থানে যাইতেছেন; যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতের দিকে চাহিতেছেন; লিলিয়ান হল্‌কিন্ পাছু লইয়াছেন কি না, সঙ্গে আসিতেছেন কি না,নজর রাখিতেছেন কি না,বার বার তাহাই দেখিতেছেন। দিব্য জ্যোৎস্না রাত্রি, সব দিক পরিষ্কার, চাঁদের আলোকে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল, বার্নার্ড অড্‌লী অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছিলেন; —মনে সন্তোষ আসিল,—কোনদিকে লিলিয়ানকে দেখিতে পাইলেন না;—ভরসায় বুক বাঁধিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। খানা খাইবার সময় এই দিন তিনি বেশীমাত্রায় মদ খাইয়াছিলেন;—ভরপূর নেশা;—দুরন্ত রিপু অত্যন্ত প্রবল;—সুবিধা যদি ঘটে, আশা যদি পূর্ণ হয়,রিপু চরিতার্থ করিয়া তিনি পরিতৃপ্ত হইবেন, মনে তখন তাঁহার কেবল সে সঙ্কল্প নয়, আশা যদি ব্যর্থ হয়, হতাশ হইয়া যদি ফিরিতে হয়, তাহা হইলে তিনি মোরিয়া হইবেন, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইবেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিবেন না, পাগলের মত মোরিয়া হইয়া লোকে যাহা করে, তাহাই তখন তাঁহার অবলম্বনীয় হইবে, ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় সঙ্কল্প।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। একদিকে আশা, একদিকে হতাশের আশঙ্কা, হৃদয়ে এই দুই ভাব রাখিয়া, বার্নার্ড অডলী মৃদুগতিতে কুমারী লুইসার বাটীর বহির্ভাগস্থ উদ্যানের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন; বাগানের বেড়ার চারিধারে ঘন ঘন পল্লবাবৃত নিবিড় লতাকুঞ্জ, লম্পট পাদরী সেই নিবিড় লতাকুঞ্জের অন্তরালে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। অপেক্ষা করিবার আবঘণ্টা অবসর;—এই অবসরকালে বিবেক সংযোগে যথাকর্ত্তব্য অবধারণের বিবেচনা করিবার শক্তি যদি থাকে, তবে একবার স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, নেসার ঝোঁকে এইরূপ ইচ্ছা তাঁহার আসিল; কিন্তু বিবেচনা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না, মাতালের বিবেকশক্তি থাকে না। দুর্দ্দমনীয় রিপুর পরাক্রমে লোকে এক এক সময় পাগল হয়; এই বার্নার্ড অডলী এখন সেই রকমের পাগল; এক একবার তাঁহার মনে একটু একটু ভয় আসিতেছে, যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবেই ত বিভ্রাট! তখনি তখনি আবার সেই ভয়টি সরিয়া যাইতেছে, তখনি তখনি আবার সেই পূর্ব্বের ন্যায় দুর্দ্দম সঙ্কল্প।

অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল, লম্পটের দুষ্ট কল্পনার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। ক্যাণ্টারবরীর সমস্ত গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল, সময়যন্ত্রের লৌহরসনার উচ্চ গম্ভীরধ্বনি নিবৃত্ত হইবামাত্র লম্পট পাদ্রী চিত্তানন্দে বলিয়া উঠিল, "এইবার—এইবার!"

কুমারী লুইসার বাসভবনের সদর দরজা উদ্ঘাটিত হইল। কুমারী লুইসা, কুমারী মেরী, মিসেস্ ওয়েন্ আর লুইসার চাকরাণী বাগানে আসিয়া উপস্থিত। মেরী প্রথমে সজল নয়নে লুইসার নিকট বিদায় লইল, মিসেস্ ওয়েন্ সেই সময় কুমারী লুইসাকে গুটিকতক মিষ্ট কথা বলিল। কুমারী লুইসার দাসীটির নামও মেরী, কুমারী তাহাকে হুকুম দিলেন, "এই দুটি লেডীকে সঙ্গে লইয়া তুমি ফাউণ্টেন্ হোটেলে যাও, ইঁহাদিগকে তথায় রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আইস।"

কুমারী মেরী, মেরীর মা এবং মেরীর দাসী একসঙ্গে ফটকের ভিতর হইতে বাহির হইল, কুমারী লুইসা ফটক পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, ফটক বন্ধ করিয়া বাড়ীর ভিতর ফিরিয়া চলিলেন। কুমারী মেরী ওয়েন্ প্রায় বৎসরাবধি এই আশ্রমে ছিল, দুটিতে বিলক্ষণ সখ্যভাব হইয়াছিল, মেরী গেল, লুইসার চক্ষে জল পড়িল; চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে তিনি মৃদুগতিতে বাসভবনে উপস্থিত হইলেন, দরজা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে উপরে গিয়া উঠিলেন।

লতাকুঞ্জের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া বার্নার্ড অড্‌লী ঐ সকল বিদায়ী-প্রক্রিয়া দর্শন করিলেন, লুইসার দাসী সেই দুটি কুটুম্বিনীকে হোটেলের দিকে লইয়া গেল, তাহাও তিনি দেখিলেন। সদর দরজা বন্ধ হইবার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, আনন্দে তাঁহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, তিনি বুঝিতে পারিলেন, শুভ অবসর উপস্থিত।

চকিতে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া বার্নার্ড অড্‌লী সদর রাস্তায় আসিলেন, রাস্তার যে ধারে বাগানের বেড়া, প্রায় পাঁচ মিনিটকাল সেইধারে দাঁড়াইয়া তিনি এধার ওধার চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, লিলিয়ান নিকটে কোথাও দাঁড়াইয়া আছে কি না; যখন দেখিলেন, রাস্তা খোলসা, লিলিয়ানও নাই, অপর কেহই নাই, তখন তিনি বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

লম্পটের বুদ্ধি চতুরতার সঙ্গে খেলা করে। বার্নার্ড অড্‌লী প্রথমে ভাবিলেন, সদর দরজার কড়া নাড়িবেন; বাড়ীতে একটিমাত্র চাকরাণী, নূতন বিবিদের সঙ্গে সে এখন হোটেলে গিয়াছে, লুইসা একাকিনী ঘরে আছে, লুইসা নিজে আসিয়াই দ্বার খুলিবে, অড্‌লী তৎক্ষণাৎ অমনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবেন। ভাবনা আসিল, তর্ক আসিল, মীমাংসা আসিল, তৎক্ষণাৎ সে মীমাংসা উল্টাইয়া গেল; দ্বিতীয়বার অড্‌লী স্থির করিলেন, আচম্বিতে সম্মুখে গিয়া, সুন্দরীকে চমকাইয়া দিয়া, প্রণয়রস আস্বাদনে বড় সুখ আছে, অতএব সেই চেষ্টা দেখাই কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া তিনি বাড়ীর চতুর্দ্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করিলেন; মনোরথ সিদ্ধ হইল; রন্ধনশালার দিকে খিড়কীর দ্বার;—দেখিবামাত্রই তাঁহার আনন্দ হইল; সেই দ্বারে করস্পর্শ করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল; পাপিষ্ঠার তখনকার আনন্দটা অবর্ণনীয়।

পাপাশয় পাদরী সেই দ্বার দিয়া চুপী চুপী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীখানি ছোট; কোন্ দিকে কি, কোন্ দিক দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি, তাহা নির্ণয় করিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, কষ্টও হইল না; সিঁড়ির তলায় দাঁড়াইয়া, উপরদিকে চক্ষু রাখিয়া, সে কিয়ৎক্ষণ কি দেখিল, কি যেন শুনিল; এক ঘর হইতে লুইসা অতি মৃদুগতিতে অন্য ঘরে যাইতেছে, অতি মৃদু পদশব্দ, দুরাচার পাদরী সেই শব্দ শুনিল; মনে করিল, লুইসা এইবার তাহার পিসীর ঘরে যাইতেছে। দাসী যতক্ষণ ফিরিয়া না আইসে, লুইসা কি ততক্ষণ পিসীর ঘরেই থাকিবে? লম্পটের মনে মনে এই প্রশ্ন। না,—লুইসা কিন্তু সে ঘরে রহিলেন না; অতি অল্পক্ষণ সেই ঘরে থাকিয়া, পীড়িতা পিসীর

আবশ্যক মত সেবা করিয়া, ধীরে ধীরে আপন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। দাসী ফিরিয়া আসিবে, সেই প্রতীক্ষায় কুমারী আপন শয়নকক্ষের দ্বাররুদ্ধ করিলেন না, শয়ন করিবার জন্য বসন পরিবর্ত্তন করিলেন না, প্রসন্ন মনে প্রসন্নবদনে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া রহিলেন।

পাপীর মনে আনন্দবেগ ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সিঁড়ির নীচে জুতা খুলিয়া রাখিয়া লোকটা তখন আস্তে আস্তে উপরে উঠিতে লাগিল; শিকারী বিড়াল যেমন কার্পেট যোড়া সোপানাবলীর উপর দিয়া ধীরে ধীরে চলে, বাবুনার্ড অডলী সেইরূপে নিঃশব্দে সোপান অতিক্রম করিতে লাগিল,নিঃশব্দে উপরের ক্ষুদ্র চাতালে গিয়া দাঁড়াইল।

কোন্‌টি লুইসার শয়ন ঘর, তাহা ঠিক করিয়া লইয়া রিপুবিহ্বল পাদরী সেই ঘরের দরজায় হস্তার্পণ করিল, দরজা খুলিয়া গেল, গৃহমধ্যে বাবুনার্ড অডলী দণ্ডায়মান। মুখ দেখিবামাত্র লুইসা তাহাকে চিনিতে পারিলেন, নিদারুণ আতঙ্কে, ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায়, ধর্ম্মশীলা পবিত্র কুমারী সকরুণ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সরোদন চীৎকার; রোদনের সঙ্গে সঙ্গে আপাদ-মস্তকে ঘন কম্প।

কুমারীর আতঙ্কে ও কম্পে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধর্ম্মবর্জ্জিত উন্মত্ত ধর্ম্মযাজক দ্রুত নিকটে গিয়া যুগলহস্তে তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল, কঠোর গম্ভীরস্বরে দম্ভ করিয়া বলিল, "লুইসা! তুমি আমারই! তুমি আমারই! আজি আর তোমাকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।"

কুমারীর রোদনধ্বনি আরও উচ্চ হইয়া উঠিল, পাপিষ্ঠের হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত তিনি যথাশক্তি ধস্তাধস্তি করিতে লাগিলেন, কিছুতেই তাহার কঠোর আক্রমণ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না; তাঁহার মর্ম্মভেদী চীৎকারধ্বনি যেন গৃহের ভিত্তি ও ছাদ ভেদ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; সে সময়ে পাপিষ্ঠ লম্পটের আকৃতিতে নরাকৃতি লক্ষিত হইল না, সে তখন নিজের আরক্ত মুখখানা কুমারীর ওষ্ঠপুটের নিকটে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল, নিমেষমধ্যে কুমারীর শরীরে যেন অভাবনীয় দৈবশক্তির সঞ্চার হইল, তেজস্বিনী কুমারী সবলে পাষণ্ডের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার মাথাটা পশ্চাদ্দিকে ঠেলিয়া দিলেন, তখনও পর্য্যন্ত বায়ু পথ ভেদ করিয়া তাঁহার চীৎকারধ্বনি সমুত্থিত হইতেছিল।

পূর্ব্ববৎ কঠোর গম্ভীরকণ্ঠে পাষণ্ডটা বলিয়া উঠিল, "লুইসা! তুমি আমারই! ঈশ্বরের নাম লইয়া আমি বলিতেছি, এই রাত্রে তুমি আমারই

হইবে!"—বলিতে বলিতে পাপাত্মা এক হস্তের দ্বারা কুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার বাক্য নিঃসরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইল।

ঠিক সেই সময়ে সহসা যেন এক ভীষণাকার প্রেতমূর্ত্তি লুইসার ঘরের চৌকাঠের উপর দর্শন দিল;—কঙ্কালসার অমানুষী মূর্ত্তি!

হতবুদ্ধি হইয়া বারনার্ড অড্‌লী আকস্মিক ভয়ে লুইসাকে ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল। পাষণ্ডের হস্তমুক্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে—মুক্ত অথচ কম্পিত কণ্ঠে "পিসীমা! পিসীমা!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ভয়াতুরা কুমারী সেই প্রেতমূর্ত্তির দিকে ছুটিয়া চলিলেন;—ঘনকম্পিতদীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ কাতরোক্তি "পিসীমা—পিসীমা—পিসীমা!"

সমাগত পিসীমা;—পরিচয়ে মিস্ ষ্ট্যান্‌লী।—সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল জ্ঞানহারা স্পন্দহারা বাক্যহারা হইয়া তিনি খট্টার উপর নির্জ্জীবের ন্যায় শয়ন করিয়াছিলেন,—পরিধান নিশাবাস,—কুমারীর করুণ চীৎকারে যেন দৈববলপ্রাপ্ত হইয়া, দৈবশক্তিতে সংজ্ঞালাভ করিয়া, খট্টা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এইখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন। বাহুযুগলে কুমারীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া, অস্ফুটস্বরে তিনি বলিতেছিলেন, "লুইসা—লুইসা—প্রাণাধিকা লুইসা!" আর কথা বাহির হইল না—পুনর্ব্বার বাক্‌শক্তি হারাইয়া অকস্মাৎ নিশ্চেষ্ট হইলেন, কুমারীর কণ্ঠ হইতে শীর্ণ হস্ত শিথিল হইয়া স্খলিত হইয়া পড়িল; ঘনকম্পিত গাত্রে তিনি তৎক্ষণাৎ গালিচার উপরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

"ওঃ!—দেখিতেছি, ঈশ্বর স্বয়ং আমার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন!" সভয়ে এইরূপ ভীষণ উক্তি করিয়া পাপাত্মা পাদরী সেইখানে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। আশুপ্রবিষ্টা অমানুষী মূর্ত্তি যদিও পুনরায় মূর্চ্ছাপন্না, যদিও তাঁহার আশুপ্রাপ্ত সংজ্ঞা পুনরায় তিরোহিত, যদিও কুমারী লুইসা পুনর্ব্বার সেই দুরাত্মার করায়ত্ত, তথাপি সেই পাপিষ্ঠ পাদরী সেই পবিত্র কুমারীর অঙ্গে একটী অঙ্গুলীমাত্রও স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না,—স্পর্শ করিতে তাহার সাহস হইল না।

পাপাত্মার আত্মা তখন যেন কি একপ্রকার অলৌকিক আতঙ্কে বিকম্পিত; তাহার হৃদয়ের পাপরিপুর জ্বলন্ত অনল মুহূর্ত্তমাত্রে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, সে তখন সেই পবিত্র গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া নামিয়া আসিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া উদ্যান পার হইল, তখন তাহার মনে হইতে লাগিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটা প্রেত তাহাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে, কিম্বা কোন সজীব তেজস্বিনী মূর্ত্তি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই ভয়ে সে তখন আর একবারও পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারিল না।

পাঠক মহাশয় অবগত হইয়াছেন, কুমারী লুইসা যাহাকে পিসী বলেন, যিনি এ বাড়ীতে মিস্ ষ্ট্যান্লী নামে পরিচিতা, গত তিন বৎসরকাল পক্ষাঘাত রোগে তিনি শয্যাগত; বাক্‌শক্তিও ছিল না, জ্ঞানও ছিল না, দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় কার্য্যক্ষম ছিল; বস্তু তিনি দেখিতে পাইতেন, শব্দ তিনি শুনিতে পাইতেন; কিন্তু কি দেখিতেছেন, কাহাকে দেখিতেছেন, চিনিতে পারিতেন না; শব্দ শুনিতে পাইতেন, কথা শুনিতে পাইতেন, কিন্তু কিসের শব্দ, কোন্ কথার কি অর্থ, তাহা বুঝিতে পারিতেন না। তত্ত্ববিজ্ঞানবিৎ দার্শনিকেরা এবং শরীরবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বিবিধ পরীক্ষায় অবধারণ করিয়াছেন যে, পক্ষাঘাত রোগে যে কেহ তিন বৎসর অজ্ঞান থাকে, কোন প্রকার অলৌকিক ঘটনা না হইলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত হইতে পারে না—ইন্দ্রিয়গুলিও কার্য্যকর হয় না। মিস্ ষ্ট্যান্লীর রোগের সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিল। লুইসার চীৎকারধ্বনি—ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার মস্তিকে নীত হইয়াছিল; সেই চীৎকারে অঙ্গগ্রন্থিসমূহ পীড়াবন্ধন হইতে শিথিল হইয়াছিল; কি যে কি, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার শক্তি পাইয়াছিলেন; জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা থাকিলেও, সেই শক্তিপ্রভাবে তিনি কুমারী লুইসার গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠিক সময়;—সেই সময় তিনি উপস্থিত হইতে না পারিলে, পবিত্র কুমারীর কুমারীধর্ম্ম রক্ষা হইত না; অকস্মাৎ তাঁহার আবির্ভাবে দুরাচার লম্পট মর্ম্মস্পর্শী আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছিল; ক্ষণিক বিবেকশক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছিল, স্বয়ং পরমেশ্বর তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন; ইহা বুঝিতে পারিয়াই পাপিষ্ঠটা ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া দ্রুতপদে ছুটিয়া পলাইয়াছে।

পাষণ্ডের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে লুইসার মনের গতি যে প্রকার হইয়াছিল, কোন ভাষার অক্ষরে তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে না। অকস্মাৎ পিসীমার অধিষ্ঠানে লুইসার মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ;—দুরন্ত লম্পটের আক্রমণ হইতে নিজে রক্ষা পাইয়াছে, তাহাতেও অতুল আনন্দ,—অভাবনীয় দৈবশক্তিপ্রভাবে অকস্মাৎ যেন পিসীমার দীর্ঘকালের পীড়াশান্তি, তাহাতেও অপার আনন্দ!

লুইসার হৃদয় হইতে যদিও পাপাত্মা কর্ত্তৃক ধর্ম্মনাশের ভয়টা দূর হইয়া গেল, কিন্তু আর একটা ভয় আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিল। পিসীমা অচিরাৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন।

দয়াবতী কুমারী অতি সন্তর্পণে পিসীমাকে কোলে করিয়া তুলিয়া খট্টার উপর বিছানায় শয়ন করাইলেন, যে সকল ঔষধে মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়, যত্নপূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র

সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, অচিরেই আকাঙ্ক্ষিত উপকারলাভ। মিস্ ষ্ট্যান্‌লী অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলন করিলেন, অচিরেই চৈতন্য লাভ; তদ্দর্শনে লুইসার হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দ, তাহা বর্ণনাতীত।

শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া স্নেহবতী কুমারী লুইসা করপুটে করুণ-কণ্ঠে পরমেশ্বরের উদ্দেশে গদ্ গদ্ স্বরে বলিলেন, "জগদীশ! শান্তিময়! এই শান্তিদানের নিমিত্ত তোমাকে শত শত ধন্যবাদ!"

অতি কষ্টে অতি মৃদুকণ্ঠে মিস্ ষ্ট্যান্‌লী ধীরে ধীরে বলিলেন, "লুইসা! প্রাণাধিকে! কি ঘটিয়াছে?—আমি কি ভয়ানক শব্দ শুনিতেছিলাম? আমি ভাবিয়াছিলাম, আমি যেন হৃদয়-বিদারণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি!"

লুইসা।—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিসীমাকে চুম্বনপূর্ব্বক সানুরাগব্যগ্রকণ্ঠে) স্নেহময়ী পিসীমা! তুমি বাঁচিয়া উঠিয়াছ! ধন্য জগদীশ!

পিসী।—(সতৃষ্ণনয়নে কুমারীর মুখপানে চাহিয়া) বাচিয়া উঠিলাম, এ কথার মানে কি লুইসা! আমার যেন মনে হইতেছে, কল্য রাত্রে আমি শয়ন করি নাই; আহারের পর তুমি, আমি আর ক্লারা, তিন জনে এক স্থানে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম; কি কথা উঠিয়াছিল, তাহা আমার মনে হয় না, সমস্তই যেন শূন্যবোধ হইতেছিল! চা খাইয়াছিলাম কি না, তাহাও মনে নাই; আমাকে শয়ন করিতে বলিয়া তুমি বিদায় লইলে, আমি শয়ন করিলাম। (পুনর্ব্বার কুমারীর মুখপানে চাহিয়া সবিস্ময়ে) এ কি! লুইসা! তুমি কাঁদিতেছ? চখের জলে মুখখানি ভাসিতেছে! লুইসা। কেন বাছা তোমার চক্ষে জল?

লুইসার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কি যেন বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঘন ঘন দীর্ঘ-শ্বাসে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিন বৎসর তাঁহার এই পিসীমা পক্ষাঘাত রোগে স্পন্দহীন, বাক্যহীন, যথার্থই তাঁহার চক্ষে সমস্তই শূন্যময় বোধ হইয়াছিল; বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না। অধিকক্ষণ লুইসা একটিও কথা কহিতে পারেন নাই; অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তোমার পীড়া হইয়াছিল—অত্যন্ত শক্ত পীড়া—"

পিসী।—(সচমকে) পীড়া?—শক্ত পীড়া?—আমার? (বারবার পুনরুক্তি করিতে করিতে কি যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া এক মিনিট থামিয়া) লুইসা, তুমি বলিতেছিলে, আমার পীড়া হইয়াছিল;—হাঁ, আমিও যেন বুঝিতেছি,—পীড়া হইয়াছিল;—দিন কতক আমি—হপ্তা কতক আমি—

লুইসা।—(অশ্রুবর্ষণে কতকটা আরাম পাইয়া ধীরে ধীরে অশ্রুমার্জ্জন পূর্ব্বক) হাঁ, পিসীমা,—অনেক দিন—অনেক সপ্তাহ—বহু সপ্তাহ পর্য্যন্ত তুমি

অজ্ঞান হইয়াছিলে—তোমার চক্ষে সমস্তই অন্ধকার বোধ হইয়াছিল—এখন তোমার জ্ঞান হইয়াছে—কত দিন পূর্ব্বে তুমি অজ্ঞান হইয়াছিলে, তাহা হয় ত তোমার মনে পড়িবে না,—হয় ত তোমার মনে হইতে পারিবে—কল্যকার কথা!

পিসী।—(পুনর্ব্বার কুমারীর মুখপানে চাহিয়া) লুইসা! প্রাণের লুইসা! তোমার কথায় আমার ভয় হইতেছে!—তবে কি—তবে কি আমি—বহুদিন—বহুদিন—পীড়া—

লুইসা।—পিসীমা! এখন আর কি!—এখন আর তোমার ভয় পাইবার কোন কারণ নাই!—এই দেখ, আর আমি কাঁদিতেছি না,—এখন আমি সুখী হইয়াছি,—হাঁ,—ঈশ্বর জানিতে পারিতেছেন, এখন আমি সুখী—হাঁ,—সর্ব্বশক্তিমান দয়াময় পরমেশ্বরের অসীম দয়া!

পিসী।—(গম্ভীর স্বরে:) আমি বাঁচিয়া উঠিয়াছি, এই মঙ্গলের জন্য আমিও সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা-কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতেছি! কেন না, আমি জানি, আমার জীবন তোমার পক্ষে আর ক্লারার পক্ষে মহামূল্যবান। ক্লারা কোথায়?—ক্লারাকে আমার কাছে লইয়া আইস;—তাহাকে চুম্বন করিবার নিমিত্ত আমি—

লুইসা।—(অর্দ্ধাবনতদেহে পিসীমার মুখের কাছে হেঁট হইয়া, তাঁহাকে খট্টা হইতে উঠিতে না দিয়া) না পিসীমা! এখন তুমি অতটা উত্তেজিত হইও-না।—তোমাকে বলিবার জন্য আমি অনেক কথা—

পিসী।—(অতি দ্রুতকণ্ঠে) কোন মন্দ কথা নয় ত? কোন মন্দ ঘটনা হইয়াছে কি? কুসংবাদ কিছুই নাই,—

লুইসা।—না পিসীমা,—কুসংবাদ কিছুই নাই—কোন অমঙ্গল ঘটে নাই,—যে যে বিষয়ে আমাদের সম্বন্ধ, সে পক্ষে সমস্তই শুভ, সমস্তই মঙ্গল,—

পিসী।—(দৃষ্টি তখনও তত দূর সতেজ হয় নাই, সুতরাং নূতন উৎসাহে লুইসার কপোলদেশ আরক্ত, তাহা দেখিতে না পাইয়া) ক্লারা কোথায়—কেন তুমি ক্লারাকে আনিতে যাইতেছ না?

লুইসা।—ক্লারা এখন এ বাড়ীতে নাই পিসীমা!—বৎসরাধিক হইল, ক্লারা এক জন অতি দয়ালু বন্ধুলোকের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছে। সেই বন্ধুটি—

পিসী।—(সত্যই যেন কি ভয়ে কাঁপিয়া) লুইসা! কি কথা বলিতেছ?—অ্যাঁ?—সত্যই কি এত দীর্ঘকাল পীড়িত?—সত্যই কি আমার এত দীর্ঘকাল জ্ঞান ছিল না?

লুইসা।—(কোমলকণ্ঠে) হাঁ পিসীমা,—আমি কেবল এক বৎসরের কথা বলিতেছি, তদপেক্ষা আরও অধিক,—কিন্তু মিনতি করি, উত্তেজিত হইও না।

পিসী।—লুইসা, কত দিন আমি পীড়িত ছিলাম, একেবারে ঠিক করিয়া আমাকে শুনাইয়া দাও;—যদি আমাকে দারুণ সংশয়ের জ্বলন্ত পাবক হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তে একেবারে বলিয়া ফেল, পীড়ার যাতনায় কত দিন আমি অজ্ঞান ছিলাম ?

লুইসা।—(খুব ধীরে—খুব সাবধানে—ক্রমে ক্রমে কথার উত্তর দেওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া) শোন পিসীমা; সব কথাই আমি তোমাকে বলিতেছি,—সব কথাই আমি তোমাকে বলিব। এক বৎসরের অধিককাল তুমি অজ্ঞান ছিলে। ঈশ্বরের কৃপায় এখন তুমি আরোগ্যলাভ করিয়াছ। দুই বৎসরেরও অধিক,—দোহাই পিসীমা, উত্তেজিত হইও না!—তিন বৎসর তুমি অজ্ঞান ছিলে!

পিসী।—(তত দীর্ঘকাল অজ্ঞান, এই ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া অন্তরে কাঁপিয়া গম্ভীরবদনে গম্ভীরস্বরে) তিন বৎ—সর!—উঃ!—সুদীর্ঘ তিন বৎসর!—আচ্ছা লুইসা, তোমাকে তো আমি পূর্ব্বে যেমন দেখিতাম, এখনো সেইরূপ প্রসন্নমুখী দেখিতেছি, কিন্তু লুইসা—বলো দেখি প্রাণাধিকে, এই তিন বৎসর তুমি কেমন ছিলে ?

লুইসা।—(মৃদুস্বরে) তোমার অসুখে যেমন থাকা সম্ভব—

পিসী।—লুইসা! এইবার এস মা, তোমার মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখি। মসারীটা একটু ফাঁক করিয়া দাও, আরও একটু জানালার পর্দ্দাটা তুলিয়া দাও—হাঁ, ঠিক হইয়াছে—এস মা, আমাকে চুম্বন কর—এস মা, আমার কোলে এস,—হাঁ—ঐখানে দাঁড়াও—আলোটা তোমার মুখের উপর ঠিক পড়ুক—না—ঠিক হইয়াছে—আমার চক্ষের দীপ্তি ফুটিয়াছে, বেশ দেখিতেছি। লুইসা! এই তিন বৎসরে তোমার রূপখানি কতই বাড়িয়াছে! রোসো রোসো,—হিসাব করি,—কুড়ি—লুইসা! তুমি এখন বিংশতি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছ!—আহা মরি!—সেই পবিত্রতা—সেই নিষ্কলঙ্ক আভা—সেই সতীত্বের নির্ম্মলা প্রভা তোমার মুখে বিরাজ করিতেছে!

সুশীলা কুমারী প্রগাঢ় ভক্তিভাবে পিসীমাকে চুম্বন করিলেন; কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ; মনে মনে কি চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ মৌনভঙ্গ করিয়া পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ—লুইসা!—তুমি তেমন উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলে কেন?—তোমার কি হইয়াছিল?—আমি ঘুমাইতেছিলাম,—স্বপ্ন

দেখিতেছিলাম ;—সেটাও কি আমার স্বপ্ন ?—না,—ঠিক্ শুনিয়াছি,—তোমারই কণ্ঠস্বর,—তুমিই কাঁদিয়াছিলে ;—তখনি আমি জাগিয়া উঠিয়াছিলাম;—তখনি আমি এইখানে ছুটিয়া আসিয়াছি।—কেন ?—কাঁদিয়াছিলে কেন ?—কি হইয়াছিল ?—ওহো!—কে একটা পুরুষ মানুষ যেন আমার নিকট দিয়া ছুটিয়া গেল!—কোন পুরুষ কি তখন এ ঘরে ছিল ?”

লুইসা।—(সচকিতে) একটা পাষণ্ড!—সে লোকটা অকস্মাৎ এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল!

পিসী।—(সবিস্ময়ে) অ্যাঁ ?—পাষণ্ড ?—কে সে ?—নাম কি ?

লুইসা।—রেভারেণ্ড বারনার্ড অড্‌লী।

পিসী।—(অধিক বিস্ময়ে কুমারীর মুখপানে চাহিয়া) অ্যাঁ ?—অড্‌লী ?—ভয়ঙ্কর বদ্‌মাস্!—সকলেই জানে, সে লোকটার চরিত্র বড় ভয়ঙ্কর!—অড্‌লী কি এখন এই অঞ্চলেই আছে ?

লুইসা।—(চমকিতা হইয়া) তুমি কি তবে তাহাকে জানো ?—সে এখন এখানকার এক ধর্ম্মশালার নূতন যাজক—মাইনর ক্যানন ;—দেড় বৎসর হইল, সে এখানে ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছে।—ও কি, তুমি অমন করিয়া আমার দিকে তাকাইতেছ কেন ?—হঠাৎ আসিয়া এখানে প্রবেশ করিয়াছিল! আমি কি তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছি ?—আমি কি মিথ্যাকথা বলিতেছি ?

পিসী।—(যেন কিছু অপ্রস্তুত হইয়া) না বাছা, তোমার কথায় আমার একটুও অবিশ্বাস হয় না ; আমি চমকিয়া গিয়াছি। নামটা আমার বেশ জানা আছে!—বারনার্ড অড্‌লী।—দুর্জ্জয় বদ্‌মাস্!—মানুষের চরিত্র যতপ্রকার মন্দ হইতে পারে, সে লোকটা ততপ্রকার কুচরিত্রের আকর।

লুইসা। (কাতরকণ্ঠে) হাঁ পিসীমা,—সেই লোকটা—একবার নয়, সে আমাকে বার বার জ্বালাতন করিতেছে। আমার উপর ভয়ানক দৌরাত্ম্য করিতেছে।—দুই তিনবার আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল!—প্রথমবারে এক জন যুবাপুরুষ তাহার কবল হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরম সুন্দর যুবাপুরুষ।—স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল।

পিসী।—(মনে অন্যপ্রকার কিঞ্চিৎ সংশয় আনিয়া) আচ্ছা লুইসা, তুমি বলিতেছ, আমি তিন বৎসর অজ্ঞান ছিলাম ; এই তিন বৎসর তোমাদের খরচপত্র কিরূপে চলিয়াছে ?

লুইসা।—ব্যাঙ্কে চিঠি লিখিয়া আমি জানিতে পারি, লণ্ডনে মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড নামে এক জনের নিকট হইতে তুমি তোমার টাকাগুলি পাইয়াছিলে ; ব্যাঙ্ক

তাহাকে পত্র লিখিয়াছিল, ব্যাঙ্ক উত্তর দিয়াছে, নিয়মিতরূপে তুমি যেমন ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইতে, আমরাও সেইরূপে নিয়মিত সময়ে নিরূপিত টাকাগুলি পাইব।

পিসী।—(আহ্লাদিতা হইয়া) আঃ!—এখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। তোমাদের তবে খরচপত্রের অভাব হয় নাই। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা,—প্রথমবার যে লোকটি অড্‌লীর হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছ?

লুইসা।—জানিয়াছিলাম, লণ্ডনে তাঁহার বাড়ী; চেহারা লিখিয়া সন্ধান লইবার জন্য ক্লারাকে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম; সন্ধান জানিয়া ক্লারা আমাকে লিখিয়াছে, তাহার নাম জোসেলিন লক্‌তস্, অতি পবিত্র চরিত্র, পদগৌরবেও শ্রেষ্ঠ।

পিসী।—সেই জোসেলিন লক্‌তস্ এখন কোথায়, তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছ?

লুইসা।—তিনি এখন জিনেভায়। সেখানে যাইবার পূর্ব্বে আরো কয়েকবার তাঁহার সঙ্গে আমার এখানে দেখা হইয়াছিল। ভারী একটা বিজটিল ব্যাপারের তথ্য নিরূপণে ছয় সাত মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে জিনেভায় যাইতে হইয়াছে। প্রিন্সেস্ অব্ ওয়েলসের বিরুদ্ধে যে একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, সেই ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিতে তিনি গিয়াছিলেন, কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে; পত্র পাইয়াছি, অতি শীঘ্রই তিনি এখানে ফিরিয়া আসিবেন। ষড়যন্ত্রটা বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, যুবরাণীর তিনটী সহচরী সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাহাদের নাম মিস্ ওয়েন। তাহারা—

পিসী।—(চমকিয়া) ওয়েন? অ্যাঁ? তাহাদের নাম জানো?

লুইসা।—এক জনের নাম আগাথা, এক জনের নাম এমা, এক জনের নাম জুলিয়া।

পিসী।—ওঃ! তবে তাহারাই বটে!

লুইসা।—(বিস্মিতা হইয়া) তবে কি তুমি তাহাদিগকে জানো? আশ্চর্য্য! কত লোককে তুমি চেন? বারনার্ড অড্‌লীর নাম তুমি জানো, মিস্ ওয়েনদের নাম তুমি জানো, ভারী আশ্চর্য্য! আহা! সেখানে বড় দুর্ঘটনা হইয়াছে! সেই তিন ভগ্নীর মধ্যে এক জন গুণ্ডার হাতে কাটা পড়িয়াছে, আর দুই ভগ্নী পাগল হইয়া গিয়াছে!

পিসী।—(সজলনয়নে) আহা হা! এমন হইয়াছে? বড়ই দুঃখের বিষয়।

লুইসা।—আরো আশ্চর্য্য, শোন। তাহারা চারি ভগ্নী; যেটি কনিষ্ঠা,

তাহার নাম মেরী ; প্রায় ১০।১১ মাস সেই মেরী আমার এই আশ্রমে ছিল; আজ তাহার মা আসিয়াছিলেন, বৈকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত এইখানে ছিলেন, তাহার পর মেরীকে সঙ্গে লইয়া ফাউণ্টেন হোটেলে চলিয়া গিয়াছেন।

পিসী।—(চিন্তা করিয়া) মেরীর মায়ের মুখে বিশেষ পরিচয় কিছু পাইয়াছ ?

লুইসা।—কিছুই না ;—কেবল জানিয়াছি, মেরীর মা।

পিসী।—মেরীর মা কি অতি শীঘ্রই ইংলণ্ড হইতে চলিয়া যাইবেন ?

লুইসা।—না,—দুই তিন দিন থাকিবেন বলিয়াছেন ; আর একবার আমার সঙ্গে দেখা করিবার কথা আছে।

সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। লুইসা একটু কাঁপিয়া উঠিলেন ; কুমারী ভাবিলেন, সেই দুরন্ত পাদরীটা আবার বুঝি ফিরিয়া আসিতেছে। পরক্ষণেই সে ভাবনা দূর হইল ; পিসিমাকে তিনি বলিলেন, "আমার পরিচারিকা আসিতেছে ; মেরীকে আর মেরীর মাকে হোটেলে রাখিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়াছে।"

বলিতে বলিতে কিঙ্করী মেরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ; পিসিমা আরাম হইয়াছেন দেখিয়া তাহার আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হোটেলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে লুইসা তাহাকে বারনার্ড অড্‌লীর আক্রমণের কথা বলিলেন,—"সেই দুষ্ট লোকটার ভয়ে আমি চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম, সেই চীৎকারেই হঠাৎ পিসীমার রোগ আরাম হইয়াছে, ইনিই এই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাঁকে দেখিয়াই পাষণ্ডটা পলাইয়া গিয়াছে।" হাসিতে হাসিতে এ কথাও বলিলেন।

মেরীও হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুষ্ট পাদরীটা তবে তো খুব ভাল ! তাহার পয় আছে ! তোমার উপর উপদ্রব করিতে আসিয়াছিল, হারিয়া গিয়া পলায়ন করিয়াছে, এ দিকে আমাদের পিসীমা অকস্মাৎ তিন বৎসরের রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন !"

পিসীমা এই সময় বালিশ ঠেস দিয়া একটু উঁচু হইয়া বসিয়া, মেরীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, লুইসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ, কি বলিতেছিলে, জোসলিন লকৃতস শীঘ্র আসিবেন বলিয়া তোমাকে পত্র লিখিয়াছেন? সে পত্রে আর কি কি কথা লেখা আছে ?"

ব্যগ্রস্বরে লুইসা বলিলেন, "থাক মা ! অনেক রাত্রি হইয়াছে, তুমি অত্যন্ত কাহিল আছ ; একটু পূর্ব্বেই মূর্চ্ছা আসিয়াছিল, অত্যন্ত ক্লান্ত আছ ; আমি তোমাকে অনেক বকাইয়াছি, বড়ই অন্যায় হইয়াছে, আজ আর অন্য কথায় কাজ নাই, কল্য প্রাতঃকালে সকল কথা বলিব। আরো অনেক কথা বলিবার আছে,

"শুনিয়া শুনিয়া তুমি অবাক্ হইয়া যাইবে। জোসেলিনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, জোসেলিনের অনেক পত্র আমার কাছে আছে, সবগুলি কল্য তোমাকে দেখাইব; ভগ্নী ক্লারাও লণ্ডন হইতে যতগুলি পত্র আমাকে লিখিয়াছে, তাহাও দেখাইব।"

গৃহে যাহা কিছু উপযোগ-সামগ্রী প্রস্তুত ছিল, তিন জনে জলযোগ করিলেন। পিসীমাকে শয়ন করাইয়া লুইসা অন্য গৃহে শয়ন করিতে গেলেন, কিঙ্করী মেরীও আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিল।

চতুঃসপ্ততিতম উল্লাস।

পরিচয়,—সংশয়,—সংগ্রাম।

রজনী প্রভাত হইল, সুশীতল প্রভাত-সমীর বহিল, সমীরণে সন্তরণ করিয়া কুসুম সৌরভ ছুটিল, প্রাচীন ধর্ম্মালয়ে নগরের ঘটিকাযন্ত্র সমূহে ছয় ঘটিকা বাজিল; পূর্ব্বাকাশে আরক্তবদন নবপ্রভাকর সমুদিত হইল।

কুমারী লুইসা শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রভাতকালীন বসন পরিধান করিলেন। যে গৃহে তাঁহার পিসীমা নিশাযাপন করিয়াছেন, বৃহৎ একটা চিঠির তাড়া হস্তে লইয়া কুমারী সহাস্যবদনে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরিচারিকা মেরী উষাকালে শয্যাত্যাগ করিয়া নিয়মিত গৃহ-কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক হাজিরাখানা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নিম্নতলে নামিয়া গিয়াছিল। পিসীমা একাকিনী খট্টার উপর শয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহারও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; খট্টা-সমীপে একখানি আসন গ্রহণ করিয়া প্রসন্নবদনে উপবেশন পূর্ব্বক সুমধুর সম্ভাষণে কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিসীমা! রাত্রে সুনিদ্রা হইয়াছিল তো? আর কোন অসুখ হয় নাই তো? কোন প্রকার দুঃস্বপ্ন আসিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে নাই তো?"

মঙ্গল কামনায় আশীর্ব্বাদ করিয়া পিসীমা বলিলেন, "ঈশ্বর তোমারে চিরসুখী করুন। নির্ব্বিঘ্নে—বহু দিনের পর অতি সচ্ছন্দে আমার নিশা যাপিত হইয়াছে। প্রথমে যতক্ষণ নিদ্রাদেবীর কৃপা হয় নাই, ততক্ষণ আমি কেবল তোমার আর তোমার ভগ্নীটির কুশল চিন্তা করিয়াছি। তোমার হস্তে ওগুলি কি?"

লুইসা।—(চিঠির তাড়াটি পিসীমার শয্যার উপরে রাখিয়া) রাত্রে আমি

বলিয়া গিয়াছিলাম, ক্লারা আমাকে যতগুলি পত্র লিখিয়াছে, জোসেলীন যত-গুলি পত্র লিখিয়াছেন, প্রভাতে তাহা দেখাইব। এই সেইগুলি আনিয়াছি, আর একটু আলো হইলেই মনোযোগ দিয়া পাঠ করিও।

পিসী।—(আগ্রহ প্রকাশ করিয়া) না মা, আমার অত্যন্ত কৌতূহল, গবাক্ষের পর্দ্দাগুলি তুমি গুটাইয়া দাও, এখনি আমি পাঠ করিব।

লুইসা।—(পর্দ্দা তুলিয়া দিয়া, পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া) যখন আমি জোসেলিন লকৃতসের নাম করিয়াছিলাম, তখন হঠাৎ তোমার মুখে কেমন একরকম বিস্ময়-চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল, কারণ আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

পিসী।—(গম্ভীর বদনে) ক্ষুণ্ণ হইও না,—ভয় পাইও না,—মন্দ অভিপ্রায়ে কোন কথা আমি বলিব না, কিন্তু কথাটা কিছু বিস্ময়কর বটে। আমি শুনিয়াছিলাম, ঐ নামটা তাঁহার মিথ্যা নাম।

লুইসা।—আমিও তাহা জানি। তিনি নিজেই তাহা বলিয়াছেন। মিথ্যা নাম লইবার অন্য অভিপ্রায় নাই, পারিবারিক কোন ঘটনাসূত্রে কিছু দিন তাঁহাকে ঐ নামে পরিচয় দিতে হইতেছে। এইবার তিনি আসিলেই সে রহস্য প্রকাশ পাইবে।

পিসী।—তুমি কি জোসেলিনকে ভাল বাসিয়াছ?

লুইসা।—(সলজ্জবদনে) উভয়তঃ।—আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ, আমিও তৎপ্রতি অনুরাগিণী। ছয় সাত মাস পূর্ব্বে তিনি একবার ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, সেইরূপ ইচ্ছা তাঁহার ছিল; কিন্তু সেই সময় হঠাৎ রাজকুমারী সোফিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লেখেন, সেই পত্র পাইয়া তিনি লণ্ডনে চলিয়া যান, রাজকুমারীর অনুরোধে পুনরায় তাঁহাকে জিনেভায় যাত্রা করিতে হইয়াছে। আমার প্রতি তাঁহার মনের ভাব কিরূপ, পত্রগুলি পাঠ করিলেই তাহা তুমি জানিতে পারিবে।

পিসী।—বেশ।—আচ্ছা,—ক্লারা এক জন বন্ধুর বাড়ীতে আছে, এই কথা তুমি বলিয়াছ। কে সেই বন্ধু, কোথায় তাহার বাড়ী?

লুইসা।—কল্য রাত্রে তোমার কাছে আমি মিষ্টার বেক্‌ফোর্ডের নাম করিয়াছিলাম, সে কথা তোমার মনে আছে?

পিসী।—(অতিমাত্র বিস্ময়ে) বেক্‌ফোর্ড?—কি নাম?—বেক্‌ফোর্ড? কি আশ্চর্য্য!—বেক্‌ফোর্ড নামে কোন লোক ইংলণ্ডে আছে, ইহা আমার জানা নাই; কখন কাহারও মুখে তাহা শুনিও নাই!

লুইসা।—ইহাও ত বড় আশ্চর্য্য! ঘটনা-গতিকে আমি একবার লণ্ডনে গিয়াছিলাম, বেক্‌ফোর্ডের বাড়ীতেই ক্লারার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল।

পিসী।—(অধিকতর বিস্ময়ে) বেক্‌ফোর্ড! বেক্‌ফোর্ডের বাড়ী! কোথায় তাহার বাড়ী? কোন্ রাস্তায়?

লুইসা।—পূর্ব্বে তাহারা হানোভার স্কোয়ারের ২০ নং বাড়ীতে থাকিত, তাহার পর ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটের ১৩ নং বাড়ীতে আছে; সেই বাড়ীতেই আমি গিয়াছিলাম।

পিসী।—বেক্‌ফোর্ডের চেহারা দেখিয়াছিলে?

লুইসা।—মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড আর তাঁহার স্ত্রী তখন সহরে ছিলেন না, ক্লারা একাকিনী ছিল; ক্লারার মুখে আমি শুনিয়াছি, মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড অতি ভদ্রলোক; ক্লারাকে তিনি পোষ্যপুত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যথেষ্ট স্নেহ যত্ন করেন; ক্লারা আমাকে যে খরচ-পত্র পাঠায়, মিষ্টার বেক্‌ফোর্ডই তাহা প্রদান করেন।

পিসী।—(কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পূর্ব্ববৎ বিস্ময়ে) বেক্‌ফোর্ড! কি ব্যাপার! এ নামটা কিছুতেই আমি মনে করিতে পারিতেছি না।

লুইসা।—(উদ্বিগ্ন হইয়া) কি তবে পিসীমা? ক্লারার চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক দাগ পড়িয়াছে, তোমার মনে কি এমন কোন সন্দেহ হয়? উঃ! আমারও ভয় করে! লণ্ডন বড় ভয়ঙ্কর জায়গা! সেখানকার সকল শ্রেণীর লোকেই প্রায় বিশেষতঃ উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষগণ প্রায়ই ভ্রষ্টাচার! একটি লেডীর সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল; তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, যে সমাজকে নগরবাসীরা সৌখীন-সমাজ বলে, সেই সমাজের মধ্যে সাধুতা ও সচ্চরিত্রতা প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে সেই লেডী আমাকে বলিয়াছেন, ভিনিসিয়া ট্রিলন নামে একটি পরম সুন্দরী কামিনী আছে; লণ্ডনে সুন্দরী দলে তাহার তুল্য সুন্দরী আর কেহই নাই; সেই ভিনিসিয়া ট্রিলনী নিজের বুদ্ধি-কৌশলে স্যাক্‌ভিলি নামে এক জন যুবা পুরুষকে বিবাহ করিয়াছে; ভিনিসিয়ার চতুরতায় সেই স্যাক্‌ভিলি এখন লর্ড হইয়াছে, ভিনিসিয়া নিজে লেডী স্যাক্‌ভিলি উপাধি ধারণ করিয়াছে। কি বলি পিসীমা! সেই লেডী স্যাক্‌ভিলি না কি প্রিন্স অফ ওয়েলসের প্রকাশ্য উপনায়িকা!

পিসী।—(সকল কথায় কর্ণ না দিয়া) আচ্ছা লুইসা, ক্লারার কোন পত্রে সার আরচিবল্ড মাল্‌ভারণের নাম তুমি দেখিয়াছ কি?

লুইসা।—ক্লারার কোন পত্রেই সে রকম নাম আমি দেখি নাই।

পিসী।—নামটা কোথাও শুনিয়াছ কি?

লুইসা।—দুই দিন পূর্ব্বে একখানা খবরের কাগজে জিনেভাতে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা আরম্ভ হওয়া অবধি এখানকার একটি লাইব্রেরী হইতে মাঝে মাঝে এক—একখানা খবরের কাগজ আমি চাহিয়া আনি, দুই দিন পূর্ব্বে একখানা কাগজে দেখিয়াছিলাম, স্যার আরচিবল্ড মাল্‌ভারণ নামে একটি ভদ্রলোক এক বৎসর পূর্ব্বে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহার সন্ধান—

পিসী।—(ত্বরিত স্বরে) বাঁচিয়া আছে ?

লুইসা।—না,—লণ্ডনের সহরতলীর একখানা বাগান-বাড়ীতে তাহার মৃত-দেহ পাওয়া গিয়াছে, সমাধি দেওয়া হইয়াছে।

পিসী।—তাহার অধিক আর কিছুই জানিতে পার নাই ?

লুইসা।—না।

পিসী।—আচ্ছা,—তবে তুমি এখন নীচে যাও, হাজিয়াখানা প্রস্তুত হইল কি না, দেখ গিয়া। আমি ততক্ষণ চিঠি পড়ি।

বেলা আটটা। পিসীমার অনুমতি পাইয়া কুমারী লুইসা নামিয়া আসিলেন, নীচের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, টেবিলের উপর হাজিয়াখানা প্রস্তুত ; একখানি খুঞ্চেতে পিসীমার জন্য উত্তম উত্তম সামগ্রী সাজাইয়া পরি-চারিকা দ্বারা উপরে পাঠাইয়া দিলেন ; নিজে কিছুই খাইলেন না ; মেরী নামিয়া আসিলে তাহাকে খাইতে বলিয়া, তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন, বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রশ্ন হইবে, কুমারী সেদিন হাজিরা খাইলেন না কেন ?—দুঃখের সময় যেমন আহারে রুচি হয় না, অধিক আনন্দের সময়েও আহারে তাদৃশী স্পৃহা থাকে না। লুইসার হৃদয়ে তখন দুটি আনন্দের ক্রীড়া, তিন বৎসরের পর পিসীমা আরাম হইয়াছেন, সেই আনন্দ, দুই এক দিনের মধ্যে জোসেলিন ফিরিয়া আসিতেছেন, সেই এক আনন্দ। উভয় আনন্দে বিহ্বলা হইয়া স্নেহবতী কুমারী প্রফুল্লবদনে উদ্যান ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় এক জন ডাকহরকরা আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। শিরোনাম দেখিয়াই কুমারী বুঝিলেন, ক্লারার হস্তাক্ষর।—কতকটা সন্দেহে ও কতকটা আনন্দে তিনি তৎক্ষণাৎ খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানি পাঠ করিলেন। "লণ্ডন',

১৯শে জুলাই, ১৮১৫।

মঙ্গলবার রাত্রি।

"তাড়াতাড়ি লেখনী ধারণ করিয়া তোমাকে আমি এই পত্র লিখিলাম। আমি বাড়ী যাইতেছি। কল্য প্রাতে বেলা নয়টার সময় আমি লণ্ডন হইতে

রওনা হইয়া বৈকালে ৩টার সময় ক্যাণ্টারবরীতে পৌছিব। ঘটনাগতিকে কতকগুলি গুহ্য-বৃত্তান্ত আমার জ্ঞাতসার হইয়াছে, তন্মধ্যে আমাদের উভয়ের জন্ম বৃত্তান্তের নিগূঢ় বিবরণ আছে; যে সকল কথা আমরা কিছুই জানি না, সেই প্রকারের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা যাহা আমি বলিব, তাহা শুনিবার জন্য তুমি প্রস্তুত থাকিও।"

"আমি একাকিনী যাইতেছি না, স্যর ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ আমার সঙ্গে যাইবেন। তাঁহার মুখে আমি সেই সকল গুহ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি।"

"প্রিয় ভগিনি! আজ আমি তোমাকে একটি শুভ সংবাদ দিতেছি। আমার বিবাহ হইয়াছে;—হাঁ, আমার বিবাহ হইয়াছে। যিনি আমার স্বামী হইয়াছেন, সম্ভ্রম-গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত। স্যার ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ আমার স্বামী, এমন বিবেচনা করিও না। যিনি স্বামী, তিনিও আমার সঙ্গে যাইবেন না। এ পত্রে আমি আর বেশী কথা লিখিব না; আমাদের পিসীমা কেমন আছেন, কেবল তাহাই জানিবার ইচ্ছা। তোমার স্নেহময়ী ভগ্নী

ক্লারা।"

দুটি আনন্দ লুইসার হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছিল, এই পত্রখানি পাঠ করিয়া তৃতীয় আনন্দের সংযোগ। বাগানে দাঁড়াইয়া আর কিছু চিন্তা করিবার অবসর না লইয়াই, মধুমতী কুমারী ক্ষুদ্র কুরঙ্গিণীর ন্যায় লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে গিয়া উঠিলেন। যে ঘরে পিসীমা, সেই ঘরের দ্বারের নিকটে গিয়াই আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "ক্লারা বাড়ী আসিতেছে! আজ বৈকালেই আসিয়া পৌছিবে! তাহার বিবাহ হইয়াছে। ভাল ঘরে ভাল বরে বিবাহ!"

সানন্দ-কণ্ঠে ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে আনন্দময়ী কুমারী লুইসা গৃহ-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পিসীমার খট্টার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; চকিতে শয্যার উপর অর্দ্ধ-উদ্ধত হইয়া, বিস্ময়ে উৎসাহে লুইসার হস্ত হইতে চিঠিখানি গ্রহণ পূর্ব্বক বালিসের উপর হেলিয়া পড়িয়া, চকিত-নেত্রে অক্ষরগুলি দর্শন করিয়াই পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, "ধন্য জগদীশ! এখন যেখানে যাহা কিছু ঘটুক, ক্লারার বিবাহ হইয়া গিয়াছে!"

ইত্যগ্রে পিসী-মার বদনে বিষণ্ণতার নিদর্শন ছিল, চিঠিখানি পাঠ করিয়া সেই বিষণ্ণতার স্থলে প্রসন্নতার চিহ্ন অঙ্কিত হইল, কুমারী লুইসা তাহা দেখিতে পাইলেন না; ভগ্নীকে আলিঙ্গন করিবার প্রত্যাশায় কুমারী তখন অত্যানন্দে এতদুর বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, অন্য কিছু দেখিবার অথবা শুনিবার দিকে তাঁহার মন ছিল না। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সুকোমল কণ্ঠে কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"পিসীমা! ক্লারা আসিতেছে, সগৌরবে ক্লারার শুভ-বিবাহ হইয়াছে, এ সংবাদে তোমার কি আনন্দের উদয় হইতেছে না?"

লুইসা ইতিপূর্ব্বে যে চিঠিগুলি দিয়া গিয়াছিলেন, যেগুলি পাঠ করিয়া পিসীমা বিছানার চাদরঢাকা দিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "সত্যই আমার অন্তরে সবিশেষ প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে!"

বিস্মিত-নেত্রে পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্লারা ওসব কি লিখিয়াছে পিসীমা? কিসের গুহ্যকথা বলিবে? আমাদের জন্ম-বিবরণে গুহ্যকথা কি আছে? সমস্তই ত তুমি জান, ওসব তবে কি কথা পিসীমা? আমাদের পিতা তোমার সহোদর ছিলেন, ক্রেমিস্ যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিহত হইয়াছেন, তাঁহার বিয়োগে আমাদের জননী ভগ্নহৃদয় হইয়া ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এ সমস্তই তো তুমি অবগত আছ? তবে আবার তৎসম্বন্ধে কি গুহ্যকথা পিসীমা?"

পিসীমা বলিলেন, "ও প্রসঙ্গে এখন আর আমাদের একটি কথাও বলা উচিত নয়; ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা আমরা বলাবলি করিতেছিলাম, তৎসম্বন্ধেও এখন আর কোন তর্ক-বিতর্ক আবশ্যক নাই; ক্লারা আসিতেছে, এই সংবাদেই আমি পরম সন্তুষ্ট; বাস্তবিক যদি কিছু রহস্য থাকে, যদি কোন প্রকার গুহ্য-কথা সম্ভব হইতে পারে, ক্লারা আসিলেই তৎসমস্ত সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ক্লারার বিবাহ হইয়াছে, ইহাই পরমেশ্বরের কৃপা!"

লুইসা তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, বালিসে মস্তক রাখিয়া পিসীমাও অনন্যমনে শুভ-চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম উল্লাস।

ক্লারা।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, মিসেস্ ওয়েনের কাছে লিলিয়ান্ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ফাউণ্টেন হোটেলে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন; সেই অঙ্গীকার অনুসারে তিনি অপরাহ্ণ দ্বিতীয় ঘটিকার সময় হোটেলে উপস্থিত হইলেন। মেরীকে লইয়া মিসেস্ ওয়েন যে ঘরে বসিয়াছিলেন, হোটেলের এক জন খানসামা সেই ঘরে লিলিয়ানকে লইয়া গেল। লিলিয়ান সর্ব্বদাই কৃষ্ণবর্ণের অবগুণ্ঠন ধারণ করেন, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অবগুণ্ঠন উন্মোচনপূর্ব্বক তিনি সরাসর

মেরীর নিকটে অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন, তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক একদৃষ্টে মুখপানে চাহিয়া সস্নেহবচনে সম্ভাষণ করিলেন। লিলিয়ান স্বভাবতঃ মধুরভাষিণী, মেরীকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে তিনি বলিলেন, "বৎসে! তোমার বদনে পবিত্রতা ক্রীড়া করিতেছে, জগদীশ্বর করুন, চিরদিন যেন ঐ পবিত্রতা রক্ষিত হয়!"

মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া মিসেস্ ওয়েন বলিলেন, "মেরি! তোমার মাসী-মাকে আলিঙ্গন কর!" মেরী তৎক্ষণাৎ মাসীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মুখ-চুম্বন করিল।

লিলিয়ানকে সম্বোধনপূর্ব্বক মিসেস্ ওয়েন বলিলেন, "তুমি আমার ভগ্নী, মেরী তাহা জানে; সেই শয্যাশায়িনী, পক্ষাঘাতরোগিনীও মাসী হয়, তাহাও মেরী জানে; সুকুমারী লুইসা, যাহার কাছে প্রায় এক বৎসর আশ্রয় পাইয়াছ, সে যে তাহার মাতুল-কন্যা, মেরী তাহাও জানিতে পারিয়াছে।"

লিলিয়ান বলিলেন, "তবে বুঝি তুমি তোমার মেয়ের কাছে আমাদের কতক কতক পরিচয় দিয়া দিয়াছ?"

মিসেস্ ওয়েন্ বলিলেন, "হাঁ, কতক কতক পরিচয় আমি দিয়াছি, তাহা কিন্তু যৎসামান্য।"

ভগ্নীকে এই কথা বলিয়া, মেরীর দিকে চাহিয়া, তিনি আবার বলিলেন, "মেরি! এখন তুমি তোমার নিজের ঘরে যাও, তোমার মাসীমার সঙ্গে আমার অনেক বিশেষ কথা আছে, একটু পরেই আমরা লুইসার বাড়ীতে গিয়া আমাদের সেই শয্যাশায়িনী ভগ্নীটিকে দেখিয়া আসিব, তোমাকে এখন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব না। সন্ধ্যার পর হয় আমরা আপনারাই আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব, না হয় তো লুইসার সেই দাসী আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে।"

মেরী বলিল, "না না, আমাকে লইয়া চল, লুইসাকে আমি ভগ্নী বলিয়া ডাকিয়া সাধ মিটাইব।"

তাহার জননী বলিলেন, "ডাকিবার সময় পাইবে, রাত্রেই তোমাদের দুজনে আবার দেখা হইবে।"

মেরী অন্য ঘরে গেল, তাঁহারা দুই ভগ্নীতে নির্জ্জনে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

লিলিয়ান বলিলেন, "লুইসার কাছে পরিচিত হওয়া তবে তোমার একান্ত ইচ্ছা?"

মিসেস্ ওয়েন্ বলিলেন, "হাঁ, পরিচিত হওয়া আমার একান্তই ইচ্ছা। গত কল্য তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হইলে সেই বাড়ীতে আমি গিয়াছিলাম, লুইসা

আমাকে যথেষ্ট সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম, আলাপে বুঝিতে পারিয়াছি, কুমারী লুইসা অতি সুশীলা, অতি সরলা, পরম দয়াবতী। তিনটি কন্যাকে হারাইয়া আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, আমার কৃতপাপের উচিত শাস্তি হইয়াছে, ইহাও লুইসা বুঝিতে পারিয়াছেন; সহানুভূতি জানাইয়া লুইসা আমার কষ্টে অশ্রুপাত করিয়াছেন।

দুই ভগ্নীতে যত দিন দেখা হয় নাই, সেই ব্যবধান কালের মধ্যে যাহা কিছু ঘটনা হইয়াছিল, দুই জনে তাহা বলাবলি করিলেন। এক একটা কথা উপলক্ষে উভয়ের নয়নেই অশ্রুপাত হইল। অতঃপর মিসেস্ ওয়েন্ বলিলেন, "চল, আমরা এইবেলা যাই; তিনটা বাজিয়াছে, সন্ধ্যার সময় আসিয়া আবার মেরীকে লইয়া যাইতে হইবে।"

লিলিয়ান প্রস্তুত; উভয় সহোদরা হোটেল হইতে বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় হোটেলের ফটকের ধারে একখানা চৌঘুড়ী আসিয়া লাগিল। প্রথম একজন ভদ্রলোক গাড়ী হইতে নামিলেন, তাহার পর একটি লেডীর হাত ধরিয়া নামাইলেন। লেডী অবগুণ্ঠনবতী, গাড়ী হইতে নামিবার সময় বাতাসে হঠাৎ তাঁহার অবগুণ্ঠনের একাংশ সরিয়া গিয়াছিল, মিসেস্ ওয়েন নিমেষমাত্র একখানি মুখের অৰ্দ্ধাংশ দেখিতে পাইয়াছিলেন, দেখিয়াই বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "লেডী স্যাকৃভিলি!"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া লিলিয়ান বলিলেন, "যে সুন্দরীর নামে লণ্ডনের সকলেই অজস্র প্রশংসা কীর্ত্তন করে, সেই লেডী স্যাকৃভিলি?"

মিসেস্ ওয়েন বলিলেন, "হাঁ—সেই।"

লিলিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ লেডীর সঙ্গে কি তোমার আলাপ আছে?"

মিসেস্ ওয়েন বলিলেন, "বাক্যালাপ ঘটে নাই, কিন্তু লণ্ডনে প্রায়ই ঘোড়া চড়িয়া বেড়ায়, অনেকবার দেখিয়াছি; কিন্তু যে লোকটি সঙ্গে আসিয়াছে, ঐ লোকটি উহার স্বামী নয়; লর্ড স্যাকৃভিলিকে আমি বেশ চিনি। লোকটি দেখিতেছি নূতন; লেডী বোধ হয় আবার ঐ লোকটির সঙ্গে পলাইয়া যাইতেছে।"

লিলিয়ান বলিলেন, "কাজ কি ভাই আমাদের পরের কথায়; আমরা যে কাজে যাইতেছি, সেই কাযেই যাই চল।"

দুই ভগ্নীতে হোটেল হইতে বাহির হইলেন; অল্পক্ষণের মধ্যে লুইসার বাড়ীর বাগানে আসিয়া উপস্থিত। যে ঘরে পিসীমা, সেই ঘরের গবাক্ষে বসিয়া কুমারী লুইসা একাগ্রদৃষ্টিতে বাগানের দিকে চাহিয়াছিলেন, তিনটার সময় তাঁহার

আসিবার কথা, তাঁহারই প্রতীক্ষা।” মিসেস্ ওয়েনের সহিত আর একটি কৃষ্ণ-বসনা রমণীকে দেখিয়া লুইসা চঞ্চলস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “এই যে এসেছে।”

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে?”

লুইসা উত্তর করিলেন, “মিসেস্ ওয়েন্; সঙ্গে আর একটি লেডী। আমি যাই, সঙ্গে করিয়া আনি।”

লুইসা নামিয়া আসিলেন, অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের দুই জনকে নীচের বৈঠকখানায় বসাইলেন, চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৈ, মেরী আসিল না?”

মিসেস্ ওয়েন বলিলেন, “সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিবে।”

লুইসা বলিলেন, “অগ্রে তোমাকে একটি শুভসংবাদ দিই, আমার পিসীমা আরাম হইয়াছেন। উঠিতে পারিয়াছেন, অঙ্গ সঞ্চালন করিতেছেন, অবশ ইন্দ্রিয়-গুলি সতেজ হইয়াছে, চৈতন্য আসিয়াছে, পরিষ্কার কথা কহিতেছেন।”

বিস্মিতা হইয়া মিসেস্ ওয়েন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিরূপে আরাম হইলেন; পক্ষাঘাত রোগ হঠাৎ ত আরাম হয় না, তবে এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!”

লুইসা বলিলেন, “অলৌকিক ব্যাপার! পরমেশ্বরের অনুগ্রহ! উপরে চল, সকল কথা শুনিতে পাইবে। এখন তুমি একাকিনী যাও, পিসীমা তোমাকে ডাকিতেছেন, আমি এখন তোমার সঙ্গে যাইতে পারিতেছি না, বাগানে আমার একটু প্রয়োজন আছে।”

লুইসা বাগানের দিকে যাইতেছিলেন, পশ্চাতে তাকিয়া, লিলিয়ানের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক মিসেস্ ওয়েন্ বলিলেন, “এটি আমার ভগ্নী; যদি বল, ইহাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।”

লুইসা ফিরিলেন, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার ভগ্নী? তোমার কোন ভগ্নী বাঁচিয়া আছেন, এ কথা ত মেরী আমাকে একদিনও বলে নাই।”

লিলিয়ান এই সময় মুখের অবগুণ্ঠন খুলিলেন, মিসেস্ ওয়েনের মুখের দিকে চাহিয়া লুইসা অগ্রে তাঁহাকে চুম্বন করিয়া, তৎপরে লিলিয়ানকে চুম্বন করিলেন, তখন আর কোন কথা না কহিয়াই বাগানের দিকে চলিলেন; মিসেস্ ওয়েন্ বলিলেন, “আমার ভগ্নীটি তবে আমার সঙ্গে উপরে যাইতে পারেন?”

লুইসা তখন আর কোন আপত্তি করিলেন না, লিলিয়ানের সঙ্গে মিসেস্ ওয়েন উপরে উঠিয়া গেলেন।

যে ঘরে পিসীমা, দুই ভগ্নী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিসীমার প্রকৃত নাম মিস্ট্রেস্ ইনল্কিন্। মিস্ টমাস্ নাম্নী আখ্যাধারণ করিয়া তিনি এই বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। পরিচারিকা তিন জনেই সুন্দরী; পরস্পর আলাপে তিন জনেই

...হইল। তাঁহাদের দোষ ছিল, পাপ ছিল, ভ্রম ছিল, ...করিয়াছিলেন ; অবস্থাগতিকে সেই সকল দোষ ঘটিয়াছিল, ...ভগবান তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিলেন না, তিরস্কার করিলেন না; ...দিগকে ক্ষমা করিয়া তিনি স্নেহে আলিঙ্গন করিলেন ; তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল।

...তে ফিরিয়া আসিয়া লুইসা ইতিমধ্যে নীচের সেই বৈঠক-...লেন ; ক্লায়ার আসিবার কথা, গবাক্ষে মুখ বাড়াইয়া ভগ্নী-একদৃষ্টে ফটকের দিকে চাহিয়াছিলেন ; পরিচারিকা মেরী নিকটে ...রের ঘরে পিসীমার ঘণ্টা বাজিল, লুইসার আদেশে পরিচারিকা ... ছুটিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া লুইসাকে বলিল, পিসীমা তোমাকেই ডাকিতেছেন।"

...লুইসার মন তর্কিল, হৃদয়ে আনন্দ-বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল ; ...বিতে পারিলেন, হয় ত কোন ...কথা প্রকাশ হইবে, তাহাই আমাকে আহ্বান ; এইরূপ অনুমান করিয়াই লুইসা দ্রুতপদে চলিলেন।

...করিয়াই লুইসা দেখিলেন, পিসীমা, মিসেস্ ওয়েন, লিলিয়ান, ...নিতেছেন ; কিন্তু তাঁহাদের চক্ষু দেখিয়া কুমারী বুঝিলেন, সাক্ষাৎ ...ন অপ্রিয় ঘটনা হয় নাই, নয়নে আনন্দচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। বলিলেন, "লুইসা এসো মা, কাছে এসো, আজ আমাদের রহস্য ...ন ; এই দুইটি আমার ভগ্নী ; আর সেই মেরী—যে এত দিন তোমার ...যাহাকে দেখিবার জন্য আমি একান্ত উৎসুক, এই সম্পর্কে সেই ...ন ভগ্নী।"

লুইসা নামিয়া আসিলেন। সিঁড়ির নীচের ধাপে পদার্পণ করিবামাত্র সদর দরজায় করাঘাত-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। আনন্দোৎসাহে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিলেন, নিমেষমাত্রে ভগ্নীর গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। এই ভগ্নীটিই ক্লারা, নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। চুম্বন করিয়া ক্লারা বলিলেন, "প্রিয় ভগ্নী লুইসা!" প্রতিচুম্বন করিয়া লুইসা বলিলেন, "প্রিয় ভগ্নী ক্লারা!"

আলিঙ্গনের সময় উভয় ভগ্নীর নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইল। লুইসা তাঁহার ভগ্নীকে সাদরে বৈঠকখানার মধ্যে লইয়া গেলেন। আনন্দপ্রবাহে লুইসা তখন এত দূর বিহ্বলা যে, চৌকাটের উপর একটি পরম সুন্দর যুবাপুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, সে দিকে চক্ষু ফিরাইতেও পারিলেন না। তাঁহারা বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, যুবাও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার চক্ষেও অশ্রুধারা।

ক্লারার হস্তধারণ পূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে লুইসা বলিলেন, "ভগ্নি! বহুদিনের পর তুমি বাড়ী আসিয়াছ, আমি বড় সুখী হইয়াছি, তোমাকে আমি একটি শুভ-সংবাদ দিব। আমাদের—"

বলিতে বলিতে নিকটস্থ যুবাপুরুষের দিকে কুমারীর চক্ষু পড়িল, তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন। এই অবসরে ক্লারা তাঁহাকে সেই যুবাপুরুষের নিকট লইয়া গিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "ভগ্নি! পত্রে আমি যাঁহার কথা লিখিয়াছিলাম, ইনিই সেই স্যার ভ্যালেন্টাইন মাল্‌ভরণ। পত্রে আমি যে গুহ্যকথার আভাষ দিয়াছি, যে গুহ্যকথা প্রকাশ করিতে হঠাৎ আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া ইঁহার পরিচয় পাইলে তুমি যে ইঁহাকে যথোচিত সমাদরে অভ্যর্থনা করিবে—কেবল তাহা নহে, ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর যেরূপ স্নেহ-ভালবাসা প্রকৃতিসিদ্ধ, তোমার হৃদয়েও সেইরূপ স্বাভাবিক স্নেহ-ভালবাসার উদয় হইবে।"

"ভ্রাতাভগ্নীর স্নেহ-ভালবাসা" ভগ্নীর মুখে এই কথা শুনিয়া কুমারী লুইসা ক্ষণেকের জন্য যেন হতবুদ্ধি হইলেন। কি ভাবের কি কথা, স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, বিস্ময়সহকারে ভগ্নীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্লারা! তোমার ও কথার মানে কি? তাই বুঝি আমাদের স্নেহময়ী পিসীমা স্যার আরচিবল্ড ম্যাল্‌ভারনের নাম করিতে করিতে ততটা বিষাদে—"

অতিশয় বিস্ময়ে চমকিত-নয়নে ভগ্নীর মুখপানে চাহিয়া, ক্লারা বলিয়া উঠিলেন, "লুইসা! কি কথা বলিতেছ? আমাদের পিসীমা কি কথা কহিতেছেন?"

লুইসা বলিলেন, "হাঁ ক্লারা, যাহা আমি বলিতেছি, তাহা সত্য। পিসীমা

কথা কহিতেছেন। গত রাত্রে হঠাৎ পরমেশ্বরের কৃপায় কি এক দৈবশক্তি-প্রভাবে পিসীমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে! রোগ ভাল হইয়া গিয়াছে! তিনি এখন বেশ কথা কহিতে—”

বিস্মিতনেত্রে লুইসার মুখপানে চাহিয়া ক্লারা বলিলেন, “লুইসা! এ কি আশ্চর্য্য কথা শুনিতেছি? পিসীমার চৈতন্যলাভ হইয়াছে? পিসীমা কথা কহিতেছেন?” বলিতে বলিতে আরও অধিক বিস্ময়ে সহসা ভ্যালেণ্টাইনের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে ক্লারা বলিয়া উঠিলেন, “উঃ। ভ্যালেণ্টাইন! কেমন করিয়া তবে আমি আমাদের সেই স্নেহময়ী পিসীমার কাছে এ মুখ দেখাইব? যে সব কাণ্ড ঘটিয়াছে, কেমন করিয়া আমি তাঁহার কাছে সে সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিব?”

প্রায় যেন কাঁদিয়া, উচ্চ চীৎকার করিয়া লুইসা বলিয়া উঠিলেন, “ক্লারা!—ক্লারা! কি কথা তুমি বলিতেছ? যে ভয়ঙ্কর বাক্য তোমার মুখে উচ্চারিত হইল, আমার হৃদয়ে তাহা নির্ঘাত আঘাত করিতেছে! দারুণ আতঙ্কে আমার হৃদয় যেন দ্বিধা বিভক্ত হইতেছে! ফিরাইয়া লও!—ফিরাইয়া লও! ও ভয়ঙ্কর কথা যেন আমাকে আর শুনিতে না হয়!—ক্লারা তুমি পাপ করিয়াছ! না না—তুমি পাপ করিতে পার না! না না,—তোমার পাপ!—অসম্ভব।”

অকস্মাৎ সশব্দে বৈঠকখানার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। লুইসার সভয় চীৎকার-ধ্বনি এত উচ্চে উঠিয়াছিল যে, উপরের ঘরে সকলেই তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। সেই চীৎকারধ্বনি শুনিয়াই মিসেস্ ওয়েন ও তাঁহার ভগ্নী লিলিয়ান তথা হইতে ছুটিয়া নামিয়া আসিয়াছিলেন! ছুটিয়া আসিয়াই তাঁহারা বৈঠকখানা মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্লারার মুখ দেখিয়াই হৃদয়কম্পন-বিস্ময়ে মিসেস্ ওয়েন বলিয়া উঠিলেন, “এ কি! লেডী স্যাক্‌ভিলী!”

স্থিরনেত্রে ক্লারার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া কুমারী লুইসা উচ্চকণ্ঠে প্রতিধ্বনি করিলেন, “লেডী স্যাক্‌ভিলি? হা পরমেশ্বর! উঃ—এখন আমি সমস্তই বুঝিলাম!” মহা বিষাদে এইরূপ উক্তি করিয়াই সুশীলা কুমারী সেই স্থলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান-চৈতন্য তিরোহিত!

ষট্‌সপ্ততিতম উল্লাস।

অতীত রহস্য।

অতীত কালের যে সকল অদ্ভুত ঘটনা এত দিন গাঢ়তম রহস্য-জলদে সমাচ্ছন্ন ছিল, সেই গুলি প্রকাশ করিয়া দিবার নিমিত্ত এক্ষণে আমাদের মূল আখ্যায়িকার ধারাবাহিক বর্ণনায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিতে হইল।

চতুর্বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে রচেষ্টার নগরের অদূরবর্ত্তী পল্লীতে একটি পরিবারের বসতি ছিল। বংশের উপাধি হন্‌কিন্‌। সেই পরিবারের মধ্যে চারিটি সহোদরা ভগিনী। তাহাদের নাম লিডিয়া, অ্যানী, মেলিসা এবং লিলিয়ান। অল্পবয়সে তাহাদের পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়, বাজারের এক কোম্পানীর আপিস হইতে কাগজ ক্রয় করা ছিল, বৎসরে তাহা হইতে কিছু কিছু আয় হইত, তাহাতেই সেই ভগ্নীচতুষ্টয়ের দিন চলিয়া যাইত। চারি ভগ্নীর মধ্যে লিডিয়া জ্যেষ্ঠা, রূপে লিডিয়া সুন্দরী ছিল না, কিন্তু দয়া, সরলতা, পবিত্রতা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত ছিল। অপরা তিন ভগ্নী— অ্যানী, মেলিসা ও লিলিয়ান পরমা সুন্দরী; কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মনীতির আদর করিত না; চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা সুশিক্ষা পাইয়াছিল, যত্নে পালিতা হইয়াছিল, ভদ্রসমাজের রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিল, সেই গুণে তাহারা ভদ্র ভদ্র সমাজে গতিবিধি করিত। ঐ তিনটি ভগ্নী অসামান্য রূপবতী, অবশ্যই ভাল ভাল ঘরে যোগ্য যোগ্য পাত্রের সহিত তাহাদের বিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু রচেষ্টার সহরের সংলগ্ন ব্যাথাম দুর্গের সৈনিক-পুরুষদিগের সহিত অবৈধ প্রণয়নিবন্ধন তাহাদের চরিত্র একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছিল, ধর্ম্মভাব অথবা বিবেকশক্তি কিছুমাত্র ছিল না। চরিত্র-দোষে তাহারা যে কেবল পরিচিত জনগণের ঘৃণার পাত্রী হইয়াছিল, এমন নহে; যে সকল পরিবারের সহিত তাহাদের আহার-ব্যবহারাদি চলিত, সেই সকল পরিবারের বাটীতে তাহাদের নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গিয়াছিল।

জ্যেষ্ঠা সহোদরা লিডিয়া ঐ তিনটি কনিষ্ঠা ভগ্নীর অনুচিত ব্যবহার দর্শনে মনে বড় কষ্ট পাইত, সময়ে আরও মন্দ হইবে, তাহাও ভাবিয়া রাখিয়াছিল। মিষ্টবচনে ব্যগ্রতা জানাইয়া লিডিয়া তাহাদিগকে বারংবার সেই কুৎসিত পথ পরিত্যাগ করিতে বলিত, সময়ে সময়ে মিষ্ট ভৎর্সনা করিত, কিন্তু তাহাতে কোন

ফল হইত না, সদুপদেশ তাহাদের কর্ণে স্থান পাইত না; সাক্ষাতে মুখে বলিত, তোমার পরামর্শমত চলিব, কিন্তু কার্য্যকালে বিপরীত ভাব, উপদেশে ঔদাসীন্য।

সেই তিনটি ভগ্নী যদিও তখনও পর্য্যন্ত পূর্ণাংশে ব্যভিচারে রত হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বের আত্মীয়গণের সমাজ হইতে বিচ্যুত হওয়াতে মনে মনে বড় কষ্টভোগ করিত। কনিষ্ঠা লিলিয়ানের বয়স তখন পঞ্চদশবর্ষ মাত্র, জ্ঞান কম, বিবেচনা কম, তথাপি তাহাকেও সৎপথে আনয়ন করা লিডিয়ার পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছিল; অ্যানী ও মেলিসার কথাই স্বতন্ত্র। কুপথে বিচরণের অভ্যাসটা অতি সহজ, অতি শীঘ্রই তাহা সম্পন্ন হয়।

তিনটি বিপথগামিনী ভগ্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিল অ্যানী। সে মনে মনে বিবেচনা করিল, কুড়ি বৎসর বয়স অতীত হইয়াছে, যোগ্যপাত্রের সহিত বিবাহ হইবার আশা তিরোহিত হইয়াছে। যদিও বিবাহ হয়, তাহা তাদৃশ সুখের হইবে না। তথাপি ভাবিত, কোন ব্যবসায়ী লোকের পত্নী কিম্বা কোন ভদ্রলোকের উপপত্নী হওয়া সম্ভব হইতে পারে; বাজারের এক জন দোকানদার তাহার রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল; ওয়েন নামক এক জন ভদ্রলোক তাহার অপরূপ রূপের পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে উপপত্নী করিবার চেষ্টায় উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। মিষ্টার ওয়েন তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না, কিন্তু দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন, লেভিসন পরিবারের সহিত তাঁহার নিকটসম্পর্ক ছিল। অ্যানীও ইন্দ্রিয়সুখভোগের পিপাসায় পাগলিনী, গৃহত্যাগ করিয়া ওয়েনের সঙ্গে পলায়ন করিতে তাহার মন হইয়াছিল, গোপনে এক রাত্রে ওয়েনের সঙ্গেই পলায়ন করিল।

ধর্ম্মপরায়ণা পবিত্রহৃদয়া লিডিয়ার প্রাণে অ্যানীর পলায়নে বড় আঘাত লাগিল, কিন্তু মেলিসা ও লিলিয়ান স্থির করিল, অ্যানীর অবলম্বিত পন্থাই ঠিক। তাহাদের মনের ভাব লিডিয়া ঠিক বুঝিল, তজ্জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিল; স্পষ্টই বলিল, ঐ পথে যদি যাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমাদের নিজের নিজের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করা হইবে। ও কথা তাহারা শুনিবে না, লিডিয়া তাহা বেশ বুঝিয়াছিল; মনে মনে তাহার ভয় হইয়াছিল, অ্যানীর দৃষ্টান্তই তাহারা ভাল মনে করিবে, তাহার নিজের পরামর্শ ও ব্যবহার গ্রাহ্য হইবে না।

ওয়েনের সহিত অ্যানীর পলায়নের অব্যবহিত পরে আর এক ঘটনা হয়। বেক্‌ফোর্ড নামক এক জন রূপবান্ যুবা কিছু দিনের জন্য রচেষ্টার নগরে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, বয়স অনুমান ২২।২৩ বৎসর। কোন নগরবাসীর সহিত মিশিতেন না, কাহারও সহিত পরিচিত হইবার জন্য কোন বড়লোকের সুপারিস-

পত্রও আনেন নাই, কাহারও সহিত আলাপও করিতেন না,একাকী স্বতন্ত্র বাসায় থাকিতেন ; তাঁহার যথেষ্ট টাকা ছিল ; সঙ্গে একজন সর্দ্দার পরিচারক ছিল, এক জন সহিস্ ছিল, এক জোড়া অশ্ব ছিল। দেশভ্রমণকালে অধিকাংশ সময় তিনি অশ্বারোহণে বেড়াইতেন। এক দিন সেই মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড অশ্বারোহণে নগরের রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, সে দিন মেলিসাও একাকিনী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল, পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। মেলিসার রূপে বেক্‌ফোর্ডের চিত্ত বিমোহিত হইয়াছিল, তাহার বংশ পরিচয় জানিলেন না, কোথায় থাকে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন না,তাহার এক ভগ্নী একজন নাগরের সহিত পলায়ন করিয়াছে, কেবল এইটুকু জানিতে পারিয়াই তিনি তাহার নিকটে গিয়া প্রেমের কথা তুলিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে মেলিসার ইচ্ছা হইল না, কারণ মেলিসা নিজেও সেই পুরুষের রূপের আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়াছিল ; সেই দিন অবধি সহরের বড় রাস্তায় ও গলী রাস্তায় নির্জ্জন স্থান পাইলেই তাহারা প্রেমের কথা বলাবলি করিত। লোকটির সত্য নাম বেক্‌ফোর্ড কি না, তাহা প্রকাশ পায় নাই, তিনি নিজে কিন্তু বেক্‌ফোর্ড বলিয়া পরিচয় দিতেন। হন্‌কিন্-পরিবারের কুলমর্য্যাদা কেমন, জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি তাহা জানিয়া লইতে পারেন, সে অঞ্চলে তাঁহার তেমন জানাশোনা লোক কেহই ছিল না ; সুতরাং ঐ প্রণয়ের ব্যাপারটা তিনি কেবল তাঁহার মনে মনেই রাখিয়াছিলেন। অধিকন্তু যে কার্য্যে মানের খর্ব্বতা হয়, তেমন কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না, সেই জন্য তিনি মেলিসাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অন্য ইচ্ছা থাকিলে তিনি অতি সহজ উপায়েই তাহাকে হস্তগত করিতে পারিতেন।

মেলিসা অতি শীঘ্রই মিষ্টার বেক্‌ফোর্ডকে ভালবাসিতে শিখিল ; অনুরাগটা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, অতি শীঘ্রই বিবাহ হইয়া গেলে তাহার মনোরথ পূর্ণ হইত ; রিপু প্রবল হইলেও বিবাহের পূর্ব্বে অতিকষ্টে সে সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল। ভালবাসা রহিল, কিন্তু বিবাহের বিলম্ব হইতে লাগিল। কয়েক মাস এই রকমে গেল, হঠাৎ একদিন বেক্‌ফোর্ড তাহাকে বলিলেন, "রচেষ্টারে আমার আর নির্জ্জনবাস বেশী দিন থাকিবে না, শীঘ্রই আমি দেশে চলিয়া যাইব। চ্যান্‌সারী কোর্টে আমাদের একটা মকদ্দমা ছিল, শাখাপল্লব বিস্তৃত হইয়া সেই মকদ্দমা নিতান্ত বিজটিল হইয়া উঠিয়াছিল, জটিলতার মধ্যে একটা শাখা "আদালত অবজ্ঞা।" আইনের কূটার্থে সেই দায় হইতে আমি অব্যাহতি পাইলাম। মূল মকদ্দমায় আমার জিত হইয়াছে। যে সম্পত্তি লইয়া মকদ্দমা, সেই সম্পত্তিতে আমি অধিকারী হইয়াছি।"

মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড ঐ কথাগুলি মেলিসাকে বলিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা সমস্তই সত্য। সমস্তই সত্য বলিলেন, কেবল সত্য নামটি বলিলেন না। বেক্‌-ফোর্ড নামটা মিথ্যা নাম; চ্যান্‌সারী কোর্টে অসঙ্গত বিলম্বে মকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়, সেই নিমিত্ত কিছুদিনের জন্য তিনি ঐ মিথ্যা নামে পরিচয় দিয়া রচেষ্টারে ছিলেন।

রচেষ্টার ছাড়িয়া বেক্‌ফোর্ডের স্বদেশে যাইবার সময় অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল; সেই সময়ে তিনি মেলিসাকে বলিলেন, "কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কারণ আছে, তন্নিমিত্ত আমাদের এ বিবাহটি সঙ্গোপনে সম্পাদিত হওয়া আমি আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।" এই প্রসঙ্গে যাহা তিনি বলিলেন, দেশের প্রমত্ত নায়কগণের পক্ষে প্রেমোন্মাদিনী নায়িকাগণকে ঐরূপ কথা বলা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ। কথাটা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কিম্বা কামিনীগণকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহারা অনেক প্রকার ছল-কৌশল কল্পনা করেন। এ ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যাহাই হউক, মেলিসা সে সকল কথায় অবিশ্বাস করে নাই; পূর্ণ-বিশ্বাস করিয়াই সে তাহার দুই ভগ্নীকে (লিডিয়াকে ও লিলি-য়ানকে) সেই বিষয় লিখিয়া পাঠাইল। জ্যেষ্ঠা লিডিয়া যেরূপ বুদ্ধিমতী ও যেরূপ ধর্ম্মভীরু, সে ঐ পত্র পাইয়া উত্তরে লিখিল, বিশেষরূপে অনুসন্ধান না লইয়া গুপ্ত-বিবাহে তুমি সম্মতি দিও না। কিন্তু লিলিয়ান নিতান্ত আশুপ্রত্যয়ী, যাহা শুনে তাহাতেই বিশ্বাস করে। সে লিখিল, কোন দ্বিধা না রাখিয়া গুপ্ত-বিবাহে তুমি রাজি হও।

মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড স্বয়ং তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া ঐ প্রস্তাব করিলেন। লিডিয়ার মনে যদিও সংশয় জন্মিয়াছিল, কিন্তু বেক্‌ফোর্ডের নিজের মুখে উহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার কতকটা সংশয় কমিল, মনে কিঞ্চিৎ কিন্তু রাখিয়াও তিনি সম্মত হইলেন। বেক্‌ফোর্ড বলিলেন, "এই বাড়ীতেই বিবাহ হইবে; স্থূল কথা এই যে, বিবাহটা গোপন রাখা অতি আবশ্যক।" কথাবার্ত্তা স্থির হইল, বেক্‌ফোর্ড "স্পেশাল লাইসেন্স" বাহির করিয়া লইবেন, পুরোহিত সঙ্গে করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইবেন, ইহাও অবধারিত হইয়া রহিল।

বিবাহের দিন আসিল। মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড এক জন পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া যথাসময়ে বিবাহ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। "স্পেশাল লাই-সেন্স" দেখান হইল, পুরোহিত উপাসনা-মন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ দিলেন; লিডিয়া এবং লিলিয়ান পাত্রীর সহচরীরূপে বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিলেন; তাঁহারা আদর করিয়া ভাগ্যবতী ভগ্নী মেলিসাকে "মিসেস্ বেক্‌ফোর্ড" বলিয়া অভিনন্দন করি-লেন। অল্পক্ষণ পরে নবদম্পতী চৌঘুড়ী আরোহণ করিয়া লণ্ডনে চলিয়া গেলেন।

রাজধানীর সন্নিকটস্থ সহরতলীর মধ্যে একখানি পরম সুন্দর বাটীতে মেলি-সাকে স্থান দেওয়া হইল, মেলিসা সেই বাড়ীর সর্ব্বময়ী গৃহিণী হইলেন।

বিশেষ গুহ্য কারণে গোপনীয় বিবাহে বাধ্য হইতে হইল, বিবাহের পূর্ব্বে মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড এই কথা বলিয়া মেলিসাকে স্তোক দিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার বৃদ্ধ পিতা বর্ত্তমান, তাঁহার মেজাজ বড় কড়া, আপন ইচ্ছামতই তিনি সকল কার্য্য করেন; সঙ্কল্প করিয়া যেটা ধরেন, কিছুতেই সেটা ছাড়েন না। তিনি যদি এই গুপ্ত-বিবাহের কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমাকে আমার প্রাপ্য-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন, একটি শিলিংও প্রদান করিবেন না; এই কারণে এই বিবাহবৃত্তান্ত আপাততঃ গোপন রাখিতে হইতেছে।" কেবল মুখে এই কথা বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া রহিলেন না, নিত্য নিত্য প্রমাণ দেখাইতে লাগিলেন। প্রত্যহ সহরতলীর বাড়ীতে মেলিসার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন, অনেকক্ষণ থাকেন, পিতার ভয়ে একদিনও সে বাড়ীতে রাত্রিবাস করেন না।

বিবাহের পূর্ব্বে বেক্‌ফোর্ড মেলিসাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, সময়ে তিনি অতুল সম্পদের উত্তরাধিকারী হইবেন। সেই কথা মেলিসার মনে ছিল। সেই শুভসম্পদে বঞ্চিতা হইবার ভয়ে মেলিসা তাঁহার স্বামীর সকল কথাতেই সম্মত হইয়া রহিলেন। বেক্‌ফোর্ড সেই সময় আরও বলিয়াছিলেন, "রচেষ্টারে যখন তুমি তোমার ভগ্নীদুটিকে পত্র লিখিবে, আমাদের গুপ্তবিবাহের হেতুবাদের ঐ কথাটা সে সকল পত্র লিখিয়া দিও না।"—সেই নিষেধেও মেলিসা বিনা আপত্তিতে সম্মত।

যথাসময়ে মেলিসা একটি কন্যা প্রসব করিলেন; কন্যার নাম হইল ক্লারা। কন্যারত্ন লাভ করিয়া স্নেহবতী মেলিসা নিয়ত বিশুদ্ধ মাতৃস্নেহে সেটিকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। বেক্‌ফোর্ড যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকেন, জননী ততক্ষণ কন্যাটিকে লইয়া আদর-যত্ন করিয়া, একপ্রকার মনের সুখে সময়যাপন করেন।

মেলিসার কথা এখন এই পর্য্যন্ত থাকুক, এক্ষণে আমরা লিলিয়ানের কথা বলিব। মেলিসার বিবাহের পর লিলিয়ান তাহাদের রচেষ্টারের বাড়ীতে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী লিডিয়ার নিকটেই রহিলেন। ঘটনাক্রমে এক জন যুবাপুরুষের সহিত তাঁহারও সাক্ষাৎ হইল, সেই যুবকের নাম বারনার্ড অড্‌লী। লিলিয়ানের রূপ-লাবণ্যে অড্‌লী এককালে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। বারনার্ড অড্‌লী বড় ঘরের ছেলে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্যে ব্রতী হন। অপর দুটি ভগ্নী অপেক্ষা লিলিয়ান তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী লিডিয়াকে বড়

ভয় করিতেন, কনিষ্ঠা ভগ্নী বলিয়া লিডিয়াও মাতৃবৎ স্নেহে লিলিয়ানকে বেশী ভাল বাসিতেন; অল্পবয়স্ক কুমারী পাছে বিভ্রমে পদার্পণ করে, সেই সন্দেহে সর্ব্বদা তাহার চালচলনের প্রতি নজর রাখিতেন।

লিডিয়ার তত সতর্কতা থাকিলেও লিলিয়ান কিন্তু গোপনে গোপনে তাঁহার নূতন ভালবাসার নাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছাড়িতেন না। বারনার্ড অড্‌লী বিবাহের কথা তুলিলেন, লিলিয়ানও সে কথায় বিশ্বাস করিলেন;—কিন্তু বিবাহ হইবার অপেক্ষা সহিল না। বেক্‌ফোর্ডের সহিত বিবাহ হইবার অগ্রে মেলিসা যেমন সহিষ্ণুতাসহায়ে অতি পবিত্রভাবে কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন, লিলিয়ান সেরূপ ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না; রিপুপ্রাবল্যে এক প্রকার উন্মাদিনী হইয়া নূতন নাগরের হস্তে কুমারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলেন। কেন শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ হইতে পারিবে না, তৎসম্বন্ধে চতুর নাগর এই বলিয়া লিলিয়ানকে বুঝাইলেন যে, "এখনও আমার বিবাহের বয়স হয় নাই, সর্ব্বপ্রকারে অভিভাবকগণের অধীনে থাকিতে হইতেছে,এ সময়ে তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া কার্য্য করিলে, পৈত্রিক বিষয়-আসয়ে বঞ্চিত হইতে হইবে, এ অবস্থায় তোমায় এখন বিবাহ করিলে,তোমাকে আমাকে উভয়কেই চিরজীবন দারিদ্র্যপীড়নে কষ্ট পাইতে হইবে। কোন সন্দেহ না রাখিয়া আশুপ্রত্যয়ী লিলিয়ান সেই সকল কথায় পূর্ণবিশ্বাস স্থাপন করিলেন। গির্জ্জার ধর্ম্মব্রতাচারী নাগরটির পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি যে কল্পনাবলে রচিত, মিথ্যাকথায় সজ্জিত, লিলিয়ানের মনে সে সন্দেহ আসিল না। অবশেষে অবৈধপ্রণয়ে যখন তাহার গর্ভ হইল, তখন তিনি জোর করিয়া বারনার্ড অড্‌লীকে ধরিয়া বসিলেন, ব্যগ্রতাসহকারে মিনতি করিয়া বলিলেন, "যত কিছু বিপদ্ ঘটে ঘটুক, শীঘ্র তুমি আমাকে বিবাহ কর।"

বারনার্ড অড্‌লী পূর্ব্বঅঙ্গীকার লঙ্ঘন করিতে রাজি হইলেন না; যেরূপ ওজর করিয়া বিবাহ স্থগিদ রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেইরূপেই সেই সকল বাক্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিলেন। ক্রমে ক্রমে লিলিয়ানের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিল, গর্ভ গোপন করিয়া রাখা দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইল,—অপমানের ভাবী যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল; এ সঙ্কটে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া ফেলিবেন, অস্থির মনে ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল।

লিলিয়ানের অবস্থা দেখিয়া লিডিয়ার মনে কিছু কিছু সন্দেহ আসিল, কিন্তু সত্য ঘটনা যে কি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; লিলিয়ানকে নিকটে ডাকিয়া কত কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, লিলিয়ান কেবল রাগিয়া রাগিয়া উঠিলেন; উভয় ভগ্নীতে তদুপলক্ষে কলহ উপস্থিত হইল; সে কলহে লিডিয়ার

কিছুমাত্র দোষ ছিল না ;—লিলিয়ান যদি সত্য কথা বলিতেন, তাহা হইলে হয় ত একটা উপায় হইতে পারিত ; লিলিয়ান কিন্তু কিছুতেই একটিও সত্য কথা প্রকাশ করিলেন না।

অতঃপর বারনার্ড অড্‌লীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে লিলিয়ান কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "যদি তুমি এ অবস্থায় শীঘ্র আমাকে বিবাহ করিতে না পার, তবে আমাকে এখান হইতে কোন দূরদেশে লইয়া চল।" ভয় পাইয়া বারনার্ড সম্মত হইলেন ; উভয়ে রচেষ্টার হইতে পলায়ন করিলেন।

এক ভগ্নী পলায়ন করিল, এক ভগ্নী এক জনকে বিবাহ করিয়া স্থানান্তরে গেল, কনিষ্ঠা ভগ্নীটিও আর এক জনের সঙ্গে পলাইল ; সুতরাং জ্যেষ্ঠা লিডিয়া নিরানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া আপনাদের নিরানন্দময় গৃহে একাকিনী বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, লিলিয়ানের অন্বেষণে বাহির হইবেন, কিন্তু কোথায় গেল লিলিয়ান, তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি লণ্ডনে চলিয়া গেলেন, লণ্ডনের সহরতলীতে মেলিসা বাস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, যে ঘটনা হইয়াছে সব তাঁহাকে বলিলেন, মেলিসা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। লিডিয়া সেখানে বিলম্ব করিলেন না ; মিষ্টার ওয়েনের সহিত অ্যানী কোথায় বাস করিতেছে, অনুসন্ধান করিয়া তাহা জানিয়া লইয়া, তিনি তথায় গিয়া অ্যানীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, অ্যানীকেও সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। মিষ্টার ওয়েনের সহিত অ্যানীর যদিও বিবাহ হয় নাই, অ্যানী তথাপি মিসেস্ ওয়েন নামে পরিচিতা হইয়াছেন। লিডিয়া যে সকল কথা বলিলেন, মিসেস্ ওয়েন তাহাতে তাদৃশ দোষ বিবেচনা করিলেন না। তিনি মন্তব্য দিলেন, "লিলিয়ান যে পথে নিজে সুখী হইবে বিবেচনা করিয়াছে, সেই পথে গিয়াছে, তাহাতে দোষ কি ?"

নিতান্ত ভগ্নান্তঃকরণে অভাগিনী লিডিয়া তাঁহাদের দুঃখময় রচেষ্টারের নিকটবর্ত্তী শূন্য-নিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন ; সেখানে তাঁহার কি কার্য্য ?—যাহা যাহা ঘটিয়া গেল, নির্জ্জনে সংগোপনে বসিয়া বিষণ্ণ অন্তরে তিনি কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বারনার্ড অড্‌লীর সঙ্গে লিলিয়ান পলাইয়া গিয়াছিলেন ; উভয়েরই বয়স কম ; উভয়ের মধ্যে কেহই একুশ বৎসরের সীমা অতিক্রম করেন নাই। উভয়েরই অর্থের অভাব ; পিতা মাতার নিকট হইতে বারনার্ড কেবল যৎসামান্য মাসহারা পান। এ দিকে তিনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত অপব্যয়ী, অত্যন্ত নির্দ্দয়, অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত। প্রবাসে গিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অন্তরের ভাবান্তর হইল ;

লিলিয়ানের প্রতি ভালবাসা কমিল, লিলিয়ানকে তিনি গলগ্রহ মনে করিতে লাগিলেন।

লিলিয়ানকে লইয়া বারনার্ড অড্‌লী এ স্থান, ও স্থান, নানা স্থান, নদীকূল, সাগরকূল ইত্যাদি সুখকর স্থানে পরিভ্রমণ করিলেন। সময় উপস্থিত হইল, লিলিয়ানের গর্ভ দশম মাস পূর্ণ; সময়ে তিনি একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন।

সূতিকাগার হইতে বাহির হইবার অব্যবহিতকাল পরেই লিলিয়ান হঠাৎ এক মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিলেন। তাঁহার নিদারুণ নিষ্ঠুর প্রতারক সতীত্বহারক একদিন তাহাকে পরামর্শ দিল, "ছেলেটা আমাদের বিষম গলগ্রহ হইল, ওটাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল!"

ঐ সাংঘাতিক কথাটা শুনিয়াই লিলিয়ান ভয়াকুলদৃষ্টিতে সেই নৃশংস বক্তার মুখপানে চাহিলেন; কি কথা শুনিলেন, তাহা যেন বিশ্বাস করিতেই পারিলেন না; মনে করিলেন, হয় ত শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভ্রম হইয়া থাকিবে। তাঁহার তৎকালের মুখের ভাব ও নয়নের দৃষ্টি সন্দর্শন করিয়া, কথাটা উল্‌টাইয়া লইয়া, একটু হাসিয়া হাসিয়া বারনার্ড বলিলেন, "তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঠাট্টা করিয়া ও কথাটা আমি বলিয়াছি!"

যে লোকটা পরামর্শ দিয়াছিল, কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া আবার তামাসা বলিয়া স্তোক দিয়াছিল, অল্পদিন পরেই সেই লোকটা পলাইয়া গেল! হতভাগিনী লিলিয়ান এককালে সংসার অন্ধকার দেখিল! এককালে নিঃসম্বল, এককালে নিরুপায়! তাহার উপর আরও দায়! যে বাড়ীতে তাহারা বাস করিতেছিল, সেটা ভাড়াটিয়া বাড়ী; কয়েক মাসের বাড়ীভাড়া বাকী, বাড়ীওয়ালা তাগাদা করিতে আরম্ভ করিল। দুঃখিনী কোথা হইতে শোধ করিবে, সে উপায় ছিল না; তাহার তখনকার যন্ত্রণার কথা লিখিয়া বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যন্ত্রণায় তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, বুদ্ধিশক্তি যেন তিরোহিত হইয়া আসিল, জ্ঞান যেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। অভাগিনী লিলিয়ান সে সময়ে ঠিক যেন পাগলিনী! সেই পাষণ্ডটা পূর্ব্বে যে পরামর্শ দিয়াছিল, পাগল অবস্থায় হতভাগিনী সেই ভয়ানক কার্য্য সম্পাদন করিল! ছেলেটাকে গলা টিপিয়া মারিল!

শিশুহত্যা অপরাধে লিলিয়ান পুলিসের হস্তে বন্দিনী হয়, তাহাকে হাজতগারদে রাখা হয়। সেই সময় খবরের কাগজে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তাহার ভগ্নীরা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। কেন না, বারনার্ড এবং লিলিয়ান উভয়েই প্রবাসে মিথ্যা-নামের পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছিল। সেরূপ অবস্থায় লিলিয়ানকেই শিশুঘাতিনী বলিয়া বুঝিয়া লওয়া কাহারো

পক্ষেই সুসাধ্য ছিল না। সেসনের বিচারে লিলিয়ান খালাস পায়। চিত্তের অস্থিরতাবশে খুন করিয়াছে, এই হেতুবাদে খালাস পায় নাই, অভিযোগের বয়ানের মধ্যে ত্রুটী ঘটিয়াছিল। কোর্টের সেরিফ সেই দুঃখিনীর পক্ষ-সমর্থনার্থ যে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনিই অভিযোগ-পত্রের সেই ত্রুটী ধরিয়া দেখাইয়া দেন, তাহাতেই হতভাগিনী মুক্তিলাভ করিয়াছিল। আদালতের বিচারে, আইনের কূটতর্কে যদিও খুনদায়ে মুক্তিলাভ, যদিও কারাবাস-দণ্ড পর্য্যন্ত হইল না, কিন্তু পাপিনী যখন বিচারালয় হইতে বাহির হইল, তখন তাহার ললাটে যেন লেখা রহিল, "হত্যাকারিণী—পাপীয়সী।"

লিলিয়ানের বিচারের সময় তাহার সত্যনাম প্রকাশ পাইয়াছিল। নাম ও অপরাধ সেই সময়ের খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছিল। ঘটনাসূত্রে লিডিয়া সেই সংবাদ পাঠ করিয়াছিলেন। যে নগরে বিচার হইতেছিল, উন্মাদিনীর ন্যায় দ্রুতগতিতে সেই নগরে তিনি ছুটিয়া গিয়াছিলেন; বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়া শুনিলেন, আসামী খালাস পাইয়াছে; খালাসের হুকুম শুনিবামাত্র সে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে; কোথায় গিয়াছে, কেহই জানে না; কেহই বলিতে পারিল না।

হতাশ হইয়া লিডিয়া রচেষ্টারে ফিরিয়া আসিলেন, বাড়ীঘরে বিষণ্ণতামাখা। বিপদের উপর বিপদ, ভগ্নী তিনটি তফাৎ হইয়া গেল, ওদিকে যে কোম্পানীর আপিস হইতে জীবিকা-নির্ব্বাহের টাকা আসিত, সে কোম্পানী দেউলে হইয়া গেল! অভাগিনীর আহারের সংস্থান পর্য্যন্ত রহিল না!

এ অবস্থায় কি উপায় হয়?—লিডিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া মেলিসার বাসস্থানে ছুটিয়া গেলেন; দুঃখের উপর নূতন দুঃখ, বিপদের উপর নূতন বিপদ, সেই সকল কথা মেলিসাকে বলিবেন, এইরূপ ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মেলিসা তখন পুনরায় গর্ভবতী; পূর্ণ দশ মাস। সে সময় দুঃখের কথা তাঁহাকে শুনাইয়া যন্ত্রণাবৃদ্ধি করিতে লিডিয়ার ইচ্ছা ছিল না; ভগ্নীর সেবা-শুশ্রূষার নিমিত্ত সেইখানেই তিনি রহিয়া গেলেন। মেলিসা আর একটি কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যার নাম লুইসা।

মেলিসার প্রসবের এক মাস পরে মিষ্টার বেকফোর্ড তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। এক জন বৃদ্ধা ধাত্রী সেইখানে উপস্থিত ছিল, সেই ধাত্রী মেলিসাকে প্রসব করাইয়াছিল। ধাত্রীটা অত্যন্ত মাতাল। তাহার পসার কিন্তু বেশ। লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ডের বড় বড় লোকের বাড়ীতে বড় বড় মহিলাগণকে সে প্রসব করায়। সকলের কাছেই তাহার খাতির-যত্ন আছে। সেই ধাত্রী মিষ্টার

বেক্‌ফোর্ডকে চিনিত ;—বেক্‌ফোর্ড নামে চিনিত না, সে জানিত সার আরচিবল্ড মালভারণ। মেলিসার বাড়ীতে দেখিয়াই ধাত্রী তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিল; কিন্তু সার আরচিবল্ড তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিলেন না। দুই বৎসর পূর্ব্বে সার আরচিবল্ড মাল্‌ভারণের বিবাহিতা পত্নী লেডী মাল্‌ভারণ একটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন, ঐ ধাত্রীই প্রসব করাইয়াছিল; সার আরচিবল্ড সেই সময় নিজ বাড়ীতে তাহাকে দেখিয়াছিলেন, দুই বৎসরের কথা। এক জন বড় লোক দুই বৎসর পূর্ব্বে একটি বুড়ীকে দেখিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া তাহাকে চিনিয়া রাখিবেন, কিম্বা চিনিতে পারিবেন, ইহা অসম্ভব; সেই জন্য ধাত্রীকে তিনি চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু ধাত্রী তাঁহাকে বেশ চিনিল। তখনি তখনি প্রকাশ করিয়া দিল না, এক পক্ষ পরে এক দিন বুড়ীটা বেশী মদ খাইয়া মেলিসার সাক্ষাতে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। মেলিসার বুকের ভিতর দারুণ যন্ত্রণানল জ্বলিল; সার আরচিবল্ড মাল-ভারণ রচেষ্টারে বেক্‌ফোর্ড নাম লইয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া আনিয়াছেন, পূর্ব্বের শতপ্রকার ঘটনা স্মরণ করিয়া মেলিসা সেই প্রবঞ্চনাই সাব্যস্ত করিলেন। তাহার তখনকার মানসিক যন্ত্রণা তিনি নিজেই অনুভব করিলেন, সে যন্ত্রণা অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না।

মর্ম্মপীড়ায় মেলিসা শয্যাশায়িনী; দিন দিন ক্ষীণা, দিন দিন অবসন্না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া স্নেহবতী লিডিয়া তখন রচেষ্টারে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না, পীড়িতা ভগ্নীর সেবার জন্য সেই বাড়ীতেই রহিলেন। একমাস পরে সার আর-চিবল্ড মালভরণ উদ্বিগ্নচিত্তে মেলিসাকে দেখিতে আসিলেন; গৃহমধ্যে তাঁহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে ও মনস্তাপে জড়িভূতা হইয়া তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া পরিতাপিণী মেলিসা তীব্রস্বরে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক! তামসিক স্বার্থ-সিদ্ধির অভিলাষে প্রবঞ্চনা করিয়া তুমি আমার এই দশা করিলে! আর আমি বাঁচিব না, তুমি এখন নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। চ্যান্সারী কোর্টে মকদ্দমা করিবার জন্য তুমি যখন রচেষ্টারে গিয়াছিলে, তাহার পূর্ব্বে তোমার বিবাহ হইয়াছিল, সে কথা গোপন করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছ, প্রকারান্তরে আমার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছ; তোমার সেই প্রবঞ্চনার তীব্রবিষে আমার প্রাণ গেল!"

সার আরচিবল্ডের কর্ণে সহসা যেন হলাহল বর্ষণ হইল; ভূতলে জানু পাতিয়া বসিয়া কাতরনয়নে মেলিসার মুখপানে চাহিয়া কাতরবচনে তিনি বলিতে লাগিলেন, "দোহাই পরমেশ্বর! যথার্থই তোমাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, সেই ভালবাসার মোহে দুর্ব্বুদ্ধিবশে আমাকে প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

তোমার সঙ্গে আমার যে বিবাহ, তাহা একটা বিদ্রূপমূলক প্রহসনমাত্র। স্পেসাল লাইসেন্স আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সেটা বাস্তবিক মিথ্যাকথা নহে; নির্দ্দিষ্ট "ফী" প্রদান করিয়া এক জন কেরাণীকে ঘুষ দিয়া তাহা আমি লইয়াছিলাম; যে কেহই ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তিই ঐ প্রকারে ঐরূপ দলীল অনায়াসে হস্তগত করিতে পারে। তাহার পর পুরোহিতের কথা। রাস্তার একটা মাতালকে মদ খাইবার টাকা দিয়া, পুরোহিত সাজাইয়া আমি তোমাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলাম। সে বিবাহকে বিবাহ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। আমি অপরাধী—মহা অপরাধে অপরাধী,—মেলিসা—ওঃ—প্রাণাধিকা মেলিসা! দয়া করিয়া তুমি আমাকে ক্ষমা কর! প্রতারণা করিয়া মিথ্যাবিবাহে ভুলাইয়া তোমাকে আমি এখানে আনিয়াছি, এ কথা প্রকাশ পাইলে আমার বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে এবং আমাদের সমাজের লোকের কাছে আমি যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া অপদস্থ হইব। মিনতি করিয়া বলিতেছি, কথাটা যেন কোন প্রকারে প্রকাশ না হয়।"

মেলিসা সত্য সত্য অকপটে বেকফোর্ড নামধারী সার আরচিবল্ডকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া ছিলেন, সরলতাগুণে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অনুতাপী ব্যারনেট্‌কে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলেন, কোন সূত্রে সে প্রতারণার কথা প্রকাশ পাইবে না; ধর্ম্মপ্রমাণে এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন।

পরিতাপিনী লিডিয়া অতি অল্প দূরে বসিয়াছিলেন, সার আরচিবল্ডের মুখের কথাগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দুঃখের সহিত,—পরিতাপের সহিত তাঁহার অন্তরে ক্রোধোদয় হইল, কিন্তু সে ক্রোধ তিনি সে ক্ষেত্রে প্রকাশ করিলেন না; নীরবে সজলনয়নে কেবল আরচিবল্ডের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মেলিসার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সার আরচিবল্ড বহুবিধ যত্নে ভাল ভাল চিকিৎসক আনাইয়া যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইলেন, কোন প্রকার ঔষধেই কিছুমাত্র উপকার হইল না; এক পক্ষের মধ্যেই অভাগিনী মেলিসা ইহসংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া গেল। অতিকষ্টে স্নেহময়ী লিডিয়া কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিলেন। উপযুক্ত অবসরে সার আরচিবল্ড মাল্‌ভরণের সহিত নির্জ্জনে তাঁহার অনেকগুলি কথা হইল। যাহার পর নাই দুরবস্থা, বৃত্তি-প্রাপ্তির উপায়-স্থল দেউলিয়া। মেলিসার কন্যাছুটির প্রতিপালন ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হইল, অর্থের সম্পূর্ণ অভাব, এ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য, লিডিয়া

সর্ব্বাগ্রে সেই কথাই সার আর্‌চিবল্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই সার আর্‌চিবল্ড উত্তর করিলেন, "বৎসরে কত টাকা হইলে আপনার চলিবে? কন্যাদুটির প্রতিপালনে ও শিক্ষাদানে কত টাকা ব্যয় হইবে, আপনি অনুমতি করুন, বর্ষে বর্ষে তাহাই আমি প্রদান করিব।"

বুদ্ধিমতী লিডিয়া কেবল বুদ্ধিতে, দয়াতে, সরলতাতেই বিভূষিতা ছিলেন, তাহা নয়, সংসারের মিতাচার ও আবশ্যকমত মিতব্যয়ে তিনি সবিশেষ যত্নবতী ছিলেন। সার আর্‌চিবল্ডের প্রস্তাবে তিনি উত্তর করিলেন, "বৎসরে এক শত কুড়ি পাউণ্ড হইলেই আমি সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে পারিব।"

বিনা দ্বিরুক্তিতে সার আর্‌চিবল্ড তাহাতেই সম্মত হইলেন; লিডিয়াকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনার স্বাক্ষরিত হুণ্ডি কিম্বা মেলিসার কন্যাদুটির অনুকূল পক্ষ হইতে স্বাক্ষরিত হুণ্ডি প্রেরিত হইলে ছয়মাস অন্তর লণ্ডন ব্যাঙ্কের এজেণ্টের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে টাকা আসিবে। ব্যাঙ্কে সর্ব্বদাই আমার টাকা জমা থাকে, ব্যাঙ্ককে আমি উপদেশ দিয়া রাখিব, আপনার ঠিকানায় টাকা প্রেরণে কিছুমাত্র অন্যথা হইবে না; টাকার অভাবে আপনাকে কষ্ট পাইতে হইবে না, সে বিষয়ে আপনি কোন চিন্তা করিবেন না; আমার বাক্যের উপর বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

ঐরূপ নিয়মে লিডিয়ার কোন আপত্তি হইল না, সার আর্‌চিবল্ডের কথামতই বন্দোবস্ত ঠিক হইল। দুই এক দিন লিডিয়াকে সেই বাড়ীতে রাখিয়া, তৃতীয় দিবসে তাঁহার হস্তে একশত গিনির নোট প্রদানপূর্ব্বক সার আর্‌চিবল্ড বলিলেন, "মেয়ে দুটিকে লইয়া তবে আপনি এখন আপনার ইচ্ছামত স্থানে যাইতে পারেন। ব্যাঙ্কের বন্দোবস্তের কথা যাহা বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আপততঃ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা আমার ইচ্ছা। যেখানে আপনি থাকিবেন, পত্র লিখিয়া আমাকে জানাই-বেন; আমার ঠিকানা ২০নং হানোভার স্কোয়ার, এই কথাটি মনে রাখিবেন।

কথাগুলি লিডিয়ার কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু ধারণা হইল না। তিনি সেই সময় অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। সার আর্‌চিবল্ড বলিয়াছেন, ইচ্ছামত স্থানে যাইতে পারেন। অন্তরে বেদনা পাইয়া দুঃখিনী লিডিয়া সাশ্রুনেত্রে তাঁহাকে বলিলেন, "আমার ইচ্ছামত স্থান এখন কোথায় হইবে, তাহা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না। যে নাম এখন আমার আছে, এ নামও আমি রাখিব না; হন্‌কিন্‌ বংশে আমার জন্ম, বংশের সেই উপাধিটিও আমি ঢাকিয়া রাখিব। আমার তিনটি ভগ্নীর দ্বারা আমাদের কুল কলঙ্কিত হইয়াছে, বংশের উপাধিকে আমি কলঙ্কিত করিব না। আমার নিজের কোন দোষ নাই, তথাপি হন্‌কিন নামে-

পরিচয় দিব না। যে নাম আমি ধারণ করিব, সেখানে আমি থাকিব, পত্রের দ্বারা তাহা আমি আপনাকে লিখিয়া জানাইব।

কি মনে করিয়া সার্ আর্চিবল্ড বলিলেন, "আমার একটা নূতন কথা বলিবার আছে। আমার প্রকৃত নাম আপনি শুনিয়াছেন, ভবিষ্যতে আমাকে পত্র লিখিবার সময় এই নামটী কিন্তু আপনি ব্যবহার করিবেন না; আপনার ভগ্নীকে বিবাহ করিবার সময়, আমি বেক্‌ফোর্ড নামে পরিচয় দিয়াছিলাম, বেক্‌ফোর্ড নামে শিরোনামা দিয়াই আপনি আমায় পত্রাদি লিখিবেন। ব্যাঙ্কারকেও আমি ঐরূপ উপদেশ দিয়া রাখিব। আপনার অর্দ্ধবার্ষিক হুণ্ডিও আপাততঃ আপনি আমার নামে পাঠাইবেন, আমি আপনাকে টাকা পাঠাইয়া দিব; তাহার পর যখন যেরূপ বন্দোবস্ত হইবে, তাহা আপনি জানিতে পারিবেন।

সেই দিবসেই কন্যাদুটী লইয়া লিডিয়া লণ্ডন হইতে যাত্রা করিলেন, প্রথমে রচেষ্টারে গেলেন, সেখানকার বাড়ীটা ছাড়িয়া দিয়া, প্রাচীন ক্যাণ্টারবেরী নগরে এক নিভৃত পল্লীতে একখানি সামান্য বাড়ী ভাড়া লইয়া, কন্যাদুটির সহিত তিনি সেই বাড়ীতেই নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন। সেইখানে তাঁহার নাম হইল মিস্ ষ্টান্‌লী। একশত গিনি সঙ্গে ছিল, তাহা ফুরাইল; মিস্ ষ্টান্‌লী দস্তখত করিয়া বেকফোর্ড নামে শিরোনাম দিয়া সার অর্চিবল্ডের নামে তিনি হানোভার স্কোয়ারে পত্র লিখিলেন।

সার্ অর্চিবল্ড ওদিকে একটা বুদ্ধি খাটাইয়া ইতিমধ্যে তাঁহার নামের ডাকের চিঠির নূতন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এলাকার ডাকহরকরাগণকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া বলিয়া রাখিয়াছেন, মিষ্টার বেকফোর্ড নামে আমার বাড়ীর ঠিকানার যে সকল চিঠি আসিবে, সে সকল চিঠি আমার বাড়ীতে বিলি না করিয়া, ওয়েষ্টএণ্ডে অমুক নম্বর কাপড়ের দোকানে বিলি করিও। দোকানের নম্বর ও দোকানদারের নাম হরকরাগণকে তিনি বলিয়া রাখিয়াছিলেন। বেক্‌ফোর্ডের নামের চিঠি নিজ বাড়ীতে পৌঁছিলে, লেডী মালভরণ সন্দেহ করিবেন, ঈর্ষাবশে কলহ উপস্থিত করিতেও পারিবেন। সেই সম্ভাবনা বুঝিয়াই ঠিকানা পরিবর্ত্তণে ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন। মিস্ ষ্টান্‌লীর চিঠি ও হুণ্ডি ঐ ঠিকানায় আসিতে লাগিল। প্রতিদিন দোকানে বেড়াইতে গিয়া সার্ আরচিবল্ড নিয়মিতরূপে সেই সকল চিঠি পাইতে লাগিলেন; ক্যাণ্টারবেরীর ঠিকানায় টাকা প্রেরিত হইতে লাগিল।

মেলিসার জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম ক্লারা, কনিষ্ঠার নাম লুইসা; পাঠক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে জানিয়া রাখিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাহারা বড় হইতে লাগিল, মিস্ ষ্টান্‌লী মাতৃস্নেহে তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন। গৃহে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়া বিদ্যালয়ে

প্রেরণ করেন; নিত্য নিত্য সদুপদেশ দেন, ভদ্রকুল-কন্যাদের শিক্ষণীয় শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষা দেন, বুদ্ধিমতী বালিকারা যথানিয়মে শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। পরিচয়ের ব্যবস্থাও নূতন; বালিকারা পিতামাতার পরিচয় জানিতে চাহিলে মিস্ ষ্টান্‌লী তাহাদিগকে কি বলিবেন, মনে মনে যুক্তিস্থির করিয়া অবসরক্রমে তিনি তাহা অবধারণ করিলেন, বালিকাদুটির বুদ্ধিশক্তি ও বিবেচনাশক্তির কিঞ্চিৎ পরিপক্কতা হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের পিতা আমার ভ্রাতা ছিলেন, তিনি রাজকীয় সেনাদলে কার্য্য করিতেন, ক্রেমিস্ রণক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়, পতিবিয়োগে ভগ্নহৃদয়া হইয়া অল্প দিন পরেই তোমাদের জননী প্রাণত্যাগ করেন। আমি তোমাদের পিসী হই, আমার নাম মিস্ ষ্টান্‌লী, বংশ পরিচয়ে তোমরাও ষ্টান্‌লী; সুতরাং ক্লারা ষ্টান্‌লী, ও লুইসা ষ্টানলী নামে তোমাদের পরিচয়, ইহা স্মরণ রাখিও।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, বালিকারা বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ যত্নবতী থাকিল, তাহাদের শিক্ষানৈপুণ্য দর্শনে মিস্ ষ্টানলী দিন দিন সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন।

ক্লারার বয়ঃক্রম উনিশ বৎসর, লুইসা সপ্তদশী; সেই সময় গ্রহবশে মিস্ ষ্টান্‌লী হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়িনী হইলেন। তাঁহার জ্ঞানশক্তি ও বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গেল, কুমারীরা এক প্রকার অসহায়িনী হইল, ওদিকে সার্ আরচিবল্ড মাল্‌ভরনের পত্নী লেডী মাল্‌ভরণ একটী বিংশতবর্ষীয় পুত্র রাখিয়া, অল্পদিনের পীড়ায় সংসার-লীলা সম্বরণ করিলেন। তাহার দেড় বৎসর পরে সার্ আর্‌চিবল্ড নিজেও ব্লাক্‌হিল্দের উদ্যান বাটিকায় লেডী আর্‌নেষ্টিনার স্নানাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন; লেডী আর্‌নেষ্টিনার গুপ্তপ্রণয়ে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই মৃত্যু। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পাঠক মহাশয়েরা তাহার বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইয়াছেন। সার্ আরচিবল্ডের মৃত্যু এবং মিস্ ষ্টান্‌লীর সাংঘাতিক পীড়ানিবন্ধন দুটি কুমারী ষ্টান্‌লীর হুণ্ডির টাকা বন্ধ হইল; তাহারা যারপরনাই কষ্টে পড়িল। মিস্ ষ্টান্‌লীর মুখে তাহারা শুনিয়াছিল, হানোভার স্কোয়ারের ২০নং বাড়ী হইতে মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড বৎসরে দুইবার হুণ্ডির টাকা পাঠাইয়া দেন; দুঃখের দশায় সেই কথা স্মরণ করিয়া, ক্যান্টারবরীর বাড়ীতে লুইসাকে পীড়িতা পিসীমার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া, কুমারী ক্লারা একাকিনী লণ্ডননগরে যাত্রা করিল।

১৮১৪ অব্দের জুলাই মাসের মধ্য অবসরে কুমারী ক্লারা ষ্টান্‌লী লণ্ডনে গিয়া পৌঁছিল; প্রথমেই হানোভার স্কোয়ারের ২০ নং বাড়ীতে উপস্থিত

হইল; মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড কোথায়, সেই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বেক্‌ফোর্ড নামে কোন ব্যক্তি এ বাড়ীতে থাকেন না, এ পাড়াতেও কোন বেক্‌ফোর্ড নাই, মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড কোথায় থাকেন, সে কথাও কেহ বলিতে পারিল না।

স্যার আরচিবল্ড মাল্‌ভরণের নাম ক্লারা কখনও শোনে নাই, ঐ ২০নং বাড়ীতে স্যার আরচিবল্ড থাকিতেন, ইহা শুনিয়া তাহার আশ্চর্য্যবোধ হইল। কি করিবে, কোথায় যাইবে, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। যখন শুনিল, স্যার আরচিবল্ডের পুত্র মিষ্টার ভ্যালেণ্টাইন এই বাড়ীতে আছেন, সে তখন ভ্যালেণ্টাইনের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিল; ভ্যালেণ্টাইন দেখা দিলেন; তাঁহার মুখেও দুঃখিনী ক্লারা কোনরূপ সন্তোষকর উত্তর পাইল না। পিতার নিরুদ্দেশে ভ্যালেণ্টাইন তখন নিতান্ত চলচ্চিত্ত ছিলেন, সুন্দরী ক্লারাকে দেখিয়া তাঁহার মনে অন্য কোন ভাবের উদয় হইল না, অথচ ক্লারার মলিন বেশ ও মলিন বদন দেখিয়া, তাহার প্রতি তাঁহার দয়া ও সহানুভূতির সঞ্চার হইল। হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে কে যেন কোন অজ্ঞাতভাষায় মৃদু উচ্চারণে তাঁহাকে বলিয়া দিল, ঐটি তোমার বৈমাত্রেয় ভগিনী।

হতাশে হানোভার স্কোয়ার হইতে বাহির হইয়া, কুমারী ক্লারা লণ্ডন ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইল; কেণ্টারবরির মিস্ ষ্ট্যান্‌লীর নামে হুণ্ডীর টাকা কেন পায় না, মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড কোথায়, ব্যাঙ্কের কয়েকজন কেরাণীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সেখানেও সন্তোষকর উত্তর পাইল না; হতাশের উপর আরও অধিক হতাশে অভাগিনী ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া আসিল। চক্ষের সম্মুখে দরিদ্রতার বিভীষণ মূর্ত্তি! চলিত কথায় যাহাকে দরিদ্রতা বলে, কেবল সেই দরিদ্রতাই অভাগিনীকে ভয় দেখাইল না; অন্তরে অন্তরে সে বেশ বুঝিয়া লইল, এইবার এককালে পথের ভিখারিনী হইতে হইল। কেবল নিজের জন্য ভয় নয়, অসহায়া দুঃখিনী ভগিনী ও শয্যাশায়িনী পিসীমার কি দশা হইবে, তাহা ভাবিয়াই অধিক ভয়।

ক্লারার স্বভাবে কিছু কিছু দোষ প্রবেশ করিয়াছিল, তথনো সে সকল দোষ সেই কুমারী হৃদয়ে পূর্ণাধিকার পায় নাই; বাস্তবিক তাহার অন্তরে সাধু-প্রবৃত্তির পবিত্র আসনও ছিল। দারিদ্র্যপীড়নের ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, আশায় নিরাশ হইয়া অগ্রে সেই ভয় তাহার মনে আসিল। সেই মহা বিপদ এড়াইবার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে সে যদি আত্মোৎসর্গ করে, তাহা

হইলে স্নেহময়ী ভগ্নী ও অন্যান্য প্রিয়জনের ধ্বংসের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে, অভাগিনী সেই ভয়ে ঘন ঘন কাঁপিল!

ক্লারার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ সম্বল ছিল; গাড়ী করিয়া বাড়ী যাইবে, সেই আকিঞ্চনে সে তখন গ্রেস্ চার্চ্চ ষ্ট্রীটের গাড়ীর আড্ডায় উপস্থিত হইল। টিকিট ঘরের নিকটে একজন গাঁটকাটা তাহার সেই যৎসামান্য সম্বল চুরী করিয়া লইল। আর তখন কোন উপায় রহিল না,—গাড়ীভাড়া পর্য্যন্ত চোরের পেটে গেল।

এক কালে সম্বলশূন্য হইয়া লণ্ডন নগরের রাস্তায় পরিভ্রমণ করা বড়ই বিপদের কথা। অসহায়িনী ক্লারা যেন পাগলিনী হইয়া একটি লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল; সেই লোকটিই তাহার গাঁট কাটিয়া লইয়াছে, এই সন্দেহই তাহার মনে আসিয়াছিল; সুতরাং ভিড়ের ভিতর দিয়া যথাশক্তি দৌড়িল;—বৃথা চেষ্টা;—লণ্ডন সহরের মহা জনতার গোলকধাধার ভিতর হইতে গাঁটকাটাকে চিনিয়া ধরা কাহারও পক্ষে সুসাধ্য নহে;—ছুটিয়া ছুটিয়া দিশাহারা ক্লারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, গাঁটকাটাকে ধরিতে পারিল না।

নিরুপায় হইয়া প্রায় উন্মাদিনী ক্লারা লণ্ডনের পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ এক বৃদ্ধা রমণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পোষাক-পরিচ্ছদে সেই বৃদ্ধা যেন ভদ্রলোকের বাটীর গৃহিণীর ন্যায় গম্ভীরা; তাহার মুখাকৃতি দেখিয়া ক্লারা তাহাকে বিশ্বাসপাত্রী স্থির করিল। নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, কাতরতা জানাইয়া, সেই স্ত্রীলোক মিষ্টবচনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেগা তুমি? এমন করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছ কেন? তোমার মুখখানি এমন শুষ্ক শুষ্ক কেন?—তোমার চক্ষে জল দেখিতেছি কেন?" লণ্ডনের লোকের স্বভাব-চরিত্র কেমন, ক্লারা তাহার কিছুই জানিত না; সুতরাং বুড়ীর কাতরতা দেখিয়া, মিষ্টকথা শুনিয়া সে মনে করিল, আমার দুঃখে এই স্ত্রীলোকের সহানুভূতি জন্মিয়াছে; ইহা মনে করিয়াই তাহার আনন্দ হইল। সে তখন মন মধ্যে কোন সন্দেহ না রাখিয়া নিজের দুরবস্থার কারণ ও দুঃখের বৃত্তান্ত-গুলি অবিকল স্পষ্ট স্পষ্ট তাহাকে শুনাইয়া দিল।

ক্লারার অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে সেই বৃদ্ধা চমকিতা ও বিমোহিতা হইয়াছিল, নির্ম্মল মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিল, নিষ্কলঙ্ক সতীকুমারী, বাক্যের মধুরতা ও সরলতা সত্য সত্য তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিল; কুমারীকে সতী সরলা বুঝিতে পারিয়াই বৃদ্ধা বলিল, "আমি তোমার উপকার করিতে পারি।"

আশার আশ্বাসে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কুমারী ক্লারা সেই বৃদ্ধার সঙ্গে যাইতে

স্বীকার করিল। বৃদ্ধা একখানা ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া, তাহাকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া, বৃহৎ এক উদ্যান সমীপস্থ একখানি সুপ্রশস্ত বাড়ীতে লইয়া গেল।

অজ্ঞানে ভ্রমান্ধ হইয়া ক্লারা ষ্টান্‌লী সহরের একটা ভয়ঙ্করী পিশাচীর কবলে পড়িল। মানবীচর্ম্মাবৃতা সেই মূর্ত্তিমতী পিশাচীটা লণ্ডন নগরের সুপরিচিতা ভয়ঙ্করী কুট্টনী মিসেস্ গেল্;—তাহারই বাড়ীতে বড় বড় দুর্দ্দম মাতাল ও লম্পট পুরুষদিগের এবং গুপ্তবিলাসিনী সুন্দরী সুন্দরী মহিলাগণের কুৎসিত কুৎসিত লীলারঙ্গ হয়; সেই পাপালয়ে নিষ্পাপ কুমারী ক্লারা ষ্টান্‌লী নীত হইল।

ক্লারার মনে পাছে সহসা কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয়, কিম্বা সে পাছে কোন প্রকার রঙ্গ দেখিয়া ভয় পায়, তাহাই ভাবিয়া মিসেস্ গেল্ পূর্ব্বাহ্নে কিঞ্চিৎ সাবধান হইল; সে বাড়ীতে তখন যে সকল সৌখীন নাগর নাগরী বিরাজ করিতেছিল, মাগীটা তখন ক্লারাকে তাহাদের [illegible] কাণ্ড দেখাইল না, দেখিতে দিলই না।

স্বতন্ত্র একটি গৃহে ক্লারাকে বসাইয়া মাগী তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বাহির হইয়া, আল্‌বিমারল্ ষ্ট্রীটে ছুটিয়া গেল। মারকুইস লেভিসনের হস্তে ক্লারার সতীত্ব বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা হাত মারিবে, সেই আশাতেই মারকুইস্-ভবনে উপস্থিত। মাগীর আশাটা তখন ব্যর্থ হইয়া গেল; মারকুইস্ তখন বাড়ীতে ছিলেন না, দেখা হইল না।

মিসেস্ গেল্ সে বাড়ীতে হতাশ হইয়া সোহো স্কোয়ারে নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছিল, পথে আসিতে আসিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, ওয়েষ্ট এণ্ডের একটি ধনবতী মহিলা অল্পদিন পূর্ব্বে তাহাকে একটা নূতন ঘটকালির ভার দিয়া রাখিয়াছেন। তিল মাত্র বিলম্ব না করিয়া, মাগী সেই মুহূর্ত্তে সেই ধনবতী মহিলার বাড়ীতে চলিয়া গেল। মহিলার নাম মিস্ বাথরষ্ট, তাহার বাড়ীর ঠিকানা ১৩নং ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীট। মিস্ বাথরষ্ট তখন বাড়ীতে ছিলেন, সংবাদ পাইয়াই মিসেস্ গেল্‌কে তিনি নিকটে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মিসেস্ গেল্ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই বলিল, "তুমি যে রকম একটি যুবতী চাহিয়াছিলে, ঠিক সেই রকমের একটি যুবতী আমি পাইয়াছি। মারকুইস্ লেভিসনকে দিতে পারিলে কিম্বা অপর কোন একজন রসময় যুবা নাগরের হস্তে অর্পণ করিতে পারিলে, এখনি আমি নগদ দুই শত গিনি পাইতে পারিতাম, কিন্তু তোমার কথাটা মনে হওয়াতেই অগ্রে আমি তোমার কাছেই আসিয়াছি। তুমি যদি আমাকে দুই শত গিনি দাও, তবে আমি এখনি সেই সুন্দরীকে তোমার কাছে আনিয়া দিই।"

সংক্ষেপে এই পরিচয় দিয়া মিসেস্ গেল্ সেই সুন্দরীর রূপবর্ণনা করিল; বর্ণনায় অলঙ্কার চড়াইতে হইল না, কুমারী ক্লারা যথার্থই পরম রূপবতী, তাহার রূপের সঙ্গে তুলনায় লণ্ডনের বড় বড় সুন্দরীগণের রূপমাধুরী মলিন হইয়া যায়। মিসেস্ গেল্ রূপের কথা বলিল, কতক কতক কল্পনা করিয়া গুণের কথাও বলিল। যে সময়ের কথা, বাস্তবিক সে সময়ের কুমারী ক্লারা প্রকৃত পক্ষেই রূপে গুণে নিষ্কলঙ্ক।

বর্ণনা শুনিয়া মিস্ বাথরষ্ট আনন্দিত হইলেন। টাকার কথা চুক্তি হইয়া গেল। মিসেস্ গেল্ অবিলম্বে সোহো স্কোয়ারে ফিরিয়া আসিয়া ক্লারা সুন্দরীকে ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটে লইয়া গেল।

বেলা দুই প্রহরের অব্যবহিত পরেই ক্লারাকে সঙ্গে লইয়া মিসেস্ গেল্ মিস্ বাথরষ্টের সম্মুখে হাজির করিল; তাহাকে সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, ক্ষণমাত্রেই দুই শত গিনি প্রাপ্ত হইয়া নিজালয়ে ফিরিয়া আসিল। মিস্ বাথরষ্টের বয়ঃক্রম ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে। পূর্ব্বে তিনি সুন্দরী ছিলেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার কলেবরে সেই সৌন্দর্য্যের পরিষ্কার ছায়া বিদ্যমান। ব্যবহারে ও শিষ্টাচারে তাঁহার কপটতা ধরা যায় না; কথাগুলি দিব্য মিষ্ট মিষ্ট; তাঁহার অমায়িক মধুর সম্ভাষণে যুবক যুবতীর মন মজিয়া যায়। ক্লারাকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। যেরূপ রূপবতী যুবতী তাঁহার প্রয়োজন, ক্লারাতে সেই সব লক্ষণ পূর্ণাংশে সুপ্রকাশ।

উভয়ে একত্র বসিয়া আধ ঘণ্টা আলাপ করিলেন; আধ ঘণ্টার মধ্যে মিস্ বাথরষ্ট অবিচ্ছিন্নরূপে মিস্ ক্লারার আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়া লইলেন। আনুপূর্ব্বিক, এ কথার কি অর্থ বুঝিতে হইবে?—যাহার ইতিহাস, সে নিজে তাহা যতটুকু জানে, শ্রোতাকে তাহাই বলিল, ইহাই বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

ক্লারাকে সম্বোধন করিয়া মিস্ বাথরষ্ট বলিতে লাগিলেন, "কুমারী ষ্টান্‌লী! তুমি পরমাসুন্দরী নবযুবতী, তোমার চক্ষু দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি চমৎকার বুদ্ধিমতী। দুঃখের অবস্থায় পড়িয়াছ, অতি শীঘ্রই তোমার এ দুঃখ ঘুচিবে। যে প্রকার অতুল রূপলাবণ্য তোমার, তাহাতে অচিরকাল মধ্যেই তুমি অতুল ধনের ঈশ্বরী হইতে পারিবে। তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী ও পিসীমা নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল হইয়া কষ্টভোগ করিবেন, সেই ভয় তুমি করিতেছ? ভয়টী অকারণ;—প্রচুর ধনবতী হইয়া তুমি তাঁহাদিগের সর্ব্ব দুঃখ—সমস্ত অভাব মোচন করিতে পারিবে। আমার কাছে কি তুমি থাকিতে চাও?—আমার সদুপদেশ কি তুমি শুনিতে চাও? থাকো যদি, শোন যদি, তাহা হইলে

আমি তোমাকে এমন পথ দেখাইয়া দিব যে, সৌখীন জগতে সমস্ত সুন্দরী বিলাসিনী তোমার সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসা করিবে। আমি আশা করি, অতি উপযুক্ত সৎপাত্রের সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারিবে।"

ক্লারার মাথা ঘুরিল। মন্দদিকে ঘুরিল না, দুর্ভাবনায় ঘুরিল না, সুখ-স্বপ্নের চক্রে চক্রে ঘুরিতে লাগিল; একেবারে অবসন্নতার গভীর হ্রদের তলে ডুবিয়া গিয়াছিল, কোন মন্ত্রে যেন একেবারে সৌভাগ্যের চূড়ার উপর উঠিল। মিস্ বাথরষ্ট পরক্ষণেই বলিতে আরম্ভ করিলেন, "যাহা যাহা আমি বলিয়া যাইতেছি, তাহা যদিও সংক্ষেপ, তথাপি এই কথাগুলি মন মধ্যে ধারণা করিয়া লও। তোমার মঙ্গলের জন্যই আমার এই সকল উক্তি। আমার উপর বিশ্বাস রাখ: কেবল মনে মনেই বিশ্বাস রাখিলেই চলিবে না, কার্য্যে তাহার প্রমাণ দেখাও। অচিরেই জানিতে পারিবে, আমি তোমার অকৃত্রিম বন্ধু;—আমি তোমার অক-পট হিতাভিলাষিণী। আমার উপদেশগুলির কি যে গুহ্য অর্থ, অতি শীঘ্রই তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে।"

এই সকল কথা বলিয়া কুমারী বাথরষ্ট মনে মনে ক্লারার তৎকালীন অবস্থার বিষয় অতি অল্পক্ষণ আলোচনা করিলেন, তাহার পর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "বিলম্ব করিবার সময় নাই। যাহা যাহা বলিলাম, তাহা গ্রহণ করিতে যদি ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করিতে পার; যদি অস্বীকার করিতে চাও, এখনি এখান হইতে চলিয়া যাইতে পার; কিন্তু বিবেচনা কর, তুমি এখন সম্বলশূন্য, বন্ধুবান্ধব শূন্য;—লণ্ডন নগরের সুবিস্তৃত রাজপথে এ অবস্থায় পর্য্যটন করিয়া তুমি কি করিবে? আমার কথিত প্রস্তাবের কোন কোন অংশে যদি কিছু কাঠিন্য থাকে, তাহা অতিক্রম করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, পরিণামে তোমার ভাগ্যে যে কত সুখ আছে, তাহা আলোচনা করিয়া তুমি কি আনন্দপ্রকাশ করিতে পারিবে নাই?"

ক্লারা যেন ক্রমে ক্রমে আরও হতবুদ্ধি হইতে লাগিল? অন্তরস্থ-ভাব মিস্ বাথরষ্টের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল; কৌশল বিস্তার করিবার বিশেষ সুবিধা হইল ভাবিয়া, তিনি সাধ্যমতে ঐ বিহ্বলা কুমারিটীকে আরও অধিকতর যত্নে আপন মতে আনয়ন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "নারীলোকের সতীত্বসম্বন্ধে আমি কেবল মন্ত্রণা সৃজন করিতে জানি, ব্যবসা-বিস্তারের পন্থা নিরূপণ করিতে জানি, এমন বিবেচনা করিও না। লণ্ডনের বিবরণ তুমি অতি অল্পই জান, যে বাড়ীতে তুমি আসিয়াছ, এ বাড়ীখানি কত বড় সমৃদ্ধিশালী রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিবেচনা কর। বাড়ীর চারি-

দিকে দৃষ্টিপাত কর, কেমন সৌন্দর্য্যশালী রম্যনিকেতন তাহাও ভাবিয়া লও ; কেমন মহত্ব সম্ভ্রমের আবাস তাহাও স্থির করিয়া লও। রাজদরবারের নিদর্শন পুস্তক (Court Guide) এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, খুলিয়া দেখ,—ইহার মধ্যে আমার নাম আছে। ঐ টেবিলের উপর কতকগুলি কার্ড রহিয়াছে, চাহিয়া দেখ ;—যাহারা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন, ঐগুলি তাঁহাদের নামের কার্ড। ব্রিটিশ রাজধানীর বড় বড় দলের যাহারা চিহ্নিত, তাঁহাদের নাম দেখিতে পাইবে ; সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও সম্ভ্রান্ত মহিলা, কেবল তাঁহাদেরই নাম, ঐ সকল কার্ডে লিপিবদ্ধ।" এই সব কথা বলিয়া নিজের ডেস্ক খুলিয়া, কুমারী বাথরষ্ট কয়েকখানি সুবাসিত প্রেমপত্রিকা বাহির করিয়া ক্লারার হস্তে দিলেন : গৌরব করিয়া বলিলেন, "এ সকল কি জান,—বড় বড়, সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণপত্র। আবার এই দেখ, আমাদের যুবরাজের স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র ; ঐ যে তাকের উপর একটি চমৎকার ফুলদান দেখিতেছ, প্রিন্স ঐটি আমাকে উপহার দিয়া তৎসঙ্গে ঐ পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দেখ, তিনি আমাকে "ডিয়ার মিস্ বাথরষ্ট" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এরূপ সম্বোধন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যে সকল নির্ব্বাচিতা ভদ্রমহিলা কারল্টন হাউসে গতিবিধি করেন, কেবল তাঁহারাই ঐ সম্ভ্রমের অধিকারিণী। এই আর একখানা চিঠি দেখ,—আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হোরেস স্যাক্‌ভিলিকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া যুবরাজ এই পত্র লিখিয়াছিলেন। এই দেখ, এই চিঠির প্রথমেও "ডিয়ার হোরেস্" সম্বোধন ; স্বাক্ষর স্থলে, "তোমার স্নেহাস্পদ বন্ধু।" এই পর্য্যন্তই ভাল, আমার নিজের উচ্চ মান গৌরবের আর কোন বিশেষ নিদর্শন এখন তোমাকে আমি দেখাইব না। এখন আমার প্রতি তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে পার কি না, আপন মনে বিবেচনা কর। এখন আমার পরামর্শ এই যে, তুমি আর বাড়ী যাইও না, লণ্ডনেই থাক। কেন তুমি বাড়ী যাইতেছ না, তোমার ভগ্নী লুইসাকে ইহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত অক্লেশেই একটা ওজর স্থির করা যাইতে পারিবে; আর তোমার পিসীমা, তিনি তো কঠিন রোগে আক্রান্তা, তিনি তোমার অনুসন্ধানে বাহির হইতে পারিবেন না। লুইসাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত আমরা যে কোন গল্প রচনা করিব, তাহার সমর্থন পক্ষে এই একশত গিনি ব্যাঙ্কনোট, একখানি পত্র মধ্যে দিয়া, তাহার কাছে পাঠাইয়া দাও।"

ক্লারার মনে আর কোন সন্দেহ থাকিল না। মিস্ বাথরষ্টের সামাজিক পদসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির যে সকল নিদর্শন প্রাপ্ত হইল, ভগ্নী ও পিসীমার অর্থাভাব

নিবারণের পক্ষে ঐ দয়াশীলা কুমারী যেরূপ ভরসা দিল, তাহাতে ক্লারার মনে আর কোন ভাবান্তর আসিতে পারিল না। বাথরষ্টের পরামর্শে ও উপদেশে সম্মতি দিয়া, তাঁহার কাছেই বাস করিতে রাজি হইল। সেই দিনেই লুইসাকে পত্র লেখা স্থির হইয়া গেল; কেন না ক্লারা বুঝিয়াছিল, আগামী প্রাতঃকালে পত্র পাইবার আশায় লুইসা নিশ্চয়ই পথ চাহিয়া থাকিবে। পত্রলেখা তো স্থির হইল; কিন্তু লেখা হইবে কি?—মিস্ বাথরষ্টের বুদ্ধিতে জোগাইল—মিথ্যাকথা লেখাই ভাল। তিনি বলিয়া দিলেন, "লুইসাকে লিখিয়া দাও, মিষ্টার বেক্‌ফোর্ডের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তিনি এই এক শত গিনি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর অনুরোধে আপাততঃ কিছুদিন—আমাকে লণ্ডনে থাকিতে হইল।"

মিস্ বাথরষ্ট এক এক করিয়া কথা বলিয়া দিতে লাগিলেন, কুমারী ক্লারা অবিকল তাহাই লিখিয়া লইল। বেশীর ভাগে লেখা থাকিল, "মিষ্টার বেক্‌-ফোর্ড অতি অমায়িক ভদ্রলোক, তিনি আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীও বিশেষ যত্ন করিতেছেন। পূর্ব্ব কিস্তির হুণ্ডির টাকা ক্যাণ্টার-ব্যারীতে পৌঁছে নাই, কেননা ঠিক সময়ে মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড বাড়ীতে ছিলেন না, তাহাতেই বিলম্ব। ক্ষতিপূরণের স্বরূপ এক্ষণে তিনি ঐ এক শত গিনি প্রদান করিয়াছেন।" চিঠিতে আরও লেখা হইল, "মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড হানোভার স্কোয়া-রের ২০নং বাড়ী ত্যাগ করিয়া এক্ষণে ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটের ১৩নং বাড়ীতে বাস করি-তেছেন; এই ঠিকানাতেই তুমি আমার পত্রের উত্তর লিখিও।"

মিস্ বাথরষ্টের উপদেশ মতে ঐ পত্রলেখা হইল,—পত্রখানি ডাকে রওনা হইয়া যাইবার পর, ক্লারার মনে কিঞ্চিৎ অনুতাপের উদয় হইল, "উঃ! স্নেহের ভগ্নীকে মিথ্যাকথা লিখিলাম, নূতন বিদ্যালয়ে এই আমার কপটতা শিক্ষার আরম্ভ!"—এই কথা মনে হওয়াতে মানসিক কষ্টে ক্লারা কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত মৃয়মাণা রহিল; থাকিলে কি হয়, সংশোধনের আর উপায় নাই, ইচ্ছা হইলে ক্যাণ্টারব্যারীতে ফিরিয়া যাওয়াও অসম্ভব, ইচ্ছাও হইল না, কুহক-মুগ্ধা সম্ভ্রম-পিপাসিনী কুমারীও ফিরিয়া যাইতে পারিল না।

কুমারী ক্লারা নানা প্রলোভনে বিমোহিত হইয়া মিস্ বাথরষ্টের বাড়ীতেই রহিল। পর দিন প্রাতঃকালে একখানা গাড়ী করিয়া মিস্ বাথরষ্ট আকাশীয়ার বাড়ীখানি ক্লারাকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। বাড়ী দেখিয়া ক্লারার পছন্দ হইল। অতঃপর গাড়ী আবার অন্য দিকে চলিল; যাহার উপর সেই বাড়ীর ভাড়া চুক্তি করিয়া পাট্টা দিবার ভার, তাহার বাড়ীতেই গাড়ী পৌঁছিল।

গাড়ীতে আসিবার সময় মিস্ বাথরষ্ট অনেক আড়ম্বর করিয়া ক্লারাকে বলিয়াছিলেন, "যে বাড়ীখানি তুমি দেখিয়া আসিলে, ঐ বাড়ীখানি তোমারই বাসবাড়ী হইবে। খুব জমকালো বাড়ী; ও বাড়ীতে থাকিতে হইলে তোমার নামটী বদ্লাইতে হইবে। বড় লোকের ঘরে সুন্দরী যুবতীদের যে রকম নাম হইলে মানায়, সেই রকমের একটি নাম চাই। কি নাম দেওয়া যায়?—ভিনিসের এড্রিয়াটিকের রাণীর যেমন নাম ছিল; সেই রকম একটি নাম তোমাকে দিতে পারিলেই আমার সন্তোষ জন্মে। হাঁ,—ঠিক হইয়াছে। তোমার নাম থাকুক ভিনিসিয়া;—ক্লারা নামটি পরিত্যাগ করিয়া আজ অবধি তুমি ভিনিসিয়া হও;—হাঁ,—তবু কিন্তু একটা ডাকনাম দরকার। বল দেখি কি রকম নাম ভাল?—মণ্টগোমারী?—না না,—ওটা মস্ত নাম; ও নামটা শুনিলেই লোকে তখনি মনে করিবে, কল্পিত নাম। তবে কি নাম দেওয়া যায়?—ট্রিলনী।—হাঁ,—ঐ নামটিই বেশ;—তোমার নাম রহিল—ভিনিসিয়া ট্রিলনী।

যিনি আকাশীয়া বাটীর পাট্টা দেন, তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মিস্ বাথারষ্ট সেই দিনেই কথাবার্ত্তা স্থির করিলেন; পাট্টাদার যত টাকা ভাড়া চাহিলেন, তাহা কমাইবার জন্য তিনি একবারও কসাকসি করিলেন না, তাঁহার কথাই মঞ্জুর; সেই দিনেই সেই স্থানেই পাট্টা লেখাপড়া হইয়া গেল, পাট্টার অধিকারিণী হইলেন ভিনিসিয়া ট্রিলনী।

এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়া, পাট্টাখানি লইয়া, মিস্ বাথরষ্ট আবার ভিনিসিয়ার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী তথা হইতে একখানা আস্বাবের দোকানে উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড কারখানা;—ঘর সাজাইবার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আসবাব-পত্র সেই কারখানায় পাওয়া যায়। ভিনিসিয়ার সহিত মিস্ বাথরষ্ট অনেকগুলি ভাল ভাল আসবাব পরিদর্শন করিলেন, ভিনিসিয়া অনেকগুলি পছন্দ করিলেন; আসবাব নির্ব্বাচনে সামান্য পল্লীবাসিনী যুবতীর সুরুচি দেখিয়া মিস্ বাথরষ্টের বিস্ময়ের সহিত সন্তোষ জন্মিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই দোকানদার আকাশীয়া নিকেতনটি দস্তুরমত সাজাইয়া দিবে, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া অনুমতি পত্র গ্রহণ করিল। গৃহসজ্জা সমাধা হইলে বাকী টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার রাখিয়া মিস্ বাথরষ্ট তাহাকে পাঁচশত গিনি অগ্রিম দিলেন, ভিনিসিয়া ট্রিলনীর নামে রসিদ বাহির হইল।

গাড়ী আবার চলিল। আস্বাবের দোকান হইতে কুমারীরা এক স্বর্ণকারের দোকানে গমন করিলেন; সেখানে উত্তম উত্তম রূপার বাসন ও চামচ কাঁটা ইত্যাদি পছন্দ করিয়া নগদ মূল্যে খরিদ করিলেন; পূর্ব্ববৎ ভিনিসিয়ার নামেই

রসিদ প্রদত্ত হইল। জিনিসগুলি আগামী কল্য আকাশীয়া বাটীতে পৌঁছিবে, এই কথা রহিল।

স্বর্ণকারের দোকান হইতে তাঁহারা বণ্ড ষ্ট্রীটের এক জন প্রসিদ্ধ জহুরীর দোকানে উপস্থিত হইলেন। সেই দোকান হইতে উত্তম ঘড়ি, উত্তম চেইন, কয়েকটা হীরকাঙ্গুরী, এক ছড়া মুক্তার মালা এবং আরও কিছু কিছু অলঙ্কার বাছিয়া লইলেন; মূল্য স্থির হইল, একশত গিনির কিছু বেশী; মিস্ বাথরষ্ট তাহাও নগদ দিলেন; সে টাকার রসিদও ভিনিসিয়ার নামে গ্রহণ করা হইল।

জহুরীর দোকান হইতে গাড়ী খানা মিস্ বাথরষ্টের উকীল বাড়ীর দরজায় গিয়া লাগিল; ভিনিসিয়াকে গাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়া, মিস্ বাথরষ্ট উকীলের আপিসে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলেন। শীঘ্র শীঘ্র কাজের কথাগুলি শেষ করিয়া শীঘ্রই আবার নামিয়া আসিলেন। উকীলের সহিত তাঁহার কি কথা হইল, ভিনিসিয়া তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

উকীল বাড়ী হইতে তাঁহারা একখানা রেশমী বস্ত্রের দোকানে গিয়া প্রবেশ করিলেন। রকম রকম পোষাক বাছিয়া লওয়া হইল। প্রাতঃকালের পোষাক, সন্ধ্যাকালের পোষাক, খানা খাইবার পোষাক, অশ্বারোহণের পোষাক, গাড়ী চড়িবার পোষাক, পদব্রজে হাওয়া খাইবার পোষাক, সৌখীন সৌখীন মজলিসে বাহার দিবার পোষাক ইত্যাদি তাঁহারা নগদ মূল্যে খরিদ করিলেন, সে টাকার রসিদও ভিনিসিয়ার নামে লিখিত হইল।

কাপড়ের দোকান হইতে তাঁহারা লংএকার পল্লীতে গমন করিলেন। সেখানে গাড়ীর কারখানা; নূতন ধরণের একখানা ব্যারুস্ গাড়ী খরিদ করা হইল। মিস্ বাথরষ্ট ঘোড়া চিনিতে পারেন না, সুতরাং গাড়ীওয়ালাকেই ঘোড়া কিনিবার ভারার্পণ করিলেন। গাড়ীওয়ালা কয়েক বৎসরাবধি মিস্ বাথরষ্টকে গাড়ীঘোড়া জোগাইতেছিল, বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল, সে ব্যক্তি মূল্য গ্রহণ করিয়া ভিনিসিয়ার নামে রসিদ দিল। হুকুম থাকিল, গাড়ীঘোড়া এক সঙ্গে সাজাইয়া, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যেন আকাশীয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বাজারে বাজারে ঘুরিতেই বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তাঁহারা যখন ষ্ট্র্যাটন ষ্ট্রীটে ফিরিয়া আসিলেন, তখন খানা খাইবার সময় হইয়াছিল। তাঁহারা উপস্থিত হইবার অগ্রে দুটি লেডী সেই বাড়ীতে আসিয়াছিলেন;—মিসেস্ আরবথনট এবং মিসেস্ ফিজহারবার্ট। তাঁহাদের সহিত ভিনিসিয়ার পরিচয় হইল।

মিসেস্ আরবথনট পূর্ব্বে মিস্ বাথরষ্টের সঙ্গিনী ছিলেন, এক্ষণে স্বতন্ত্র

থাকেন; আকাশীয়া বাড়ী সাজানো হইলে তিনি ভিনিসিয়ার সহিত সেই বাড়ীতেই বাস করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। এ বন্দোবস্ত কেন, তৎসম্বন্ধে মিস্ বাথরষ্ট ইঙ্গিতে ভিনিসিয়াকে বুঝাইয়া দিলেন, নূতন একটি সুন্দরী যুবতী এক বাড়ীতে একাকিনী বাস করেন, লোকে এই কথা তুলিয়া কেলেঙ্কার রটাইতে পারে, সেই প্রকার নিন্দার পথ বন্ধ করাই মিস্ বাথরষ্টের উদ্দেশ্য; সেই জন্যই মিসেস্ আরবথনটকে তিনি ভিনিসিয়ার সহচরী করিয়া রাখিবেন।

দ্বিতীয়া রমণী মিসেস্ ফিজহারবার্ট। এই রমণী পূর্ব্বে প্রিন্স অব ওয়েলসের উপপত্নী ছিলেন; অনেক দিন হইল ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে, এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত নাই। লণ্ডনের রাজপুরী মধ্যে কত প্রকার রঙ্গ চলে, ভিনিসিয়ার তাহা কিছুই জানা ছিল না। যুবরাজের সঙ্গে ফিজহারবার্টের ততটা মাখামাখি ভাব, তাহাও তিনি জানিতেন না, সুতরাং বয়সে প্রবীণা বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খাতির ও সমাদর করিলেন, ফিজহারবার্টও ভিনিসিয়ার রূপ দেখিয়া তৎপ্রতি সবিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিলেন; ফিজহারবার্টের বয়স এখন ষাট বৎসর হইয়াছে, তথাপি যৌবন-সৌন্দর্য্যের অবশিষ্ট লাবণ্য-প্রভা এখনো তাঁহার অবয়বে বিলক্ষণ প্রতিভাত হয়। ভোজনের সময় তাঁহাদের পরস্পর দুটি একটি কথা হইয়াছিল মাত্র।

খানা খাওয়া শেষ হইলে ভিনিসিয়াকে একখানি সোফার উপর বসাইয়া মিস্ বাথরষ্ট ও মিসেস্ ফিজহারবার্ট তাঁহার দুই পার্শ্বে বসিলেন; ভদ্র ভদ্র সমাজে কথা কহিবার ধারা ও বিশেষ বিশেষ স্থানে শিষ্টাচারের নিয়মাবলী শিক্ষার উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন; ভোজনের টেবিলের পদ্ধতি পালনে ভিনিসিয়ার যে কয়েকটি সামান্য সামান্য ত্রুটি দৃষ্ট হইয়াছিল, ফিজহারবার্ট তাহার সংশোধনেও অনুরোধ করিলেন।

সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে ভিনিসিয়ার শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা আসিয়াছিল, সেই ক্লান্তি বুঝিতে পারিয়া সকলেই সকাল সকাল শয়ন করিলেন। বালিসে মস্তক স্থাপন করিবামাত্র ভিনিসিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর কোন কথা চিন্তা করিবার শক্তি রহিল না।

পর দিন ভিনিসিয়া আর কোথাও বাহির হইলেন না, সর্ব্বক্ষণ বাড়ীর মধ্যেই রহিলেন। কাপড়ওয়ালা ও দর্জ্জিরা একে একে আসিল, গায়ের মাপ দিবার জন্য তাহাদের কাছেও অনেকক্ষণ তাঁহাকে থাকিতে হইল। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে মিস্ বাথরষ্টের উকীল আসিলেন; মিস্ বাথরষ্ট সেই সময়

ভিনিসিয়াকে একটু তফাতে সরাইয়া লইয়া গিয়া জনান্তিকে বলিলেন,—"ভিনিসিয়া, তুমি দেখিয়াছ, তোমার বাড়ী সাজাইবার ও সম্ভ্রম বজায় করিবার জন্য কল্য আমি কত টাকা খরচ করিয়াছি; নূতন বাড়ীতে তুমি গিয়া বসিলে লোকে তোমাকে প্রচুর ধনের ঈশ্বরী বলিয়া স্থির করিবে; অধিকন্তু কোন কার্য্যই আমি অৰ্দ্ধসমাপ্ত রাখি না; তোমার নামে ব্যাঙ্কের খাতা খুলিয়াছি; দেখিতে পাইবে, সেই খাতায় তোমার নামে এক হাজার গিনি জমা দেওয়া হইয়াছে,—কল্যকার জিনিস পত্রাদির মূল্য দুই হাজার গিনিরও উপর। আমি ইচ্ছা করি, ঐ সকল টাকার বাবদ আমার নামে তুমি এক খানি খত লিখিয়া দাও; লেখা হইয়া গিয়াছে, কেবল দস্তখত করিয়া দাও। আমার উকীল আসিয়াছেন, পাশের ঘরে বসিয়া আছেন, তাঁহার সাক্ষাতে দস্তখত করিয়া দিলেই ঠিক হইবে; আর দেখ, বিষয় কৰ্ম্মের যাহা দস্তর, তাহাই পালন করা হইল, বাস্তবিক সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমার নিকট হইতে আমি টাকা আদায় করিব না, এটি কেবল আইনানুসারে পূর্ব্বসতর্কতা মাত্র। বিবেচনা কর, তোমাকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তুমি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি তোমার উপর আমি অসীম বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। বিশ্বাস করিয়া যে সকল মূল্যবান জিনিস আমি তোমাকে দিলাম, ভবিষ্যতে যদি তুমি এই বিশ্বাস নষ্ট করিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক আমার আশ্রয় ছাড়িয়া যাও, তাহা হইলে সেই সকল জিনিস আমি নিজে দখল করিয়া লইব, সেই জন্যই খত লেখা। চল, উকীলের সম্মুখে দস্তখত করিয়া দিবে।"

কোন আপত্তি না করিয়া ভিনিসিয়া সেই খতে দস্তখত করিতে সম্মত হইলেন। যে ঘরে উকীল বসিয়াছিলেন, আশ্রয়দায়িনীর সহিত সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি অম্লান বদনে সেই দলিলখানিতে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। উকীল চলিয়া গেলেন। তদনন্তর মিস্ বাথরষ্ট পুনর্ব্বার ভিনিসিয়াকে এই মর্ম্মে আরও কতকগুলি কথা বলিলেন, যথা,—

"প্রিয়ম্বদা ভিনিসিয়া! এইবার যাহা আমি তোমাকে বলিব, তাহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিও না,—ভয় পাইয়া কাঁপিও না, আশ্চর্য্য ভাবিয়া হতবুদ্ধি হইও না; স্থির হইয়া মন দিয়া শোন। পূর্ব্বে আমি প্রিন্স অব্ ওয়েলসের প্রেম-নায়িকা ছিলাম, খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল; প্রিন্সকে যখন আমি গিয়া অনুরোধ করিতাম, তাহাই তিনি রক্ষা করিতেন। তাহার পর ভাগ্যদোষে আমাদের সে সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। প্রিন্সের খাতিরে রাজদরবারে আমার যত কিছু প্রতিপত্তি হইয়াছিল, সমস্তই আমি হারাইলাম; তাহাতে যে আঘাত আমার মনে লাগি-

য়াছে, বুঝিতেই পারিতেছ। মিসেস্ ফিজহারবার্টও যুবরাজ প্রিন্স রিজেণ্টের প্রেম-নায়িকা ছিলেন। প্রিন্সের সঙ্গে আমারও যেমন ঘনিষ্ঠতা, তাঁহারও তদ্রূপ—না না,—আমার অপেক্ষা তাঁহার অনেক পরিমাণে বেশী ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। কেন না, আমি ছিলাম গোপনে, তিনি ছিলেন সদরে। সুতরাং তাঁহার ঘনিষ্ঠতাও বেশী, প্রতিপত্তিও বেশী ছিল। সময়ের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে—সুখের স্রোতে সন্তরণ দিতে দিতে প্রিন্সের সঙ্গে তাঁহারও প্রেমবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল! আজ অন্যূন বিংশতি বর্ষকাল যুবরাজের সঙ্গে ফিজহারবার্টের বিচ্ছেদ। ফিজহারবার্টের মনেও যতখানি ক্ষোভ; প্রতিপত্তি হারাইয়া আমার যদিও ততখানি না হোক, অনেক পরিমাণে আমি শক্তিহারা হইয়াছি। ফিজহারবার্টের সঙ্গে পূর্ব্বে আমার যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, এখন এই শক্তিহীন অবস্থায় সে ঘনিষ্ঠতা বরং অনেকদূর বাড়িয়াছে। কিসে আমাদের কতক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ হয়, উভয়ে একত্র বসিয়া সেই বিষয়ের পরামর্শ করি। অনেক যুক্তি খাটাইয়া, অনেক বিবেচনা করিয়া একটি উপায় স্থির করিয়াছিলাম। যুবরাজের বিলাস-মন্দিরে এখন অনেকগুলি সুন্দরী যুবতী বিরাজ করে, তাহাদের অপেক্ষা যদি একটি অধিক সুন্দরী সুরসিকা যুবতী কামিনী পাওয়া যায়, যুবরাজের হস্তে সেইটিকে সমর্পণ করিব, ইহাই আমাদের মীমাংসা। তাদৃশী সুন্দরী সংগ্রহ করিয়া দিবে কে, অনেক চিন্তা করিয়া আমরা একটি বুদ্ধিমতী চতুরা বয়স্কা রঙ্গিণীকে দূতী নিযুক্ত করিয়াছিলাম; সেই দূতীর নাম মিসেস্ গেল্। গত পরশ্ব বৈকালে সেই দূতী তোমাকে আমার এখানে রাখিয়া গিয়াছে, সে কথা তুমি হয় ত ভুলিয়া যাও নাই। গ্রেস্‌চার্চ ষ্ট্রীটের গাড়ীর আড্ডার নিকটে মিসেস্ গেলের সহিত তোমার দেখা হইয়াছিল, তোমার দুরবস্থা মোচনের আশ্বাস দিয়া মিসেস্ গেল তোমাকে আমার কাছে আনিয়া দিয়াছে। "যেরূপ সুন্দরী পরী আমি চাই"—এইটুকু বলিয়া ভিনিসিয়ার থুথীধারণপূর্ব্বক মিস্ বাথরষ্ট হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সেই সুন্দরী পরীরাণীই তুমি!"

কুমারী ক্লারা ওরফে ভিনিসিয়া ট্রিলনী ঐ সকল কথা শুনিয়া অন্তরে অন্তরে কাঁপিল। কি জন্য কাঁপিল?—তাহার অন্তরের সাধুবৃত্তিগুলি তখনও একেকালে ডুবিয়া যায় নাই। পাপকার্য্যে রত হইতে হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া তাহার আতঙ্ক আসিল; আবার মিস্ বাথরষ্টের প্রলোভন বাক্যে সৌভাগ্য ফিরিবে মনে করিয়া আনন্দ জন্মিল। যুবতীর হৃদয়ে আনন্দের সঙ্গে আতঙ্কের যুদ্ধ। আতঙ্ক হীনবল আনন্দ প্রবল; অতএব সে যুদ্ধে আনন্দের জয় হইল। ভিনিসিয়ার মুখের ভাব দেখিয়া মিস্ বাথরষ্ট তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিয়া লইলেন,

তাঁহার মনেও বিপুল আনন্দ; তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, "ভিনিসিয়া এখন আমারই!"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মিস্ বাথরষ্ট আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ভিনিসিয়া! আগামী কল্য তুমি তোমার আকাশীয়া নিকেতনে গিয়া বাস করিবে; অল্পদিনের মধ্যেই লণ্ডনের সমগ্র ওয়েষ্ট এণ্ড পল্লীমধ্যে সকলের মুখেই ঘোষণা হইয়া যাইবে, লণ্ডনের বড় লোকের জীবনাকাশে অকস্মাৎ এক অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় নবনক্ষত্রের উদয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে কি যে রহস্য, সকলে তাহা বুঝিবে না; তোমার অধিষ্ঠানে সকলের মনে যে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হইবে, সেই নবোৎসাহে সকল লোকেই তোমার রূপগুণের কথা লইয়া আন্দোলন করিতে থাকিবে। কে তুমি, কোথা হইতে আসিলে, কেহই তাহা জানিতে পারিবে না। কাহারা তোমার পিতামাতা, কোন বংশের সহিত তোমার সম্বন্ধ, কাহারা তোমার আত্মীয়বন্ধু, কোন প্রকারে কেহই তাহার কোন সূত্র খুঁজিয়া পাইবে না।"

এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া মিস্ বাথরষ্ট পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তোমার সৌভাগ্য দেখিয়া লোকেরা অবাক হইয়া যাইবে; মনোহর অট্টালিকায় তুমি বাস করিতেছ, নগদ টাকায় সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম খরিদ করিয়াছ, থানিয়মে দাসী চাকরের বেতন দিতেছ, এই সকল শ্রবণ করিয়া লোকেরা তোমাকে জাদুকরী মনে করিবে না; তুমি কেবল ভাগ্যপরীক্ষার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, ইহাও ভাবিয়া লইতে পারিবে না। মিসেস্ আরবথনট বিশেষ বুদ্ধিমতী, সংসার-জ্ঞানে প্রবীণা, বুদ্ধি-চালনায় সুচতুরা, বয়সে তিনি মাতৃস্থানীয়, তাঁহাকেই আমি তোমার সহচরী করিয়া দিব। তিনি তোমার সমস্ত কার্য্যে সহচারিণী থাকিবেন; যখন তুমি শকটারোহণে বাহির হইবে, তখনও তিনি সেই গাড়ীতে থাকিবেন; যখন তুমি পদব্রজে বেড়াইতে যাইবে, তখনও তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন; তাহা দেখিলে একাকিনী বাস নিমিত্ত লোকে তোমায় নিন্দা করিতে পারিবে না। ঐরূপ হইলেই সকল দিকে সকল প্রকার সুপ্রণালী রক্ষা হইবে; বাকী থাকিবে যাহা কিছু, তাহা কেবল তোমার নিজের ব্যবহারের উপর নির্ভর। এ সহরের বড় বড় লম্পটের দল তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিবে, সুবিধা পাইলেই দেখা করিতে যাইবে; ইতরবিশেষ না করিয়া তুমি তাহাদের সকলকেই তাড়াইয়া দিও। কাহাকেও গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া, কাহাকেও তাচ্ছিল্য করিয়া, কাহাকেও অবজ্ঞা করিয়া এবং কাহাকেও বা রাগ করিয়া তাড়াইও; ঐরূপে সকলকেই বিদায় করিয়া দিও।"

এইরূপ অনেকগুলি উপদেশ দিয়া মিস্ বাথরষ্ট আবার বলিতে লাগিলেন, "ভিনিসিয়া! লোক তাড়াইবার ঐরূপ উপায়; তাহার পর আরও আছে। প্রেমোন্মত্ত লম্পট তোমাকে প্রেমপত্র লিখিতে আরম্ভ করিবে, রাশি রাশি প্রেমপত্রিকা তোমার হাতে আসিবে, কতকগুলা পত্রিকা তুমি তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দিও, বাকী পত্রিকাগুলার কোন জবাব দিও না। সেইরূপ হইলেই তোমার মানরক্ষা হইবে, মান বরং আরও বাড়িবে, মানুষ তোমার কাছে ঘেঁসিতে পারে না, চিঠি লিখিলেও জবাব পায় না, তুমি অলোকসম্পন্না, তোমার সতীত্ব অটল, তোমাকে দেখিতে পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; এই সকল কথা ওয়েষ্ট এণ্ডের সর্ব্বলোকের মুখে দিবারাত্রি ঘোষিত হইতে থাকিবে, সকল লোকেই তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত লালায়িত হইবে, তুমি আপন গৃহে রাজরাণীর মত বসিয়া থাকিবে, নিজের শকটের মধ্যে গম্ভীর প্রকৃতিতে মুখ ভারী করিয়া বসিবে, মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিবে, সকলের চক্ষুই তোমাকে দেখিবার জন্য একাগ্র হইয়া থাকিবে। বড় দলের বড় লোকেরা প্রেমোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিবে; কেহ কেহ প্রলোভন দেখাইয়া তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিবে, কেহ বেশী টাকা বেতন দিয়া তোমাকে উপপত্নীরূপে বদ্ধ রাখিবার প্রস্তাব করিবে, সে সকল প্রলোভনে তুমি ভুলিও না। আর দেখ, এখানকার সৌখীন-সমাজের মহিলাগণ সঙ্গীত-বিদ্যায় ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণা হইয়া থাকেন। তুমি কিছু কিছু শিখিয়াছ, তোমার বুদ্ধিও খুব ভাল, অভ্যাস করিলে ক্রমশই অধিক শিখিতে পারিবে, তাহাও আমি বুঝিতেছি। মিসেস্ আরথবনট এই দুই বিদ্যায় বিশেষ পরিপক্ক, অবকাশকালে তিনি তোমাকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ঐ দুই বিদ্যায় সুনিপুণা করিয়া তুলিবেন। একে তো তোমার রূপলাবণ্য অতুল, চরিত্রের পবিত্রতাও নিখুত, তাহার উপর বাঞ্ছনীয় গুণবতী হইলে তোমার গৌরবের সীমা থাকিবে না।"

গৌরব শিক্ষা, গাম্ভীর্য্য শিক্ষা, ঔদাস্য শিক্ষা, গীতবাদ্য ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতির উপদেশ দিয়া মিস্ বাথরষ্ট এই স্থলে বলিতে লাগিলেন, "আরও শোন! বর্ত্তমান সময়ের সৌখীনদলের সুখপাঠ্য সৌখীন কাব্যসাহিত্য তোমার পাঠ করা কর্ত্তব্য; তদর্থে যে সকল পুস্তক আবশ্যক, অদ্যই সে সকল নির্ব্বাচিত পুস্তক আকাশীয়া বাটীতে প্রেরিত হইবে, সৌখীনদলের সুখপাঠ্য ভাল ভাল নভেলগুলি তোমার পাঠ করা উচিত; সেই সকল নভেলের ভাল ভাল অংশগুলি মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিলে তুমি সহস্র প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কল্পিত রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারিবে; বর্ত্তমান সৌখীন-সমাজে থাকিতে হইলে

ভাল ভাল নভেলের কল্পনাগুলিকে হৃদয়ে স্থান দিয়া রাখা অতি আবশ্যক। সেই সকল পুস্তক পাঠে মিসেস আরবথনট তোমার যথোচিত সাহায্য করিবেন; যে যে পুস্তকের যে যে স্থলে কোন প্রকার দোষের ভাব তোমার মনে আসিবে, মনে কোন সন্দেহ না রাখিয়া, ইতস্ততঃ না করিয়া, উপস্থিত মতে লজ্জাকে বিদায় দিয়া অসঙ্কোচে মিসেস্ আরবথনটকে তাহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিও, সেই সকল স্থলের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া তিনি তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। উচ্চ উচ্চ কুলীনের পদ, সম্ভ্রমশালী প্রাচীন বনিয়াদীবংশের ইতিহাস, সখের পাঠ্য সমাচারপত্র এবং রাজদরবারের সাময়িক পত্রিকাসমূহ তোমার পাঠ করা উচিত; তদ্দ্বারা সহরের বড় বড় বংশের কার্য্যাকার্য্য বিচারে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে; বড় বড় মজলিসে কথোপকথন করিবার সময় সেই জ্ঞান যে কত উপকারে আইসে, তাহা তুমি জান না; ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে বিশেষরূপে তাহা তুমি জানিতে পারিবে। তোমার স্মৃতিশক্তি খুব তেজস্বিনী; যাহা কিছু পড়িবে, যাহা কিছু দেখিবে, যাহা কিছু শুনিবে, তৎসমস্তই মনে করিয়া রাখিতে পারিবে। বাক্যের ভাবার্থবোধের শক্তিও তোমার বিশেষ প্রখরা; যাহা কিছু আলোচনা করিবে, তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অর্থবোধ হইয়া আসিবে। বুদ্ধিশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও ভাবগ্রহণ শক্তি তোমার যতদূর প্রবলা, তাহাতে দুই এক মাসের মধ্যেই সৌখীন সমাজের শিক্ষায় তুমি পারদর্শিনী হইয়া উঠিবে; কিন্তু উহাও পর্য্যাপ্ত নহে। পুস্তকপাঠ ও পত্রিকাপাঠ যেমন প্রয়োজন, দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রক্রিয়া-পাঠও তদ্রূপ প্রয়োজন। সকল কার্য্যে ও সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ে মুখ, চক্ষু, হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গের ভঙ্গী শিক্ষা করা উচিত। তোমার ঐ মুখখানি পরম সুন্দর; ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্ত মধ্যেই যাহাতে ঐ মুখে ঘৃণা আনয়ন করিতে পার, তাহা শিক্ষা করিও, সেই মুখ আবার তখনি আবশ্যকমত প্রসন্ন করিয়া লইও। ইচ্ছা করিলেই চক্ষে অনলের ন্যায় দীপ্তি দেখাইতে পার, ইচ্ছা করিলেই সেই নয়নে বিষাদের অবসন্নতা দেখাইতে পার, সেইরূপ অভ্যাস রাখিও। তোমার ঐ প্রবালনিন্দিত ওষ্ঠপুট যাহাতে হাস্য করিবার সময় রেখাযুক্ত হয়, ঘৃণার সময় কুঞ্চিত হয়, ক্রোধ সম্বরণের সময় চাপা চাপা থাকে, সেইরূপ ভাব অভ্যাস রাখিও; অবস্থাবিশেষে অঙ্গভঙ্গী ও ইঙ্গিত বুঝাইবার চেষ্টা করিও; এ সকল কথা ভুলিও না; প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিবার সময় স্ত্রীজাতির যে সকল যুদ্ধাস্ত্র যে ভাবে সন্ধান করিতে হয়, তাহা ঠিক ঠিক মনে করিয়া রাখিও। সুললিত সুগোল

বাহুযুগল কোন্ সময়ে কিরূপে ঘুরাইতে হয়, কিরূপে কোন্ দিকে সঞ্চালন করিতে হয়, কিরূপ সঞ্চালনে কিরূপ ইঙ্গিত বুঝায় এবং কোন্ সময়ে কি ভাবে বক্ষ-বসনের কোন্ অংশ কোন্ দিকে সরাইলে মোহন ভাবের উদয় হয়, মিসেস্ আরবথনট তাহা তোমাকে শিখাইয়া দিবেন।"

তখনকার এইরূপ বক্তৃতা সমস্ত সমাপ্ত করিয়া মিস্ বাথরষ্ট শেষকালে বলিলেন, "আমি তাড়াতাড়ি তোমাকে এই সকল কথা বলিলাম, এক একটি বিষয় সংক্ষেপে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, মিসেস্ আরবথনট বিশেষ ধৈর্য্য-সহকারে বিস্তৃতরূপে এই সকল তত্ত্ব তোমাকে বুঝাইবেন; তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, কেমন সুযোগ্য শিক্ষয়িত্রীর হস্তে তোমার শিক্ষাকার্য্যের ভার সমর্পিত হইয়াছে।"

কথাগুলি ভিনিসিয়াকে যেমন লাগিল, উপদেশগুলি শুনিয়া তাহার সন্তোষ জন্মিল কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মিস্ বাথরষ্ট এই সময় সুন্দরীর সুন্দর মুখের দিকে একবার চাহিলেন। মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া তাঁহার অন্তরে আনন্দের উদয় হইল; আবার তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ ভিনিসিয়া, অগ্রে আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া তুমি কাহার সহিত বন্ধুত্ব করিও না, অথবা কোন নূতন লোককে অতিথিস্বরূপে গ্রহণ করিও না। আমার সহিত তোমার আলাপ আছে, এ বিষয়টা কাহাকেও জানিতে দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে; আলাপের সম্বন্ধটা খুব গোপনে থাকাই ভাল। আমার সঙ্গে যদি দেখা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে কখনো কখনো রাত্রিকালে ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটে আসিয়া দেখা করিয়া যাইও; তোমাকে আমার যাহা বলিবার থাকিবে, এবং আমাকে যাহা তোমার বলিবার থাকিবে, মিসেস্ আরবথনটের দ্বারা সেই সকল কথা বলাবলি করা হইবে। যতগুলি কথা আমি বলিলাম, এ সকল কেবল ভূমিকামাত্র; ঐ সকল বন্দোবস্তে ফল কি রকম দাঁড়াইবে, তাহাই এখন বলি। পূর্ব্বেই আমি তোমাকে বলিয়াছি, সৌখীন জগতের সর্ব্বস্থানেই লোকে কেবল তোমার কথাই বলাবলি করিবে; যাহারা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে, তাহাদের সহিত তুমি অতি অল্প কথা কহিবে, কাহারো কাহারো সহিত হয়ত একটিও কথা কহিবে না; এই কথা রাষ্ট্র হইলে অনেকেই আরও অধিকতর আগ্রহে তোমার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে। প্রত্যেকের মুখেই ভিনিসিয়া ট্রিলনী নাম পরিকীর্ত্তিত হইতেথাকিবে; যখন তুমি অশ্বারোহণে অথবা শকটারোহণে হাইডপার্কে বেড়াইতে যাইবে, লোকে তখন তোমাকে উত্তরাকাশের ধ্রুবতারাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া একদৃষ্টে তোমার দিকে চাহিয়া

থাকিবে। নগরের বড় বড় মহিলারা ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিতা হইয়া যেন পাগলিনী হইয়া যাইবে; সকলের মুখেই তাহারা কেবল তোমার নাম শুনিবে। স্বামীতে স্ত্রীতে, নাগরে নাগরীতে, সখাতে সখাতে, সখীতে সখীতে এবং অপরাপর পরিচিতে পরিচিতে সর্ব্বদা কেবল ভিনিসিয়ার কথা লইয়াই আন্দোলন করিবে; ভোজের সভায় এবং বান্ধবসভায় তোমার কথাই সকলের অগ্রপানীয় স্বরূপ পরমাদরে পরিগৃহীত হইবে; সৌখীন সৌখীন সমাচার-পত্রসমূহে তোমার সম্বন্ধে এক একটি প্যারা ছাপা হইবে; পোষাকওয়ালারা ও বড় বড় দর্জ্জিরা তোমার সৌখীন পোষাকের রুচির প্রশংসা করিয়া সকলের কাছেই বলিবে, ভিনিসিয়া ট্রিলনীর ফ্যাসানের রুচির তুল্য রুচি ইদানিং প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; ঐরূপ মন্তব্য শুনিয়া সৌখীন মহিলাগণের মনে মনে রাগ হয়, ঘরে ঘরে অভিমান হয়। দেখ ভিনিসিয়া, দিনকতক যাইতে যাইতে তোমার রূপগুণের গৌরবের কথা আমাদের যুবরাজের কর্ণে উঠিবে। আমার ভাইপো হোরেস্ স্যাক্ভিলি আমাদের যুবরাজের পরম বন্ধু, সে তোমাকে একবার দেখিতে পাইলে তোমার কথা আরও ভাল করিয়া গুছাইয়া যুবরাজকে শুনাইয়া দিবে। দুই এক দিনের মধ্যেই হোরেসের সহিত তোমার পরিচয় হইবে; যুবরাজের সঙ্গেই হউক, কিম্বা অন্য স্থানে অন্য লোকের সঙ্গেই হউক, তোমার প্রসঙ্গে কথা উঠিলে হোরেস্ নিশ্চয়ই সকলকে জানাইয়া দিবে, তোমার সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়াছে। আমার সঙ্গে অবশ্যই হোরেসের কথা হইবে, হোরেস্ অবশ্যই আমার কাছে তোমার নাম করিবে, আমার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে, ইহাও শুনিবে, কিন্তু কি সূত্রে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ, হোরেস্কে আমি কদাচ সে কথা বলিব না। বুঝিলে তো?—সব কথাই আমি বলিয়াছি; আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলিব কি?—হাঁ, পরিষ্কার করিয়া বলাই ভাল। পরিষ্কার এই যে, আমাদের যুবরাজ প্রিন্স রিজেণ্টের ভোগ্যা স্ত্রী হওয়াই তোমার ভাগ্যফল!”

ভিনিসিয়ার কপোলযুগল ঘোর লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল; নয়নযুগলে আনন্দ নাচিতে লাগিল; হর্ষনিশ্বাসের সহিত পীনপয়োধর প্রেমানন্দে ঘনস্পন্দিত হইল। যদিও বিবেকের মৃদুস্বর তাহার হৃদয়ের একটি তন্ত্রী স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু উচ্চাভিলাষের উচ্চৈঃস্বর তাহার অন্তরস্থ আত্মাকে আমোদিত করিয়া তুলিল।

মিস্ বাথরষ্ট ঠিক এই সময়ে পুনরুক্তি করিলেন, “হাঁ, আমাদের যুবরাজ

প্রিন্স রিজেণ্টের ভোগ্যা স্ত্রী হওয়াই তোমার ভাগ্যফল!"—এই বিলাসোক্তি সমাপ্ত করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আরও বলিলেন, "যদিও তোমার সতীত্বগৌরব কিয়ৎ পরিমাণে কিঞ্চিৎ তিরস্কারের আভাস দেয়, সেটা কোন কাজের কথা নয়; কেন না, তোমার সৌভাগ্যের উদয় দেখিয়া নগরের বড় বড় ঘরের সমস্ত সুন্দরী কামিনীই হিংসানলে জ্বলিবে; আমি কেবল হিংসার কথাটাই বলিলাম, বাস্তবিক বড় বড় সম্ভ্রমের খেতাবধারিণী সুন্দরী সুন্দরী মহিলারা তোমার সৌভাগ্যের ঈর্ষামদে মত্ত হইয়া যেন পাগলিনী হইবেন! বুঝিয়া লও—যেখানেই ঈর্ষা, সেইখানেই হিংসা! হিংসা ত হইবে বটে, তথাপি যে সকল মহিলা তোমাকে সমধিক ঘৃণা করিবে, তাহারাই তোমার সহিত আলাপ করিতে ও মুখে মুখে ভালবাসিতে যাইবে। মহিলাদের ভাব তো ঐ রকম হইবে, কিন্তু পুরুষেরা কি করিবেন?—তাহারা তোমাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী স্বর্গীয়া দেবীর ন্যায়, পরমারাধ্যা দেবীপ্রতিমার ন্যায় ভক্তিভাবে পূজা করিবেন! ভিনিসিয়া! মন দিয়া এখন আমার শেষের কথা শোন। যাহা আমি বলিতেছি, সেই দিন যখন আসিবে, সেই অবস্থা যখন দাঁড়াইবে, তখন যদি তুমি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে পার, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে! যুবরাজ অবশ্যই তোমার রূপগুণের কথা শুনিবেন; যখন তাঁহার কৌতূহল খুব জ্বলিয়া উঠিবে, তখন তিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কৌশল সৃষ্টি করিবেন; কৌশল সৃষ্টি করিতে তিনি বিলক্ষণ নিপুণ। হয় ত এমনও হইতে পারে, কাহারও দ্বারা পরিচিত হইবার অপেক্ষা না রাখিয়া তিনি স্বয়ং গিয়া তোমার সহিত আলাপ করিবেন। বাস্তবিক তাহা হইলেই ভাল হয়। তিনি নিজে গিয়া আলাপ করিলে তুমি তাঁহাকে আপন কায়দায় পাইবে; তখন তুমি তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিবে; তাঁহার কাছে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে; এমন কি, আত্মমর্য্যাদায় যদি তুমি লেডী উপাধি পাইতে ইচ্ছা কর, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে লেডী করিয়া দিবেন। ভিনিসিয়া! আমার যাহা কিছু বলা কর্ত্তব্য, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিলাম; কেবল অনুমানের উপর ভর করিয়া আর এখন বৃথা সময় নষ্ট করা ভাল নয়; কাজের কথা শোন। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ তোমার সহিত প্রেমালাপ করিতে যাইবেন, অর্থসম্বন্ধে তোমার যেরূপ ব্যবস্থা করা উচিত বুঝিবে, অগ্রে তাহা শেষ করিয়া লইবে; তাহার পর অন্য কথা। যুবরাজ যদি তোমার প্রেমে উন্মত্ত হন,—হইবেনই নিশ্চয়;—যদি উন্মত্ত হন, তখন আর তোমার তুল্য ভাগ্যবতী আর কেহই থাকিবে না। মনে কর, আমি, আর আমার প্রিয়সখী মিসেস্ ফিজ্‌হারবার্ট

তোমার জন্য বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া সমস্ত যোগাড় করিয়াছি; তোমার, তোমার ভগ্নীর আর তোমার পিসীমার দুরবস্থা মোচনের পন্থা পরিষ্কার করিয়াছি; প্রিন্সের উপর তোমার প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে তুমি আমাদের কিছু উপকার করিও। এক সময়ে রাজদরবারে আমাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, এখন আর তাহা নাই। যাহারা আমাদের কাছে কিছু কিছু উপকার প্রত্যাশা করে, রাজদরবার হইতে কিছু কিছু বৃত্তি চায়, কিম্বা চাকরি চায়, আমরা তোমার কাছে তাহাদের নাম বলিব, তুমি যুবরাজকে অনুরোধ করিয়া তাহাদের আশা পূর্ণ করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে আমার ধ্রুব বিশ্বাস হইতেছে। সে বিষয়ে তুমি কৃতকার্য্য হইলে আমাদের নষ্ট প্রতিপত্তির কতকদূর ক্ষমতা আমরা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিব। এখন আমার আর কিছু বলিবার নাই। তুমি এখন আমার উপদেশমত সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিবে কি না,তাহা উত্তমরূপে বিবেচনা কর। মনে রাখিও,কোন অংশে যদি একবার তোমার বুদ্ধির দোষে পদস্খলন হয়, টাকার লোভে, অথবা অন্য প্রলোভনে যদি তুমি অন্য লোকের বশীভূত হইয়া পড়, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত আশা ও সমস্ত মন্ত্রণা বিফল হইয়া যাইবে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আত্মবিশ্বাসে তুমি আমার এই কথাটির প্রকৃত উত্তর দাও।"

প্রথমে ভিনিসিয়ার মনে একটু অনুতাপ আসিল, পরক্ষণেই আকাঙ্ক্ষা বলবতী। অনুতাপ দূরে গেল, সৌভাগ্যের দিকেই বিলাসিনীর মন ঝুঁকিল, মিস্ বাথরষ্টের প্রশ্নে ও প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতিসূচক উত্তর দান করিল। ভিনিসিয়ার ভাগ্যে যাহা ঘটিবে, এইখানে তাহা স্থির হইয়া রহিল।

সপ্ত সপ্ততিতম উল্লাস।

অতীত রহস্যের শেষাংশ।

বিলাসিনী ভিনিসিয়া আকাশীয়া ভবনে প্রতিষ্ঠিতা। মিসেস্ আরবথনট প্রকাশ্যরূপে তাঁহার সহচরী হইলেন; বস্তুতঃ তিনি মিস্ বাথরষ্টের গুপ্ত দূতী। ভিনিসিয়া কি করেন, কোন্ ভাবে চলেন, মনের গতি কিরূপ, কাজের গতি কিরূপ, সর্ব্বক্ষণ সেই দিকে নজর রাখিয়া ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটে রিপোর্ট করিবার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ আছে। ভিনিসিয়া কিন্তু এত সাবধানে উপদিষ্ট

কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে কোনরূপ ভ্রান্তি ঘটিল না, দোষও স্পর্শিল না; সুতরাং আরবথনটের পক্ষে রিপোর্ট করিবার কিছুই থাকিল না।

মিস্ জেসিকা নাম্নী একটি সুন্দরী সুচতুরা কার্য্যতৎপরা বিশ্বাসপাত্রী যুবতী এই সময় ভিনিসিয়ার প্রিয়সখীরূপে নিযুক্ত হইল। তাহার উপর যে কার্য্যের ভার, তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে জেসিকা সম্পূর্ণ গুণবতী। সখী ছাড়া একজন বৃদ্ধ চাকরও নিযুক্ত করা হইল; চেহারাও বিশ্রী; যুবতী কুমারীদের চাকরের সঙ্গে এক একটা কলঙ্ক রটনা হয়, এ নিয়োগে সে আশঙ্কা রহিল না। লোকটা কিন্তু খুব পাকা; সর্ব্বদা মুখ ভারী করিয়া থাকে; কোন লোক বেয়াদবী করিয়া কোন বেফাঁস প্রশ্ন করিলে সক্রোধে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে এই বৃদ্ধ বিলক্ষণ অভ্যস্ত। বড় বড় পদস্থ রূপবতী মহিলারা সুন্দর সুন্দর ছোকরা চাকর রাখেন, সেই সকল চাকরের সঙ্গে রসকৌতুক চলে; ভিনিসিয়ার চাকর যদি যুবাপুরুষ হইত, তাহার যদি চিত্তাকর্ষক রূপ থাকিত, তাহা হইলে ভিনিসিয়ার সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘৃণাকর কথা উঠিতে পারিত; কিন্তু চাকরটা বৃদ্ধ ও কদাকার হওয়াতে সেরূপ কলঙ্ক রটনার কোন সম্ভাবনা রহিল না। মিস্ বাথরষ্ট সকল দিকে যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, যেরূপ পূর্ব্ব সাবধানতা অবলম্বন করিলেন, তাহাতে ভিনিসিয়ার মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রকার কুৎসা রটনার ছিদ্র রহিল না।

ভিনিসিয়াকে যে সকল বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, মিসেস্ আরবথনট যথানিয়মে তাহা শিক্ষা দিতে যত্নবতী হইলেন; বুদ্ধিমতী ছাত্রী অতি শীঘ্র শীঘ্র সেই সকল বিদ্যা শিখিয়া লইতেছে দেখিয়া, শিক্ষয়িত্রীর যথেষ্ট আনন্দ হইল। আলস্যে কালহরণ করা ভিনিসিয়ার অভ্যাস ছিল, অবস্থাগতিকে নানা দুশ্চিন্তাও তাহাকে বিষাদিনী করিয়া রাখিত, সেই সকল দুশ্চিন্তার আর অবসর থাকিল না। গীতবাদ্যের চর্চ্চা করা, নূতন নূতন চিত্র অঙ্কিত করা, পুস্তক ও পত্রিকাদি আলোচনা করা, এখন তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল, কাজে কাজে অন্যপ্রকার কোন চিন্তা তাঁহার চিত্তকে অস্থির করিতে পারিল না, আলস্য প্রবৃত্তিও দূর হইয়া গেল।

বার বার বলা হইয়াছে, সুন্দরী ভিনিসিয়া বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী; দুই মাসের মধ্যে তাঁহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যায় নৈপুণ্য জন্মিল। ক্যান্টারবরীর নির্জ্জন আবাসের অদূরদর্শিনী সেই কুমারী ক্লারা এই দুই মাসের মধ্যে আকাশীয়া নিকেতনের অধিষ্ঠাত্রী ভিনিসিয়া ট্রিলনী নামে সগৌরবে নূতন ধাঁচে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল।

ভিনিসিয়া মাঝে মাঝে রাত্রিকালে ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটে গিয়া মিস্ বাথরষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন; হঠাৎ এক রাত্রে সেই বাড়ীতে হোরেস্ স্যাক্‌ভিলির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। এইখানে হোরেস্ স্যাকভিলির কিঞ্চিৎ নিগূঢ় পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। মিস্ বাথরষ্ট কাহারো কাছে হোরেস্‌কে নিজের ভাইপো বলিয়া পরিচয় দেন, কাহারো কাছে বোন্‌পো পরিচয় প্রকাশ করেন; বাস্তবিক হোরেস্ স্যাক্‌ভিলি তাঁহার নিজের গর্ভজাত পুত্র; মিস্ বাথরষ্ট চিরদিন কুমারী, সুতরাং উপনায়কের দ্বারা গর্ভ হইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। প্রকাশ হইয়াছে, মিস্ বাথরষ্ট কিছুদিন প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের উপনায়িকা ছিলেন, কিন্তু প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ঐ হোরেস্ স্যাক্‌ভিলির জন্মদাতা পিতা নহেন, হোরেসের সত্য পিতা আর এক জন। হোরেস্ কিন্তু তাহা জানিতেন না; তিনি তাঁহার জন্মবৃত্তান্তের প্রকৃত তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার মাতাপিতা বাঁচিয়া নাই, পিসীমা অথবা মাসীমার যত্নেই তিনি প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন; মিস্ বাথরষ্ট নিজেও সেই কথা তাঁহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন। ছোটবেলা হোরেস্ বরং এক এক সময়ে পিতামাতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু বয়স কিছু বেশী হইলে আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন না। যুবরাজ যে হোরেস্‌কে ভালবাসিতেন, অধিক স্নেহ করিতেন, সেটা কেবল খেয়াল মাত্র; রাজপুত্রদের ঐ রকমের এক একটা খেয়াল থাকে; যাহার প্রতি নজর পড়ে, তাহার উপরেই ভালবাসা জন্মে। হোরেসের উপর যুবরাজের সেইরূপ ভালবাসা। হোরেসের প্রকৃতিতে গুটিকতক সদ্‌গুণ ছিল; রাজপুত্রের ভালবাসা পাইয়াছেন, তাহাতে প্রশ্রয় পাইয়া যুবরাজের নিকটে তিনি কোনরূপ অন্যায় আব্‌দার করিতেন না, তাহাতেই ভালবাসা বজায় ছিল, একটুও কমে নাই। হোরেসের স্বভাবসিদ্ধ অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল, ইহা সত্য, কিন্তু প্রিন্সের সহিত ঘনিষ্ঠতা হেতু বড় বড় দলের সঙ্গে মিশিয়া, বেচারার কতক কতক গুণ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল; তিনি অধিক পরিমাণে মদ খাইতে শিখিয়াছিলেন, এবং সুন্দরী সুন্দরী কামিনীদের সঙ্গে ব্যভিচারে রত হইয়াছিলেন।

মিস্ বাথরষ্টের বাড়ীতে হোরেস্ স্যাক্‌ভিলি এই প্রথমবার ভিনিসিয়াকে দেখিলেন; প্রথম দর্শনেই ভিনিসিয়ার রূপলাবণ্যে তাঁহার মন মজিল। মিস্ বাথরষ্ট এবং মিসেস্ ফিজ্‌হারবার্ট যে মতলবে হোরেস্‌কে হস্তগত রাখিয়াছিলেন, হোরেস্ তাহা জানিতেন না, অথচ মিস্ বাথরষ্টকে তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন, ভয়ে ভয়ে তাঁহার সকল আদেশ পালন করিতেন, সেই ভয়েই তিনি ভিনিসিয়ার প্রতি ভালবাসা ভাবটা মনোমধ্যে গোপন করিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন; কোন

সূত্রে নির্জ্জনে দেখা হইলে ভিনিসিয়াকে ভালবাসার আভাস জানাইতেন, কিন্তু মিস্ বাথরষ্ট তাঁহাকে নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ভিনিসিয়ার আকাশীয়া বাড়ীতে তুমি যাইও না, ভিনিসিয়ার সঙ্গে তোমার আলাপ হইয়াছে, কোন বন্ধু বান্ধবের কাছেও এ কথা প্রকাশ করিও না।

ভিনিসিয়া সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিবে, মিস্ বাথরষ্ট এবং মিসেস্ ফিজ্হারবার্ট পূর্ব্বাহ্লে যাহা অবধারণ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহাই ঘটিল। ওয়েষ্ট এণ্ডের বড় বড় ধনবান লম্পটেরা ভিনিসিয়ার রূপরাশির ঘোষণা শ্রবণে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; কাহা দ্বারা পরিচিত হইতে পারিবেন, তাদৃশ লোকের অনুসন্ধানে সচেষ্ট হইলেন। চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহারা শুনিলেন, রূপবতী ভিনিসিয়া আকাশীয়া নিকেতনে বাস করিতেছেন; জম্‌কালো জম্‌কালো বহুমূল্য আসবাবপত্রে বাড়ী সাজাইয়াছেন, আসবাবাদির প্রচুর প্রচুর মূল্য অক্লেশে নগদ নগদ প্রদান করিয়াছেন। যে সকল দোকান হইতে ভিনিসিয়ার আস্‌বাবপত্র, বাসনপত্র, অলঙ্কারপত্র, গাড়ী ঘোঁড়া ও পোষাক পরিচ্ছদাদি খরিদ করা হইয়াছিল, মিস্ বাথরষ্ট ইত্যগ্রে সেই সকল দোকানদারকে বলিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার সহিত ভিনিসিয়া ট্রিলনীর আলাপ আছে, এ কথা যেন কোন মতে প্রকাশ না হয়; ইহা যদি তোমরা প্রকাশ কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভিনিসিয়া আর তোমাদের দোকান হইতে কোন জিনিস গ্রহণ করিবেন না। দোকানদারেরা তাঁহার ঐ নিষেধাজ্ঞা যথানিয়মে পালন করিয়াছিল। এইরূপ সতর্কতায় ভিনিসিয়ার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কেহই জানিতে পারিল না। ভিনিসিয়া কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেহই তাহা জানিল না; ভিনিসিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, কিম্বা নাগর সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে, সাহস করিয়া একথাও কেহ মুখে উচ্চারণ করিতে পারিল না। ভিনিসিয়ার ব্যবহারেও সেইরূপ সন্দেহের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। গৃহিণীরূপিণী সহচরী মিসেস্ আরবথনটকে সঙ্গে না লইয়া ভিনিসিয়া কদাচ কোন প্রকাশ্যস্থানে বাহির হন না; সুতরাং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে কাহারো সুবিধা ঘটে না। রাশি রাশি প্রেম-পত্রিকা প্রেরিত হইতে লাগিল, সেই সকল পত্রিকার কতক কতক ফেরৎ গেল, কতক কতক উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল; ভিনিসিয়া সে সকল পত্রিকার কোন খবরও লইলেন না, উত্তরও দিলেন না। কোন কোন নির্ব্বোধ ধনীলোক এক কালে প্রেমোন্মাদে জ্ঞানহারা হইয়া বিবাহের অঙ্গীকারে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, সে সকল পত্র তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দেওয়া হইল। জন কতক লম্পট বেশী টাকা কবুল করিয়া সুন্দরীকে মানহানিকর প্রস্তাবে প্রবৃত্তি দিবার মতলবে পত্র

পাঠাইয়াছিল, ভিনিসিয়া সে সকল পত্র ঘৃণাপূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিলেন। এই সকল ঘটনা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল, অনেকেই মনে করিল, ভিনিসিয়া অকলঙ্ক সতী; কেহ কেহ তর্ক করিল, এ সুন্দরীর চরিত্র যে কিরূপ, অসংশয়ে তাহা বুঝিতেই পারা যায় না। ভিনিসিয়া ইচ্ছা করিয়া ভাল ভাল মজলিসে মিশিতে চায়, কেহ তাহাকে সেরূপ অপবাদও দিতে পারিল না; কেন না, যে সকল পুরুষ কিম্বা যে সকল স্ত্রীলোক তাহাকে বড় বড় সৌখীন মজলিসে লইয়া যাইতে পারে, ভিনিসিয়া তাদৃশ স্ত্রীপুরুষের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বদা যত্নবতী। সুন্দরীর ঐরূপ ব্যবহার মিস্ বাথরষ্ট ও মিসেস্ ফিজ্ হারবার্টের আশা পূর্ণ হইবার উত্তম নিদর্শন; ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। এদিকে হোরেস্ স্যাক্ভিলিও তাঁহাদের আশার অনুকূলে সুবাতাস দিতে লাগিলেন। যুবরাজের নিকটে ভিনিসিয়ার রূপগুণের কথা তুলিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, একজন ডিউক্ ভিনিসিয়াকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভিনিসিয়া তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই; আরও দুই তিন জন লম্পটের সম্বন্ধেও ভিনিসিয়ার ঐরূপ গৌরবের পরিচয় তিনি যুবরাজের কাণে তুলিয়াছিলেন।

আকাশীয়া নিকেতনে এইরূপে ভিনিসিয়া ট্রিলনীর দুই মাস বাস। সেই সময় আল্বি-মারণ ষ্ট্রীটে মারকুইস্ লেভিসনের বাটীতে "ছয় বন্ধুর" ভোজের উৎসব। সেই মজলিসে ভিনিসিয়া ট্রিলনীর নাম উঠিয়াছিল; মজলিসী লোকেরা ভিনিসিয়ার অপরূপ রূপলাবণ্যের গল্প তুলিয়াছিল, হোরেস্ স্যাক্ভিলি সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, অপ্রয়োজ্য কথা শুনিয়াও তিনি কিন্তু একটি কথাও বলেন নাই। অতঃপর যুবরাজ স্বয়ং তৎসংক্রান্ত গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; তাঁহার কৌতূহলকে চরম সীমায় তুলিবার আগ্রহে বিশেষ চতুরতা-পূর্ব্বক হোরেস্ স্যাক্ভিলি বলিলেন, "যদি কোন পুরুষ কোন প্রকার অসাধারণ সর্ত্তে ভিনিসিয়া ট্রিলনীর সৌন্দর্য্য-অধিকারে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে সেই অধিকারী নিশ্চয়ই আমাদের যুবরাজ প্রিন্স রিজেণ্ট।"

যে প্রকার বুদ্ধিকৌশল ও অসাধারণ চাতুর্য্য-প্রভাবে হোরেস্ স্যাক্ভিলি এই প্রেম-সমরের মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সংসার-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। শেষ মীমাংসা এই দাঁড়ায় যে, ভিনিসিয়ার লাবণ্য-অধিকারে যিনি সিদ্ধমনোরথ হইবেন, তাঁহার পুরস্কার হইবে ছয় সহস্র গিনি।

মীমাংসা শ্রবণে যুবরাজের মুখের ভাব কিরূপ হইল, তাহা দর্শন করিবার অভিলাষে হোরেস্ স্যাক্ভিলি কটাক্ষভঙ্গীতে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন।

ঐ উপলক্ষে যাহা যাহা ঘটিল; তৎপরদিন তাহার বিশেষ বিবরণ ভিনিসিয়াকে বিজ্ঞাপন করা হইয়াছিল। কি করা কর্ত্তব্য ভিনিসিয়া তদ্বিষয়ে মিস্ বাথরষ্টের পরামর্শ লইতে অভিলাষিণী হইলেন; মিসেস্ আরবথনটের দ্বারা সেই পরামর্শ চাহিয়া পাঠান হইল, পরামর্শ আসিল, প্রার্থীগণকে সাক্ষাৎ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হউক; যাহাতে প্রিন্স রিজেণ্টের কৌতূহল অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়, সে বিষয়ে যেন কিছুমাত্র ত্রুটি করা হয় না।

যেদিন প্রণয়-সংগ্রামের প্রথম অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ, সেদিন সোমবার। দৈবযোগে সেই দিন হাইড-পার্কে ভ্রমণের সময় লর্ড কর্জ্জনের সহিত ভিনিসিয়ার সাক্ষাৎ হয়; বাটীতে সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হয় কিরূপে? সঙ্কেত বুঝাইবার জন্য ভিনিসিয়ার সঙ্গে একটী শুকপক্ষী ছিল। তিনি সেই শুকপক্ষীটি ছাড়িয়া দিলেন। লর্ড কর্জ্জন তৎক্ষণাৎ তাহার তাৎপর্য্য বুঝিলেন। প্রণয়কাঙ্ক্ষীকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সুন্দরী চতুরা কামিনীগণ যে সকল যুদ্ধাস্ত্র সন্ধান করিয়া থাকেন, ভিনিসিয়া সেই সময় কর্জ্জনের সমক্ষে সেই সকল অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। একদিকে ক্রোধ, একদিকে তাচ্ছিল্য, একদিকে ঘৃণা, একদিকে অনুরাগ, একদিকে গর্ব্ব, একদিকে মৃদুহাস্য, একদিকে হাবভাব, এই সমস্তই প্রেমিকাগণের তীক্ষ্ণ অস্ত্র; ভিনিসিয়া ট্রিলনী গত দুই মাস কাল ঐ সকল অস্ত্রের সন্ধান-রীতি অভ্যাস করিয়া আসিতেছিলেন, লর্ড কর্জ্জনের উপরেই প্রথম নিক্ষেপ। সুন্দরীর এইগুলি সুন্দর ক্রীড়া; লর্ড কর্জ্জনকে খাটো করিবার অভিপ্রায়েই আনন্দে আনন্দে ঐ ক্রীড়ার সূত্রপাত। অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল;— লর্ড কর্জ্জন অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া যাইবার পর ভিনিসিয়া সুন্দরী উচ্চরবে অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া গৌরব প্রকাশ করিলেন, "প্রথম যুদ্ধে আমি জিতিলাম!"— এই গৌরবেই গৌরবসূচক হাস্য।

দ্বিতীয় দিবসে সার্ ডগ্‌লাস্ হণ্টিংডনের পালা। সার্ ডগ্‌লাস্ যদিও মদিরাভক্ত, প্রেমানুরক্ত যুবক, কিন্তু অক্‌ভিলির মুখে ভিনিসিয়া শুনিয়াছিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক চরিত্র সুমার্জ্জিত;—তিনি সজ্জন, সদাশয়, সরলচিত্ত; অতএব সুন্দরী যেভাবে লর্ড কর্জ্জনকে দর্শন করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা বিভিন্ন প্রকার ভাবনেত্রে সার্ ডগ্‌লাস্‌কে দেখিবেন, এইরূপ তাঁহার সংকল্প হইল। বাটী খরিদ করিবার ছলে সার্ ডগ্‌লাস্ হণ্টিংডন্ সেই বিশ্ব-মোহিনীর সহিত দেখা করিতে গেলেন; আকাশীয়া বাটী ও অন্যান্য বাটীর মূল্যস্বরূপ তিনি প্রচুর অর্থ সমর্পণ করিলেন, এক লাটে এক সঙ্গে সমস্ত বাটী গ্রহণ করা হইবে, ইহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সার্ ডগলাসের ঐরূপ উদার

ব্যবহারে আপনাকে অধিকতর গৌরবিনী মনে করিয়া, প্রেমপরিচিতা ভিনিসিয়া ট্রিলনী অতি সুমিষ্ট ব্যবহারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অতি অল্পক্ষণের আলাপেই পরিতোষ লাভ করিয়া সার্ ডগলাস্ প্রকাশ্যরূপে সরল ভাবে—সরল অথচ অবিবেক চিত্তে সহসা সেই মনমোহিনীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। পরিণয় প্রস্তাবে দোষ ধরিতে ভিনিসিয়ার ইচ্ছা ছিল না, দোষ ধরিবার কোন কারণও ছিল না; বরং অন্য প্রকারে ডগলাস্‌কে তাঁহার পছন্দ হইয়াছিল, অভ্যর্থনাতেও ঔদার্য্য প্রকাশ পাইয়াছিল, তথাপি কিন্তু সার্ ডগলাস্ হন্টিংডন মুহ্যমান হইলে, বিবাহের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। "তোমাকে বিবাহ করিব না" বলিয়া গর্ব্বিতা ভিনিসিয়া স্পষ্ট জবাব দিলেন।

তৃতীয় পাত্র কর্ণেল মাল্‌পাস। তাহার সম্বন্ধে ভিনিসিয়ার ব্যবহার ভিন্ন প্রকার। হোরেস্ স্যাক্‌ভিলি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কর্ণেল মাল্‌পাস অতিশয় বদ্‌লোক;—তাহার মতেরও স্থিরতা নাই, কথারও স্থিরতা নাই। সেই পরিচয় পাইয়া ভিনিসিয়া মনে করিয়াছিলেন, উহার সহিত বাক্যালাপও করিবেন না; কিন্তু মাঝামাঝি আর এক প্রকার নূতন ঘটনা উপস্থিত হইল। লেডী ওয়েনলক্ নাম্নী এক ধনবতী কামিনীর সহিত মাল্‌পাসের পরিচয় ছিল। লেডী ওয়েনলক্ মিসেস্ আরবথনটের অনেক দিনের প্রিয়সখী; মিসেস্ আরবথনটের সঙ্গে লেডী ওয়েনলকের পরামর্শ হয়। তাঁহার বাড়ীতে শীঘ্র একটি ভোজসভা হইবে, অনেক প্রকার আমোদ-প্রমোদ চলিবে, ভিনিসিয়াকে নিমন্ত্রণ করিবেন, ভিনিসিয়া যেন সেই সময় উপস্থিত হন। মাল্‌পাসের সহিত যোগেই ঐ কথা ধার্য্য হয়, ইহা মনে করিয়া রাখিতে হইবে।

কথা অনুসারেই কার্য্য হইয়াছিল; নিমন্ত্রণ পাইয়া ভিনিসিয়া যথাসময়ে লেডী ওয়েনলকের আহূত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইখানেই কর্ণেল মালপাসের সহিত তাঁহার দেখা হয়। কর্ণেল সেইখানে তাঁহাকে অপমানসূচক কদর্য্য বাক্যে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলে। নিশ্চয়ই কর্ণেল তাঁহার প্রতি কুৎসিত ব্যবহার করিত, কিন্তু কাপ্তেন টাস্ রক্ষা করিয়াছিল। মাল্‌পাস্ মাতলামি করিয়া ভিনিসিয়াকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, কাপ্তেন ট্যাসের কর্ণে সেই সকল ঘৃণিত কথা প্রবেশ করিয়াছিল; কর্ণেলকে উচিতমত শাস্তি দিয়া বলদর্পিত কাপ্তেন নির্ব্বিঘ্নে ভিনিসিয়ার মান রক্ষা করেন, কর্ণেল মাল্‌পাসের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়।

সমাজবিগর্হিত কুৎসিত কার্য্যে যাহাদের বন্ধুত্ব জন্মে, তাহাদিগকে ঠিক "বন্ধু" না বলিয়া সাধারণ লোকে "ইয়ার" বলিয়া উপহাস করে। ঘটনার প্রকৃত চিত্রে আমরাও এই স্থলে তাদৃশ বন্ধুগুলিকে "ইয়ার" বলিতে বাধ্য হইলাম। ছয়

ইয়ারের প্রেমের যুদ্ধে কাহার ভাগ্যে কিরূপ ফল হইল, তিন জনের কথা বলা হইয়াছে, বাকী তিন জনের ভাগ্যফল খানিকক্ষণের জন্য এখন চাপা রহিল। তৎপূর্ব্বের আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এইস্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। যে সময়ে জোসেলিন লক্‌টস্‌ লণ্ডনে আসিয়া ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটের ১৩ নং বাড়ীতে কুমারী ক্লারার অন্বেষণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের ঘটনা। মিস্‌ বাথরষ্ট তাঁহার সমস্ত দাসীচাকরকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "যদি কেহ এই বাড়ীতে আসিয়া মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড, কিম্বা মিসেস্‌ বেক্‌ফোর্ড, কিম্বা মিস্‌ ক্লারার অনুসন্ধান লইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বলিও তাঁহারা এখন সহরে নাই, বাহিরে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।" তদনুসারে জোসেলিনও ঐরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন; কিন্তু পরদিন আবার সেই বাড়ীতে গিয়া তিনি ক্লারাকে দেখিতে পান। একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ক্লারা বসিয়াছিলেন। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। ক্লারা সেই দিন, সেই ক্ষেত্রে অতি পবিত্র, অতি অমায়িক, অতি শিষ্ট শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল; বাক্যালাপেও সবিশেষ সরলতা দেখাইয়াছিল। জোসেলিনের সন্তোষের প্রকৃত হেতু—ক্লারার সেই সরলতামাখা মধুর ভাব; মনে মনে তিনি গৌরব করিয়া বলিয়াছিলেন, মধুমতী লুইসার মধুরতার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠা ভগ্নীই এই ঠিক! আরও লুইসার পত্রে জোসেলিনের চরিত্রসম্বন্ধে ক্লারা যাহা কিছু অবগত হইয়াছিল, অপরাপর পরিচিত লোকের মুখেও যাহা কিছু শুনিয়াছিল; জোসেলিনের চেহারা, নয়নের বিনম্রতা, শিষ্ট ব্যবহার ও বাক্যালাপের প্রণালীতে তাহার বিশুদ্ধ সত্যতা সপ্রমাণিত হইল। ইতিপূর্ব্বে ক্লারা তাঁহার লণ্ডনস্থ ব্যাঙ্কারের মুখে শুনিয়াছিল, জোসেলিন লক্‌টসের ভদ্রবংশে জন্ম, বৎসরে ছয় শত পাউণ্ড আয়, অচিরে আরও আয়বৃদ্ধি হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। সেই কথা শুনিয়াই ক্লারা স্থির করিয়াছিল, তবে অবশ্য লুইসার সহিত জোসেলিনের বিবাহে পরম সুখের মিলন হইবে। ইতিপূর্ব্বে জোসেলিনের সহিত ক্লারার চাক্ষুষ ছিল না, এই দিন চক্ষে চক্ষে মিলন হওয়াতে ক্লারার অন্তরে অভ্রান্তরূপে এই ভাবের উদয় হইল যে, এই সদাশয় যুবাপুরুষকে বিবাহ করিয়া আদরিণী লুইসা নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারিবে। মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড এবং বিবি বেক্‌ফোর্ডের সহিত জোসেলিনের দেখা হইতে পারিল না কেন, তদ্বিষয়ে উপস্থিত বুদ্ধিপ্রভাবে ক্লারা এই বলিয়া বুঝাইল যে, তাঁহারা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, গতরাত্রে প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, অত্যন্ত ক্লান্ত আছেন, এই কারণে দেখা করাইতে পারিলাম না। জোসেলিন লক্‌টস্‌ লণ্ডনের

লোকের রীতিচরিত্র বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং ক্লারা যাহা বলিল, বিনা সন্দেহে তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। বাড়ীখানা যে বাস্তবিক বেক্‌ফোর্ডের বাড়ী নয়, মিস্ বাথরষ্ট এই বাড়ীর অধিকারিণী, সেরূপ সন্দেহটা তাঁহার মনেও আসিল না।

জোসেলিন বিদায় লইলেন, সঙ্গে সঙ্গেই ভিনিসিয়ার বিষাদসিন্ধু উথলিয়া উঠিল; জোসেলিনকে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই কপটতামিশ্রিত, ইহা মনে করিয়াই দরদর ধারে তাঁহার চক্ষে জল পড়িল, মনস্তাপে সমুন্নত বক্ষস্থল ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল।

জোসেলিনের সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, এবং জোসেলিনের সহিত লুইসা ও শৈশবাশ্রমের কথোপকথন করাতে, পূর্ব্ব স্মৃতির উদয়ে চিত্তের যেরূপ চাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল, ক্লারার সে কষ্ট অধিক্ষণ স্থায়ী হইল না, অল্পক্ষণের মধ্যেই চক্ষের জল থামিয়া গেল। কেন না, বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছিল, শীঘ্রই আকাশীয়া ভবনে ফিরিয়া যাইতে হইবে, প্রেমযুদ্ধের রথী আসিবে। আজ বৃহস্পতিবার, প্রেমযুদ্ধের চতুর্থ দিবস;—এই দিনটি অতি প্রশস্ত এবং অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়;—আজ আমাদের গৌরবান্বিত প্রিন্স অব ওয়েল্‌স গৌরবিনী ভিনিসিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। সেই দর্শন উপলক্ষে চতুরা ভিনিসিয়া অতি চমৎকার লীলাখেলা করিবে।

আকাশীয়া ভবনে যুবরাজ আসিলেন। কেহ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল না, তিনি স্বয়ং আসিয়া দর্শন দিলেন। রাজ্যের রাজপুত্রকে যেরূপ সম্বর্দ্ধনা করিতে হয়, ভিনিসিয়া তাহা অজ্ঞাত ছিলেন না, যথোচিত সম্ভ্রমে ও সমাদরে তিনি রাজকুমারের অভ্যর্থনা করিলেন। উভয়ে একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গানুক্রমে ভিনিসিয়া বলিলেন, "আমি ভাগ্যপরীক্ষা করিতে আসিয়াছি, এমন আপনি মনে করিবেন না, পথভ্রান্ত হইয়া আমি কুলটাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, ইহাও আপনি ভাবিয়া লইবেন না, এখনো পর্য্যন্ত আমি নিষ্কলঙ্ক সতীকুমারী আছি; এই কথাই সত্য; কিন্তু সরলান্তরে মুক্তকণ্ঠে আমি স্বীকার করিতেছি, সংসারে গৌরব লাভ করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা আছে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটু সলজ্জ বদনে ভিনিসিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "যুবরাজ! মিসেস্ ফিজ্‌হারবার্টের সহিত আপনার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি; যে সম্বন্ধে ফিজ্‌ হারবার্টের সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল, সেই সম্বন্ধ যদি এখন আমার সঙ্গে হয়, আমি যদি

আপনার প্রেমনায়িকা হইবার অধিকারিণী হই, তাহা হইলে মিসেস্ ফিজ্‌হারবার্টের ন্যায় গৌরবিণী হইতে পারিব কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করা আমার অভিলাষ।”

যুবরাজ বলিলেন, “অগ্রে তুমি বিবাহ কর। একটি সৎস্বভাবসম্পন্ন সুপাত্র আমি মিলাইয়া দিব, এক প্রকার স্থির করিয়াই রাখিয়াছি, তাহার সহিত তোমায় বিবাহ হইলে বিনা সংশয়ে দুই দিক রক্ষা হইবে। তুমি আমার উপপত্নী হইয়াছ, তোমার ভাবী স্বামী তাহা জানিতে পারিলে হয় ত জানিয়াও জানিবে না, দেখিয়াও দেখিবে না, কিম্বা হয় ত জানিয়া শুনিয়াই তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে।”

বিবাহের নাম শুনিয়া ভিনিসিয়ার মনে অতুল আনন্দ। বিবাহটা তাহার পক্ষে উত্তম আবরণ হইবে, লোকে কোন কুভাব মনে আনিতে পারিবে না; বিশেষতঃ তাহাকে ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিতে সুশীলা কুমারী লুইসা কাহারো কাছে কিছুমাত্র লজ্জা পাইবে না; এই কারণেই ভিনিসিয়ার মনে অধিক আনন্দ। আনন্দের সঙ্গে আর একটি চিন্তা।—হোরেস্ স্যাক্‌ভিলি মধ্যে মধ্যে সংগোপনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সুযোগ পাইলেই প্রেমালাপ করেন, তদ্দ্বারা উভয়ের প্রতি উভয়ের স্পষ্ট প্রেমানুরাগ জন্মিয়াছে; বলিতে কি, হোরেস্ স্যাক্‌ভিলি তাহার প্রেমে এক প্রকার পাগল হইয়াছেন; প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স যাঁহার সঙ্গে বিবাহের আভাস দিলেন, তিনি যদি হোরেস্ স্যাক্‌ভিলি হন, তাহা হইলেই আশা পূর্ণ হয়। ভিনিসিয়া শুনিয়াছেন, আলাপ করিয়াও বুঝিয়াছেন, হোরেসের শরীরে অনেকগুলি স্বাভাবিক সদ্‌গুণ আছে; যদিও দুই একটি কারণে সেই সকল গুণে কিছু কিছু মালিন্য জন্মিয়াছে, তথাপি তাহাতে বিবাহসম্বন্ধে কোন প্রকার বাধা হইতে পারিবে না। আর একটি কথা।—এই বিবাহে মিস্ বাথরষ্ট ও মিসেস্ ফিজ্‌হারবার্টের সম্মতি আবশ্যক; সে পক্ষে ভিনিসিয়ার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, সম্মতি চাহিলেই সম্মতি পাওয়া যাইবে।

আনুসঙ্গিক তর্কাবলীর ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত; অতঃপর প্রধান প্রসঙ্গের মীমাংসা। ভিনিসিয়া ট্রিলনী অবশ্যই প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের উপনায়িকা হইবে;—কি প্রকারে যোগাযোগ হইবে, সে কথা জানিবার দরকার নাই; বস্তুতঃ উপনায়িকা হওয়াই ভিনিসিয়ার দৃঢ়সংকল্প; সুতরাং শীঘ্র শীঘ্রই সে সংকল্প সিদ্ধ হইয়া গেল।

মিস্ বাথরষ্টের গর্ভে হোরেস্ স্যাক্‌ভিলির জন্ম। মিস্ বাথরষ্ট তখন

প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের উপপত্নী ছিলেন; কিন্তু প্রিন্সের ঔরসে হোরেসের জন্ম নয়; প্রিন্স নিজে সেই তত্ত্বটি খুব ভালই জানিতেন; সে তত্ত্বটি জানা না থাকিলে ভিনিসিয়াকে উপপত্নী করিয়া লইতে তিনি কখনই রাজী হইতেন না। যেহেতু—ভিনিসিয়ার বিবাহের বর কে হইবে, বিবাহের প্রস্তাবের সময় প্রিন্স যদিও তাঁহার নাম করেন নাই, কিন্তু ভিনিসিয়া মনে মনে যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, প্রিন্সের মনোগত অভিপ্রায়ও তাহাই। হোরেস্ স্যাক্ভিলির সঙ্গে ভিনিসিয়ার বিবাহ দেওয়াই বাস্তবিক যুবরাজের আন্তরিক ইচ্ছা। এখন পাঠকমহাশয় বিবেচনা করুন, হোরেস্ যদি তাঁহার ঔরসপুত্র হইত, ইহা যদি তিনি স্থির জানিতেন, তবে ত হোরেসের সহিত বিবাহে ভিনিসিয়া তাঁহার পুত্রবধূ হইতেন; প্রিন্সের চরিত্রে যতই কিছু দোষ থাকুক, পুত্রবধূকে উপপত্নী করিতে কিছুতেই তিনি সম্মত হইতেন না, ইহাতে আর বাদ বিসম্বাদ নাই। এই প্রমাণে পুনরায় বলিতে হইল, হোরেস্ স্যাক্ভিলির জন্মদাতা পিতা আর এক জন।

প্রথম দেখা করিতে আসিয়া, ভিনিসিয়ার মনবাসনা শুনিয়া, উপযুক্ত পাত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়া, প্রিন্স যখন বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময় ভিনিসিয়াকে স্বীকার করাইয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে তুমি আমার কারল্টন হাউসে যাইও, রাত্রি নয়টার সময় তোমাকে হাইড্-পার্কে যাইতে হইবে, সেই থানে আমার গাড়ী প্রস্তুত থাকিবে, আমার লোকেরা সেই গাড়ীতে তোমাকে তুলিয়া লইবে।"

যুবরাজ যখন ভিনিসিয়াকে দেখেন নাই, দেখা করিবার চেষ্টাও করেন নাই, নেটের পোষাক পরিয়া ভিনিসিয়া যখন তাঁহার চক্ষে বাঁধা লাগান নাই, তখনকার ভাব আর এক রকম ছিল, সম্প্রতি যে দিন "ছয় ইয়ারের" ভোজের মজলিসে প্রেম-যুদ্ধের প্রস্তাবের সূচনা হয়, প্রিন্স তখন মারকুইস্ লেভিসন্কে জিত পায়া দিবেন, এইরূপ এক চুক্তি করিয়াছিলেন; এক্ষণে জনসাধারণের মুখে ভিনিসিয়ার রূপের গৌরব শুনিয়া এবং সচক্ষে সেই অনুপম রূপের ছটা দেখিয়া, তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইল, পূর্ব্ব চুক্তি আর বাহাল রাখিতে পারিবেন না, মারকুইসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সেই কথা বলিলেন। চুক্তিভঙ্গের বদলে মারকুইস্ কি পাইবেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া প্রিন্স তাঁহাকে বলিলেন, "নাইট উপাধির একটি গারটারের পদ খালি হইয়াছে, পূর্ব্ব চুক্তির পরিবর্ত্তে আপনি সেই পদ গ্রহণ করিতে পারেন।"—মারকুইস্ তাহাতে সম্মত হইলেন কি না, সে ক্ষেত্রে তাহার কোন মীমাংসা হইল না।

বৃহস্পতিবার বৈকালে ভিনিসিয়ার সহিত দেখা করিয়া, কারল্‌টন্ হাউসে ফিরিয়া আসিয়া যুবরাজ বিভ্রান্ত মারকুইস্ লেভিসনকে নূতন উপাধি দিবার যে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা এককালে ভুলিয়া গেলেন। পরদিন শুক্রবার; সেইদিন সন্ধ্যাকালে প্রেম-যুদ্ধের অভিলাষে ভিনিসিয়া মন্দিরে মারকুইস্ লেভিসনের উপস্থিত হইবার কথা;—সমস্ত দিনের মধ্যে নূতন উপাধি প্রাপ্তির কোন কথাই হইল না, যুবরাজও কিছুই লিখিয়া পাঠাইলেন না; সুতরাং মারকুইস বিবেচনা করিলেন, প্রিন্স চালাকি খেলিয়াছেন! কথাটি কেবল প্রতারণামাত্র। এই বিবেচনা করিয়া সেই দিন সন্ধ্যাকালে তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ভিনিসিয়াকে আপন প্রাসাদে হরণ করিয়া আনিলেন। বুদ্ধিবলে, অথবা অন্য উপায়ে ভিনিসিয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া কারল্‌টন্ হাউসে চলিয়া আসিলেন।

প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ একটি লোকের সঙ্গে ভিনিসিয়ার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, আকাশীয়া ভবনে ফিরিয়া আসিয়া ভিনিসিয়া সে কথাটি মিস্ বাথরষ্টকে বলিয়া পাঠাইলেন না; মিসেস্ আম্ববথনটের দ্বারা কেবল এই মাত্র বলিয়া পাঠাইলেন যে, "কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে, অর্থপ্রাপ্তির বন্দোবস্ত হইয়াছে, প্রিন্সের উপনায়িকা হইয়া থাকাই স্থির।"

হোরেস্ স্যাকৃভিলিকে বিবাহ করিতে হইবে; হোরেস্ স্যাকৃভিলি তাহা জানেন না; ভিনিসিয়া ভাবিলেন, কি উপায়ে জানাইয়া দেওয়া হয়?—"তুমি আমাকে বিবাহ কর, আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" স্ত্রীলোকে এমন কথা বরের বাড়ীতে গিয়া বরকে বলিতে পারে না; লজ্জারও ব্যাঘাত হয়, মানেরও লাঘব হয়। প্রিন্সের মুখে সংবাদ পাইয়া হোরেস্ স্বয়ং আসিয়া ভালবাসা জানাইয়া সেই প্রস্তাব করেন কি না, গৌরবিনী ভিনিসিয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভিনিসিয়ার আশা বৃথা হইল না; ঠিক সময়েই হোরেস্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বেচ্ছায় তিনি যদিও প্রথমেই ব্যক্ত করিলেন যে, "প্রণয়-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে—অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভালবাসা জানাইতে আমার সাহস নাই।" কিন্তু পরক্ষণেই উভয়ে প্রেমালাপনে প্রবৃত্ত হইয়া সুকোমল মধুর রসে প্রগাঢ় নিমগ্ন হইলেন।

ভিনিসিয়ার প্রেমে হোরেস্ স্যাকৃভিলি এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, ভিনিসিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যুবরাজের উপপত্নী হইয়াছেন, ইহা জানিয়াও তিনি মুক্তকণ্ঠে ভিনিসিয়াকে বলিলেন, "ভিনিসিয়া! আমি তোমাকে বিবাহ

করিব ; যে কোন নিয়মে তুমি আমাকে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বলিবে, তাহাতেই সম্মত হইয়া আমি তোমার স্বামী হইব।"

প্রিন্স অব ওয়েলসের সহিত হোরেস্ স্যাক্‌ভিলির কথাবার্ত্তা স্থির হইল, বিবাহ-সম্বন্ধ অবধারিত হইল, মিস্ বাথরষ্ট ও মিসেস্ ফিজ্‌হারবার্ট তাহা শুনিলেন ; শুনিয়াই তাঁহারা উভয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সেই শুভ-পরিণয়ে সম্মতিদান করিলেন।

মিস্ বাথরষ্টের সহিত হোরেসের অতি নিকটসম্বন্ধ, এ দিকে ভিনিসিয়া সর্ব্বক্ষণ মিস্ বাথরষ্টের শাসনাধীনে রক্ষিত, এই বিবাহ সম্পূর্ণ হইলে ভিনিসিয়ার সেই অধীনতা অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিবে, হোরেস স্যাক্‌ভিলি তদ্বিষয়ের প্রতিভূ হইতে স্বীকার করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে হোরেস্ স্যাকভিলির সহিত ভিনিসিয়ার বিবাহ হইল ; হোরেস স্যাকভিলি লর্ড উপাধি পাইলেন, ভিনিসিয়া লেডী হইলেন, বিবাহের পর নব-দম্পতী সসম্মানে কারলটন্ হাউসে স্থানপ্রাপ্ত হইলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই প্রিন্স অব ওয়েলস্ কারলটন্ হাউসে কতিপয় বন্ধুকে ভোজ দিবার নিমিত্ত এক সভা করিলেন ; স্যাক্‌ভিলি-দম্পতী, লর্ড কর্জ্জন, স্যার ডগ্‌লাস্ হণ্টিংডন্ এবং মারকুইস অব লেভিসন্ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মারকুইস অব্ লেভিসন সম্প্রতি প্যারিস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, হোরেসের সহিত ভিনিসিয়ার বিবাহের সংবাদে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সেই সময়ে প্রিন্সের সহিত তাঁহার তাড়াতাড়ি যে কথোপকথন হইল, ভিনিসিয়া তাহা উপকর্ণন করিয়াছিলেন।

ভিনিসিয়া প্রথমেই শুনিলেন, জোসেলিনের পরিচয়। কয়েক মাস পূর্ব্বে জোসেলিন যখন ক্লারার অন্বেষণার্থ লণ্ডনে আসিয়াছিলেন, ক্লারার লণ্ডনস্থ ব্যাঙ্কার তৎকালে জোসেলিনের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, মারকুইস-দত্ত পরিচয়েও ঠিক তাহাই মিলিল ; ঐ জোসেলিন লক্‌তস লুইসাকে বিবাহ করিবেন, সেই সংবাদে ক্লারার আহ্লাদ হইয়াছিল, এক্ষণে জোসেলিনের সত্য পরিচয় শুনিয়া সেই আহ্লাদ আরও চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল।

মারকুইসের মুখে ভিনিসিয়া দ্বিতীয় কথা শুনিলেন, প্যারিস নগরে জোসেলিনের কারাবাস। আরও তিনি শুনিলেন, মিসেস্ ওয়েনের তিনটি ভ্রষ্টা কুমারী প্যারিস নগরে জোসেলিনকে ভারী বিব্রত করিয়াছিল, চরিত্রগুণে তিনি সে দায় হইতে নিষ্কলঙ্কে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পরীক্ষাটা তখন তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত উগ্রতর হইয়াছিল, অসাধারণ সহিষ্ণুতাগুণে সে পরীক্ষায় তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্তি।

তৃতীয়তঃ মারকুইস লেভিসন্ ইতিমধ্যে লুইসাকে ভুলাইয়া প্যারিসে লইয়া গিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া আলবিমারল ষ্ট্রীটে নিজবাড়ীতে রাখিয়াছেন; এখনও পর্য্যন্ত লুইসা ঐ মারকুইসের বাড়ীতে আছে।

ভিনিসিয়া আরও উপকর্ণন করিয়াছেন, মারকুইস আরও বলিয়াছেন, "লুইসার এক সুন্দরী ভগ্নী আছে, বাড়ীতে নাই, লণ্ডনে আসিয়া কোথায় রহিয়াছে, নিশ্চিত ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে না; ঠিকানাটা শুনিতে নিশ্চয়ই ভুল হইয়াছে।"

ঐ সকল কথা শুনিয়া ভিনিসিয়ার অত্যন্ত ভয় হইল; ভয়ের সঙ্গে ক্রোধের উদয়; ক্রোধের আধিক্যে কম্প ও চাঞ্চল্য; সেই চাঞ্চল্যের অবস্থায় ভয়কম্পিতা আরক্তবদনা সুন্দরী হাতের সুরাপাত্রটা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া চঞ্চল-গতিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, চঞ্চলগতিতে আপন বৈঠকখানায় গিয়া প্রবেশ করিলেন।

নিজের বৈঠকখানায় ভিনিসিয়া এককালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন, যুগলনেত্রে দরদর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহা শীঘ্র না থামিলে তাঁহার নিজের মাথা ভাঙ্গিয়া যাইবে, নিজের শিরে ভয়ঙ্কর আঘাত লাগিবে, এই স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মিস্ বাথরষ্টের নিকটে আপন প্রিয়সখী জোসিকাকে প্রেরণ করিলেন; বলিয়া দিলেন, "মিস্ বাথরষ্টকে সাবধান করিয়া তুমি বলিও, ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটে মিস্ ক্লারা ষ্ট্যান্লীর সন্ধান লইতে লোক যাইবে,—নিশ্চয়ই যাইবে; সে লোক যাহাতে প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পারে, তিনি যেন তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকেন।"

নিজের সম্বন্ধে এইরূপ সাবধান হইয়া, অপরাপর বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ ভিনিসিয়া তখন তদ্বিষয়ের উপায় অবধারণে মনোনিবেশ করিল। প্রণয়-বিতরণে কয়েক দিনের ঘনিষ্ঠতায় সার ডগ্লাস হণ্টিংডন্ এবং লর্ড কর্জ্জনের উপর তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; উপস্থিত দুটি বিষয়ে তাঁহাদের উভয়ের সাহায্য লইলে কৃতকার্য্যতালাভের সম্ভাবনা আছে। মারকুইস লেভিসনের কবল হইতে লুইসার উদ্ধারসাধন এবং প্যারিসের কারাগার হইতে জোসেলিন লকৃতসের মুক্তিবিধান। সঙ্কটের মধ্যে এবং ঐ দুটি কার্য্য-সাধনের উপায়ের মধ্যে যাহাতে তিনি নিজে জড়াইয়া না পড়েন, বিশেষ বিবেচনাপুর্ব্বক সতর্কতার সহিত তাহাই সিদ্ধ করা তাঁহার স্থিরসংকল্প হইল। ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন, মিস্ বাথরষ্টের সহিত

মারকুইস লেভিসনের যখন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, বিশেষ নিকটসম্বন্ধ, তখন মারকুইস অবশ্যই তাঁহার কাছে গিয়া সমস্ত গুহ্য বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন, লুইসা তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহার সত্যতা নিরূপণের জন্য অবশ্যই তিনি মিস্ বাথরষ্টকে জিদ করিবেন; ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটের ১৩ নং বাড়ীতে মিষ্টার বেক্‌ফোর্ডের নিকটে মিস্ ক্লারা ষ্ট্যান্‌লী নামে কোন সুন্দরী কামিনী বাস করে কি না, অবশ্যই তাহা তিনি জানিতে চাহিবেন; লুইসা হয় ত নিজেই বলিবে, ক্লারা সে বাড়ীতে নাই; মিষ্টার বেক্‌ফোর্ড ও মিসেস্ বেক্‌ফোর্ড নামে কোন স্ত্রীপুরুষের অস্তিত্বই নাই, ইহাও হয় ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

প্রণয়দানে বশীভূত করিয়া মারকুইসের কবল হইতে লুইসার উদ্ধার-সাধনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া 'ভিনিসিয়া সার্ ডগ্‌লাস্ হন্টিংডনকে সেই ভার দিলেন। লর্ড কর্জ্জন বশীভূত হইবেন কিসে?—পাঠক মহাশয় জানিয়া রাখুন, ভিনিসিয়া এক দিন সার্ ডগ্‌লাস্‌কে একখানি পত্র লেখেন, ভ্রান্তিক্রমে সেই পত্রখানি লর্ড কর্জ্জনের হাতে পড়ে; আমার নামেই পত্র, দেখা করিবার জন্য আমারই নিমন্ত্রণ, এই স্থির করিয়া লর্ড কর্জ্জন ভিনিসিয়ার বাড়ীতে যান, ভ্রমের ফলে কর্জ্জনকে যৌবন দান করিতে তিনি বাধ্য হন।

ঐরূপ জয়লাভের উল্লাসে সার ডগ্‌লাস্ এবং লর্ড কর্জ্জন উভয়ে ভিনিসিয়ার উপকার করিবেন, ভবিষ্যতেও সম্মিলনের আশা রাখিবেন, এই বিষয়ে ভিনিসিয়ার বিশ্বাস হইয়াছিল, সার্ ডগ্‌লাস্ সেই উৎসাহে লুইসাকে উদ্ধার করিবেন, লর্ড কর্জ্জনও সেই উৎসাহে জোসেলিন লক্‌তসকে কারাগার হইতে খালাস করিতে প্যারিসে যাইবেন, ইহাও নিশ্চিত অবধারিত।

আরও এক কথা।—মিসেস্ ওয়েনের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী মেরী, তাহার মুখে লুইসা শুনিয়াছিলেন, প্রিন্সেস্ অব্ ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে এক ভয়ানক কুচক্রের সৃষ্টি হইয়াছে; পত্র লিখিয়া লুইসা সেই কথা ক্লারাকে জানাইয়াছিলেন, সেই সকল পত্রপাঠে ভিনিসিয়া জানিয়াছিলেন, সেই ষড়্‌যন্ত্র ভাঙ্গিবার সঙ্কল্পেই জোসেলিন লক্‌তস বিদেশে গিয়াছেন। ষড়্‌-যন্ত্রের গোড়া প্রিন্স অব ওয়েলস্ স্বয়ং; সেই ষড়্‌যন্ত্র ভাঙ্গিতে জোসেলিনের চেষ্টা; সেই জোসেলিনের কারামুক্তি সম্বন্ধে ভিনিসিয়া জোগাড় করিতেছেন, প্রিন্স এ কথা জানিতে পারিলে, ভিনিসিয়ার পক্ষে নিশ্চয়ই মন্দ দাঁড়াইবে;

কেন না, প্রিন্স এখন তাঁহার উপপতি, তাঁহার সহিত শত্রুতা করা মান-সম্ভ্রমে ও ভবিষ্যৎ আশায় জলাঞ্জলি দিবার হেতু হইবে; অতএব তিনি যে জোসেলিনকে খালাস করিবার পরামর্শের ভিতর আছেন, ইহা সম্পূর্ণ-রূপে গোপনে রাখা আবশ্যক। খালাস করিতে যাইবেন লর্ড কর্জ্জন, তাঁহার মুখে গুপ্তকথা ব্যক্ত না হয়, এই উদ্দেশে কর্জ্জনের মুখ বন্ধ করিবার জন্য ভিনিসিয়ার কুমারী-ধর্ম্ম-বিসর্জ্জন।

উল্লাসে উল্লাসে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, কাপ্তেন ট্যাস ও তাহার সহচর রবীনকে নিযুক্ত করিয়া, লর্ড কর্জ্জন অবিলম্বে প্যারিস নগরে যাত্রা করিলেন, তাঁহার সহায়তায় জোসেলিন লকৃতস খালাস পাইলেন। তাঁহাকে খালাস করিবার মূল সাহায্যকারী কে, জোসেলিন তাহা কোন সূত্রে কিছুই জানিতে পারিলেন না; সাক্ষাৎসম্বন্ধে যাহারা খালাস করিল, তাহারাও ছদ্মবেশধারী, সুতরাং তাহাদের নামও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল।

ভিনিসিয়া যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক হইল। মার-কুইস লেভিসন্ তাঁহার পুরাতন বন্ধু মিস্ বাথরষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটের ১৩ নং বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; প্রথমেই তাঁহাকে বলিলেন, "মিস্ লুইসা ষ্ট্যান্লী নামে একটি সুন্দরী কুমারী আমার বাড়ীতে রহিয়াছে। সে বলিতেছে, তাহার ভগ্নী মিস্ ক্লারা ষ্ট্যান্লী এই ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটের ১৩ নং বাড়ীতে মিষ্টার ও মিসেস্ বেক্‌ফোর্ডের নিকটে আছে।" মিস্ বাথরষ্টের বুদ্ধি হরিয়া গেল; তিনি মনে করিলেন, কুমারী লুইসা অবশ্যই তাহার ভগ্নীর অন্বেষণে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিবে; মারকুইস লেভিসন অবশ্য তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবেন; সেই অন্বেষণের ফলে মিস্ বাথরষ্টের গুপ্তকার্য্য নিশ্চয়ই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। উপায় কি হয়?—এই সঙ্কটে পতিত হইয়া মিস্ বাথরষ্ট অগত্যা মারকুইস লেভিসনের দয়াভিখারিণী হইলেন; সমস্ত সত্য কথা প্রকাশ করিয়া শেষে মিনতি করিয়া বলিলেন, "এ সঙ্কট হইতে আমাকে রক্ষা কর; মিথ্যা-কথা রচনা করিয়া লুইসাকে ভুলাইয়া বুঝাইয়া দিও, তাহার ভগ্নী এখানে নাই, সে যেন আর আমার বাড়ীতে ভগ্নীর অন্বেষণের জন্য চেষ্টা না পায়।"

মারকুইস্ লেভিসন্ সম্মত হইলেন। মিস্ বাথরষ্ট পুনরায় মিনতি করিয়া বলিলেন; "যাহা যাহা তুমি জানিতে পারিলে, যাহা যাহা আমি তোমাকে বলি-লাম, তাহার একটি কথাও যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়। ঐ সকল কথা

প্রকাশ পাইলে আমার মান নষ্ট হইবে, বিশ্বাস নষ্ট হইবে, প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে, কাহারও কাছে আমি সগৌরবে মুখ তুলিতে পারিব না।”

মারকুইসের আনন্দ হইয়াছিল; ঐ কথা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, বাহিরের লোকের কাছে এ সকল কথা প্রকাশ করিয়া কি ফল হইবে? মনে মনে রাখিয়া দেওয়াই ভাল। এইবার গর্ব্বিতা লেডী স্যাকভিলি আমার কায়দায় আসিবে, এইবার অক্লেশে আমি তাহাকে বশীভূত করিতে পারিব। . এই স্থির করিয়া মিস্ বাথরষ্টের সতর্কতাজ্ঞাপক সকল কথাতেই তিনি সম্মতিপ্রকাশ করিলেন, “এতৎসংক্রান্ত সমস্ত কথাই আমি গোপনে রাখিব,”—এই অঙ্গীকার করিয়া তিনি ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটের ১৩ নং বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

নিজ বাটীতে যাহা যাহা হইয়া গেল, মিস্ বাথরষ্ট তাহা অবিলম্বে ভিনিসিয়ার নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন। সংবাদ-শ্রবণে ভিনিসিয়ার একটা প্রবল দুর্ভাবনা দূর হইয়া গেল। এই সময়ের আর একটি বিশেষ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন হইতেছে। কারলটন হাউসে নাট্যাভিনয়। যে রাত্রে অভিনয় হইতেছিল, যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত জোসেলিন লক্তস সেই রাত্রে কারলটন প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চে লেডী স্যাকভিলিকে নর্ত্তকীবেশে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের ইয়ত্তা ছিল না। লুইসার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মিস্ ক্লারা ষ্ট্যান্‌লী লেডী স্যাকভিলি হইয়া যুবরাজের নাট্যমন্দিরে অভিনয় করিতেছে, তাঁহার প্রকৃতি অবশ্যই নষ্ট হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়াই তাঁহার বিস্ময়, বিস্ময়ের সঙ্গে দুঃখের উদয়, দুঃখের সঙ্গে এক প্রকার আতঙ্ক। সে যাত্রায় জোসেলিন ইচ্ছা করিয়াই ভিনিসিয়ার সঙ্গে দেখা করিলেন না, দীর্ঘ একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রে রূঢ় কথা লেখা ছিল না; ভ্রাতা যেমন কোনরূপ অনুচিত কার্য্যের জন্য ভগিনীকে তিরস্কার করেন, সেইরূপ চাপা চাপা তিরস্কার-বাক্যই সেই পত্রের নির্ঘণ্ট। ভিনিসিয়া একাধিক পত্রে লুইসাকে মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন, অনেক বিষয়ে প্রতারণা করিয়াছেন, তজ্জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া জোসেলিন নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অবশ্যই আক্ষেপ হইয়াছিল, তথাপি কিন্তু ভিনিসিয়াকে তিনি অধিক অপরাধিনী মনে করেন নাই; কারণ—ভিনিসিয়া নিজে অপথে পদার্পণ করিয়া সরলা ভগিনীটিকে সে পথে আনিবার চেষ্টা করেন নাই, সহরে আনিয়া আপনাদের দলে মিশাইবার প্রয়াস পান নাই, দূর-পল্লীতে ভগিনীটিকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন, পূর্ব্বে যেমন ভালবাসা ছিল, এখনও সেই অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন দেখাইতেছেন, ইহাই জোসেলিনের একমাত্র প্রবোধ। পত্রখানি পাঠ

করিয়া ভিনিসিয়ার মনে আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু তিনি অন্য লোকের নিকটে সে সব কথা প্রকাশ করেন নাই। পাঠক মহাশয়েরা মনে রাখিবেন, মারকুইস লেভিসন্ যে দিন ভিনিসিয়াকে মুক্তামালা পাঠাইয়া দেন, জোসেলিনের লিখিত ঐ পত্রখানি সেই দিন ভিনিসিয়ার হস্তগত হইয়াছিল।

এইবার লুইসার উদ্ধারের কথা।—মারকুইস লেভিসন্ যখন ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটের ১৩ নং বাটীতে মিস্ বাথরষ্টের সহিত উপস্থিত বিষয়ের কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই শুভ অবসরে সার ডগলাস্ হণ্টিংডন সংগোপনে লেভিসন হাউসে প্রবেশ করিয়া সুকৌশলে নির্দ্দোষী কুমারী লুইসাকে সেই বাটী হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন, মারকুইস্ নিজবাটীতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই সার ডগলাস্ নিজের গাড়ী করিয়া লুইসাকে ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটে মিস্ বাথরষ্টের বাটীতে লইয়া যান; গাড়ীতে আসিবার সময় পথে তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, শুনা হইয়াছিল, তোমার ভগিনী ক্লারা ইতিমধ্যে বেক্‌ফোর্ড-দম্পতীর সহিত প্রবাসে গিয়াছিলেন, আট দশ দিন বিলম্ব হইবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ গতরাত্রে তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন; এইখানেই আজ সাক্ষাৎ হইবে।

কুমারী লুইসা আজ এই বাটীতে আসিবে, মিস্ বাথরষ্ট পূর্ব্বাহ্নে ভিনিসিয়ার নিকটে সেই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন; ভিনিসিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যথাসময়ে ভগিনীর সহিত দেখা করিতে আইসেন। লেডীবেশে নয়; সেই সামান্য পল্লীবাসিনী মিস্ ক্লারা ষ্ট্যান্‌লীর ন্যায় সামান্য বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক ভিনিসিয়া বিনম্রবদনে ষ্ট্রাটন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অনেক দিন পর দুটি স্নেহময়ী ভগিনীর পরস্পর সাক্ষাতে যেরূপ আনন্দলহরী প্রবাহিত হইয়াছিল, পাঠক মহাশয়েরা তাহা অনুভবেই বুঝিতে পারিবেন। ভিনিসিয়া প্রথমেই ভগিনীকে শুভসংবাদ দিবার অভিলাষে সহাস্যবদনে বলিলেন, "যাঁহার সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, যাঁহাকে তুমি মনের সহিত ভালবাসিয়া যোগ্যপাত্র বলিয়া মনোনীত করিয়াছ, তিনি ভদ্রবংশসম্ভূত অতি সদাশয় সচ্চরিত্র যুবা পুরুষ; প্যারিস নগরে তাঁহার নামে একটা কলঙ্ক রটিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা; জনরবটা একেবারে অমূলক নহে, তিন জন ভ্রষ্টা কামিনী নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে প্রণয়ফাঁদে জড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি তাহাদের চক্র হইতে নিষ্কলঙ্কে আপনাকে মুক্ত করিয়াছেন; কুচক্র কৌশলে ফরাসী-পুলিশ তাঁহাকে গেরেপ্তার করিয়া প্যারিসের এক কারাগারে কয়েদ রাখিয়াছিল, সম্প্রতি তিনি নির্ব্বিঘ্নে খালাস পাইয়াছেন, শীঘ্রই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবেন। জোসেলিন্ লকতস্ তাঁহার সত্য

নাম নহে ;—সত্য নাম ও সত্য পরিচয় আমি অবগত হইয়াছি ; তিনি দেশে আসিলে তাঁহার নিজমুখেই তুমি সেই সত্য পরিচয় শুনিতে পাইবে, কেন তিনি মিথ্যা নাম লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহাও জানিতে পারিবে।"

জোসেলিনের সম্বন্ধে এই সব কথা বলিয়া ভিনিসিয়া শেষকালে নিজের বর্ত্তমান অবস্থার কথা উত্থাপন করিবার উপক্রম করিলেন ;—প্রথমেই বলিলেন, "আমার বিবাহ হইয়াছে ; আমি লেডী হইয়াছি। যিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনি এখানকার যুবরাজের সংসারে একটি মহা সম্ভ্রমসূচক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত।" এই পরিচয় দিবার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, ভগিনী পাছে তাঁহাকে নগরবাসিনী সাধারণ বিলাসিনী মনে করিয়া কোনরূপ সন্দেহ করেন, সেই সন্দেহের কারণটা সম্পূর্ণরূপে উন্মূলন করিয়া দেওয়াই তাঁহার চেষ্টা। বাস্তবিক লুইসার মনে শীঘ্র কোন প্রকার সন্দেহের স্থান পায় না ; ভগিনীর বিবাহের কথা শুনিয়াই সরল উক্তিতে তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "তোমার বিবাহের সংবাদ শুনিয়া আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু লেডী আর্‌নেষ্টিনা ডাইসার্ট নাম্নী একটি সম্ভ্রান্ত রমণী এ কথা আমাকে বলিয়াছিলেন, ভিনিসিয়া ট্রিলনী নামে একটি সুন্দরী কামিনী সম্প্রতি লেডী স্থাকৃভিলি নাম লইয়া যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল-সের উপপত্নী হইয়াছে।"

ভিনিসিয়ার ভয় হইল ; তিনি আর লুইসাকে বেশীক্ষণ সে বাটীতে রাখিতে কিংবা তাঁহার সহিত বেশী কথা কহিতে সাহস করিলেন না ; অবি-লম্বেই গাড়ী ডাকাইয়া তাঁহাকে ক্যাণ্টারবারী নগরে নিজাবাসে পাঠাইয়া দিলেন ; সঙ্গে দিলেন, একখানি এক শত গিনীর ব্যাঙ্কনোট।

লুইসা চলিয়া যাইবার পর ভিনিসিয়া কারল্টন হাউসে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার চিন্তার অবসান হইল না। প্রিন্সেস্ অব ওয়েল্‌সের সুখ-শান্তি, মান-সম্ভ্রম, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিবার উদ্দেশে দারুণ কুচক্র হইয়াছে, সেই সংবাদে তাঁহার প্রাণে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছিল, সৎপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছিল ; প্রিন্সেস্ যাহাতে চক্রমুক্ত হইতে পারেন, তাহার উপায়বিধানের তিনি যত্নবতী হইয়াছিলেন। জোসেলিন্ লকৃতস্ সেই কুচক্রজাল ছিন্ন করিতে ব্রতী, তাঁহার সেই ব্রতে সাহায্য করা তাঁহার সংকল্প হইল ; কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকাশ্যরূপে নিজে সে কার্য্যে লিপ্ত হইতে তিনি ভয় পাইলেন ; ষড়্‌যন্ত্রের মূলে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স দণ্ডধর ; প্রিন্সের কার্য্যের বিরোধী হওয়া তাঁহার ভরসায় কুলাইল না, প্রচ্ছন্নভাবে পশ্চাতে থাকিয়া অপর লোকের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করাই

তখন পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইল। জোসেলিন লকৃতস্ তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের এক স্থানে লেখা ছিল, "আমি শুনিয়াছি, প্রিন্সের নিকটে তোমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছে; অবসরক্রমে তাঁহাকে বুঝাইয়া তুমি পরামর্শ দিও, বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি তিনি যেন আর বেশী দৌরাত্ম্য না করেন। স্ত্রীকে যদি চিরদিন স্বতন্ত্র রাখিয়া তিনি সুখী থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বরং থাকুন, কিন্তু অহরহঃ স্ত্রীকে মনঃকষ্ট দিয়া উৎপীড়ন করা উচিত হয় না; এই কথাগুলি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিও।"

জোসেলিনের সেই উপদেশ-বাক্য এই সময় ভিনিসিয়ার মনে পড়িল; গুপ্ত ষড়যন্ত্র ছিন্ন করিবার উদ্দেশে তিনি গুপ্তচর প্রেরণ করিবেন, এই যুক্তিই স্থির হইল। সেই যুক্তিপ্রভাবেই লর্ড কর্জ্জনকে ও কর্ণেল মাল্-পাস্‌কে প্রচুর অর্থ দিয়া তিনি গুপ্তভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একটা বিশেষ উপদেশ ছিল, যুবরাণীর যে তিনটা দুষ্টা সখী পদে পদে অনিষ্ট ঘটাইতেছে, সেই তিনটা সখীকে তফাৎ করিয়া দিবার পক্ষে তাঁহারা যেন বিশেষরূপে সচেষ্ট থাকেন।

চিন্তার ক্রীড়া অনেক প্রকার। কতকগুলা বড় বড় চিন্তা কমিয়া আসিল, তৎপরে ক্যাণ্টারবারী নগরে যাইবার নিমিত্ত ভিনিসিয়ার একান্ত ইচ্ছা হইল। যাত্রা করিবার অগ্রে প্রিন্সের দরবারে তিনি কয়েকটি নূতন প্রস্তাব করিলেন। মিস্ বাথরষ্ট ও মিসেস্ ফিজ্‌হারবার্ট তাঁহাকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কতিপয় আত্মীয়-কুটুম্বের অনুকূলে যুবরাজকে বিশেষ করিয়া তিনি যেন একটি অনুরোধ করেন। ভিনিসিয়া সেই উপদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া একখানি ফর্দ্দ দেখাইয়া, যুবরাজকে বলিলেন, "এই সকল লোক বড় কষ্টে পড়িয়াছে, রাজসংসার হইতে তাহাদিগকে কিছু কিছু পেন্সন দেওয়া, কিংবা যোগ্যপাত্রগুলিকে যোগ্য যোগ্য চাকরী দেওয়া হইলে, যথার্থ দয়ার কার্য্য হয়।" মনে মনে বিরক্ত হইয়াও নূতন প্রণয়ের খাতিরে যুবরাজ অগত্যা সম্মত হইলেন। কতকগুলি লোকের পেন্সন হইল, কতকগুলি লোক চাকরী পাইল, আরও কতকগুলি লোক কাজকর্ম্ম করিতে অক্ষম বলিয়া তাহাদের মাসহারা নির্দ্ধারিত হইল। ইহার পর আর একটি বড় প্রস্তাব। ভিনিসিয়া বলিলেন, "লর্ড স্যাক্‌ভিলি আমার স্বামী হইয়াছেন, মিস্ বাথরষ্টের সহিত তাঁহার অতি নিকটসম্পর্ক, মিস্ বাথরষ্টের এখন বয়স হইয়াছে, তাঁহা

জন্য কিছু বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে আমি বড় সুখী হই।”— প্রিন্সের বদন গম্ভীর হইল, খানিকক্ষণ তিনি কোন উত্তর দিলেন না, বিশেষতঃ যাহার জন্য বৃত্তি প্রার্থনা, তাহার প্রতি প্রিন্সের ঘৃণা ছিল; অনেক ভাবিয়া ভিনিসিয়ার গৌরবরক্ষার্থ অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন। বার্ষিক পেন্সনের তালিকায় মিস্ বাথরষ্টের নাম উঠিল; বৃত্তি নিরূপিত হইল, বার্ষিক সাত শত গিনী।

ভিনিসিয়ার বিবাহের পর হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিল, তাহা আমরা নির্ব্বাচন করিয়া একে একে বর্ণনা করিলাম; সকল বিষয়েই ভিনিসিয়ার সিদ্ধিলাভ। পাট্টা লইয়া বাড়ী সাজাইবার আসবাব-পত্র এবং গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি খরিদ করিবার পক্ষে মিস্ বাথরষ্ট ও ফিজহারবার্ট যে তিন হাজার গিনী খরচ করিয়াছিলেন, নানা প্রকারে তাহার প্রায় পঞ্চদশ গুণ উঠিয়া আসিল। ভিনিসিয়ার প্রতি তাঁহারা উভয়েই পরম সন্তুষ্ট, ভিনিসিয়ারও জয়-গৌরবের চরম সীমা।

অষ্টসপ্ততিতম উল্লাস।

গৃহবাসে ক্লারা।

ক্লারা ষ্ট্যান্‌লী গৃহে আসিয়াছেন। এখন আর তিনি ষ্ট্যান্‌লী নামে পরিচিতা নহেন, ইংরাজ পিয়ার লর্ড স্যাকৃভিলির স্ত্রী লেডী স্যাকৃভিলি নামে পরিচিতা। যিনি ইতিপূর্ব্বে লেডী উপাধি পাইয়া রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া আসিয়াছেন, ক্যাণ্টারবারীর সেই সামান্য বাটীতে বাস করা তাঁহার পক্ষে তৃপ্তিকর হইতে পারে না, তথাপি গৃহবাসিনী হওয়া তাঁহার সাধ।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, ক্লারা ষ্ট্যান্‌লী, ভিনিসিয়া ট্রিলনী এবং লেডী স্যাকৃভিলি এই তিনই এক, একেই তিন; এই কথা যখন প্রকাশ পাইল, পবিত্র কুমারী লুইসা তখন সেই নির্ঘাত কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। অনেক-ক্ষণের পরে মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইলে উভয় ভগ্নীর দীর্ঘ-বিচ্ছেদান্তে সবিশেষ আনন্দোৎসব হইয়াছিল। সুন্দরী ক্লারা চক্ষের জলে ভাসিয়া স্নেহবতী ভগ্নীকে সস্নেহে বক্ষে

ধারণ করিলেন; তাঁহাদের দুটি মাসী—মিসেস্ ওয়েন ও মিস্ লিলিয়ান এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা স্যার ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ করুণাঙ্কিতবদনে নীরবে নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভ্যালেণ্টাইনের সহিত তাঁহাদের কি সম্পর্ক, সে রহস্য আর অধিকক্ষণ অপ্রকাশ রহিল না; ভ্যালেণ্টাইন নিজেই ক্লারাকে যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণেও সেই কথাগুলি পুনরুক্তি করিলেন। কুমারী লুইসা তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ানন্দে জড়ীভূতা হইলেন, সার ভ্যালেণ্টাইম অকপট ভ্রাতৃস্নেহে লুইসাকে বারংবার চুম্বন করিলেন।

ভগ্নী দুটি এত দিন যাঁহাকে পিসীমা বলিয়া জানিতেন, তিনি এখন মাসীমা হইলেন। ক্লারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, লিডিয়াকে সেই সংবাদ দিবার নিমিত্ত মিসেস্ ওয়েন্ অগ্রে উপরে উঠিয়া গেলেন; একটু পরেই ক্লারা প্রবেশ করিলেন। সে সাক্ষাতে যেরূপ স্নেহভক্তির বিনিময় হইল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা না করিয়া সংক্ষেপে আমরা কেবল এই কথা বলিতেছি যে, মাতৃহারা হওয়া অবধি যিনি ঐ দুটি ভগ্নীর মাতৃস্থানীয় হইয়া তাহাদিগকে স্নেহযত্নে পালন করিয়াছেন, ক্লারা সেই মাতৃতুল্য মাসীমার গৃহে প্রবেশ করিবা-মাত্র মাসীমা সস্নেহে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া নেত্রজলে অভিষিক্ত করিলেন।

ক্লারা যেদিন আসিলেন, সেই দিন রাত্রকালে তিনটি মাসীমার সাক্ষাতে তাঁহার নিজের নাগরিক জীবনের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন, লণ্ডন নগরে তাঁহার দীর্ঘকাল বাসের ইতিহাস কতক কতক চাপিয়া চাপিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিলেন।

পূর্ব্বে ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণের নিকটে তিনি যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, এখানে এখনকার পরিচয়ও সেইরূপ। মারকুইস্ অব্ লেভিসন, স্যার ডগ্‌লস্ হণ্টিংডন্, আরল্ অব কর্জ্জন এবং কর্ণেল মাল্‌পাসের সহিত সংস্রবের কথাগুলি চাপিয়া রাখিয়া অপরাপর বিষয়গুলি ক্লারা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিলেন। মাসীমা-দিগের নিকটে ক্লারা যখন পরিচয় দেন, লুইসা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; উদ্যানের এক লতাকুঞ্জের ছায়াতলে দুটি ভগ্নীতে যখন নির্জ্জনে বসিয়া-ছিলেন, সেই সময় ক্লারা তাঁহার শেষ কথাগুলি প্রকাশ করিয়া বলিলেন; আশ্চর্য্য উপাখ্যানের ন্যায় ভগ্নীর পদোন্নতি ও লেডী উপাধি ধারণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লুইসার অত্যাশ্চর্য্য বোধ হইল। অনেকগুলি গুহ্যকথা ক্লারা চাপিয়া রাখিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের যুবরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতার কথাটা গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। কুমারী লুইসার প্রকৃতি নির্ম্মল, অন্তঃকরণ সরল, কোন কথার মারপ্যাঁচ তিনি বুঝেন না, অতএব ভগ্নীকে তিনি বলিলেন,—

"প্রিয় ভগিনী ক্লারা! গৃহহারা ও বন্ধুহারা হইয়া নিঃসম্বল অবস্থায় লণ্ডনের রাজপথে তুমি যেরূপ হতাশে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি; সেই অবস্থায় আমাকে ও আমাদের পক্ষাঘাতগ্রস্তা দুঃখিনী মাসীমাকে নিদারুণ দারিদ্র্যপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তুমি সেই মিস্ বাথরষ্ট-নামিকা স্ত্রীলোকের দয়ার ভিখারিণী হইয়াছিলে, তোমার করুণাপূর্ণ মর্ম্মভেদী বর্ণনা শুনিয়া তাহাও আমি বেশ বুঝিয়াছি; সেই স্ত্রীলোক তোমাকে সুখী করিবার জন্য তাদৃশ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু তুমি যে ভ্রমে পতিত হইয়া কুকার্য্যকে সে সময়ে কুকার্য্য বলিয়া ভাবিতে পার নাই, তজ্জন্য আমার বড় আক্ষেপ হইতেছে। বস্তুতঃ নিরাশায় জ্ঞানহারা হইয়া সে সময় তুমি যাহা যাহা করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে তিরস্কার করা কর্ত্তব্য নয়;—না—না—না প্রিয় ভগিনি, কদাচ আমি তোমাকে তিরস্কার করিব না; যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল, ঢাকা দিয়া রাখাই উচিত। এখন—বলো—বলো প্রিয় ভগিনি, ধর্ম্ম-প্রমাণে আমার কাছে অঙ্গীকার কর, ভবিষ্যতে আর কখনও লণ্ডনের সেই রাজপ্রাসাদে তুমি ফিরিয়া যাইবে না? এই অঙ্গীকার যদি তুমি কর, তাহা হইলে আমি সুখী হইব,—যথার্থই সুখী হইব।"

লুইসার কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিয়া, তাঁহাকে ঘন ঘন চুম্বন করিতে করিতে ক্লারা বলিলেন, "লুইসা! যথার্থই তুমি দেবকন্যার ন্যায় কথা কহিতেছ। আজ প্রাতঃকালে যখন আমি কারলটন প্রাসাদের চৌকাঠের বাহিরে পদার্পণ করি, তখন ধর্ম্ম-প্রমাণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইহজীবনে আর আমি সেই সুখময় রাজভবনে প্রবেশ করিব না; চিরদিনের মত বিদায় হইয়া আসিয়াছি!"

আনন্দ প্রকাশ করিয়া লুইসা বলিলেন, "ক্লারা! যদি তুমি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপর আরও অধিকতর প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

সরল অন্তরে ক্লারা বলিলেন, "অবশ্যই আমি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব। মাসীমাকেও আমি সেই কথা বলিয়াছি, তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন; তুমি যেমন আমার অনুষ্ঠিত পাপগুলা ভুলিয়া যাইবে বলিয়াছ, মাসীমাও সেই-রূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। যে লোভের আকর্ষণে আমি কুপথে পদার্পণ করিয়াছিলাম, সেই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি অপেক্ষাও আমি সমধিক সুখ-সম্ভোগ করিয়াছি;—সর্ব্বাংশেই আশা পূর্ণ হইয়াছে। সৌখীনতার মুখমণ্ডল আমি

দর্শন করিয়াছি, মজ্‌লীসের সৌখীন মহিলাকুলমধ্যে আমি নক্ষত্ররূপে গণ্য হইয়াছি, সেই সকল সৌখীন মজ্‌লীসের পাপাচারে আমি আমার আত্মাকে কলঙ্কিত করিয়াছি! কুকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমার মনে কিছুমাত্র যন্ত্রণার উদয় হয় নাই, পাপানুষ্ঠানে আমার বরং তখন আনন্দ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে সেই স্বর্ণশৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া, মুক্তিলাভ করিয়া, আমি পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছি! সৌখীনতার চক্র হইতে আমি জন্মের মত বিদায় লইয়াছি! রাজ-মহলের মোহন মণ্ডল হইতে চিরজীবনের মত বিদায় হইয়াছি! লুইসা! আমার স্বামী বাস্তবিক অনেকগুলি সাধুগুণের অধিকারী, তিনিও এখন সুখ-বিলাসের মায়া কাটাইয়া অনুরূপ নির্জ্জন গৃহস্থাশ্রমের শান্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছেন। আমাদের পদসন্ত্রম হইয়াছে, আমাদের জমীদারী আছে, জমিদারীতে যত টাকা রাজস্ব আদায় হয়, তাহা প্রচুর; সেই টাকায় আমাদের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিবে। আরও শুন লুইসা! যাঁহারা আমার আপন, তাঁহারা সকলেই আমার গত-পাপের বিবরণ অবগত হইলেন, আর আমার কোন ভয় রহিল না; সে সকল কথা যদি আমি গোপন করিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে চিরদিন আমাকে ভয়ে ভয়ে জীবনযাপন করিতে হইত; পাছে দৈবাৎ কোন সূত্রে কাহারও দ্বারা কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সুখময় গৃহস্থাশ্রম হইতে আমাকে বিতাড়িত হইতে হইবে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না; অহরহঃ সেই ভয়ে আমাকে কম্পিত হইতে হইত; এখন সকলে গত কথা জানিলেন, সকলে আমাকে ক্ষমা করিলেন, সকল বিষয়েই আমি নির্ভয় হইলাম। প্রিয় ভগিনী লুইসা! যত দিন আমরা বাঁচিব, তত দিন এই দিনটি—আজিকার এই দিনটি কি আমাদের জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে না? এই দিনে তুমি তোমার ভগ্নীকে বহুদিনের পর পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, এই দিনে আমরা আমাদের একটি অজ্ঞাত ভ্রাতাকে স্নেহাদরে গ্রহণ করিলাম, এই দিনে আমারা আমাদের জন্মের গূঢ়বৃত্তান্ত জানিতে পারিলাম এবং এই দিনে আমরা আমাদের আর দুটি মাসীমার ক্রোড়ে উঠিলাম, সেই দুটি মাসী ঐ মিসেস্ ওয়েন আর মিস্ লিলিয়ান।"

মৃদু-কম্পিতকণ্ঠে লুইসা বলিলেন, "অবশ্যই স্মরণীয় দিন বটে। আমার পক্ষে অতি শুভ দিন। ভগ্নি! প্রিয় ভগ্নি! রাজভোগের লোভে রাজপ্রাসাদে আর তুমি ফিরিয়া যাইবে না, সেই প্রতিজ্ঞা যদি তুমি পালন করিতে পার, এক সঙ্গে এই পবিত্র গৃহাশ্রমে যদি সানন্দ-মনে বাস কর, তাহা হইলে আমার পক্ষে শুভদিন —আরও অধিক সুখের দিন সমাগত হইবে।"

কিঞ্চিৎ কম্পিত স্বরে ক্লারা বলিলেন, "লুইসা! সেই ধর্ম্মশীল মহানুভব যুবা পুরুষ, যিনি অতি শীঘ্রই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, যিনি শুভদিনে শুভক্ষণে তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনি আমাকে ভগ্নী বলিয়া সাদরে সম্ভাষণ করিতে সম্মত হইবেন, এমন কি তুমি বিবেচনা কর?"

লুইসা উত্তর করিলেন, "ভগ্নি! এটি তোমার কি প্রকার প্রশ্ন?—প্রিয় জোসেলিন তোমাকে সাদরে সম্ভাষণ করিবেন, সে পক্ষে মুহূর্ত্তমাত্র. তুমি কি কোনরূপ সন্দেহ করিতে পার?"

ক্লারা উত্তর করিলেন, "না,—সন্দেহ করি না;—তোমার খাতিরে তিনি আমাকে সমাদর করিবেন, তাহা আমি জানিতেছি; অধিকন্তু তুমি যখন আমার ভবিষ্যতের শুভকরী প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে জানাইবে, তখন তিনি আরও অধিক সমাদর করিয়া আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন; কিন্তু ভগ্নি! একটি কথা উচ্চারণ করিতে আমার রসনা কম্পিত হইতেছে। তিনি কি আমাদের কাছে তাঁহার সত্য পরিচয় দিবেন না?—সেরূপ সন্দেহ কি আমি করিতে পারি?—না,—সন্দেহ বৃথা।—শুভ অবসরে নিজমুখে তিনি নিশ্চয়ই তোমার কাছে তাঁহার সত্য নামটি প্রকাশ করিবেন; কি কারণে মিথ্যা নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিবেন।"

লুইসা বলিলেন, "হাঁ, সেইটিই তো গুহ্য কথা। আমি তাঁহার মুখ হইতে অবশ্যই সেই রহস্যের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিব। ইহা আমার অনুচিত কৌতূহলের প্রত্যাশা নহে, অবশ্যই আমি শ্রবণ করিব। একান্তই যদি তিনি সত্য পরিচয়টি আমার কাছে প্রকাশ না করেন, সামান্য পরিচয়ে যেমন জোসেলিন্ লকৃতস্ আছেন, চিরদিন তেমনিই যদি থাকেন, তথাপি প্রাণের সহিত তাঁহাকে আমি যে ভালবাসিয়াছি, তাঁহার প্রতি আমার সেই ভালবাসা চিরদিন সমান থাকিবে, কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না।"

ঐ সকল কথা-প্রসঙ্গে দুটি ভগ্নী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্যালাপ করিলেন, সেই সময় লুইসার পরিচারিকা মেরী ফাউন্টেন হোটেল হইতে কুমারী মেরী ওয়েনকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। এই দিন এই সময়ে কুমারী মেরী এত দিনের পর কুমারী লুইসাকে 'প্রিয় ভগ্নী' বলিয়া সম্ভাষণ করিল; সেই সম্ভাষণে উভয়ে আনন্দনীরে ভাসিল। আনন্দে আনন্দে কুমারী লুইসা এই সময় কুমারী মেরীকে ক্লারার নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন, প্রিয় ভগ্নী সম্বোধনে ক্লারাও ফুল্লমুখী মেরীকে আলিঙ্গন

করিলেন। মহা গৌরবিণী লেডী স্যাক্‌ভিলি আর সামান্য গৃহবাসিনী কুমারী লুইসার সহোদরা ক্লারা, উভয়েই এক, এই অভাবনীয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া কুমারী মেরী মহা বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইল; আরও সার্ ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ ঐ উভয় সহোদরার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, এ পরিচয়েও মেরীর তদনুরূপ বিস্ময়।

সমবেত আনন্দ!—এই পরিবারের স্নেহসূত্রে বদ্ধ যতগুলি প্রাণী, এই রাত্রে তাঁহারা সকলেই এই বাটীতে একত্র সমবেত হইলেন, এই উপলক্ষেই সমবেত আনন্দ। সকলগুলি একত্র হওয়াতে, সকলের মনে যদিও অতীত কষ্টের অনেক স্মৃতি সমুদিত হইল, তথাপি সকলের অন্তরেই ভবিষ্যৎ সুখের আশা সমভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

প্রাণসমা প্রিয় ভগ্নীর নিকট হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও স্বতন্ত্র থাকিতে না হয়, তন্নিমিত্তই ক্লারা সুন্দরী ক্যাণ্টারবারীর ঐ বাড়ীতে আপন বাসস্থান নিরূপণ করিলেন, সেই রাত্রি হইতেই সেই বাড়ীতে রহিলেন। মিসেস্ ওয়েন, কুমারী মেরী এবং সার্ ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ সেই রাত্রে ফাউণ্টেন হোটেলে ফিরিয়া গেলেন; যে দরিদ্র কৃষকের কুটীরে বাসা, মিস্ লিলিয়ান সেই রাত্রেই সেই কুটীরে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন ক্লারা অনেকক্ষণ ধরিয়া কতকগুলি পত্র লিখিলেন। ইংলণ্ডের যুবরাজের নামে একখানি ক্ষুদ্র পত্র;—সে পত্রে যুবরাজের নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় লওয়া, তাঁহার নিকট হইতে যত কিছু উপকার-লাভ হইয়াছে, তজ্জন্য ধন্যবাদ দেওয়া, ভবিষ্যতে আর তিনি যেন তাঁহাকে কারল্‌টন হাউসে লইয়া যাইবার চেষ্টা না করেন, তজ্জন্য প্রার্থনা করা, এই তিনটি স্থূল কথা;—কেন অকস্মাৎ রাজসভার রাজ-ভোগ ও সুখ-সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বাসের অভিলাষ হইল, লর্ড স্যাক্‌ভিলির মুখে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবেন, ইহাই সেই ক্ষুদ্র পত্রিকার উপসংহার।

দ্বিতীয় পত্র মিস্ বাথরষ্টের নামে।—সে পত্রে ক্লারা লিখিলেন, "নাগরিক জীবনে সংসার-রঙ্গভূমে আমি যে নাটকের অভিনয় করিয়াছি, সে সকল অভিনয় সমাপ্ত হইল,—ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে সে নাটকের যে যে অঙ্কের যেরূপ অভিনয় আমার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, পুনরায় সেই সকল ক্রীড়া-প্রদর্শনের নিমিত্ত আর আমি সে রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিব না; কি কারণে হঠাৎ যবনিকা-পতন, তাহার প্রকৃত হেতুগুলি হোরেস্ তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন।"

লর্ড স্যাক্‌ভিলির নামে তৃতীয় পত্র।—সম্প্রতি যাহা যাহা বলিয়াছি, অগ্রে সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া ক্লারা তৎপরে লিখিলেন, "আমি লণ্ডন হইতে চলিয়া আসিয়াছি। হঠাৎ চলিয়া আসিবার কারণ এই যে, যাহা আমার মত্‌লব, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না; রঙ্গাভিনয়ে সর্ব্বাংশে আমার জয়লাভ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই রঙ্গভূমি হইতে আমি চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছি, সে সকল ক্রীড়ায় আর আমার মন বসিবে না, ক্রীড়া সমাপ্ত করিয়া আমি বাহির হইয়াছি। তোমার মনে হইতে পারিবে, মদ্যপানে ও ব্যভিচারে যে সকল রঙ্গরস হইয়াছিল, তাহার ভিতর হইতেও অনেক প্রকার হিতকরী শিক্ষালাভ হইয়াছে; শোকাবহ ও ভয়াবহ কার্য্যও অনেক ঘটিয়া গিয়াছে। আমি আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি যুবরাজের দেওয়ানী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া অবিলম্বে ক্যাণ্টারবারীতে আমার নিকট চলিয়া আইস, তোমাতে আমাতে একত্রে বসিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ পন্থাবলম্বনের পরামর্শ স্থির করিব। আমি জানি, তোমার অনেক টাকা দেনা হইয়াছে। সে জন্য ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই, সার ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ তৎসমস্ত পরিশোধ করিয়া দিবেন; সম্পর্কে তিনি আমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; ব্যবহারে অতি সৎ, অতি মহৎ; আপন ইচ্ছায় তিনি সরলান্তরে তোমার ব্যাঙ্কার হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যুবরাজকে এবং মিস্ বাথর্ষ্টকে আমি দুইখানি পত্র লিখিলাম, তোমার মুখে তাঁহারা যাহা যাহা শুনিতে চাহেন, তুমি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝাইয়া দিও।"

এই পত্রখানি অতিশয় দীর্ঘ, মনোভাবপূর্ণ ও করুণ-রসোদ্দীপক হইল। ঐ তিনখানি পত্র লিখিতে সুন্দরীর অনেকক্ষণ গেল, সমাপ্ত করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার পর বাটীর সকলে পুনরায় একটি গৃহে সমবেত হইলেন। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় ঐরূপ সম্মিলনে যে প্রকার শোকোচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হইয়াছিল, এ দিন আর ততদূর হইল না, এ দিনের সম্মিলনে সুখের আশা ও সুখের গল্পই অধিক।

পরদিন মেরীকে সঙ্গে লইয়া মিসেস্ ওয়েন্ ঐ বাটীতে আসিলেন; তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে চলিয়া যাইবেন, সেই অভিপ্রায়ে দুঃখিত-চিত্তে ভগিনী ও ভগিনীকন্যা দুটির নিকট বিদায় লইলেন; মেরীও তাহার মাসীর নিকট বিদায় লইয়া ক্লারা ও লুইসাকে সাশ্রুনয়নে আলিঙ্গন করিল। তাঁহারা প্রথমে ডোভরে যাইবেন, তথা হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া জিনেভা নগরে উপস্থিত হইবেন, এইরূপ আকিঞ্চন।

সার ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ আর ক্যাণ্টারবারীতে অপেক্ষা করিলেন

না; তিনিও মাসীমার নিকটে ও ভগিনী দুটির নিকটে বিদায় লইয়া লণ্ডনে যাত্রা করিলেন, ক্লারার লিখিত পত্র তিনখানি তিনিই লইয়া গেলেন।

এই দিন মিস্ লিলিয়ান্ সেই বাটীতে আসিয়াছিলেন; বেশীক্ষণ থাকেন নাই; ভগিনী ও ভগিনী-কন্যাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবিলম্বেই তিনি চলিয়া গেলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার মুখখানি বিষণ্ণ ছিল, এই দিন আরও অধিক বিষণ্ণ; সেই বিষণ্ণতার প্রকৃত হেতু কি, ক্লারা ও লুইসা পুনঃ পুনঃ তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের মাসীমাও সেই কারণ জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু লিলিয়ান্ এইমাত্র উত্তর দিলেন যে, "আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে; কি যেন একটা মহা অমঙ্গল ঘটিবে, সেইরূপ আশঙ্কা সর্ব্বদা আমার মনে আসিতেছে।"—সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াই তিনি দ্রুতগতি বাহির হইয়া গেলেন।

লুইসার বড় মাসী লিডিয়া, ছোট তিনটি ভগিনীর বিপথ-গমনে বংশের উপাধি ধারণ করিতে লজ্জাবোধ হওয়ায় তিনি নাম লইয়াছিলেন মিস্ ষ্ট্যান্লী; এক্ষণে একটি ভগিনীর মৃত্যু হইয়াছে, দুটি ভগিনী মাথা হেঁট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তৃতীয় ভগিনীর কন্যা দুটি (ক্লারা ও লুইসা) বড় হইয়াছে, তথাপি তিনি এখনও সেই মিস্ ষ্ট্যান্লী নামটি পরিত্যাগ করিতেছেন না; সেই নামটি বজায় রাখিতেছেন, সেই নামের পরিচয় দিতেছেন। বংশের প্রাচীন নাম ধারণ করিলে ক্যাণ্টারবারীর লোকেরা কানাঘুষা করিবে, সেই সন্দেহেই এখনও তিনি মিস্ ষ্ট্যান্লী। তিন বৎসর তিনি পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়িনী ছিলেন, সম্প্রতি দৈবানুগ্রহে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন; গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে পারেন, এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতে পারেন, কিন্তু নীচে নামিতে পারেন না, নীচে নামেন না; মনে মনে বুঝিতেছেন, কতকটা বলাধান হইয়াছে, কেহ হাত ধরিয়া লইয়া গেলে নীচের বাগানে বেড়াইয়া আসা দুর্ঘট হয় না। যে দিনের কথা বলা হইতেছে, ক্লারাও লুইসা সেই দিন সন্তর্পণে হাত ধরিয়া ধরিয়া তাঁহাকে উপর হইতে নামাইয়া উদ্যানমধ্যে পরিক্রমণ করাইলেন। তিন বৎসরের পর প্রশস্ত স্থলে আকাশের শীতল বায়ু সেবন করিয়া তাঁহার শরীর অনেকটা সুস্থ হইল।

পাঠক মহাশয় এই সময় আর একবার লণ্ডন নগরে চলুন। সেখানে এখনও অনেক কথা বলিবার ও অনেক খেলা দেখিবার প্রয়োজন আছে।

সেইগুলি দেখা-শুনা হইলে আমরা তৎপর আরও নূতন নূতন নাটকের অঙ্ক প্রদর্শন করিব।

ঊনাশীতিতম উল্লাস।

আর একটা পাপীর পরিতাপ!

মার্কুইস লেভিসনের ভ্রাতৃকন্যা লেডী আরনেষ্টিনা ডাইসার্ট অতি সঙ্কট পীড়ায় শয্যাগত। কন্যাটির স্বভাব-চরিত্রের দিকে দৃষ্টি না থাকিলেও বৃদ্ধ মার্কুইস্ সেটিকে বড় ভালবাসেন, তাহার অত্যন্ত কঠিন পীড়া হওয়াতে তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। ভাল ভাল ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিতেছেন; তাঁহাদের মধ্যে দুই জন অধিক বিজ্ঞ বলিয়া কথিত; অধিকন্তু তাঁহারা মার্কুইসের বাটীর বাঁধা ডাক্তার। তাঁহাদের নাম ডাক্তার কপারাস্ ও ডাক্তার থরষ্টন। রোগীর অবস্থা-নিরূপণ, রোগের প্রকৃতি কিরূপ, নির্জ্জনে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা মার্কুইসের লোহিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াছেন; তথায় তাঁহাদের জলযোগের আয়োজন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সামগ্রীগুলির মধ্যে পক্ষিমাংসের কাবাব অতি উত্তম; সরাপের মধ্যে এক বোতল শেরী। ডাক্তারেরা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের পণ্ডিত; ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার আলোচনায় তাঁহাদের ভারী আমোদ। খানা খাইতে খাইতে তাঁহারা মুরগীর পৃষ্ঠে কটা শির, পায়রার পায়ে কখানা হাড়, এই বিষয়ে তর্ক জুড়িয়া দিলেন; এক এক গেলাস শেরী পান করিয়া সেই প্রকারের তর্ক আর কিছু বেশী মাত্রায় জাগাইলেন। সেইরূপ তর্কের সঙ্গে সঙ্গে অন্য তর্ক আসিল। ডাক্তার কপারাস্ বলিলেন, "আজকাল চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নূতন নূতন মত বাহির হইতেছে; এত কাল ধরিয়া যে ব্যবসায়ে আমরা লাগিয়া পড়িয়া রহিয়াছি, নূতনের আমদানীতে সেই ব্যবসায়ে পাছে আমাদের পসার মাটী হয়, আমায় কেবল সেই ভয় হইতেছে।"

ডাক্তার থরষ্টন বলিলেন, "ভয় কি? আমরাও নূতন নূতন পুস্তিকা লিখিব। যাহারা ভৈষজ্য-বিজ্ঞানকে সরল করিবার প্রস্তাব করিবে,

যাহারা মূল বিজ্ঞানের ভ্রান্তি সংস্কার করিবার চেষ্টা করিবে, আমরা তাহাদের সহিত দাঙ্গা বাধাইব।"

কপারাস্ বলিলেন, "নূতন মতের প্রাধান্য হইলে, আমাদের অনেক ক্ষতি হইবে।"

ডাক্তার থরষ্টন বলিলেন, "আমরা যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন বর্ত্তমান প্রণালী চলিবে। তাহার পর আমাদের সন্তান-সন্ততিগণকেও আমরা এই প্রণালী শিখাইয়া যাইব। দেখ প্রিয়বন্ধু, দর্শনীটাই (ফী) আমাদের ব্যবসায়ের জীবন।"

আর এক গ্লাস শেরী ঢালিয়া ডাক্তার কপারাস্ বলিলেন, "সে কথা নিশ্চয়। এ বাড়ীতে আমাদের দর্শনীটা বেশী সচ্ছল।"

থরষ্টন বলিলেন, "দুই জনে পরামর্শ করাও এ বাড়ীর ব্যবস্থা। কোন প্রকার সন্দেহজনক রোগ হইলেই দুই জন ডাক্তারের পরস্পর যুক্তি করা আবশ্যক বলিয়া পরামর্শ দেওয়া আমাদের উচিত, সেইরূপ পরামর্শ আমি দিয়াও থাকি।"

কপারাস্ বলিলেন, "ভাল কথা!—সেই যে সে দিন কাটাভরণের বৃদ্ধা বিধবা কাউণ্টেস্ কলম কাটিবার সময় একখানা চাকুছুরীতে একটি আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা লইয়া হুলস্থূল পড়িয়াছিল; সেটা কি অসাধারণ ব্যাপার নয়? আমি তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলাম, দুই জন ডাক্তারের যুক্তি আবশ্যক। আমি জানিতাম, তিনি খুব বেশী বেশী ভিজিট দেন; প্রত্যেক ডাক্তারের একবারের ভিজিট দশ গিনী। রোগের বিষয়ে দুই জনের যুক্তির আবশ্যকতাও তিনি অকপটে স্বীকার করেন। অধিকন্তু আঙ্গুল কাটিয়া যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, তাঁহাকে প্রফুল্ল করিয়া—"

হাস্য করিয়া থরষ্টন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকমে প্রফুল্ল করিয়াছিলে?"

কপারাস্ বলিলেন, "রকমটা আমি বলিতেছি। গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। কাউণ্টেসের সেই মোটা পেয়াদাটা অত্যন্ত ভয় পাইয়া, ছুটিয়া গিয়া আমার বাড়ীতে হাঁপাইয়া পড়িল; তাড়াতাড়ি বলিল, 'আমাদের লেডীর একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়াছে, তুমি শীঘ্র চল।'—তৎক্ষণাৎ আমি আসিলাম; আসিয়াই দেখিলাম, একখানা সোফার উপরে লেডী শুইয়া রহিয়াছেন, দুই জন সখী তাঁহার মুখের কাছে হেঁট হইয়া আছে; এক জন কেম্‌্রিকের বস্ত্রে তাঁহার হাতে পটী বাঁধিয়া

দিতেছে, আর একজন জলে ভিনিগার মিশাইয়া তাঁহার মাথায় ঢালিয়া দিতেছে;—তিনটি ছোট ছোট ফরাসী কুকুর নৈসর্গিক বুদ্ধিপ্রভাবে মনিবের কি অসুখ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, সম্মুখের দুই দুইখানি পা সোফার উপর তুলিয়া দিয়া, অতি কাতরে গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতেছে। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমি গম্ভীরভাব ধারণ করিলাম; কল্পিত-কাতর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি অসুখ?'—কোন্ সময়ে কি রকম মুখের ভাব দেখাইতে হয়, 'কি হইয়াছে' জিজ্ঞাসা করিবার সময় কিরূপ স্বরে কথা কহিতে হয়, জানো ডাক্তার, সেটা আমরা খুব ভালই জানি। সখী দুটি কাঁদিয়া ফেলিল, কাউণ্টেস্ গোঁ গোঁ করিয়া আহা উহু করিলেন; একটি ফরাসী কুকুর সেই সময় সোফার উপর লাফাইয়া উঠিল, তাহার গায়ের ধাক্কা লাগিয়া সখীর হাতের ভিনিগারের পাত্রটা উল্টাইয়া পড়িল। ঐ সামান্য ঘটনায় কাউণ্টেসের যাতনা বাড়িল; তথাপি তিনি কাতরকণ্ঠে সখীদিগকে বলিলেন, 'আহা! অবলা জীব, উহাকে আমি বড় ভালবাসি, কুকুরটিকে তোমরা মেরো না!' ঐ রঙ্গ আমি দেখিলাম।

অনন্তর চিকিৎসার ব্যবস্থা। লেডীর সাটিনের পোষাকে ভিনিগার পড়িয়াছিল, তাহা মুছাইয়া দেওয়া হইল। লেডী সেই সময় আমাকে মৃদুস্বরে বলিলেন, 'প্রিয় ডাক্তার কপারাস্! তুমি আসিয়াছ, আমি বড় খুসী হইলাম। আমি একটি কলম কাটিতেছিলাম, হঠাৎ আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের খানিকটা মাংস কাটিয়া গিয়াছে। ছুরীখানার ফলাতে অল্প অল্প মরচে ধরিয়াছিল, তাহাতেই আমার ভয় হইতেছে; দেখ দেখি ডাক্তার, ইহাতে আমার প্রাণের ভয় আছে কি বোধ কর?'—মুখ ভারী করিয়া, মাথা নাড়িয়া আমি বলিলাম, 'সে কথাটি আমার বলা উচিত হয় না; একে আমি আপনাদের বন্ধুলোক, তাহাতে পেশাদার ডাক্তার, কোন বিপদ্ নাই, সাহস করিয়া এমন কথা আমি বলিতে পারিব না; কিন্তু সাধ্যমত চিকিৎসা করিয়া আরাম করিবার চেষ্টা করিব।' কাউণ্টেস্ বলিলেন, 'যত দূর মন্দ ঘটিতে পারে ঘটুক, আমি হতাশ।'—কতখানি কাটিয়াছে, আমি তাহা দেখিতে চাহিলাম, একজন সখী অতি সাবধানে সেই জায়গার কেম্‌ব্রিকের পটীটি খুলিয়া দিল; দেখিয়া আমার হাসি আসিল; বাস্তবিক সে সময় গাম্ভীর্য্য রাখিতে আমাকে অনেকটা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। মনে মনে বিবেচনা করিলাম, দুই জন ডাক্তারের যুক্তি আবশ্যক হইতেছে; চিন্তা করিয়া লেডীকে বলিলাম, 'মরচে ধরা ছুরীতে কাটিলে বিপদ্ আছে,

এক এক স্থলে দাঁতকপাটি লাগা সম্ভব।' কাউণ্টেস্ গোঁ গোঁ করিলেন, সখীরা আবার কাঁদিল, ছোট ছোট কুকুরগুলিও কাঁদিল্। আমি তখন লেডীকে আর সখী দুটিকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিলাম, ধীরে ধীরে মাথায় চাপড় মারিয়া কুকুরগুলিকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। বড় বাঁচিয়া গিয়াছি;—একটি কুকুর আমাকে কাম্ড়াইবার জন্য ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিল, কামড়াইতে পারে নাই। সেই সময়ে লেডী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি বিছানায় গিয়া শয়ন করিতে পারেন কি না? আমি তখন তাঁহার নাড়ী দেখিলাম, জিব দেখিলাম, গম্ভীর-বদনে বলিলাম, 'জ্বর আসিয়াছিল, আপনি গিয়া শয়ন করুন।' হাস্য চাপিয়া রাখিয়া বলিয়াছিলাম ঐ কথা, বাস্তবিক কোন অসুখ ছিল না, তাঁহার শরীর তখন এত ভাল ছিল যে, একটি আস্ত মোরগের ঠাণ্ডা কাবাব তিনি অক্লেশে গ্রাস করিতে পারিতেন, ডানা দুইটি পর্য্যন্ত পার হইয়া যাইত। লেডী শয়ন করিতে গেলেন, একখানা প্রিস্কৃপ্সন লিখিয়া রাখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। যে ঔষধ আমি তাঁহাকে দিয়াছিলাম, তাহাতে জ্বর আইসে; রাত্রে গিয়া দেখিলাম, বেশ জ্বর আসিয়াছে। আর একখানা প্রিস্কৃপ্সন লিখিয়া দিয়া আবার আমি চলিয়া আসিলাম; সখী দুটিকে উপদেশ দিয়া রাখিলাম, 'লেডীর যদি অসুখ বাড়ে, যত রাত্রে হউক, আমাকে খবর দিও, আমি আসিব।' সখীদের মুখে ঐ কথা শুনিয়া লেডীর ভয় হইয়াছিল, সেই ভয়ে জ্বর বাড়িয়াছিল, রাত্রিপ্রভাত হইবা-মাত্র বেলা সাতটার সময় তাঁহার পেয়াদা গিয়া আমাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনিল। সেবারে রোগী দেখিয়া আমি পরামর্শ দিলাম, 'আর একজন ডাক্তার আনাও, যুক্তি চাই।' লেডী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহাকে ডাকিব?' একটু চিন্তা করিয়া আমি উত্তর দিলাম, 'এ সকল স্থলে আমি কাহারও নাম করিব না, তবে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ ডাক্তার ভাল, তাহা হইলে আমি বলিব, ডাক্তার থরষ্টন্।'

এই কথাগুলি বলিয়া ডাক্তার কপারাস্ তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "তাহার পর যাহা হইয়াছিল, তাহা তুমি জানো।"

কৌতুকী হইয়া ডাক্তার থরষ্টন অট্ট অট্ট হাস্য করিলেন। এই সময় তাঁহারা উভয়ে আবার দুই গ্লাস শেরী পান করিলেন। সাধারণের—বিশেষতঃ তাঁহাদের নিজের দর্শনীর পক্ষে সুবিধা হউক, সেই কামনাতেই মদ্যপানে মঙ্গলাচরণ।

অতঃপর ডাক্তার কপারাস্ মনস্থির করিয়া থরষ্টনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীতে এখন যে রোগী আছে, তাহার অবস্থা কিরূপ ?"

হঠাৎ বিস্মিত হইয়া ডাক্তার থরষ্টন বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যাঃ!— ও কথাটা একেবারে আমার মনেই ছিল না! কেন আমরা এ বাড়ীতে আসিয়াছি, সেটা পর্য্যন্ত ভুলিয়াছিলাম! রোগটা বড় শক্ত! প্রলাপের মুখে রোগী আজ যে সকল ভয়ানক ভয়ানক কথা উচ্চারণ করিয়াছে, তাহা শুনিয়াছ ত ?— রোগী বলিয়াছে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া সে তাহার নিজের স্বামীকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়াছে, স্নানাগারে লুকাইয়া রাখিয়া সার আরচিবল্ড মাল্ভরণের প্রাণনাশের হেতু হইয়াছে!"

ডাক্তার কপারাস্ বিকৃত-বদনে বলিলেন, "শুনিয়াছি, শুনিয়াছি!—কিন্তু ঐ দুটি কথা তুমি যত ভয়ঙ্কর মনে করিতেছ, অন্য কথার সঙ্গে মিলাইলে তত ভয়ঙ্কর বোধ হইবে না। কেন ?—রোগীর মুখের প্রলাপে সে কথাটা কি তুমি শোন নাই ? সরকারী জল্লাদ সেই দুরন্ত বদ্মাস্ ডেনিয়েল কফিন্ ঐ সুন্দরী রোগিণীর যৌবন-ভাণ্ডার লুঠ করিয়াছে!"

ডাক্তার থরষ্টন বলিলেন, "রোগীর প্রলাপে ঐ কথা আমি শুনিয়াছি, তাহা আমার মনে আছে; কিন্তু সে সকল কথা শুনিয়া তোমার মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে ?"

কপারাস্ বলিলেন, "আস্তে বল! আস্তে বল! ও কথায় আমি যে কি বলিব, তাহা জানি না। ঐ সকল প্রলাপের মধ্যে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত সত্য-কথা গাঁথা রহিয়াছে, তাহা আমরা উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। বড় বড় ঘরের লেডীরা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করেন, তাহাও আমরা জানি। এই রোগিণী যে নিজের পাপের কথা নিজের মুখে বলিতেছে, অবশ্যই ইহার কিছু মূল আছে। আমার নিজের কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমি বলিয়া রাখি-তেছি, যুবরাজের সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকের গুপ্ত প্রণয় আছে, তাহা আমি বেশ জানি। তবে ঐ যৌবন-লুণ্ঠনের কথাটা, সেটা যে কতদূর সম্ভব, তাহার নিশ্চয়তা—"

বাধা দিয়া ডাক্তার থরষ্টন বলিলেন, "ওঃ!—কাজের গতিক এই রকম দাঁড়ায়!—আচ্ছা, মার্কুইসের ভাইঝির মান-সম্ভ্রম আমাদের হাতের ভিতর, সব আমরা শুনিয়াছি, এই কথাটা মার্কুইসকে জানাইয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয় কি না, সে পক্ষে তুমি কি বিবেচনা কর ? একটু ইঙ্গিত করিয়া রাখিতে পারিলে আমাদের দর্শনীর মাত্রাটা খুব বাড়িয়া যায়; কি বল কপারাস্ ?"

কপারাস্ বলিলেন, "তাহাই ঠিক হইতে পারে। আচ্ছা, মার্কুইসকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত এইবার ঘণ্টাধ্বনি কর।"

দুই ডাক্তার টেবিল হইতে উঠিয়া জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাইলেন; তদনন্তর একটি গবাক্ষের পার্শ্বে গিয়া উভয়ে উভয়ের বক্ষের বোতাম ধরিয়া মুখামুখি দাঁড়াইয়া রহিলেন। চেহারা গম্ভীর; সে চেহারা দেখিলে লোকে অবশ্যই মনে করিবে, ডাক্তারেরা গভীর মনোযোগের সহিত যুক্তি স্থির করিতেছেন, মদ্যপান করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে।

একজন চাকর প্রবেশ করিল। একজন ডাক্তার গম্ভীরস্বরে তাহাকে বলিলেন, "মার্কুইসকে একবার এই ঘরে দরকার হইতেছে।"

ভৃত্য বাহির হইয়া গেল, অল্পক্ষণ পরেই লর্ড লেভিসন্ সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারেরা তখন ছল করিয়া আপনাদের গম্ভীর পরামর্শে এত দূর অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, মার্কুইস প্রবেশ করিলেন, তাহা যেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না; ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, কথায় কথায় হস্ত-ভঙ্গী করিয়া তাঁহারা বিজড়িত-কণ্ঠে এত পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, কি ভাষায় তাঁহারা কথা কহিতেছেন, তাহা পর্য্যন্ত মার্কুইসের বোধগম্য হইল না।

কপটতা অধিকক্ষণ থাকে, কিন্তু কপটী ইচ্ছা করিলে, ক্ষণকালের মধ্যেই অন্যভাব দেখাইতে পারে। এখানে ডাক্তারেরা কপটে অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, হঠাৎ যেন জাগরিত হইলেন; হঠাৎ মার্কুইসের দিকে চাহিয়া ডাক্তার থরষ্টন বলিয়া উঠিলেন; "এই যে মাই লর্ড মার্কুইস উপস্থিত।"

উভয় ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া মার্কুইস বলিলেন, "কি সংবাদ শুনাইবার জন্য তোমরা আমায় ডাকিয়াছ?"

উভয় ডাক্তারই মস্তক-সঞ্চালন করিলেন। ডাক্তার থরষ্টন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাই লর্ড! লেডী আরনেষ্টিনার নিকটে যে ধাত্রী থাকে, তাহার প্রতি আপনার কি অকপট বিশ্বাস আছে? আরনেষ্টিনার সখীটির উপরেও কি যথোচিত বিশ্বাস?"

মার্কুইসের বদনে আতঙ্ক ও উদ্বেগের ছায়া পড়িল, উত্তর না দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কি জন্য?"

থরষ্টন উত্তর করিলেন, "রোগীর প্রলাপের কোন্ কোন্ অংশ অমূলক, কোন্ কোন্ অংশ সমূলক হওয়া সম্ভব, বহুদর্শনে যাঁহারা সেই তত্ত্ব-নিরূপণে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন লেডী আরনেষ্টিনার প্রলাপোক্তির সময়

নিকটে থাকিলে ভাল হয়। আমার বিবেচনায় সেইরূপ বহুদর্শী লোক ডাক্তার কপারাস্।"

ভদ্রতা জানাইয়া কপারাস্ বলিলেন, "ঐরূপ গুণজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা পাইতে আমি রাজী নই। প্রকৃত পক্ষে তুমি—ডাক্তার থরষ্টন্, প্রকৃত পক্ষে তুমিই ঐ গুণের অধিকারী। তুমিই—"

বাধা দিয়া অধীরস্বরে মার্কুইস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ও কথার মানে কি? লেডী আর্‌নেষ্টিনা সজ্ঞানে যে সকল কথা গোপন রাখিতে প্রয়াস পান, বিকারের প্রলাপে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন, ইহাই কি তোমরা মনে কর?"

কোন দিকে না চাহিয়াই ডাক্তার থরষ্টন বলিলেন, "সত্যকথা বলিতে কি, ঠিক তাহাই আমার মনে হয়। তন্নিমিত্তই আপনাকে আমি বলিতে চাই, সখী ও ধাত্রী—দুই জনেরই মুখ বন্ধ করা উচিত; লেডীর প্রলাপের কথাগুলি কাহারও কাছে তাহারা গল্প না করে, তাহারই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। টাকাতে— জানেন মাই লর্ড,—টাকাতে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়; ঐ দুটি স্ত্রীলোককে টাকা দিয়া বশীভূত রাখা আবশ্যক, টাকা পাইলেই উহারা চুপ করিয়া থাকিবে।" —মার্কুইসকে এই কথা বলিয়াই কপারাসের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কি বল ডাক্তার কপারাস্?"

ঐ দুই জন চতুর ডাক্তারের অভ্যাস এইরূপ যে, তৃতীয় ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত থাকিলে তাঁহারা তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর বিশেষ বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতার কোন লক্ষণ প্রদর্শন করেন না, অতএব ডাক্তার থরষ্টনের ঐ মন্তব্য-শ্রবণে সম্ভ্রমে তাঁহাকে সেলাম দিয়া কপারাস্ বলিলেন, "ঠিক তাহাই;—টাকা পাইলেই তাহারা চুপ করিয়া থাকিবে।"

মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াও মার্কুইস বলিলেন, "কথাটা নিতান্ত অন্যায্য নয়; কিন্তু সখীটির বিশ্বাস ও বিজ্ঞতার জন্য আমি দায়ী; তাহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; তবে ঐ ধাত্রী;—হাঁ, তাহাকে আমি টাকা দিয়া বশীভূত করিব।"—এইরূপ উক্তি করিয়া, একটু চিন্তা করিয়া ডাক্তার দুটিকে তিনি বলিলেন, "দেখ ডাক্তার, তোমরা উভয়েই ব্যবসায়ী লোক, প্রলাপের সময় আর্‌নেষ্টিনার মুখ হইতে শ্রাব্য অশ্রাব্য যে কোন কথা নির্গত হইবে, তোমরা যেন তাহা প্রকাশ করিও না, তোমাদিগকেও আমি সন্তুষ্ট করিব।"

তাৎপর্য্য বুঝিয়া ডাক্তার থরষ্টন বলিলেন, "কার্য্যগতিকে অবশ্যই আমরা চুপ করিয়া থাকিব।" ডাক্তার কপারাস্‌ও ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন।

মার্কুইস লেভিসন মুহূর্ত্তের জন্য একটি গবাক্ষের নিকটে গিয়া পকেট হইতে এক তাড়া ব্যাঙ্ক-নোট বাহির করিলেন, একশত গিনীর হিসাবে দুইখানি নোট তুলিয়া লইয়া, দুই জন ডাক্তারের হস্তে দিয়া তিনি গম্ভীর-বদনে বলিলেন, "তোমাদিগকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।"

"আমাদের মুখে গুহ্য কথা প্রকাশ পাইবে না," পুনর্ব্বার এইরূপ নিশ্চয়াত্মক বাক্য দিয়া ডাক্তার থরষ্টন বলিলেন, "মাই লর্ড! আমরা উভয়ে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অবধারণ করিয়াছি, লেডী আর্নেষ্টিনার পীড়া মহাসঙ্কটাপন্ন; আরাম করিবার পক্ষে অবশ্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, দিনের মধ্যে তিনবার আসিয়া দেখিয়া যাইব; আরও ঘন ঘন আসা যদি আবশ্যক হয়, সংবাদ পাইলেই ছুটিয়া আসিব।"

প্রিস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিয়া দিয়া ডাক্তারেরা তখন বিদায় হইলেন, মার্কুইস লেভিসন রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আর্নেষ্টিনা তখন ঘুমাইতেছিলেন; কতক্ষণে জাগেন, সেই প্রতীক্ষায় মার্কুইস তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। ধাত্রী ও সখী, দুইজনেই তখন গৃহমধ্যে ছিল; ধাত্রীটি বৃহৎ একখানা আরাম-চেয়ারে বসিয়া অল্পতন্দ্রাঘোরে ঝিমাইতেছিল; সখীটি পদাঙ্গুলীর উপর ভর দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া চলিয়া বিশৃঙ্খল জিনিসগুলি সুশৃঙ্খলারূপে সাজাইয়া রাখিতেছিল। গোটাকতক ঔষধের বোতল ভিত্তিগাত্রে তাকের উপর রক্ষিত। ঘরের চারিদিকে নেত্রপাত করিলে সকল লোকেই বুঝিতে পারে, লেডী আর্নেষ্টিনার পীড়া অতিশয় কঠিন, মহাসঙ্কটাপন্ন।

অল্পক্ষণ চকিতনেত্রে চাহিয়া, গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মার্কুইস ধীরে ধীরে রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, বিষণ্ণনয়নে অনেকক্ষণ নিদ্রিতা রোগীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন, অভাগিনীর চেহারাতে আর কিছুই নাই! বেশী দিনের কথা নয়, সেই দুরাত্মা জল্লাদের ভীষণ দৌরাত্ম্যের পর হইতে আর্নেষ্টিনার এই রোগের উৎপত্তি; অভাগিনী সেই অবধি শয্যাগত; কিন্তু দেখাইতেছে যেন, কত বৎসরাবধি রোগের পীড়ন, পেষণ ও নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছে। যে দেহ দিব্য হৃষ্টপুষ্ট ছিল, সেই দেহ শীর্ণ হইয়াছে, মুখখানি শুকাইয়া বিকৃত হইয়াছে। গাল তুব্‌ড়াইয়া গিয়াছে,—রক্তের লেশমাত্র নাই,—চক্ষু বসিয়া গিয়াছে,—চক্ষুর কোলে কোলে চারিধারে নীলিম রেখা অঙ্কিত হইয়াছে,—নাসিকা বিশুষ্ক হইয়া অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হইয়াছে,—ওষ্ঠপুট বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে,—উন্নত স্তনদ্বয় ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইয়া শীঘ্র শীঘ্র বক্ষের সহিত মিশাইয়া আসিতেছে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই সকল পরিবর্ত্তন!

যে ঘরে কেহ মরে, সে ঘরে যেমন দুর্গন্ধ হয়, আরনেষ্টিনার এই গৃহটি সেই রূপ দুর্গন্ধে পূর্ণ। হতভাগিনীর দেহের যেরূপ পরিণতি হইয়াছে, একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া মার্কুইস মনে করিতেছেন, রোগটা যদিও সারে, তথাপি ইহার এইরূপ অবস্থাই থাকিবে; দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনোমধ্যে একপ্রকার অনুতাপের উদয় হইল।

প্রথমে যখন ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখে সেই নররাক্ষস জল্লাদের দৌরাত্ম্যের আভাস মার্কুইস শ্রবণ করেন, তখনই তাঁহার মনে এক বিষম সংশয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তৎপরে নির্জ্জনে যে দিন আরনেষ্টিনার সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়, আরনেষ্টিনার মন যে দিন একটু ভাল ছিল, সেই দিন তিনি তাঁহার মুখে তাঁহার গুহ্যকথা জানিতে চাহেন। দুঃখে, ভয়ে ও আত্মগ্লানিতে জড়ীভূতা হইয়া অভাগিনী সেই দিন অবিচ্ছেদে সমস্ত কথা স্বীকার করিয়াছিলেন! পাপীয়সীর মুখপানে চাহিতে চাহিতে মার্কুইস এক্ষণে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, উহার স্বামীর ফাঁসী হইবার পর হইতে তিনি যদি উহাকে সহরে না রাখিয়া মফঃস্বলের কোন একখানি নির্জ্জন বাড়ীতে রাখিয়া দিতেন, সর্ব্বদা উহার উপর নজর রাখিবার জন্য যদি লোক নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে এত সৃষ্টি হইত না; আরনেষ্টিনা তখন সবে নূতন ব্যভিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন; এখন যেরূপ মরণাপন্ন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সেই সময় হইতে সতর্ক হইলে, এমন শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত না। মার্কুইস যাহা ভাবিলেন, বাস্তবিক উপযুক্ত সময়ে তাহা তিনি করেন নাই; তিনি তাঁহাকে লণ্ডনের লেভিসন হাউসে থাকিতে দিয়াছিলেন; সেই বাড়ীতে নানাবিধ অশ্লীল পাথরের পুতুল ও অশ্লীল চিত্রপট বিদ্যমান আছে, আরনেষ্টিনা সর্ব্বদা সেই সকল উলঙ্গমূর্ত্তি দেখিতেন; তাহার উপর পিতৃব্যের আরও অধিক উৎসাহ; কুমারী লুইসা ষ্ট্যান্‌লীর সতীত্ব-নাশকরণের মত্‌লবে তিনি ঐ কুচরিত্রা ভাইঝীটিকে নিজের দুষ্কার্য্যের সহকারিণী করিয়াছিলেন! এখন আরনেষ্টিনার সে রূপ নাই, সে লাবণ্য নাই, সে চেহারা নাই, খাপের উপর কেবল সেই রূপের একখানি ছায়ামাত্র পড়িয়া আছে, তাঁহার নিজের চক্ষের উপরেই সেই ছায়া গড়াগড়ি যাইতেছে! দেখিয়া দেখিয়া তিনি তখন মনে করিলেন, নিশ্চয়ই ইহা ঈশ্বরের প্রেরিত শাস্তি!

আরনেষ্টিনা তখনও ঘুমাইতেছিলেন। সে সময়টায় জ্বরত্যাগ হইয়াছিল, তাহাতেই কিছু আরাম-বোধ। দুঘণ্টা অতীত হইল, তখনও পর্য্যন্ত নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

মার্কুইসের আহারের সময় উপস্থিত; আহ্বান শুনিবামাত্র তিনি ভোজনা-

গারে নামিয়া চলিলেন; একটি সখীকে বলিয়া গেলেন, "তোমাদের লেডী জাগিবামাত্র আমাকে সংবাদ দিও।"

রাত্রি ৯টা,—সেই সময় আর্‌নেষ্টিনার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই সময় আসলেই জ্বর ছিল না,; কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল, উত্থানশক্তিবিরহিত। ডাক্তারেরা যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সেবন করান হইল; সেই সময় ধাত্রী গিয়া মার্কুইসকে ডাকিয়া আনিল।

রোগীর গৃহে প্রবেশ করিয়াই মার্কুইস তৎক্ষণাৎ সখীকে ও ধাত্রীকে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন; তাহারা বাহির হইয়া গেল। মার্কুইস অতঃপর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "আর্‌নেষ্টিনা! তোমার পীড়া শক্ত, এখনও পর্য্যন্ত তুমি অত্যন্ত পীড়িত!"

অতি ক্ষীণস্বরে আর্‌নেষ্টিনা বলিলেন, "হাঁ, আমি বুঝিতে পারিতেছি, মৃত্যু যেন আমার চুলে ধরিয়া আছে!"

ক্ষুণ্ণস্বরে মার্কুইস বলিলেন, "না বৎসে, অমন কথা বলিতে নাই। তোমার মন যাহাতে একটু সুস্থ হইতে পারে, যন্ত্রণার ভার যাহাতে কিছু লঘু হইতে পারে, সেইরূপ সান্ত্বনাবাক্য বলিতেই আমি আসিয়াছি; সখীকে ও ধাত্রীকে এ গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি, গৃহ এখন নির্জ্জন; তুমি স্বচ্ছন্দে অসঙ্কোচে আমার কাছে এখন মনের কথা বলিতে পার।"

রোগীর কণ্ঠস্বর সেই সময় কেমন একপ্রকার গম্ভীর হইয়া চঞ্চল হইয়া আসিল; সেইরূপ স্বরে আর্‌নেষ্টিনা বলিতে লাগিলেন, "কাকা! তবে কি তুমি বুঝিয়াছ, আমি বাঁচিব না? হাঁ,—তোমার চক্ষু দেখিয়া তাহাই আমি বুঝিতেছি! ডাক্তারেরাও বোধ হয় ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন! আমিও তাহাই বুঝিতেছি! ওঃ! নানাপ্রকার অমঙ্গল আমি নিরীক্ষণ করিতেছি! মৃত্যু নিকট, লক্ষণে তাহাই আমাকে জানাইয়া দিতেছে!—ভয়ঙ্কর সতর্কতা! আমি অনেক প্রলাপ বকিয়াছি! এলোমেলো কত কথাই বলিয়াছি!—হাঁ, সব আমার মনে আছে, সে দিন তুমি আমায় যে সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, প্রলাপের ঘোরে আজ আমি সেই সকল গুহ্যকথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি! ওঃ! আড়ালে থাকিয়া যাহারা আমার সেই সকল কথা শুনিয়াছে, তাহারা আমাকে কি মনে করিতেছে!"

পরিতাপিনীকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত অস্থির হইয়া মার্কুইস বলিলেন, "আর্‌নেষ্টিনা! ক্ষান্ত হও! যখন তুমি প্রলাপ বকিয়াছিলে, তখন যাহারা এ ঘরে উপস্থিত ছিল, তাহারা তোমার সেই সকল কথার কিছুমাত্র গূঢ়ত্ব

বুঝিতে পারে নাই। বিকারের অবস্থায় রোগীরা অনেক প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত, ভীষণ ভীষণ, বিকট বিকট বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে!"

ঘন ঘন কাঁপিয়া আর্‌নেষ্টিনা বলিতে লাগিলেন, "ওঃ!—বিকট—ভয়ঙ্কর বিকট!—কিন্তু কাকা! আমার অদৃষ্ট!—প্রলাপে যে সকল কথা আমি বলিয়াছি, তাহা সমস্তই সত্য—ভয়ানক সত্য!—আবার আমি বলিতেছি, কতই অমঙ্গল আমি দেখিয়াছি!—কতই সতর্ক সঙ্কেত আমি শুনিতেছি! স্বপ্নে আমি ভয়ানক ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি! আমার স্বামীকে আমি দেখিয়াছি! আমার স্বামী আসিয়াছিল! আমার বিছানার মশারি তুলিয়া কট্‌মট্‌চক্ষে আমার দিকে চাহিয়াছিল! তাহার গলায় সেই ফাঁসদড়ী জড়ান! ফাঁসীতে মরিলে মুখের যেরূপ বিকট আকার হয়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর মুখ! ওঃ!—পাথরের মত অস্বচ্ছ চক্ষু!—ওঃ! সেই চক্ষে যে ভাবে আমার দিকে চাহিয়াছিল, তাহাতে আমার মুখখানা যেন ঝলসিয়া গিয়াছিল!—তাহার বুকখানা কাঁপিতেছিল! যেন পিশাচের মুখ! যেন রাক্ষসের মুখ! সেই মুখে আমার প্রতি তাহার বিজাতীয় দুর্জ্জয় ঘৃণা প্রকাশ পাইতেছিল! ভয়ঙ্কর!—ভয়ঙ্কর!"

সান্ত্বনা-বচনে মার্কুইস বলিলেন, "আর্‌নেষ্টিনা! আবার তোমার মূর্চ্ছা আসিবে দেখিতেছি!—আবার প্রলাপ বকিবার লক্ষণ! স্থির হও! শান্ত হও! ও সব ভয়ানক কল্পনা ভুলিয়া যাও!"

তীব্রকণ্ঠে আর্‌নেষ্টিনা বলিলেন, "আমি কি করিব, জোর করিয়া ঐ সকল ভয়ানক চিন্তা আমার মনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে! বলিলাম, আমার স্বামী আসিয়াছিল, তুমি যেখানে বসিয়া রহিয়াছ, ঠিক ঐখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে,—কেবল আমার স্বামী একাকী নহে,—সেই লোকটা—সেই ভয়ঙ্কর লোকটা—উঃ!—যাহার নাম করিতে ভয় হয়, যাহার নাম করিতে ঘৃণা হয়, সেই ভয়ানক নররাক্ষসটা এই ঘরে আসিয়াছিল!—তাহাকে আমি স্পষ্ট দেখিয়াছিলাম—যাহার পৈশাচিক নৃশংস ব্যবহারে এখন আমার এই দশা, সেই ভয়ঙ্কর নররাক্ষস! ওঃ!—এই যন্ত্রণাতেই আমার মৃত্যু হইবে!—এ যন্ত্রণা যেন নরক-যন্ত্রণা অপেক্ষাও বেশী বোধ হইতেছে!"—এইরূপ কাতরোক্তি করিতে করিতে হতভাগিনী আর্‌নেষ্টিনা বিছানার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

আরও অধিক ভয় পাইয়া মার্কুইস বলিলেন, "আর্‌নেষ্টিনা! আবার

আমি বলিতেছি, ও সব কথা ছাড়িয়া দাও! দোহাই পরমেশ্বর! এসো, আমরা অন্য কথা আলাপ করি।”

আর্নেষ্টিনা বলিলেন, “একটু দেরী কর। ঐ কথাটাই আমার মনের সর্ব্বোচ্চ স্থানে ঘুরিতেছে! সেই কথাগুলিই আমি তোমাকে বলিব। শোনো কাকা, সেই ভয়ঙ্কর কথা শোনো! একরাত্রে—কোন্ রাত্রি, তাহা আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পারিব না—একরাত্রে ঘরের চারিদিক্ আমি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলাম, স্পষ্ট জাগিয়াছিলাম, আমার ধাত্রী ঐ আরাম-চেয়ারে বসিয়া ঝিমাইতেছিল, তাকের উপর বাতী জ্বলিতেছিল, গৃহ গভীর নিস্তব্ধ;—মাঝে মাঝে কেবল সেই ধাত্রীর নিশ্বাসে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল;—আগেই বলিয়াছি, আমি স্পষ্ট জাগিয়াছিলাম; তখন আমার বুদ্ধিও বেশ স্থির ছিল। হঠাৎ আমার বোধ হইল, কে যেন আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুলিল; আমি তখন কিছু সন্দেহ করিলাম না;—মনে করিলাম, রাত্রি এখনও অধিক হয় নাই, শয়ন করিবার অগ্রে সখী হয় ত আমাকে দেখিতে আসিতেছে। কিন্তু কাকা! যখন আমি দেখিলাম, একটা লোক চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া চৌকাঠের ধারে দাঁড়াইল, ধাত্রী ঘুমাইয়াছে কি না, দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা নিশ্চিত বুঝিয়া লইল, তখন আমার যে কত দূর আতঙ্ক, এখনও তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না! পদাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া টিপি টিপি সেই লোকটা একবার ধাত্রীর দিকে চলিয়া গেল; ধাত্রী ঘুমাইতেছে, নিঃসন্দেহে তাহা বুঝিয়া, টিপি টিপি আমার বিছানার ধারে আসিল; খাটের যে দিকে আমার পা থাকে, সেই দিকে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি চীৎকার করিতে পারিলাম না;—ভয়ে আমার বাক্‌রোধ হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু যে নররাক্ষস আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে, সেই লোকটা যে সেই রাক্ষস, তাহা চিনিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সে দেখিল, আমার চক্ষু তাহার মুখের দিকে নিশ্চল আকৃষ্ট; আমি যখন একটিও কথা কহিলাম না, ক্ষীণকণ্ঠেও একবার আতঙ্ক ব্যক্ত করিলাম না, তখন সে নিশ্চয় বুঝিল, আতঙ্কে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়া গিয়াছে। ওঃ!—যদি আমি আরও হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলেও সেই পিশাচের ভয়ঙ্কর হিংসাবৃত্তির কালানল—সেই কালানলের জ্বলন্ত দৃষ্টি কখনও আমি ভুলিতে পারিব না;—স্বভাবতঃ তাহার বিকট মুখখানা যত দূর ভয়ঙ্কর, সে সময়ে তদপেক্ষা আরও অধিক ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।

তাহার চক্ষু দুটো তখন সাপের চক্ষুর ন্যায় এ দিকে ও দিকে ঘুরিয়া আমার হৃদয়ে বিষের বাতী জ্বালিয়া দিতেছিল! এক মিনিটের অধিকক্ষণ সেই ভাবে আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, মাথার দিকে সরিয়া আসিয়া, ফোঁস্ ফোঁস্ গর্জ্জনে লোকটা বলিতে লাগিল, 'কেমন প্রতিশোধ লইয়াছি! প্রাণে মারিবার জন্য তুই আমাকে সেই কলের চেয়ারে বদ্ধ করিয়াছিলি! লেডী স্থাক্ভিলির উপর তোর কাকার প্রেমানুরাগ সে বিপদ্ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল! এখন তুই নিজে মরিতেছিস্! এই জল্লাদের উপপত্নী হইয়াছিস্, সেই লজ্জায় তুই মরিয়া যাইতেছিস্! যা!—তোর রাস্তা পরিষ্কার করিবার জন্য আমার হস্ত দ্বারা তুই তোর স্বামীকে যেখানে অগ্রে পাঠাইয়াছিস্, সেইখানে এখন তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে যা! যদি তুই বাঁচিয়া থাকিস্, আর আমি তোকে যন্ত্রণা দিব না, এমন মনে করিস্ না;—না;—তুই এক রাত্রির মধ্যে আবার আমি আসিয়া তোকে দেখিব! শোন্, আবার স্পষ্ট করিয়া বলি, আবার আমি আসিব, তোর কাছে যাহারা থাকিবে, তোর নিজের লজ্জার খাতিরে সে কথাটা তাদের কাছে প্রকাশ করিতে পারিবি না! সে পক্ষে আমার ভয় করিবার কোন কারণ নাই। রাত্রে তুই ঘুমাইবি, কল্য প্রাতে যখন জাগিবি, তখন হয় তো তোর মনে হইবে, এ সকল স্বপ্ন; বাস্তবিক এটা যে স্বপ্ন নয়, তাহা বুঝাইবার জন্য একটি নিদর্শন রাখিয়া যাই!'—এই বলিয়া সেই নরপিশাচ তাহার পকেট হইতে একখান দীর্ঘ ছোরা বাহির করিয়া, বিছানার মশারির খানিকটা কাপড় কাটিয়া লইল! পরক্ষণেই বাহির হইয়া গেল;—চোরের মত যেমন চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ চুপি চুপি প্রস্থান।"

আতঙ্কে অভিভূত হইয়া মার্ক্ইস লেভিসন ঐ সকল ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "হা পরমেশ্বর! এ সকল কি কথা আমি শুনিলাম! আর্নেষ্টিনা! সত্য কি সে রাক্ষসটা ঐ রকমে তোমাকে পীড়ন করিতে সাহস করিয়াছিল?—না—ও সব সত্য নয়,—নিশ্চয়ই স্বপ্ন!"

আর্নেষ্টিনা বলিলেন, "না কাকা, স্বপ্ন নয়! এই দেখ!"—এই বলিয়া তিনি অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক খাটের পায়ার দিকে মশারি-কাটা ছিদ্রটি মার্ক্ইসকে দেখাইলেন।

শয্যার পার্শ্ব হইতে লাফাইয়া উঠিয়া মার্ক্ইস লেভিসন সেই মশারির ছিদ্রটি পরীক্ষা করিতে গেলেন; দেখিলেন, সত্য সত্যই তীক্ষ্ণধার ছুরী দিয়া মশারি

কাটা। কাটা জায়গাটা প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা। পূর্ব্বে যেখানে বসিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া আবার সেইখানে বসিয়া মার্কুইস তাঁহার ভ্রাতুষ্কন্যাকে বলিলেন, "সত্য আর্নেষ্টিনা, রাক্ষসটা এই ঘরে আসিয়াছিল, সে কথা সত্য! ওঃ! রাক্ষসটা ভবিষ্যতে আর এ রকম উপদ্রব করিতে না পারে, তজ্জন্য আমি কি উপায় করিব? লোকটা খিল্-হুড়কো মানে না, অভাবনীয় কৌশলে যে ঘরে ইচ্ছা সেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারে! যাহা হউক, ঐরূপে তাহার আসাটা আমি বন্ধ করিতে পারি কি না, তাহার চেষ্টা দেখিব। দুই জন দরোয়ানকে আমি হুকুম দিয়া রাখিব, তাহারা যেন গুলীভরা পিস্তল লইয়া সারা রাত্রি নীচের তলায় সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইয়া থাকে, অপরিচিত লোক দেখিলেই কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া যেন তৎক্ষণাৎ গুলী করে!"

আর্নেষ্টিনা বলিলেন, "হাঁ কাকা, তাই তুমি কর, ঐ রকম হুকুম দিয়া রাখ; তাহা হইলেই আমি নির্ভয়ে অনেকটা শান্তি পাইব।"

মার্কুইস জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্নেষ্টিনা, আগে কেন তুমি এ সকল কথা আমাকে বল নাই? এখন আমি যেরূপ সাবধনাতার কথা বলিব, ইহার পূর্ব্বেই তদনুসারে সিঁড়িতে আমি পাহারা রাখিতাম।"

আর্নেষ্টিনা বলিলেন, "কাকা, রাক্ষসটার উপর আমার যতটা ঘৃণা, তাহার নামে আমার যতটা ভয়, তাহা যদি তুমি জানিতে, তাহা হইলে তাহার দৌরাত্ম্যের কথা কেন আমি পূর্ব্বে বলি নাই, তাহা তুমি বুঝিয়া লইতে পারিতে। এখন যে আমি সে সব কথা কি করিয়া বলিলাম, তাহার কারণ আমি জানি না; কি যেন এক ভৌতিক শক্তিতে উহা এখন আমি ব্যক্ত করিবার সাহস ও শক্তি পাইয়াছি। কিন্তু কাকা, এ যাত্রা আমি বাঁচিব না! লোকেরা যখন আমার এই দেহ কফিনে বন্ধ করিবে, তাহার পূর্ব্বে আর আমি একবারও এই শয্যা পরিত্যাগ করিব না, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কাকা! এখন মরি,—মরণকালে তোমার কাছে আমার কেবল একটিমাত্র ভিক্ষা—"

ব্যগ্রস্বরে মার্কুইস বলিলেন, "কি চাও বৎসে? কি তুমি বলিতেছ? নাম কর—নাম কর।—যাহা তুমি চাহিবে, তাহা যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে অবশ্যই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।"

আর্নেষ্টিনা বলিলেন, "আমার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইবার পূর্ব্বে আমি আমার সহোদর আলজারননকে একটিবার দেখিব, এই আমার বাসনা, এই আমার প্রার্থনা। কাকা, তুমি তাঁহার কাছে লোক পাঠাও, তিলমাত্রও বিলম্ব করিও না।"

মার্কুইস বলিলেন, "আর্নেষ্টিনা! বৎসে! তুমি তো জানো, তিনি এখন ইংলণ্ডে নাই; কোথায় কি করিতেছেন, তাহাও ত আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি; তবে—"

সব কথা না শুনিয়াই ব্যগ্রকণ্ঠে আর্নেষ্টিনা বলিলেন, "কাকা, যদি তুমি অবিলম্বে দুই জন বিশ্বাসী দূত প্রেরণ কর, তাহারা যদি অবিশ্রান্ত দিবারাত্রি গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া যায়, তবে কি তাহারা শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাকে আনিতে পারিবে না? কাকা, যদি তুমি তাঁহাকে এক ছত্র লিখিয়া দাও, তোমার ভগ্নীটি মরে, অতি শীঘ্র না আসিলে এ জন্মে আর দেখা হইবে না, তাহা হইলেও কি তিনি শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া পৌঁছিবেন না? হাঁ, আলজারননের অন্তঃকরণ অতি মহৎ, তিনি আসিবেন, আমি বেশ বুঝিতেছি, নিশ্চয়ই তিনি আসিবেন। কাকা! আমার এই অনুরোধটি তুমি রক্ষা কর! এই আমার শেষ অনুরোধ; আর আমি হয় ত এ জন্মে আর কোন অনুরোধ করিব না;—আলজারননকে আনিবার জন্য লোক গিয়াছে, এই কথাটি শুনিলে আমার প্রাণে কত শান্তি আসিবে, তাহা হয় ত তুমি বুঝিতে পারিতেছ না!"

"লোক পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না" সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াই মার্কুইস তৎক্ষণাৎ ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। একটি সখী তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিল। মার্কুইস তাহাকে বলিলেন, "ব্রক্‌ম্যানকে আর জন্‌কে শীঘ্র গিয়া বল, তাহাদিগকে এখন বিদেশে যাইতে হইবে, শীঘ্র যেন তাহারা প্রস্তুত হয়, অবিলম্বে যেন ডাকের চৌ-ঘুড়ী আনাইবার হুকুম দেওয়া হয়। তাহাদিগকে এই সংবাদ দিয়া তুমি আমার চিঠি লিখিবার কাগজ-কলম আনিয়া দাও।"

সখী বাহির হইয়া যাইবার পর আর্নেষ্টিনার দিকে ফিরিয়া মার্কুইস বলিলেন, "আমি দুই জন দূত প্রেরণ করিতেছি, তাহারা ফ্রান্সে পৌঁছিয়া আলজারননকে যদি সেখানে দেখিতে না পায়, তিনি গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়া থাকেন, তবে কি হইবে, ইহা ভাবিয়া আমি দুই জনকে দুই পথ ধরিয়া যাইতে হুকুম দিব, দুইখানা পত্র লিখিব, দুইজনের হাতে দুই পত্র থাকিবে, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে।"

কালি, কলম, কাগজ লইয়া সখী শীঘ্রই পুনঃ প্রবেশ করিল; মার্কুইস তৎক্ষণাৎ এইরূপ পত্র লিখিলেন:—

"লর্ড আল্‌জারনন্ কাভেণ্ডিস্!

তোমার ভগ্নী আর্নেষ্টিনা সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাগত; সে মিনতি করিয়া তোমাকে অতি শীঘ্র আল্‌বিমারল ষ্ট্রীটে চলিয়া আসিতে অনুরোধ করিতেছে;

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিও না। যে কোন কার্য্য তোমার হস্তে থাকুক না কেন, সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া তুমি অবিলম্বে চলিয়া আইস। কোন কারণে পথের কোন স্থানে একবারও থামিও না; দিবারাত্রি গাড়ী চালাইতে বলিও। আমি মিনতি করিয়া তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, শীঘ্র চলিয়া আইস, নতুবা আয়্নেষ্টিনাকে আর জীবিত দেখিতে পাইবে না।

তোমার পিতৃব্য

লেভিসন।"

চিঠিখানি লিখিয়া মার্ক্ইস তাহার আর একখানি নকল করিলেন, ছুইখানি খাম করিয়া শীল করিয়া শিরোনাম লিখিলেন; শিরোনামে লর্ড আল্‌জারনন কাভেণ্ডিস্‌ নাম লিখিলেন না, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যে কল্পিত নাম ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, সেই নাম লিখিলেন।

সেই সময় সখী পুনর্ব্বার আসিয়া বলিল, "ব্রকল্যান ও জন্‌ প্রস্তুত হইয়াছে, চৌঘুড়ীও আসিয়াছে।"

সংবাদ পাইবামাত্র চিঠিখানি হাতে করিয়া মার্ক্ইস নামিয়া আসিলেন; ছুই জন দূতের হস্তে ছুইখানি চিঠি দিয়া, মুখে যাহা বলিতে হয়, তাহা বলিয়া দিয়া, রাহাখরচের টাকা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। রাত্রি দশটার সময় তাহারা চৌঘুড়ী আরোহণে রওনা হইয়া গেল।

সখীটি সেই ঘরেই ছিল, মার্ক্ইস যখন নামিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সময় ধাত্রীও আবার সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। লোক বিদায় করিয়া মার্ক্ইস পুনর্ব্বার উপরে উঠিয়া, রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ছুই জনকে বাহিরে যাইতে বলিলেন, আরও আধঘণ্টাকাল তিনি সেই ঘরে থাকিবেন, ইহাও বলিয়া দিলেন। তাহারা বাহির হইয়া যাইবার পর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মার্ক্ইস বিবিধ প্রবোধ-বচনে রোগীর মনে শান্তিদান ও বদনে প্রফুল্লতা উৎপাদনের অভিলাষে অনেকগুলি মিষ্ট কথা বলিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। রাত্রের মত বিদায় লইয়া মার্ক্ইস সেই গৃহ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, সেই সময় ধীরে ধীরে গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল;—কে আসিতেছে, দেখিবার অভিপ্রায়ে মার্ক্ইস দ্বারের দিকে চাহিলেন; যাহা দেখিলেন, তাহাতে ভয়ে ও ক্রোধে তিনি হঠাৎ অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কি তিনি দেখিলেন?—সেই নরাধম পাষণ্ড ভয়ঙ্কর জল্লাদের ভয়ঙ্কর বিকট বদন!

অশীতিতম উল্লাস।

মহাবিপত্তি!—ভীষণ দুর্গতি!

মার্কুইসের অস্ফুট চীৎকারধ্বনি শুনিয়াই আর্‌নেষ্টিনা বুঝিতে পারিলেন অলক্ষণ;—অতিকষ্টে বালিসের উপর একটু উচু হইয়া বসিয়া দ্বারের দিকে তিনি চাহিলেন;—কি দেখিলেন?—তাঁহার চিরশত্রু সাংঘাতিক বৈরী বিকট নররাক্ষস ডেনিয়েল কফিন! দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ বালিসের উপর মাথা গুঁজিয়া মানসিক যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন।

মশারির আবরণে অর্দ্ধাবৃত ছিলেন বলিয়া মার্কুইস লেভিসন প্রথমে ঐ দুরাত্মার নেত্রপথে পতিত হন নাই, এই সময় ত্রস্তগতিতে জল্লাদটার সম্মুখে আসিয়া সক্রোধগর্জ্জনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাক্ষস! কি জন্য তুই এখানে?—এখানে তুই কি করিতেছিলি?"

তাচ্ছিল্যভঙ্গীতে ডেনিয়েল বলিয়া উঠিল, "বা! এই যে মাই লর্ড! তুমি এখানে?—তোমাতে আমাতে অনেক দিনের বন্ধুত্ব!—তুমিও আমার বন্ধু, আমিও তোমার পুরাতন—"

ক্রোধে অরুণবর্ণ ধারণ করিয়া মার্কুইস প্রতিধ্বনি করিলেন, "বন্ধু!—আমাকে তুই বন্ধু বলিস্,— তোর এত সাহস?—আচ্ছা,—এখানে গোলমাল করা হবে না, আয় আমার সঙ্গে!"

কর্কশ-গর্জ্জনে ডেনিয়েল বলিল, "একটু থামো;—আর্‌নেষ্টিনাকে একটি কথা না বলিয়া আমি যাইব না!"

মার্কুইস বলিলেন, "তোকে আমি ব্যগ্রতা করি, আয়!—আমি অনেক টাকা বক্‌সীস্ দিয়া থাকি, তা তুই জানিস্?"

অল্প হাসিয়া ডেনিয়েল বলিল, "হাঁ, ঐ একটা প্রলোভন বটে! আচ্ছা,—কোন্ দিকে যাইতে হইবে, পথ দেখাইয়া চল।"—বলিতে বলিতে কঠোর হস্তে মার্কুইসের হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক পাপিষ্ঠ জল্লাদ পুনর্ব্বার বলিল, "দেখ, সাবধান, গোলমাল করিও না, ঢলাঢলি করিও না;—তাহা যদি কর, তবে আমি এমন কাণ্ড বাধাইয়া দিব যে, পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কর্ণে তোমাদের ঘরের কেলেঙ্কারটা ঢি ঢি শব্দে বিঘোষিত হইবে। আমি একেবারে—"

বাধা দিয়া মার্কুইস বলিলেন, "থাক্ থাক্! আর ভয় দেখাইতে হইবে না। তোতে আমাতে যে সব কথা হইবে, তাহা অবশ্যই গোপনে থাকিবে; ঠাণ্ডা মেজাজে চুপি চুপি কথা কইব। আয়!"

ধীরহস্তে দরজা খুলিয়া মার্কুইস লেভিসন সেই পাপাত্মাকে আপন বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন; বৈঠকখানায় আলো জ্বলিতেছিল, ইহা বলা বাহুল্য।

লোহিতকক্ষে প্রবেশ করিয়া, জল্লাদের মুখের দিকে চাহিয়া, মার্কুইস বলিলেন, "খানিকক্ষণ এইখানে থাক্, রোগীর ঘরে দাসীদের আমি ডাকিয়া দিয়া আসি; ঘণ্টাধ্বনি না শুনিলে তাহারা সে ঘরে প্রবেশ করিবে না।"

সতেজে ডেনিয়েল বলিল, "গোটা দুই তিন কনষ্টেবল সঙ্গে না করিয়া তুমি আসিবে না, তাহার জামিন কি?"

জল্লাদের মুখে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মার্কুইস বলিলেন, "এতক্ষণ আমি ঘণ্টা বাজাইয়া দরোয়ান ডাকি নাই, তাহাও যে জামিন, এখনও পুলিশ আনিব না, ইহারও সেই জামিন।"

কফিন বলিল, "হাঁ, সে কথা সত্য বটে!—অনেক কারণে ঢলাঢলি করিতে তুমি ইচ্ছা কর না, তাহা বুঝিয়াছি। আচ্ছা, যাও, কিন্তু বেশীক্ষণ দেরী করিও না। হাঁ, আর একটা কথা।—তুমি এখানে থাকিবে না, ইতিমধ্যে তোমার সেই লম্বা লম্বা দরোয়ানগুলোর মধ্যে দুই একজন যদি এখানে আসিয়া আমায় দেখে, আমার তুল্য একজন ভদ্রলোক এখানে কেন রহিয়াছে, যদি জিজ্ঞাসা করে, তোমাতে আমাতে পুরাতন বন্ধুত্ব, তোমার কাছে আমার বিশেষ কাজ আছে, ইহা বলিলে তাহারা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে, রাস্তায় টানিয়া বাহির করিয়া আমাকে যদি গারদঘরে আটক করে, তাহা হইলে কি হইবে?—সে অপমানের দায়টা আমি এড়াতে চাই।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মার্কুইস বলিলেন, "আচ্ছা, তবে একটা বাতী জ্বালিয়া লও, আমার সঙ্গে এ দিকে এসো। আর দেখ, যে ভয়টা তুমি করিতেছিলে, সেটা অকারণ, আমি না ডাকিলে, কিংবা কোন বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, আমার কোন চাকর এ মহলে আইসে না।"

এই কথা বলিয়াই মার্কুইস ক্ষিপ্রহস্তে পাশের ঘরের চাবী খুলিলেন, ডেনিয়েল একটা বাতী জ্বালিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল, মার্কুইস বাহির হইতে সেই দ্বারে চাবীবন্ধ করিতে করিতে জয়লাভের উল্লাসে আপন মনে বলিলেন, "এই ঠিক! ইহাই ভাল! যে সংকল্প আমি স্থির করিয়াছি, এই উপায়েই তাহা সিদ্ধ হইবে!"

সংকল্প-সিদ্ধির আশাকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া মার্কুইস লেভিসন অবিলম্বে ধাত্রীকে রোগীর ঘরে পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া একযোড়া গুলীভরা পিস্তল আপন পকেটে লুকাইয়া লইলেন; তৎপরে মনে মনে বলিলেন, "এই আপদটা আজ চুকাইয়া দিতে হইবে! ঐ পাপিষ্ঠের দৌরাত্ম্য আর সহ্য হয় না। বার বার টাকার দাবী, বার বার অনধিকার-প্রবেশ, একেবারেই আমার অসহ্য! যতবার আমি বেশী বেশী টাকা দিতেছি, তত-বারই বেটার জারী বাড়িতেছে! আজ আমি উহাকে কুকুরের মত মারিয়া ফেলিব! বেটা লুকাইয়া লুকাইয়া বাড়ীর ভিতর আইসে, কেহই দেখিতে পায় না, চাকরেরা সেই কথা সপ্রমাণ করিবে। আজ খুন হইল কেন, সহজেই তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। কি বলিয়া বুঝাইব?—আমি বলিব, বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়াছিল, দেখিতে পাইয়াই আমি গুলী করিয়াছি।"—ভবিষ্যৎ কৈফিয়ৎ স্থির করিয়া রাক্ষসটার উদ্দেশে স্বগতবাক্যে তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! পামর! তোর সময় নিকট হইয়াছে! আমার ভাইঝীটি মরে, আজি আমি প্রতিশোধ লইব!—যাই, আর দেরী করিব না।"

স্বগত-বাক্যের অবসানে মার্কুইস লেভিসন বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন, অনন্তর পার্শ্বগৃহের চাবী খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; সেই ঘরে দেখিলেন, ডেনিয়েল কফিন কাদামাখা জুতা শুদ্ধ পা দুখানা মখমলের গদীর উপর ছড়াইয়া একখানি বেত্রের সোফায় শুইয়া রহিয়াছে।

মার্কুইস তাহার নিকটে গিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইলেন যে, লোকটা ঠিক তালে লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইতে না পারে; সেইরূপ ভঙ্গীতে ঐরূপে শায়িত রাক্ষসটার বিকট মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এখন কিছু চাস্? আমার কাছে তুই কি দাবী করিস্?"

আলস্য ত্যজিয়া, একটু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া, ডেনিয়েল বলিল, "বোধ হয়, তুমি জানো, তোমার ভাইঝী আর্নেষ্টিনার উপর প্রতিশোধ লওয়া আমার একান্ত ইচ্ছা; আমি বোধ করি, লেডী আর্নেষ্টিনা এ সম্বন্ধে সকল কথাই তোমাকে বলিয়াছে।"

মুখখানি পাংশুবৎ পাণ্ডুবর্ণ হইলেও সংকল্পে দৃঢ়তা রাখিয়া মার্কুইস বলিলেন, "হাঁ, সব আমি শুনিয়াছি, তাঁহার উপর তুই যেরূপ পৈশাচিক দুর্ব্ব্যবহার—"

"পৈশাচিক দুর্ব্ব্যবহার?"—ঘৃণা পূর্ব্বক সক্রোধদৃষ্টিতে চাহিয়া দস্যু

করিয়া জল্লাদটা বলিল, "পৈশাচিক দুর্ব্যবহার?—সেই কথাই সত্য বটে!—তোমার সেই পিশাচী ভাইঝী আমার উপর কত পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছে, তাহা কি তুমি জানো?—প্রথমে একবার ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার সেতুর নিকটে আমার বুকে ছুরী মারিবার জোগাড় করিয়াছিল; তাহার পর এই বাড়ীতেই তোমার একখানা কলের চেয়ারে আমাকে আবদ্ধ রাখিয়া অনাহারে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিল—"

নিমেষমধ্যে পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া, দুরাত্মার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া সগর্জ্জনে মার্কুইস বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! এই দেখ্!"

মার্কুইস লেভিসন সেই পিস্তলটা ঠিক বাগাইয়া ধরিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রঞ্জক-ঘরেই বারুদ জলিয়া গেল, আওয়াজ হইল না;—যত শীঘ্র চক্ষের পলক পড়ে, ক্ষুধিত ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যত শীঘ্র শীকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, দুরন্ত জল্লাদটা তত শীঘ্র ব্যাঘ্রবৎ গর্জ্জন করিয়া, লম্ফ দিয়া মার্কুইসের ঘাড়ের উপর পড়িল; পাক্সাট মারিয়া তাঁহাকে কার্পেটের উপর ফেলিয়া দিল; এক হস্তে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া, অপর হস্তে তাঁহার পকেট হইতে দ্বিতীয় পিস্তলটা বাহির করিয়া লইল; পূর্ব্ববৎ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বলিল, "দুরাচার বুড়ো বদ্মাস্! এখন তোর মাথার খুলী উড়াইয়া দিতে কে আমায় বারণ করে?—কিন্তু না, তাহা আমি করিব না; অন্য প্রকারে তোকে আমি জব্দ করিব! ওঠ্,—দাঁড়া!—খবরদার! যদি চেঁচাবি, ঘণ্টার রজ্জু লইয়া যদি টানিতে যাইবি, সয়তানের নামে দিব্য করিয়া আমি বলিতেছি, তৎক্ষণাৎ গুলী করিয়া তোর নিজের পিস্তলের দ্বারাই তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব!"

মার্কুইসকে নিজে উঠিতে হইল না, সরকারী জল্লাদটা নিজেই তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া, গলার বগ্লস্ ধরিয়া, ধাক্কা দিয়া, পাশের ঘরে ঠেলিয়া দিল; সেই ঘরে কলের চেয়ার ছিল, এক ধাক্কায় তন্মধ্যে একখানা চেয়ারের উপর তাঁহাকে ঘুরাইয়া ফেলিল! কল আপনা আপনি ঘুরিয়া স্বকার্য্য সাধন করিল। নিজের কলে মার্কুইস লেভিসন নিজে বাঁধা পড়িলেন!

পাঠক মহাশয়েরা বুঝিয়া লইবেন, ইহা এক প্রকার দৈবাধীন প্রায়শ্চিত্ত। সতী কুমারীদের সতীত্ব-বিনাশের জন্য লম্পট মার্কুইস স্বয়ং যে সকল সাংঘাতিক কল বানাইয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে একটা কলে তিনি নিজে এখন সাংঘাতিকরূপে বন্দী!

অকস্মাৎ ত্রাসে ও আতঙ্কে মার্কুইস তখন এত দূর হতবুদ্ধি হইলেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া একটি বাক্যও নির্গত হইল না। তাঁহার যেন বোধ হইতে লাগিল, কি একটা বিভীষণ স্বপ্ন! ক্ষণ পরে যখন তাঁহার বুদ্ধি স্থির হইল, মিনতিপূর্ণ-নয়নে তখন তিনি জল্লাদের দিকে চাহিয়া কাতর-স্বরে বলিলেন, "কফিন! আমার উপর তোমার রাগ হইবার কারণ আছে, কিন্তু সদয় হইয়া এখন তুমি আমার সঙ্গে সন্ধি কর।"

ঘরে আলো ছিল না; ঘোর অন্ধকারও নয়; পাশের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, দরজার ফাঁক দিয়া সেই আলোকরশ্মি অল্পে অল্পে ঐ ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, সেই অল্প আলোতে মার্কুইস দেখিলেন, জল্লাদের বিকট চেহারাটা তখন বাস্তবিক রাক্ষসের ন্যায় ভয়ঙ্কর! মুক্ত-নেত্রে তাহার দিকে চাহিতেই ভয় হয়!

সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া বিকট ভঙ্গীতে ডেনিয়েল বলিয়া উঠিল, "সন্ধি? তোর মত দুর্জ্জন পাজী লোকের সঙ্গে আমার সন্ধি?—কিসের সন্ধি?—হাঁ হাঁ,—রোস্‌ রোস্‌,—তোর অঙ্গে মূল্যবান্‌ বস্তু এক টুক্‌রাও রাখা উচিত নয়।"

সদম্ভে এই কথা বলিয়া দুরন্ত ডেনিয়েল কফিন্‌ সেই অবসরে মার্কুইস লেভিসনের পকেট হইতে সমস্ত দ্রব্য বাহির করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। ঘড়ী, চেন, হীরার কাঁটা, অঙ্গুলী হইতে হীরকাঙ্গুরী, পকেট হইতে মণিব্যাগ এবং ব্যাঙ্ক-নোটের তাড়া সমস্তই কাড়িয়া লইল।

অত্যন্ত ভয় পাইয়া করুণ-স্বরে মার্কুইস বলিলেন, "আমাকে খুলিয়া দাও, আমি তোমাকে হাজার গিনী পুরস্কার দিব!"

ডেনিয়েল বলিল, "না,—এক হাজার কি, দশ বিশ হাজার দিলেও আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না! তোমার পেটে পেটে বিষম বজ্জাতী আছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি!"

মিনতি-বচনে মার্কুইস্‌ বলিলেন, "আমি এক জন ভদ্রলোক, আমি এক জন লর্ড, আমার পদোচিত সম্ভ্রম আছে, আত্মার শপথ, কখনই আমি তোমার কাছে বিশ্বাস নষ্ট করিব না!"

ভীষণ গর্জ্জনে ডেনিয়েল বলিল, "তোমার ও কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। ব্যবহারটা অনেক দূর গড়াইয়াছে; এখন আর তোমাতে আমাতে কোন মতেই বিশ্বাস রক্ষা হইতে পারে না। সঙ্কট গুরুতর জানিয়াই তুমি আমাকে গুলী করিতে আসিয়াছিলে! দেখ মাই লর্ড, আমার

প্রতিহিংসার অর্দ্ধাংশও এখনও পূর্ণ হয় নাই!”—এই বলিয়া বিষাক্ত দৃষ্টিতে মার্ক্ইসের মুখপানে চাহিয়া রাক্ষসটা আবার বলিল, “আর তোমাকে এ বাড়ীতে থাকিতে হইবে না!”

এই উত্তর দিয়াই লোকটা পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরে বাতী জ্বলিতেছিল, সেই জ্বলন্ত বাতীটা তুলিয়া লইয়া সে আবার ফিরিয়া আসিয়া মার্ক্ইসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গর্জ্জন-স্বরে বলিল, “এইবার এক সাংঘাতিক আঘাতে তোকে আর তোর সেই পাপিষ্ঠা ভাইঝীটাকে আমি নিকাস করিয়া ফেলিব! আমার বিপক্ষে তোরা যাহা যাহা করিয়াছিস্, ঐ কার্য্যের দ্বারা আমি তাহার প্রতিশোধ লইব! ভবিষ্যতে তোদের উপদ্রব হইতে চিরদিনের মত আমি মুক্ত হইব! আমি বেশ জানি, তোর মত বড় লোকেরা আমার মত গরীব লোকের সর্ব্বনাশ করিতে ইচ্ছা করিলে এইরূপ চূড়ান্ত উপায় অবলম্বনে একটুও ইতস্ততঃ করে না! আমি এইমাত্র বলিয়াছি, ব্যাপারটা এতদূর গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে যে, তুই আমাকে খুন করিবার চেষ্টা করিতেছিস্! এখন দেখ্, কার ভাগ্যে কি হয়!”

গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ঐরূপে শাসাইয়া দুর্ম্মদ জল্লাদটা যেন ক্রোধান্ধ বিক্রান্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই জ্বলন্ত বাতী-হস্তে পার্শ্ববর্ত্তী গ্যালারী-ঘরে প্রবেশ করিল। লর্ড লেভিসন সময়ে সময়ে সৌখীন প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া নানা প্রকার শিল্প-পদার্থের ছবি, পুতুল ইত্যাদি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। সমস্তই কুৎসিত, সমস্তই অশ্লীল! ভীষণ নররাক্ষস যে সকল কথা বলিয়া শাসাইল, মার্ক্ইস্ সে সকল বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া অত্যন্ত ভয় পাইলেন, কাতরে মিনতি করিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, “ফিরে এস, ফিরে এস, আমাকে খুলিয়া দাও! সদ্ভাবে বন্দোবস্ত রফা করি এস, আমরা দুজনে সন্ধি করি!”

ডেনিয়েল কফিন সে সকল কথাকে কানেও স্থান দিল না, যেন বধির হইয়া গ্যালারী-ঘরে ছুটিয়া গেল; সে ঘরের সমস্ত পর্দ্দা, ঝালর, চাঁদোয়া প্রভৃতি সমস্ত জিনিসে আগুন ধরাইয়া দিল!—কার্য্য সমাধা করিয়া আবার মার্ক্ইসের সেইরূপ বিলাপধ্বনি শুনিতে শুনিতে দরজা বন্ধ করিয়া পাষণ্ডটা সরাসর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল, তথা হইতে উপরের সিঁড়ি বাহিয়া ছাদের উপর গিয়া উঠিল।

পূর্ব্বে বলা আছে, মার্ক্ইসের বাড়ীর উত্তরাংশে একখানা খালি বাড়ী; মার্ক্ইসের বাড়ীর ছাদ হইতে সেই খালি বাড়ীর ছাদে উঠিয়া, ডেনিয়েল

কফিন্ বাড়ীর ভিতর নামিতে লাগিল। বাড়ী অন্ধকার, সিঁড়ি অন্ধকার, সব অন্ধকার! সেই ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া দুঃসাহসী সরকারী জল্লাদ সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল;—ছুট্—ছুট্—ছুট্! ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ছুটিয়া এককালে সেই রাস্তার প্রান্ত-সীমায় গিয়া পৌঁছিল; সেইখানে দাঁড়াইয়া সে তখন তাহার সেই ভয়ঙ্কর কার্য্যের ফলাফল দর্শন করিতে লাগিল। অধিকক্ষণ তাহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল না;—কয়েক মিনিটের মধ্যেই দূর হইতে সে শুনিতে পাইল, একসঙ্গে অনেক লোকের চীৎকার!—"আগুন!—আগুন!—আগুন!"

চীৎকার শুনিয়া আনন্দে আনন্দে নরপিশাচ ডেনিয়েল কফিন ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে লেভিসন-হাউসের দিকে নেত্র ঘুরাইল; দেখিল, ধূমপুঞ্জ-বিজড়িত রক্তবর্ণ অগ্নিশিখা আকাশমার্গে উত্থিত হইতেছে! দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু আবার আরও ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইল; সেইবার দেখিল, লেভিসন-প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া সর্প-ফনার ন্যায় অগ্নিশিখা সমগ্র দিঙ্মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইতেছে!

তত রাত্রে রাস্তায় একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পাছে কেহ দেখিতে পায়, সেই সন্দেহে সেই ভয়ঙ্কর নরপিশাচটা আপন মনে অট্ট অট্ট হাসিতে হাসিতে,—'কি মজাই হইল!'—এইরূপ বিজয়ানন্দ প্রকাশ করিতে করিতে দ্রুতপদে অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

* * * * *

* * * * *

* * * * *

পরদিন বেলা অপরাহ্ণ পঞ্চম ঘটিকা। একখানা দ্রুতগামী ডাকের চৌঘুড়ী অতি দ্রুতবেগে ব্ল্যাকহিদের গ্রীনম্যান্ হোটেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হোটেলের লোকেরা জানিল, গাড়ীখানা লণ্ডনে যাইতেছে।

গাড়ীর মধ্যে একটি পরম সুন্দর যুবাপুরুষ, পশ্চাতের ফুট্‌বাক্সে দুই জন পদাতিক। সেই পদাতিকদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান, তাহার পোষাক সাদাসিদা; দ্বিতীয় ব্যক্তি উর্দ্দীপরা। চৌঘুড়ী থামিবামাত্র তাহারা দুই জনে লম্ফ দিয়া রাস্তায় পড়িল। একজন গিয়া হোটেলওয়ালাকে বলিল, "শীঘ্র ঘোড়া বদলাইয়া দাও।"

কে আসিয়াছে, জানিবার আগ্রহে হোটেলওয়ালা বাহির হইয়া আসিল;

আসিয়াই বার্ত্তাবহকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কি ভারী তাগাদা আছে? জলযোগের আয়োজন করিতে হইবে কি?"

পদাতিক উত্তর করিল, "হাঁ, ভারী তাগাদা। লর্ড আল্‌জারনন কাভেণ্ডিস্ শীঘ্র শীঘ্র সহরে যাইতেছেন, তাঁহার ভগ্নী লেডী আর্‌নেষ্টিনা মরণাপন্ন!"

হোটেলের ভূস্বামী গম্ভীর-বদনে বলিল, "তাঁহারা তবে নিশ্চয়ই লেভিসন-বংশের কেহ হইবেন;—কেমন, তাহাই নয়?"

যাহার সহিত হোটেলওয়ালার কথা হইতেছিল, সে লোকটি বৃদ্ধ মার্কুইস লেভিসনের সর্দ্দার পরিচারক ব্রক্‌ম্যান; সে উত্তর করিল, "যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহাই ঠিক।"

চমকিতভাবে হোটেলওয়ালা বলিল, "সেখানে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয়, তবে তোমরা জানো না?"

বিস্ময়চকিত হইয়া ব্রক্‌ম্যান জিজ্ঞাসা করিল, "কি জানিব?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "আমি একটা বড় কুসংবাদ শুনিয়াছি। সে কথাটা—"

সবিস্ময়ে ব্রক্‌ম্যান জিজ্ঞাসা করিল, "কুসংবাদ?—বল, শীঘ্র বল, তোমার ও কথার মানে কি?"

হোটেলওয়ালা উত্তর করিল, "গত রাত্রে লেভিসন-হাউসে আগুন লাগিয়াছিল, বাড়ীখানা ভস্ম হইয়া গিয়াছে!"

আতঙ্কে বিষাদে চমকিত হইয়া ব্রক্‌ম্যান বলিয়া উঠিল, "হা পরমেশ্বর! প্রাণহানি হইয়াছে কি?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "ভয়টা সেই রকম বটে, কিন্তু বিশেষ সংবাদ এ পর্য্যন্ত কিছু শুনা যায় নাই। আজিকার একখানা প্রভাতী সংবাদপত্রে কেবল কয়েক্ ছত্র আমি দেখিয়াছি, তাহাতে বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই। সংক্ষেপে কেবল খবরটুকু লেখা আছে মাত্র। আর একটু সংবাদ এই যে, এখানকার যে সকল গাড়ী লণ্ডন হইতে ডোভারে যায়, সেই সকল গাড়ীর মধ্যে একখানা গাড়ীর গার্ড আজ প্রাতঃকালে সেই পথ দিয়া আসিতে আসিতে জনরব শুনিয়া আসিয়াছে, ওয়েষ্ট এণ্ডের লেভিসন-হাউস পুড়িয়া গিয়াছে। মার্কুইস স্বয়ং, একটি লেডী আর দুই তিনটি দাসীর প্রাণ গিয়াছে! গার্ডের মুখে এই কথা, কিন্তু সে ব্যক্তিও নিশ্চয় কিছু জানিতে পারে নাই।"

হোটেলওয়ালার আর কিছু বলিবার ছিল কি না, তাহা শুনিবার অপেক্ষায় ব্রক্‌ম্যান আর সেখানে দাঁড়াইল না, চৌঘুড়ীর গবাক্ষের নিকটে ছুটিয়া গিয়া লর্ড আল্‌জারননকে ঐ অশুভ সংবাদ জানাইল।

ভগিনীর শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া লর্ড আল্‌জারনন অতি ক্ষুণ্ণ-স্বরে বলিলেন,"ব্রক্‌ম্যান,হোটেলের কর্ত্তাকে বল,শীঘ্র শীঘ্র ঘোড়া বদল করিয়া দেওয়া হউক, আর শকটচালকগণকে হুকুম দাও, খুব শীঘ্র শীঘ্র হাঁকাইয়া যাক্‌; বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখ, শীঘ্র পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে অনেক টাকা পুরস্কার পাইবে।"

শীঘ্র শীঘ্র ঘোড়া বদল হইল, পদাতিকদ্বয় গাড়ীর পশ্চাতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বক্‌সীসের লোভে অশ্বচালকেরা খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল, গাড়ী যেন বায়ুবেগে রাজধানী অভিমুখে ছুটিল।

হোটেল হইতে আল্‌বিমারল ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছিতে তিন কোয়াটার সময় লাগিল; এই পৌনে এক ঘণ্টাকাল লর্ড আল্‌জারননের বুকের ভিতর যে কত সংশয় ও কত যন্ত্রণা, তাহা বর্ণনাতীত।

চৌঘুড়ী গিয়া লর্ড লেভিসনের দগ্ধীভূত নিকেতনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। লেভিসন্‌-প্রাসাদ আর নাই! কেবল কৃষ্ণবর্ণ বড় বড় প্রাচীর দাঁড়াইয়া আছে, রাশি রাশি অঙ্গারস্তূপ স্থানে স্থানে বিকীর্ণ রহিয়াছে, দিব্য প্রাসাদ সমভূম! সে গৌরব, সে ঐশ্বর্য্য, সে জাঁকজমক সর্ব্বভুক্‌ হুতাশনের বিশাল জঠরে প্রবেশ করিয়াছে। বাটীর সম্মুখের রাস্তায় সহস্র সহস্র লোক জমা হইয়া সজল-নয়নে সেই ভগ্নাবশেষ দর্শন করিতেছে। গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া লর্ড আল্‌জারনন ত্বরিতপদে সেই সকল লোকের নিকটবর্ত্তী হইলেন; কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার স্থূল স্থূল মর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; ব্লাক্‌হিদের গ্রীন্‌ম্যান হোটেলে যাহা যাহা তিনি শুনিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সকল দর্শক লোকের মুখে তাহাই সপ্রমাণ হইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে সেই অগ্নি এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকেরা মনে করিয়াছিল, একেবারে বুঝি বাড়ীর সকল ঘরে কেহ আগুন লাগাইয়া দিয়াছে! ঘটনাটা যে কিরূপ, কেহই তাহা স্থির করিতে পারে নাই, অগ্নির প্রতাপ দর্শনে সকলেই জ্ঞানহারা হইয়াছিল! জন কতক চাকর সেই অগ্নিক্ষেত্র হইতে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; বাড়ীর লোকেরা কে কোথায় রহিল, কেহই সে সংবাদ কিছুই লয় নাই; রাস্তায় যাহারা জমা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অগ্নিরাশি ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া বাড়ীর কর্ত্তাকে ও লেডী আর্‌নেষ্টিনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু দুর্জ্জয় অগ্নির প্রতাপে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত ঘেঁসিতেও পারে নাই। সকলেই স্থির করিয়াছে, মার্কু্ইস লেভিসন, লেডী আর্‌নেষ্টিনা, একটি সখী, একজন ধাত্রী আর সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা, অগ্নিকুণ্ডে এই পাঁচটি প্রাণীর প্রাণ গিয়াছে!

স্নেহবতী ভগ্নী ও বৃদ্ধ পিতৃব্যের ঐরূপ শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদে লর্ড আল্‌-জারনন অতিশয় কাতর হইলেন, তাঁহার নয়ন হইতে অনর্গল শোকাশ্রু প্রবাহিত হইল। তিনি কাঁদিতেছেন, রাস্তার লোকেরা কাতর-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, ইত্যবসরে বাড়ীর মধ্যস্তরের একটি সমুচ্চ দগ্ধ প্রাচীর হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল; ভিতর বাহির সর্ব্বস্থান দেখা যাইতে লাগিল; সেই সময় সন্ত্রস্ত লোকেরা সন্ত্রস্ত-নয়নে ভিতর দিকে চাহিয়া দেখিল, ভিতরের যে ঘরে কলের চেয়ার থাকিত, সেই ঘরে একখানা চেয়ারের উপর মার্কুইস লেভিসন বাঁধা রহিয়াছেন! তখনও তাঁহার প্রাণ ছিল; যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে তিনি যথাশক্তি হস্ত-পদ সঞ্চালন করিতেছিলেন; দেখিতে দেখিতে সেই ঘরের চারিদিকে আবার হু হু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, হুড়-মুড় শব্দে সেই ঘরের ছাদটাও পড়িয়া গেল! আর কিছুই দেখা গেল না।

লেভিসন-হাউসে কাঠ-কাঠরার সরঞ্জাম অনেক ছিল, আশু জ্বলনশীল পদার্থও অল্প ছিল না, সেই কারণেই অল্পসময়ের মধ্যে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! যে সময়ে আগুন লাগে, তাহার পর অর্দ্ধরাত্রি জ্বলিয়াছে, আজও সমস্ত দিন জ্বলিতেছে! যাহা কিছু ভস্ম হইতে বাকী আছে, আজ রাত্রে তাহাও ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। থাকিবে কেবল দগ্ধীভূত ইট-পাথর, কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার-স্তূপ, আর শ্বেতকৃষ্ণ ভস্মস্তূপ!

ইষ্টকালয়ে অগ্নি লাগিলে সকল দিকের প্রাচীরগুলা ফাটিয়া ফাটিয়া যায়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল; দর্শকবৃন্দের চক্ষু সেই জ্বলনশীল বাড়ীর দিকে সমভাবে সমাকৃষ্ট ছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সকল দগ্ধীভূত ফাটা প্রাচীর ঝুপ ঝুপ্ করিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল! দেখিতে দেখিতে সমভূম হইয়া গেল!

কি প্রকারে আগুন লাগিয়াছিল, সেই তর্ক তুলিয়া এক এক জন এক এক প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, হঠাৎ আপনা হইতেই হয় তো বস্ত্রাদি ধরিয়া উঠিয়াছিল; কেহ কেহ বলিল, হয় ত কোন দুষ্ট-লোকে অধিক রাত্রে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল! বাস্তবিক কোন কথারই মীমাংসা হইল না, অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ সকলেরই অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

ভস্মস্তূপের নিকটে নীরবে সাশ্রুনয়নে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া লর্ড আল্‌জারনন আপন ভৃত্যবর্গের সহিত একটি পরিচিত হোটেলে গিয়া রাত্রি-যাপন করিলেন; দারুণ মনস্তাপে সমস্ত রজনীর মধ্যে একবারও তিনি নেত্রপল্লব মুদিত করিতে পারিলেন না।

এইখানে পথ-ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

মার্কুইসের দুইখানি চিঠি লইয়া তাঁহার সর্দ্দার খান্‌সামা ব্রকম্যান ও দ্বিতীয় পদাতিক দিবাভাগে চৌঘুড়ী হাঁকাইয়া লর্ড আল্‌জারননকে আনিবার জন্য ফ্রান্সে যাত্রা করিয়াছিল; তাহারা ডোভারে উপস্থিত হইয়া যখন জাহাজ ভাড়া করে, সেই সময় লর্ড আল্‌জারনন অপর দিক্ হইতে আর একখানা জাহাজে আসিয়া ডোভার বন্দরে অবতীর্ণ হন; পত্রবাহক পদাতিকেরা তৎক্ষণাৎ সম্মুখে গিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক মার্কুইসের লিখিত পত্র দুখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিল; পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন; কালবিলম্ব না করিয়া লণ্ডনে যাত্রা করাই তাঁহার সংকল্প হইল। যে চৌঘুড়ীতে পদাতিকেরা আসিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ সেই গাড়ীতে তিনি আরোহণ করিলেন; পত্রবাহকেরা গাড়ীর পশ্চাতের আসনে দাঁড়াইল। নক্ষত্রবেগে গাড়ী ছুটিল!

গাড়ী ক্যাণ্টারবারী নগরে উপস্থিত হইলে ঘোড়া বদলের প্রয়োজন হয়, লর্ড আল্‌জারনন তথাকার ফাউণ্টেন্ হোটেলে অবরোহণ করেন; শীঘ্র শীঘ্র ঘোড়া বদলের হুকুম দিয়া, হোটেলের একটি ঘরে উপবেশনপূর্ব্বক তিনি একখানি ক্ষুদ্র পত্র লেখেন; ক্যাণ্টারবারীর একখানি বাটীর ঠিকানায় সেই পত্র যাইবে; হোটেলের একটি বালককে একটি গিনী বক্‌সীস্ দিয়া সেই পত্রখানি তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থলে প্রেরণ করিলেন।

ইতিমধ্যে ঘোড়া বদল হইয়াছিল; লর্ড আল্‌জারনন পুনরায় শকটারোহণে অতি দ্রুতগতিতে ব্ল্যাক্‌হিদের গ্রীন্‌ম্যান হোটেলে উপস্থিত হন; সেখানেও ঘোড়া বদল হয়; সেইখানে আল্‌বিমারল ষ্ট্রীটের দুর্ঘটনার নির্ঘাত-সংবাদ শ্রবণ করিয়া শেষ বেলায় তিনি লণ্ডননগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছে, উপরিভাগে তাহা বর্ণিত হইল।

মার্কুইস লেভিসমের মৃত্যু হইল, উত্তরাধিকারী কে হইবেন?—লর্ড আল্‌জারনন ক্যাভেণ্ডিস্ নূতন মার্কুইস লেভিসনের উপাধি গ্রহণ করিয়া সেই পদসম্পদের অধিকারী হইলেন। যে হোটেলে তিনি রাত্রিবাস করিয়াছিলেন, সেই হোটেলে বসিয়া তিনি আর একখানি পত্র লেখেন; ডাকযোগে সে পত্রখানিও ক্যাণ্টারবারীতে রওনা হইয়া যায়।

লর্ড আল্‌জারনন ক্যাভেণ্ডিসের প্রকৃত পরিচয় এই স্থানে ব্যক্ত করা আবশ্যক। মৃত মার্কুইস লেভিসনের একটি কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল লর্ড জোসেলিন লক্‌তস; উভয় সহোদরে সবিশেষ সম্প্রীতি ছিল। লর্ড জোসেলিন লক্‌তসের একটি পুত্র আর একটি কন্যা। পুত্রের নাম আল্-

জারনন, কন্যার নাম আর্‌নেষ্টিনা। তাঁহারা যখন খুব ছোট, সেই সময় তাঁহাদের মাতা-পিতার মৃত্যু হয়। লর্ড জোসেলিন তাঁহার পুত্রের জন্য মফস্বলের জমীদারীর একটি ক্ষুদ্রাংশ এবং তৎপ্রদেশে একখানি বাড়ী দিয়া যান; জমীদারীর আয় বার্ষিক ছয় শত গিনী মাত্র; কন্যাটিকে ভূমিসম্পত্তি দিয়া যান নাই, কেবল দশ হাজার গিনী নগদ দিয়া গিয়াছিলেন। পুত্র কন্যা উভয়েই তাঁহাদের পিতৃব্যের বাটীতে পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে কিছু দিন বাস করেন। মার্কুইস লেভিসন ভ্রাতুষ্পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে অধিক ভালবাসিতেন। কিছু দিন পরে লর্ড আল্‌জারনন ইটন্ কলেজে এবং কুমারী আর্‌নেষ্টিনা নগরস্থ একটি বোর্ডিংস্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। যে স্কুলে বড় বড় লোকের মেয়েরা বিদ্যাশিক্ষা করে, সেই স্কুলেই আর্‌নেষ্টিনা। তাদৃশ বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা হয় না, এক প্রকার স্বেচ্ছাচার শিক্ষা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মার্কুইস লেভিসন স্নেহবশে আর্‌নেষ্টিনাকে অধিক ভালবাসেন, সেই ভালবাসার খাতিরে প্রতি শনিবার বৈকালে তিনি আর্‌নেষ্টিনাকে বাটীতে আনিয়া আদর-যত্ন করিতেন, রবিবার দিবারাত্র রাখিতেন, সোমবার প্রাতঃকালে পাঠাইয়া দিতেন। লর্ড আল্‌জারনন কোন পর্ব্বোৎসবে অথবা ঋতুবিশেষে কলেজ বন্ধ হইলে পিতৃব্যের নিকেতনে আসিতেন না। মফস্বলের এক গ্রামে তাঁহার এক মাতুল ছিলেন, চাষবাস করিয়া তিনি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, ছুটীর সময় আল্‌জারনন সেই মাতুলের বাড়ীতে গিয়া থাকিতেন। একবার দিন-কতকের জন্য তিনি আল্‌বিমারল ষ্ট্রীটের পৈতৃক বাটীতে আসিয়াছিলেন, পিতৃব্য তাঁহাকে অযত্ন করেন নাই। একদিন বৈকালে আল্‌জারনন বৈঠকখানায় বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, সহসা স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে; অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর; মুখে কাপড় বাঁধা থাকিলে যেরূপ অস্পষ্ট স্বর বহির্গত হয়, সেইরূপ চাপা চাপা ক্রন্দন-স্বর। চমকিত হইয়া উদ্বিগ্ন-মনে চকিত-নয়নে আল্‌জারনন গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, কোন্ দিক্ হইতে সেই রোদনধ্বনি আসিতেছে, কান পাতিয়া শুনিলেন; শুনিয়া শুনিয়া বুঝিলেন, বাড়ীর ভিতরে কোন ঘরে কোন স্ত্রীলোক ক্রন্দন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া উৎকণ্ঠিত অন্তরে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স অল্প হইলেও তাঁহার আশয় অতি উচ্চ; স্নেহ, দয়া, সহানুভূতি তাঁহার হৃদয়ের অলঙ্কার; চরিত্রে কিছুমাত্র দোষ স্পর্শে নাই। বাড়ীর ভিতর কে কাঁদিতেছে, তথ্য জানিবার জন্য তিনি একান্ত উৎসুক হইলেন। তিনি দেখিতেন, বৈঠকখানার এক দিকের ঘরগুলির দরজা প্রতিদিন সর্ব্বদা বন্ধ থাকে; কি কারণে বন্ধ, একদিনও

তাহা জানিবার ইচ্ছা হইত না; সেই দিন কেমন কৌতূহল জন্মিল, ধীরে ধীরে চলিয়া তিনি একটি দরজার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভ্রমবশতই হউক, অথবা অনবধাবনতাক্রমেই হউক, সে দিন সে দরজায় চাবী দেওয়া ছিল না, করস্পর্শ করিবামাত্র খুলিয়া গেল, আল্‌জারনন পার্শ্ব-গৃহে প্রবেশ করিলেন; সেই গৃহ হইতে সেই ক্রন্দনধ্বনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন; চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল; সে গৃহ অতিক্রম করিয়া তিনি দ্বিতীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভয়ঙ্কর দৃশ্য! একটি রমণী একখানা কলের চেয়ারে বাঁধা রহিয়াছে, মার্কুইস লেভিসন সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রফুল্ল-বদনে সেই রমণীর সমস্ত গাত্র-বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতেছেন; রমণী প্রায় উলঙ্গিনী! বক্ষঃস্থল অনাবৃত!

সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া পবিত্রহৃদয় যুবকের মুখে একটিও বাক্য সরিল না; ভিত্তিগাত্র হইতে একখানা শাল টানিয়া লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রমণীর স্কন্ধের উপর নিক্ষেপ করিলেন; রমণীর কিঞ্চিৎ সাহস আসিল; বক্ষঃ আবরণ করিয়া সকরুণ-নেত্রে যুবকের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

আশাভঙ্গে লম্পট মার্কুইস মহা রাগিয়া উঠিলেন, আরক্ত-নয়নে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া সক্রোধে বলিলেন, "তুই কেন এখানে এসেছিস্? যা—বাহির হইয়া যা!—এখনি চলিয়া যা!"

লর্ড আল্‌জারনন ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের হুকুম মানিলেন না, সুস্থিরভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, মার্কুইস রাগে রাগে ফুলিতে লাগিলেন। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সহৃদয় লর্ড আল্‌জারনন ব্যগ্র-হস্তে সেই কলের চেয়ারের প্যাঁচ-কল ঘুরাইয়া রমণীকে মুক্ত করিয়া দিলেন, ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে মার্কুইস লেভিসন সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আল্‌জারনন সেই রমণীকে ভগ্নী সম্বোধনে বস্ত্র পরিধান করিতে বলিয়া একবার পার্শ্ব-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার ভেজাইয়া ক্ষণকাল প্রচ্ছন্ন রহিলেন, রমণীর বসন পরিধান সমাধা হইলে সেই ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া একজন পরিচারিকা দ্বারা তাহার নিজ বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া লর্ড আল্‌জারনন অত্যন্ত উন্মনা হইলেন। লোকের মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃব্যের লম্পট স্বভাব; নিজের চক্ষে কিন্তু কখনো কিছু দেখেন নাই; এই দিন স্বচক্ষে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল; মনে মনে তিনি সঙ্কল্প করিলেন, এ বাড়ীতে আর থাকিব না, ভগ্নীকেও এখানে রাখিব না।

যেমন সংকল্প, সঙ্গে সঙ্গে অমনি কার্য্য। পিতৃব্যের নিকট গিয়া তিনি বিদায়

চাহিলেন, বিনা দ্বিরুক্তিতে বিদায় পাইলেন। আল্‌জারনন বলিলেন, "আর্‌-নেষ্টিনাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব।" সে কথাতেও মার্কুইস আপত্তি করিলেন না।

আর্‌নেষ্টিনা তখন বাড়ীতেই ছিলেন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া লর্ড আল্‌জারনন সেই দিনেই লেভিসন-হাউস পরিত্যাগ করিলেন। নগরের সন্নিকটে এক বাড়ীতে তাঁহার দূরসম্পর্কীয়া দুটি স্ত্রীলোক থাকিতেন, তাঁহাদের কাছে ভগ্নীকে রাখিয়া, সাবধানে যত্নে রাখিতে বলিয়া, আবশ্যকমত খরচপত্র দিয়া, সেই দিনেই তিনি লণ্ডন হইতে বাহির হইলেন। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া দেশ-ভ্রমণে যাইতে তাঁহার সংকল্প হইল। কেবল লেভিসন-হাউস ত্যাগ করিয়াই তাঁহার সন্তোষ জন্মিল না, নিজের নামটি পর্য্যন্ত তিনি লুকাইয়া ফেলিলেন; পিতার নাম ছিল জোসেলিন লক্‌তস; সেই নাম গ্রহণ করিয়া তিনি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

কুটুম্বিনীর বাড়ীতে থাকিতে থাকিতে আর্‌নেষ্টিনা এক এক দিন একা-কিনী বায়ু-সেবনে বাহির হইতে আরম্ভ করেন; সেই সূত্রে পল ডাইসার্ট নামক এক ব্যক্তির সহিত এক দিন তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; এক দিন হইতে হইতে পাঁচ দিন;—ক্রমান্বয়ে দশ দিন;—ক্রমশঃ এক পক্ষ দর্শন, এক পক্ষ বাক্যালাপ। ডাইসার্টের লর্ড উপাধি ছিল, বয়স যদিও কিছু বেশী, তথাপি আর্‌নেষ্টিনার রূপ দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন; লর্ডের স্ত্রী হইবার অভিলাষে আর্‌নেষ্টিনা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; উপযুক্ত সময়ে বিবাহ হইয়া গেল; বিবাহের পর হইতে আর্‌নেষ্টিনার নাম হইল লেডী আর্‌নেষ্টিনা। স্বামীর সহিত তিনি ব্লাক্‌হিদের গ্রাম্য নিকেতনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

লর্ড আল্‌জারনন ক্যাভেণ্ডিস্‌ ছদ্মবেশে জোসেলিন লক্‌তস নাম লইয়া প্রথমে স্কট্‌লণ্ডে চলিয়া গেলেন; তথাকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর, পুস্তকে তাহা পাঠ করিয়া সেই দৃশ্য-দর্শনে তাঁহার অভিলাষ হইয়াছিল, কিছু দিন তথায় অবস্থান করিয়া, সম্রাট্‌ নেপোলিয়ন যখন এল্‌বা দ্বীপে যাত্রা করেন,—সেই সময় তিনি ফ্রান্সে চলিয়া গেলেন; তথা হইতে আরও তিন চারিটি প্রদেশ দর্শন করিয়া একবার তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন;—লণ্ডনে নয়,—ক্যাণ্টারবারী নগরে। তথাকার হোটেলেও কিছু দিন অবস্থিতি। হোটেলের নিকটে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের একটি পাঠ্যসমিতি ছিল, সেই সমিতিতে গিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে পুস্তক ও সংবাদ-

পত্রাদি পাঠ করিতেন; সেই সমিতিতে বার্ণার্ড অড্‌লী নামক একজন ধর্ম্ম-যাজকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। সেই যাত্রায় একদিন তিনি তথাকার গীর্জ্জামন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী কুঞ্জবর্ত্মের ভিতর দিয়া বেড়াইতে যাইতেছিলেন, পথের ধারেই একটা ভগ্ন মঠ;—সেই দিক্ হইতে দুই জন স্ত্রীপুরুষের কোন্দলধ্বনি তিনি শুনিতে পান; একজন স্ত্রীলোক উচ্চ-কণ্ঠে গালাগালি দিয়া বলিতেছে, "তুই আমাকে ভুলাইয়া কুপথে আনিয়াছিলি! তোর ঔরসে আমার গর্ভ হইয়াছিল! সেই গর্ভে একটি ছেলে হইয়াছিল! তুই সেই ছেলেটিকে খুন করিতে আমাকে পরামর্শ দিয়াছিলি। তোর পরামর্শেই আমি পেটের ছেলেকে খুন করিয়াছি! তাহার পর তুই আমাকে ফেলিয়া পলাইয়াছিলি! সেই অবধি আমি কাঙ্গালিনী হইয়া বেড়াইতেছি! তোর জন্যই আমার এই দশা হইয়াছে! কোন্ মুখে তুই আবার আমার সঙ্গে দেখা করিস্? আচ্ছা থাক্, তোকে আমি দেখাইব!"—রাগিয়া রাগিয়া পুরুষটা বলিতেছে, "ফের যদি তুই ও সব কথা বলিস্, তবে আমি তোকে খুন করিব!"

লর্ড আল্‌জারনন একটু দূর হইতে ঐ কোন্দল শুনিয়াছিলেন; কাহারা কলহ করিতেছে, দেখিবার অভিপ্রায়ে লর্ড আল্‌জারনন মঠের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একজন পুরুষ, আর একজন স্ত্রীলোক। পুরুষটিকে দেখিবামাত্রই তিনি চিনিলেন; পূর্ব্বে পাঠাগারে যে ধর্ম্ম-যাজকের সহিত আলাপ হইয়াছিল, এই ব্যক্তিই সেই বার্ণার্ড অড্‌লী। স্ত্রীলোকটি কৃষ্ণবসনা,—সম্পূর্ণ অপরিচিত; মুখে অবগুণ্ঠন ছিল, ঝগড়া করিবার সময় অবগুণ্ঠন খুলিয়াছিলেন, অপরিচিত যুবককে সম্মুখে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ আবার অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন।

লর্ড আল্‌জারনন সেইখানে উপস্থিত হউবামাত্র ঝগড়া থামিয়া গেল। বার্ণার্ড অড্‌লী সত্য সত্য সে স্ত্রীলোককে মারিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিল, থতমত খাইয়া সে অস্ত্রখানা লুকাইয়া ফেলিল; ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মিনতি-বচনে বলিল, "ভাই! যাহা দেখিলে, ইহা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।"—অবগুণ্ঠনবতীও সেই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন। আল্‌জারনন বলিলেন, "কাহারও কোন গুহ্যকথা প্রকাশ করা আমার স্বভাব নয়, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।"

কলহ থামাইয়া লর্ড আল্‌জারনন সে দিন সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। পাঠকমহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, ঐ অবগুণ্ঠনবতী রমণী

আমাদের এতদাখ্যায়িকার নায়িকা সুন্দরী কুমারী লুইসার ছোটমাসী লিলিয়ান।

এই ঘটনার সপ্তাহ পরে আর একদিন জোসেলিন-নামধারী লর্ড আল্‌জারনন সেই গীর্জ্জার সন্নিকটে ঐ দুরাচার বার্ণার্ড অড্‌লীর আক্রমণ হইতে একটি কুমারীকে রক্ষা করেন; সেই কুমারীই সুন্দরী লুইসা। সেই সূত্রেই লুইসার সহিত জোসেলিনের আলাপ হয়; অল্প আলাপে আরও পাঁচ সাত দিন লুইসার সঙ্গে তিনি দেখা করেন, কথার আলাপ হইতে হইতেই লুইসার প্রতি তাঁহার ভালবাসা জন্মে, লুইসাও তৎপ্রতি অনুরাগিণী হন, বিবাহের প্রস্তাব স্থির হয়। তাহার পরেই বিশেষ কার্য্যানুরোধে জোসেলিন পুনর্ব্বার প্রবাস-যাত্রা করেন। আর একবার তিনি ক্যাণ্টারবারীতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় সেই ঠিকানায় রাজকুমারী সোফিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লেখেন, সেই পত্র পাইয়া তিনি লণ্ডনে যান; রাজকুমারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, নির্জ্জনে কোন একটি নিগূঢ় বিষয়ে উভয়ে অনেকক্ষণ কথোপকথন হয়; বিদায়কালে রাজকুমারী সোফিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র দেন; সেই পত্র লইয়া তাঁহার জিনেভায় যাত্রা। সেই যাত্রায় জিনেভায় তাঁহার সাতমাস বিলম্ব হইয়াছিল, সাতমাস পরে এইবার তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন; প্রথমেই ক্যাণ্টারবারীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ফাউণ্টেন হোটেলে বসিয়া, একজনের নামে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া, তাড়াতাড়ি লণ্ডনে গিয়া, লেভিসন-হাউসের দুর্দ্দশা দর্শন করেন। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক মহাশয় তাহা অবগত হইয়াছেন।

একশীতিতম উল্লাস।

লুইসার বাগ্‌দত্ত বর।

যে রাত্রে লেভিসন-প্রাসাদে অগ্নি লাগে, সেই দিন শেষবেলায় কুমারী লুইসা উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে একখানি পত্র পান। সেই পত্রের পাঠ এইরূপ:—

"ফাউণ্টেন হোটেল, ক্যাণ্টারবারী,
বেলা ১টা।

প্রিয়তমা লুইসা! এইমাত্র আমি প্রবাস হইতে নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছি। বড়ই আক্ষেপের কথা, তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই তাড়াতাড়ি আমাকে লণ্ডনে যাইতে হইল; ইহাতে যে আমার কি কষ্ট, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। বিশেষ গুরুতর প্রয়োজনে শীঘ্রই আমি লণ্ডনে রওনা হইতে বাধ্য হইলাম। কি সেই গুরুতর প্রয়োজন, তাহা যখন তুমি শুনিবে, তখন আমাকে অপরাধী ভাবিতে পারিবে না। আমার প্রতি তোমার অকপট ভালবাসা, আমার বাক্যে তোমার অকপট বিশ্বাস, তাহা আমি জানি; বিশেষ গুরুতর ঘটনা না হইলে, বহুদিনের পর ইংলণ্ডে আসিয়া অগ্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করা কথনই সম্ভব হইত না, অবশ্যই ইহা তুমি বুঝিবে। প্রিয়তমে! দুই তিন দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে; এবারে সাক্ষাৎ হইলে, ইহজীবনে আর বিচ্ছেদ ঘটিবে না। প্রাণাধিকে! এত দিন অনেকগুলি বিষয় তোমার কাছে আমি গোপন রাখিয়াছিলাম, এইবার তৎসমস্ত গুহ্যবৃত্তান্ত তোমার কাছে আমি প্রকাশ করিয়া বলিব।

তোমার চির-স্নেহাস্পদ,
জোসেলিন লক্‌তস।"

পত্রপাঠে আমোদিনী হইয়া কুমারী লুইসা গৃহমধ্যে ছুটিয়া গেলেন, ভিনিসিয়া, মাসীমা আর কুমারী স্বয়ং সেই পত্রখানি আবার পড়িলেন; সকলেরই আনন্দ হইল। পত্রের শেষাংশটুকু যখন পাঠ করা হয়, সেই সময় তিনজনেই মৃদু হাসিয়া পরস্পর মুখ-চাহা-চাহি করিলেন। মাসীমা হাসিলেন কেন?—জোসেলিন লক্‌তস্ বাস্তবিক কে, ভিনিসিয়া ইত্যগ্রে নির্জ্জনে মাসীমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন; জোসেলিনের পত্রের শেষাংশে লেখা, "যে সকল গুহ্যকথা এত দিন আমি গোপন রাখিয়াছিলাম, এইবার তাহা প্রকাশ করিয়া বলিব"—সেইটুকু পাঠ করিয়াই তিন জনের চক্ষে চক্ষে হাস্যের মিলন।

পরদিন প্রাতঃকালে কুমারী লুইসা ডাকযোগে আর একখানি পত্র পাইলেন। শোকসূচক পত্র; খামের চারিধারে গভীর কৃষ্ণবর্ণ রেখা, কৃষ্ণবর্ণ মোহরাঙ্কিত,—মোহরে কৌলীন্য-পদের নিদর্শন-চিহ্ন, উপরিভাগে কৌলীন্যের মুকুট। সেই পত্রের নির্ঘণ্ট এইরূপ:—

"প্রিয়তমা লুইসা!

আজ আমি তোমাকে লিখিতেছি, আগামী কল্য তোমাতে আমাতে সাক্ষাৎ হইবে। পত্র দেখিয়াই তুমি বুঝিতে পারিবে, শোক-বিজ্ঞাপক পত্র; আমার পরিবারমধ্যে শোচনীয় মৃত্যু-সংঘটন হইয়াছে। সেই কারণেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তত শীঘ্র শীঘ্র ক্যাণ্টারবারী হইতে আমাকে লণ্ডনে আসিতে হইয়াছিল। আমি কারল্টন-হাউসে গিয়া লর্ড স্যাকৃভিলির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তোমার ভগ্নীর ব্যবহার-সংক্রান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত সেইখানে তাঁহার মুখে আমি শুনিয়াছি; তোমার ভগ্নী এক্ষণে তোমাদের বাড়ীতে গিয়া তোমার কাছেই আছেন, ইহাও তিনি আমাকে বলিয়াছেন। তোমার ভগ্নী রাজমহলের জাঁকজমক ও আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া আমার অন্তরে বিপুল আনন্দের উদয় হইয়াছে; লর্ড স্যাকৃভিলি নিজেও শীঘ্র সেই পন্থার অনুসরণ করিবেন, এ কথা শুনিয়াও আমার বিশেষ আনন্দ জন্মিল। বিদায়ের সময় তিনি আমার হাতে হাত দিয়া স্বস্নেহ ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিয়াছেন; তোমার সহিত আমার বিবাহ হইলে তাঁহাতে আমাতে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ হইবে; তাহাই ঐ সখ্যভাবের অগ্র-সম্ভাষণ। ভিনিসিয়াকে বলিও, কল্য আমি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনিও যেন সস্নেহে আমাকে ভ্রাতা বলিয়া সম্ভাষণ করেন। তোমার মাসীমার আকস্মিক আরোগ্য-লাভের সংবাদে আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম। তাঁহার প্রতি আমার অকপট ভক্তি তাঁহাকে জানাইও।

লর্ড স্যাকৃভিলির মুখে আমি আরও শুনিলাম, তোমার ভগ্নী এখনও তোমাকে আমার সত্য পরিচয় বিজ্ঞাপন করেন নাই; আমি নিজে গিয়া নিজ মুখে নিজ পরিচয় দিব, সেই অপেক্ষায় মুলতুবী রাখিয়াছেন; আচ্ছা, তাহাই হইবে। এই পত্রে আমি আরও তোমাকে জানাইতেছি, পারিবারিক শোকাবহ মৃত্যু-ঘটনায় আমার বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন; আমি এখন আমার বংশের বিধিসিদ্ধ পদের উত্তরাধিকারী হইয়া অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছি; এই পরিবর্ত্তনে আমার আনন্দ হইবার কারণ এই যে, তোমাকে আমি সেই পদ-সম্পদের অংশভাগিনী করিতে পারিব। কল্যই সকল কথা প্রকাশ হইবে।

কল্য অপরাহ্ণ তৃতীয় ঘটিকার সময় যাহাতে ক্যাণ্টারবারীতে আমি ঠিক পৌঁছিতে পারি, ইহা বিবেচনা করিয়া ঠিক তদুপযুক্ত সময়েই আমি লণ্ডন হইতে রওনা হইব। ঠিক তৃতীয় ঘটিকার সময় আমি ফাউণ্টেন হোটেলে অব-তরণ করিব। ভগ্নীটিকে সঙ্গে লইয়া যদি তুমি সেই সময় বেড়াইতে বেড়াইতে

ঐ হোটেলে উপস্থিত হইতে পার, তাহা হইলে সেইখানেই পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে।

প্রাণাধিকা লুইসা! জোসেলিন নাম স্বাক্ষর করা এই আমার শেষ।

তোমার—

জোসেলিন।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া লুইসা সানন্দকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আজ তিনি আসিবেন!"—পরক্ষণেই সেই প্রফুল্ল বদন বিষাদে মলিন হইল, দুটি চক্ষে জলধারা পড়িল; সরলা কুমারী বিষণ্ণ-বদনে গুঞ্জন করিয়া বলিলেন, "হায়! জোসেলিন মহা শোক পাইতেছেন। চিঠিতে লেখা আছে, 'পরিবারমধ্যে মৃত্যু-সংঘটন।' ভাবে বুঝা যাইতেছে, এক জনের মৃত্যু নয়, একাধিক মৃত্যু-সংঘটন! যাঁহারা তাঁহার অতি প্রিয়, তাঁহারাই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।—জোসেলিন শোক পাইয়াছেন, সেই কারণেই লুইসার ক্রন্দন।

কে কে মরিয়াছে, ভিনিসিয়া এবং মাসীমা কোন সূত্রে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কি প্রকার ঘটনায় মৃত্যু হইয়াছে, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। চিঠির মোহরে কৌলীন্য-পদের নিদর্শন-চিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়া মাসীমা বুঝিয়াছিলেন, কাহার মৃত্যু; কিন্তু আর কে কে লীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারেন নাই। বড়লোকদিগের বংশের ব্যবহার কিরূপ, পদসম্ভ্রমের চিহ্ন ও শীল-মোহরের চিত্রাঙ্কের কিরূপ পদ্ধতি, সরলা কুমারী লুইসা তাহা কিছুই জানিতেন না, বুঝিতে পারিলেন না; চিঠিতে জোসেলিন যে পদ-সম্পদের উল্লেখ করিয়াছেন, কুমারী সে সংবাদেও বিশেষ বিমুগ্ধ হইলেন না। জোসেলিন আসিতেছেন, জোসেলিন আজ আসিবেন, তাঁহার প্রীতি-অনুরাগ সমান আছে, কেবল সেইটুকু পাঠ করিয়াই তাঁহার আনন্দ।

পত্র পাঠ করিয়া ভিনিসিয়ার আনন্দ হইল। তাঁহার আনন্দের কি কারণ?—জোসেলিন লিখিয়াছেন, ভিনিসিয়ার পূর্ব্ব-ত্রুটিসমূহ তিনি উপেক্ষা করিবেন, ভ্রাতা-ভগ্নী সম-স্নেহে প্রিয়-সম্ভাষণে সাক্ষাৎ আলাপ হইবে, ইহাই ভিনিসিয়ার আনন্দের কারণ।

বেলা তৃতীয় ঘটিকার পূর্ব্বে লেডী স্যাকৃভিলি এবং কুমারী লুইসা পদব্রজে ফাউণ্টেন হোটেলে চলিলেন; মাসীমার যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল, তত দূর চলিতে পারিবেন না, সেই নিমিত্তই বাড়ীতে রহিলেন।

ভগ্নী দুটি হোটেলে গিয়া পৌছিলেন। লেডী স্যাকৃভিলি পূর্ব্ব হইতেই

ফাউন্টেন হোটেলে পরিচিতা ছিলেন, তাঁহার গাড়ী ও দাসী-চাকরেরা তখনও সেই হোটেলে ছিল; হোটেলের লোকেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, দুটি ভগ্নীকে একটি নিভৃত কক্ষে লইয়া বসাইল। কে আসিতেছে, কাহাকে অভ্যর্থনা করিতে তাঁহারা আসিয়াছেন, ভিনিসিয়া তাঁহার একজন দাসীকে চুপি চুপি সেই কথাটি বলিয়া রাখিলেন।

আধ ঘণ্টা অতীত। নগরের সমস্ত গীর্জ্জার ঘড়ীতে তিনটা বাজিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই গড়্ গড়্ শব্দে একখানা চৌঘুড়ী আসিয়া হোটেলের সম্মুখস্থ অপ্রশস্ত রাস্তায় দাঁড়াইল; হোটেলের সমস্ত চাকরেরা রাস্তায় আসিয়া জমা হইল। অতি সুন্দর চৌঘুড়ী; অতি বেগগামী, অতি সুন্দর চারিটি অশ্ব; গাড়ীর দর্পণের গায়ে সম্ভ্রান্ত-বংশের পদগৌরবের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন চিত্রিত; সেই গাড়ীখানি রাস্তা হইতে ঘুরিয়া হোটেলের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল।

যে ঘরে ভিনিসিয়া ও লুইসা বসিয়াছিলেন, সেই ঘরের গবাক্ষ হইতে তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে চৌঘুড়ী আসিল। গাড়ী হইতে যিনি নামিলেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যানন্দে লুইসা যেন বিহ্বলা; মুখে একটিও কথা সরিল না, আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে ভগ্নীর বুকের উপর তিনি ঢলিয়া পড়িলেন।

ঘরের বাহিরে মনুষ্যের চঞ্চল পদক্ষেপধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া হোটেলের একজন খানসামা প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, "মার্ক্ ইস অব্ লেভিসন।"

নাম শ্রবণ করিয়াই কুমারী লুইসার ওষ্ঠপুট হইতে এক প্রকার ক্ষীণ করুণ-স্বর বিনির্গত হইল, পরক্ষণেই গভীর-কৃষ্ণবসন-পরিহিত যুবক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট, পরক্ষণেই আমোদিনী কুমারী লুইসা তাঁহার প্রিয়তমের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। কুমারীর এক চক্ষে জল, এক চক্ষে হাসি। আনন্দাশ্রুধারে ওষ্ঠ সিক্ত করিয়া আনন্দময়ী কুমারী প্রেমানন্দে পুনঃ পুনঃ প্রিয়তমের অধর-চুম্বন করিলেন। প্রমোদিত দম্পতি-দর্শনে অকৃত্রিম প্রমোদে লেডী স্তাকৃভিলি অবিরল আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

প্রমোদের প্রথম উচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে নবীন মার্ক্ ইস সগৌরবে ভিনিসিয়ার হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহার ললাটদেশ চুম্বন করিলেন, সস্নেহ-সম্ভাষণে বলিলেন, "ভগ্নি! তোমাকে এখানে দেখিয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম।"

আনন্দবেগে কম্পিত-কণ্ঠে ভিনিসিয়া বলিলেন, "জোসেলিন! এখন অবধি তবে আর তুমি আমাকে আত্মীয় বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লজ্জাবোধ করিবে না?"

পূর্ব্ববৎ দুষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত ভিনিসিয়া অনুতাপ করিয়াছেন, সরল-বিশ্বাসে গৃহ-কর্ম্মে অনুরাগিণী হইয়াছেন, এ পক্ষে পূর্ণ-বিশ্বাস রাখিয়া নবীন মার্কুইস লেভিসন প্রগাঢ় অনুরাগে সস্নেহে তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন, তাহাতেই অকপট ভ্রাতৃ-স্নেহের পরিচয় হইল।

অতঃপর লুইসার হস্তধারণপূর্ব্বক সোফার উপর নিজের পার্শ্বে বসাইয়া, লর্ড আল্‌ভারনন সস্নেহ-বচনে বলিলেন, "প্রাণাধিকে! এখন আমি কে, হোটেলের খানসামা ইতিমধ্যে হঠাৎ সে পরিচয় তোমাকে শুনাইয়া গিয়াছে; সত্যই আমি. এক্ষণে সেই পদগৌরব ধারণ করিতেছি, পত্রে আমি তোমাকে লিখিয়া জানাইয়াছি, তোমাকে সেই পদগৌরবের অংশভাগিনী করিয়া আমি সুখী হইব; অথচ আমি মনে মনে জানিতেছি, তোমার যেরূপ সরল প্রকৃতি, তোমার চিত্ত যেরূপ নির্ম্মল, তোমার বুদ্ধি যেরূপ পবিত্র, তাহাতে পদগৌরব অথবা ধন-গৌরবের আকাঙ্ক্ষা তোমাকে অধিক মুগ্ধ করিতে পারিবে না; কিন্তু প্রিয়তমে, সমাজে থাকিতে হইলে মান-সম্ভ্রমের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন; সমাজে যাঁহারা উচ্চ উচ্চ পদ ও প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, জগতের লোক তাঁহাদিগকে সমধিক গৌরব করিয়া থাকেন; অতএব পদসম্পদে গৌরবান্বিত হওয়া আমি দুর্ভাগ্যের হেতু মনে করি না; বংশগৌরবে পদসম্ভ্রম লাভ করিয়া আমি তোমার গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিব, ইহাই আমার আনন্দ, আমি তোমার ঐ সুন্দর ললাটে কৌলীন্য-মুকুট পরাইব, আমার মফস্বলস্থ সুবিস্তৃত জমীদারী-মধ্যে সুরম্য অট্টালিকায় তোমাকে বসাইব, সেই জমীদারী ও সেই অট্টালিকা তুমি তোমার নিজের বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিবে, ইহাই আমার আনন্দ।"

প্রিয়-সমাগমে প্রথমাবধি কুমারী লুইসা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন, মধুর অধরে মৃদু মৃদু মধুর হাস্য ক্রীড়া করিতেছিল, প্রিয়তমের আশা-বর্দ্ধিনী রসময়ী ভাষা শ্রবণ করিয়া, অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পূর্ণানুরাগে এক্ষণে তিনি পুনরায় তাঁহার ওষ্ঠাধরে মধুর মধুর চুম্বন করিলেন। সহসা পূর্ব্বের একটি বিসদৃশ ঘটনার কথা তাঁহার মনে পড়িল। মৃত মার্কুইস্ লেভিসন্ একদা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে প্যারিস্ নগরে লইয়া গিয়াছিলেন; সেইখানে জোসেলিনের অশ্রাব্য নিন্দাবাদ করিয়া তাঁহার প্রতি মন চটাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত মিথ্যাকথার খণ্ডনে এক্ষণে বিশেষ প্রমাণ পাইলেন, পূর্ব্ব-সংশয়ের অপনোদনে আশাতিরিক্ত পুরস্কার-লাভ হইল!

সুখের উদ্দীপন-ক্ষেত্রে ক্ষণেকের জন্য একটু বিষাদের ছায়া পড়িল।

যে সাংঘাতিক বিপত্তিতে প্রিয়ভগ্নী আরনেষ্টিনার প্রাণ গিয়াছে, যে বিপত্তিতে বৃদ্ধ পিতৃব্য নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রাণ হারাইয়াছেন, লর্ড আলজারনন যখন সেই বিপত্তির কথা উত্থাপন করিলেন, মৃত মার্কুইস্ ও মৃতা আরনেষ্টিনার পূর্ব্ব-উপদ্রবের কথা বিস্মৃত হইয়া করুণহৃদয়া কুমারী লুইসা তখন শোকে অভিভূতা হইলেন, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পদ্ম-নয়নে শোকাশ্রু প্রবাহিত হইল।

আরনেষ্টিনার বিয়োগে লর্ড আলজারননের প্রাণে শোকের আঘাত লাগিয়াছে, ইহা সত্য, কিন্তু আরনেষ্টিনার চরিত্রে তাঁহার ঘৃণা হইয়াছিল। সাত মাস পূর্ব্বে তিনি যখন ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি শ্রবণ করেন, পল্ ডাইসার্ট নামক একজন ধনীলোকের সহিত আরনেষ্টিনার বিবাহ হইয়াছে, পল্ ডাইসার্ট লর্ড উপাধি পাইয়াছেন, আরনেষ্টিনা লেডী হইয়াছেন, ব্লাকৃহিদের গ্রাম্যনিকেতনে স্বামীর সহিত আরনেষ্টিনা বাস করিতেছেন। সেই বিবাহ-সম্বন্ধে লর্ড আলজারনন সন্তুষ্ট হন নাই; কেন না, লর্ড ডাইসার্ট একে বয়সে বৃদ্ধ, তাহার উপর মাতাল ও লম্পট। বিবাহে সন্তোষ না জন্মিলেও ভগ্নীটিকে দেখিবার জন্য লর্ড আলজারনন সেই সময় ব্লাকৃহিদে গিয়াছিলেন, ডাইসার্ট-নিকেতনের সংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, ভগ্নীর কথা জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে কোন একজন ভৃত্যের দর্শন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় উদ্যানস্থ এক লতাকুঞ্জের মধ্যে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন; পরিচিত কণ্ঠস্বর, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না; তিনি বেশ বুঝিলেন, আরনেষ্টিনা কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। স্বামীর সহিত কথা কহাই সম্ভব, ইহা মনে করিয়া তিনি সেই লতাকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন, স্পষ্ট স্পষ্ট কথা কর্ণে আসিল; লতাকুঞ্জের প্রবেশ-দ্বারের পার্শ্বে উঁকি মারিয়া দেখিয়াই তিনি হঠাৎ দুই পদ হটিয়া দাঁড়াইলেন। লর্ড ডাইসার্ট তাঁহার অপরিচিত ছিলেন না, কিন্তু কুঞ্জমধ্যে ডাইসার্টকে তিনি দেখিতে পাইলেন না; তিনি দেখিলেন, আর একজন পুরুষের গলা জড়াইয়া আরনেষ্টিনা হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছেন। সেই পুরুষটিও লর্ড আলজারননের চেনা;—সার আর্চ্চিবল্ড মাল্‌ভরণ। ঘৃণায়, ক্রোধে লর্ড আলজারনন একবার ভাবিয়াছিলেন, ফিরিয়া আইসেন, শেষে ভাবিলেন, দেখা দিয়া যাওয়াই ভাল; তাহা ভাবিয়াই তিনি লতাকুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন; লজ্জা পাইয়া মাথা হেঁট করিয়া সার আর্চ্চিবল্ড পলাইলেন; ভগ্নীকে তিরস্কার করিয়া ভ্রাতা বলিলেন, "এ কি আরনেষ্টিনা? তোর কি লজ্জা-সম্ভ্রমের ভয়টা একেবারে

নষ্ট হইয়া গিয়াছে? চল্, তোর আর স্বামি-ভবনে বাস করিয়া কাজ নাই; চল্, আমার সঙ্গে চল্;—আমি যেখানে যাইব, সেইখানে তোকে সঙ্গে লইয়া যাইব।”—আর্‌নেষ্টিনা রাগিয়া উঠিলেন, তাচ্ছিল্য করিয়া ভ্রাতাকে কটুবাক্য বলিলেন, কিছুতেই তাঁহার বাক্যে প্রবোধ মানিলেন না। লর্ড আল্‌জারনন হতাশ হইয়া চলিয়া আসিলেন। মদগর্ব্বে ভগ্নী আরক্ত ফুল্লমুখী, ভ্রাতা মনস্তাপে ম্রিয়মাণ।

আর্‌নেষ্টিনা যে কেবল ঐ পাপেই পাপিনী ছিল, ইহা কেহ বলিবেন না;—তাঁহার অনেক পাপ;—বড় বড় পাপের মধ্যে পতিহত্যার মূল, উপপতির মৃত্যুর হেতু এবং পিতৃব্যের কুমন্ত্রণায় সতী কুমারীগণকে ফাঁদে ফেলিবার সহায়। লর্ড আল্‌জারনন সকল কথা জানিতেন কি না সন্দেহ, তথাপি কতক কতক জানিতেন। সেই পাপিনী ভগ্নী মরিল, তাহার জন্য শোক!—রুগ্নাবস্থায় বিঘোরে বেড়া আগুনে পুড়িয়া মরিল, সেই কারণে শোকের মাত্রা কিছু বেশী!

ঐ কথা লইয়া আমরা আর অধিক আন্দোলন করিব না; ফল কথা এই যে, শোকাবহ ঘটনা পুরোবর্ত্তী হইলেও লর্ড আল্‌জারননের সহিত লুইসার মিলনে ও বিবাহান্তে উচ্চ-সুখের সম্ভাবনায় কিছুমাত্র বিঘ্ন হইবে না; বহুদিনের পর দর্শনে তাঁহাদের উভয়ের মনে যে সুখোদয় হইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

যুবা মার্কুইস লেভিসন এই সময় লুইসার বাসভবনে চলিলেন। বামপার্শ্বে লুইসা, দক্ষিণপার্শ্বে ভিনিসিয়া; মার্কুইস তাঁহাদের উভয়েরই হস্ত ধারণ করিয়া চলিতে লাগিলেন; ক্ষণকালমধ্যেই বাসভবনের উদ্যান-সমীপে উপস্থিত হইলেন। মাসীমা (মিস্ ষ্ট্যান্‌লী) ফটকেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, পরমস্নেহে ও সমাদরে মার্কুইসকে অভ্যর্থনা করিয়া, ভগ্নীকন্যা-দুটিকে আদর করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। অনন্তর ভোজনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। গুণবতী পরিচারিকা মেরী সে দিন অতি যত্নের সহিত ভোজ্যবস্তু রন্ধন করিয়াছিল, মাসীমা স্বয়ং বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাক-প্রণালী দেখাইয়া দিয়াছিলেন, টেবিলের সজ্জা অতি পরিপাটী হইয়াছিল, গল্প করিতে করিতে সকলে পরম সুখী হইয়া পরিতোষরূপে ভোজন করিলেন।

লর্ড আল্‌জারননের নাম ছিল যখন জোসেলিন লক্‌ভস্, সেই সময় যখন তিনি শেষবার ক্যান্টারবারীতে আসিয়া লুইসার সহিত দেখা করেন,

যে সময়ে নিশ্চিতরূপে বিবাহের কথা ধার্য্য হয়, জোসেলিন সেই সময় সংকল্প করিয়াছিলেন, বিবাহ হইয়া গেলেই লুইসাকে ও তাঁহার মাসীকে তিনি তাঁহার প্রাপ্ত জমীদারীর ক্ষুদ্রনিকেতনে লইয়া যাইবেন। এই সকল কার্য্যে অনেকগুলি টাকা প্রয়োজন। যথাসময়ে বলা হইয়াছে, আল্‌জারননের পিতার মৃত্যুকালে পুত্রটিকে বার্ষিক কেবল ছয়শত গিনী উপস্বত্বের জমীদারী দিয়া গিয়াছিলেন; আল্‌জারনন যদিও অপব্যয়ী ছিলেন না, তথাপি ছদ্মপরিচয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করাতে তাঁহার অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল; বার্ষিক ছয়শত পাউণ্ডে কুলাইয়া উঠে নাই; সুতরাং যে সময়ে তাঁহার মফস্বল-বাসের সঙ্কল্প, সেই সময় তিনি রিক্ত-হস্ত; নূতন বাসের বন্দোবস্তের টাকাগুলি কোথা হইতে আইসে? আপাততঃ দুই হাজার গিনী প্রয়োজন; তজ্জন্য তিনি লণ্ডনে গিয়া তৎকালীন মার্কুইসপদের ও তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার নিকট যত টাকা চাহিলেন, তাহাও পাইলেন।

লর্ড আল্‌জারনন নিজ জমীদারীর বাটীতে বাস করিতেন না, সেখানে একজন উপযুক্ত ভাণ্ডারী অথবা দেওয়ানজী নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার নিকটে আবশ্যকমত টাকা প্রেরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, "বাড়ীখানি রীতিমত মেরামত করাইয়া, নূতন নূতন আসবাবপত্র কিনিয়া দস্তুরমত সাজাইয়া রাখিবেন।"

শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ হইবে, সেই সম্ভাবনাতেই জোসেলিন লক্‌তস্ শীঘ্র শীঘ্র ঐরূপ আয়োজনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; এমন সময় মিসেস্ ওয়েনের কনিষ্ঠা দুহিতা কুমারী মেরীর মুখে তিনি শ্রবণ করেন, প্রিন্সেস্ কারোলাইনের বিপক্ষে মহাকুটিল ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে; স্বভাবতঃ উচ্চাশয়ের উত্তেজনায় সেই ষড়্‌যন্ত্র ছিন্ন করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়, আনুসঙ্গিক আরও কিছু যোগাযোগ ঘটিয়া উঠে; সেই কারণে তিনি পরিণয়োৎসব বন্ধ রাখিয়া অতি সত্বর প্রবাসে যাত্রা করেন। লর্ড আল্‌জারনন ক্যাভেণ্ডিস্ জোসেলিন লক্‌তস্ নাম ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল যে সকল জটিল বিজটিল, সুখকর কষ্টকর, তৃপ্তিকর ভয়ঙ্কর,—যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, এই আখ্যায়িকায় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে; এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যে দিনের কথা বলা হইতেছে, সেই দিন আহারান্তে ষ্ট্যান্‌লী, লেডী ক্লাকৃভিলি ও কুমারী লুইসার সহিত নির্জ্জন কক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক

নবীন মার্কুইস নিজের সত্য পরিচয়, মিথ্যানাম-ধারণের কারণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণের আমূল বৃত্তান্ত এবং জীবনী সম্বন্ধে যাহা যাহা এত দিন অপ্রকাশ ছিল, নিজমুখে তৎসমস্ত পরিব্যক্ত করিলেন; বাকী রাখিলেন কেবল দুটি বিষয়ের নিগূঢ় পরিচয়;—পিতৃব্যের চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুহ্য বিবরণ এবং দুঃশীলা আরনেষ্টিনার কলঙ্কিত চরিত্রের আমূল ঘটনাবলী। কেন তিনি ঐ দুটি বিষয় গোপন রাখিলেন, তাহারও দুটি কারণ। প্রথমতঃ, মরামানুষের দোষের কথা উল্লেখ করা ধর্ম্মনীতি ও সামাজিক নীতির বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, সে সকল গুহ্যকথা ব্যক্ত করিয়া পবিত্র হৃদয়া বিশুদ্ধ-চরিত্রা কুমারী লুইসার কর্ণকে কলুষিত করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

পরদিন উপযুক্ত সময়ে মিস্ ষ্টান্‌লী নির্জ্জনে যুবা মার্কুইসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুরাচার ভণ্ড পাদ্‌রী বার্ণার্ড অড্‌লীর নূতন দৌরাত্ম্যের কথা তাঁহাকে শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, "বার্ণার্ড অড্‌লী সম্প্রতি এক রাত্রে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কুমারী লুইসার শয়নকক্ষে আসিয়া, কুমারীর কুমারী-ধর্ম্মনাশের উপক্রম করিয়াছিল; দুরাত্মার হঠাৎ আক্রমণে কুমারী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; সেই ক্রন্দনধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করাতেই অকস্মাৎ দৈবানুগ্রহে আমার আরোগ্যলাভ; আমার শরীরে স্বাভাবিক শক্তিসঞ্চার ও স্বাভাবিক জ্ঞানের উদয়।"

ঐ ভয়ঙ্কর কাহিনী শ্রবণ করিয়া যুবা মার্কুইস লেভিসন অতিমাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু মিস্ ষ্টান্‌লীর মুখে যখন তিনি মিসেস ওয়েন, ভগ্নী মেলিসা ও মিস্ লিলিয়ানের পরিচয় পাইলেন, গীর্জ্জা-সন্নিহিত ভগ্নমঠের ধারে যে কৃষ্ণবসনা রমণীকে তিনি দেখিয়াছিলেন, সেই রমণীই মিস্ লিলিয়ান, ইহা যখন শুনিলেন, তখন বার্ণার্ড অড্‌লীর দৌরাত্ম্যের কথাটা বিস্মৃতিসাগরে ডুবাইয়া রাখাই তাঁহার স্থির হইল। ঐ ভণ্ড পাদ্‌রীর প্রতি লিলিয়ানের ভালবাসা জন্মিয়াছিল, এক্ষণে দারুণ ঘৃণার উদয় হইয়াছে, দারুণ প্রতিহিংসা-সাধনের প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, মিস্ ষ্টান্‌লী এ সকল বৃত্তান্ত কিছুই জানিতেন না; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি উত্থাপন করিলেন না; সেই ভাব দেখিয়া নবীন মার্কুইস মনে মনে বুঝিয়া লইলেন, আজও তবে ঐ মাইনর ক্যাননের প্রতি কুমারী লিলিয়ানের পূর্ব্বানুরাগ অব্যাহত আছে।

লর্ড আল্‌জারনন ক্যাভেণ্ডিস্ বা নবীন মার্কুইস অব লেভিসন আপাততঃ ক্যান্টারবারীতেই বাস করিতে লাগিলেন; সামাজিক রীত্যনুসারে যত দিন

শোকবস্ত্র-পরিধানের নিয়ম, তত দিন পর্য্যন্ত পিতৃব্য ও ভগ্নীর মৃত্যুজনিত শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়াবসানে তিনি কুমারী লুইসার পাণিগ্রহণ করিবেন, সেই অভিলাসের সঙ্গে তাঁহার মনে একটা বিশ্বাস আসিল, যদবধি আমি ক্যাণ্টারবারীতে থাকিব, তদবধি সেই পাপিষ্ঠ পাদ্‌রী কোন ক্রমে লুইসার প্রতি কোন প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে সমর্থ হইবে না।

দ্ব্যশীতিতম উল্লাস।

গিরিশৃঙ্গ।

যে দিনের ঘটনা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইল, তাহার পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় ডোভারের সমুদ্রকূলস্থ সমুচ্চ পর্ব্বতের সমুচ্চ শিখরদেশে একটি রমণী একাকিনী ভ্রমণ করিতেছে। রমণীর পরিচ্ছদ বিচিত্র ও বহুমূল্য, মুখে অবগুণ্ঠন, গঠন সুঠাম, আকার কিছু দীর্ঘ, গতি মৃদু; কিন্তু মুখের অবগুণ্ঠনবসন এত স্থূল যে, যাহাদের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ, তাহারাও বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া সে রমণীর বদনের একটু ক্ষুদ্রাংশও দেখিতে পায় না।

আকৃতিতে ও গতিভঙ্গীতে সেই রমণীকে অধিকবয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মুখখানি দেখা না গেলেও অনুমানে বুঝা যায়, এ রমণী সুন্দরী; অবগুণ্ঠন-ধারণের পারিপাট্যে সেই সৌন্দর্য্য আরও যেন বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহারা তাহার পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তাহারা তাহার দিকে একবার ফিরিয়া না চাহিয়া সহজে পাশ কাটাইয়া যাইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইল, বেলা দুই প্রহর; সূর্য্যদেব গগন হইতে সমুজ্জ্বল প্রখর কর বর্ষণ করিতেছেন, বায়ুচলাচল পরিশূন্য; সম্মুখবর্ত্তী জলনিধি যেন প্রশান্ত স্বচ্ছ সুপ্রশস্ত পারদ-হ্রদের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া, কতক দূরে কিঞ্চিৎ বক্ররেখাকারে ফ্রান্সের উপকূলভাগে মিলিত হইয়াছে। সমুদ্রজলে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গমাত্রও নাই, জাহাজের পালগুলি মাস্তুলের গায়ে অকম্পিত নিশ্চলভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে।

শৈল-শিখরের প্রান্ত-সীমায় সেই রমণী অতি মৃদুগতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে,

এক একবার থামিয়া থামিয়া নিম্নতলস্থ অনন্ত জলরাশির দিকে মুখ ফিরাইয়া দৃষ্টিপাত করিতেছে। প্রশান্ত জলধির সুদৃশ্যদর্শনে তাহার মনে প্রীতির সঞ্চার হইতেছে, নয়ন প্রফুল্ল হইতেছে, লক্ষণ দেখিয়া তেমন মনে করা যায় না। স্থূল অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া অল্প অল্প দৃষ্ট হইতেছে, দৃষ্টি উদাস।

রমণী মধ্যে মধ্যে বারংবার চক্ষু ঘুরাইয়া শৈলতলস্থ নগরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। নগরের শোভা দেখিয়া মনে হয়, কে যেন গিরিগাত্র খনন করিয়া সৌধাবলী গাঁথিবার স্থান করিয়া দিয়াছে।

রমণী কি কাহারও আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছে? কোন ব্যক্তি কি নগর হইতে বাহির হইয়া শৈলচূড়ে উঠিয়া ত্বরিতগতিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে, রমণী কি এমন প্রত্যাশা করিতেছে?

ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা রমণীর কর্ণে অশ্বপদধ্বনি প্রবেশ করিল; তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল; দেহের মধ্যে যেন শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ চমকিল, স্তবকে স্তবকে যেন তাড়িত প্রবাহিত হইল। এ সময়ে রমণী কিন্তু থামিয়া দাঁড়াইল না, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়াও দেখিল না; যেমন ভাবে ভ্রমণ করিতেছিল, ঠিক সেই ভাবেই সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, পশ্চাতে কেহ নিকটের দিকে আসিতেছে, সে দিকে যেন কিছুমাত্র হুঁস রহিল না।

ক্ষণকালমধ্যে একজন অশ্বারোহী সেই রমণীর নিকটবর্ত্তী হইল। সেই অশ্বারোহী অপর আর কেহই নহে, ক্যাণ্টারবারীর গীর্জ্জার মাইনর ক্যানন রেভারেণ্ড বার্ণার্ড অড্‌লী।

নিকটবর্ত্তী হইয়া বার্ণার্ড অড্‌লী অশ্ববল্গা সংযত করিয়া সসম্ভ্রমে সেই রমণীকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রিয়-সম্ভাষণে বলিলেন, "সুন্দরি! আমি আসিয়াছি। তুমি আমার অপরিচিতা, তোমার পরিচয় আমার অজ্ঞাত; তুমি আমাকে যে প্রেমপত্রিকা লিখিয়াছিলে, সে হোটেলে আমি থাকি, গত কল্য সন্ধ্যার সময় সেই হোটেলে সেই পত্রিকা পৌছিয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াই আমি তোমার আদেশ পালন করিয়াছি।"

রমণী কোন উত্তর দিল না। এক মিনিট উভয়েই নিস্তব্ধ।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া নামিয়া বার্ণার্ড অড্‌লী স্বভাবসিদ্ধ রমণীরঞ্জন স্বরে রমণীকে বলিলেন, "দোহাই পরমেশ্বর! আমাকে দেখিয়া যদি তুমি ভয় পাইয়া থাকো, সেই ভীরুতা পরিত্যাগ কর, অজ্ঞাতভাব ঘুচাইয়া দাও, মুখখানি একবার আমাকে দেখাও। অনুভবেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি সুন্দরী; লজ্জা সংবরণ কর, তোমার ঐ সুন্দর মুখখানি আমি দেখি।"

পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠে রমণী বলিল, "মিষ্টার অড্‌লী! নিবেদন করি, পুনরায় তুমি অশ্বে আরোহণ কর।"—কথাগুলি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হইল বটে, কিন্তু এবারে সেই কণ্ঠস্বর যেন কিছু কাঁপিল। মুহূর্ত্তমাত্র থামিয়া তদ্রূপ মৃদু-কম্পিত-স্বরে রমণী আবার বলিতে লাগিল, "মিষ্টার অড্‌লী! অশ্বে আরোহণ কর। অন্য লোকে দেখিতে পাইবে। অশ্ব হইতে তুমি অবরোহণ করিয়াছ, ঘনিষ্ঠভাবে আমার পাশে পাশে বেড়াইতেছ, এটা দেখিতে ভাল নয়। লোকে দেখিলে মনে করিবে, তোমার সঙ্গে এই রকম সঙ্কেত ছিল। ঘোড়ার উপর যদি তুমি থাকো, তাহা হইলে লোকে বুঝিবে, দৈবাৎ একটি স্ত্রীলোকের সহিত তোমার দেখা হইয়া গিয়াছে। ইহা মনে করিয়াই আমি আমার সেই পত্রে তোমাকে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে লিখিয়াছিলাম।"

বার্ণার্ড কিন্তু তৎক্ষণাৎ রমণীর ঐ আদেশ পালন করিলেন না; তীব্র-দৃষ্টিতে সেই স্থূল অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া খানিকক্ষণ সেই রমণীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তকাল তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, রমণীর ঐরূপ অদ্ভুত ব্যবহার তাঁহাকে ভাল লাগিল না, ক্ষণেকের জন্য তাঁহার মনোমধ্যেও যেন সামান্য এক প্রকার কুভাবের সংশয় আসিল। পুনর্ব্বার কি একটু চিন্তা করিয়া তিনি অবধারণ করিলেন,—অথবা মনে মনে কৃতনিশ্চয় হইলেন, মনোরঞ্জন বাক্যে ও ইহার ইচ্ছামত কার্য্যে ইহাকে সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়াই তিনি পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্বটি মহা তেজস্বী, অতি চঞ্চল; যতক্ষণ তিনি পর্ব্বতোপরি দাঁড়াইয়াছিলেন, ততক্ষণ লাগাম ছাড়িয়া দেন নাই।

অশ্বে আরোহণ করিয়াও বিমুগ্ধ বার্ণার্ড অড্‌লী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে রমণীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, গুঞ্জন করিয়া আপনা আপনি বলিলেন, "আকার-প্রকার সেই রকম বটে; কিন্তু নিশ্চয়ই কি সে নয়?"

অবগুণ্ঠনের ছিদ্র দিয়া, ঊর্দ্ধমুখে অশ্বারোহীর দিকে চাহিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা তুমি বলিতেছিলে?"

রমণীর দিকে পূর্ব্ববৎ স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া বার্ণার্ড বলিলেন, "আমি ভাবিতে-ছিলাম, ঠিক তোমার মত একটি স্ত্রীলোককে আমি বেশ চিনি, কিন্তু সেই রমণীর অঙ্গে গাঢ় শোকবস্ত্র—"

পূর্ব্ববৎ চাপা চাপা স্বরে অথচ একটু আড়রে কথায় রমণী বলিল, "এখন আমাদের অন্য রমণীর প্রসঙ্গ তুলিবার সময় নয়।"

বার্ণার্ড বলিলেন, "পত্রে তুমি লিখিয়াছিলে, বেলা দুই প্রহরের অব্যবহিত পরে এইখানে আসিয়া আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, ইহাই তোমার ইচ্ছা।

আরও তুমি বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলে, আমি যেন অশ্বারোহণে আসি; পর্ব্বতশিখরে বেড়াইতে আসিয়াছি, ইহাই যেন আমার উদ্দেশ্য। আমি তোমার সেই আদেশ পালন করিয়াছি, তোমার আদেশানুসারেই আমি আসিয়াছি। এখন জিজ্ঞাসা করি, এতক্ষণ আমি এখানে রহিয়াছি, এতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ ঢাকিয়া তুমি কেন এমন লুকাচুরী খেলিতেছ? কেন তুমি এখনও পর্য্যন্ত ঐ ঘৃণাকর ঘোম্‌টায় মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছ? তোমার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর কেহ বুঝিতে না পারে, সেই অভিপ্রায়েই কি ঐরূপ ছদ্মভাব? তোমাতে আমাতে আর বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে দয়া করিয়া একবার ঘোম্‌টা খোলো।"

অতি অল্পক্ষণ উভয়ে ঐরূপ কথোপকথন হইল; কথা কহিবার সময়েও কিন্তু রমণী থামিয়া দাঁড়ায় নাই, সমভাবে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতেছিল; অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমান্বয়ে পর্ব্বতের সীমান্তের আরও অধিক নিকটবর্ত্তী হইল; যে স্থলে গিয়া দাঁড়াইল, সে স্থান হইতে বিংশতি হস্ত দূরে নিম্নভাগে অগাধ সমুদ্র।

সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই রমণী সহসা বলিয়া উঠিল, "বার বার তুমি আমাকে ঘোম্‌টা খুলিতে বলিতেছ;—কেন গা? আমার মুখখানি তুমি দেখিবে?—তবে এই দেখ!"

প্রকৃতিসিদ্ধ কণ্ঠস্বরে ঐ শেষ কথাটি বলিয়াই রমণী সুস্থির হস্তে বদনের অবগুণ্ঠনটি বিচিত্র টুপীর উপরে তুলিয়া রাখিল; প্রকাশ পাইল মুখখানি।—কে ঐ সুন্দর মুখের অধিকারিণী?—পূর্ব্ব-পরিচিতা সুন্দরী কুমারী লিলিয়ান!

অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া বার্ণার্ড সেইখানে দাঁড়াইলেন; চকিত-স্বরে বলিলেন, "আঃ!—দুই তিন মিনিট পূর্ব্বাবধি আমি ইহাই অনুমান করিতেছিলাম!"—এইরূপ বিস্ময়োক্তি করিয়াই লিলিয়ানের মনোভাব বুঝিবার নিমিত্ত তিনি তাহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল রমণীও দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর-বদনে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে বিস্মিত ধর্ম্মযাজকের সেই বিস্মিত কটাক্ষ অবলোকন করিল; প্রশান্ত-স্বরে বলিল, "বার্ণার্ড অড্‌লী! তোমার সঙ্গে আমার এই দেখাই শেষ দেখা;—চিরদিনের মত বিদায় হইবার পূর্ব্বে তোমাকে আমি গুটিকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি, স্থির হইয়া শ্রবণ কর।"

"তোমার সঙ্গে আমার এই দেখাই শেষ দেখা!"—রমণীর মুখে এই কথা

শুনিয়া বার্ণার্ডের বদনে সুস্পষ্ট আনন্দচিহ্ন দেখা দিল। কারণ—বিচ্ছেদের পর হইতে বার্ণার্ড অবিচ্ছেদে লিলিয়ানের কার্য্যে ও বাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, লিলিয়ানকে তিনি "কুগ্রহ" বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন; "এই দেখাই শেষ দেখা" ইহার মধ্যে যে অর্থই থাকুক, লিলিয়ান আর তাঁহার চক্ষের সমীপে আসিবে না, ইহা স্থির করিয়াই আনন্দ। মনোমধ্যে সেই আনন্দ গোপন রাখিয়া তিনি যেন কিছু সন্দিগ্ধ-স্বরে বলিলেন, "লিলিয়ান! 'তোমার সঙ্গে আমার এই দেখাই শেষ দেখা' এই কথাটি যে তুমি বলিলে, ইহা কি বন্ধুত্বের পরিচয় কিংবা শত্রুতা-সাধনের ধূর্ত্ততায় তুমি এই সাক্ষাতের কোন গূঢ় অভিসন্ধি কল্পনা করিয়াছ? তুমি সহসা শোকবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছ কেন? সাক্ষাৎ করিবার জন্য এখানে আমাকে আনিয়া এত আড়ম্বর, এত সতর্কতা ও এত লুকাচুরী কি জন্য? এখন আমি যে হোটেলে বাস করিতেছি, সে ঠিকানা তুমি জানো, সেখানে গিয়া সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা করিলে না কেন? চিঠি লিখিয়া এই নির্জ্জন পর্ব্বতে সঙ্কেতস্থান-নিরূপণের উদ্দেশ্য কি?"

লিলিয়ান বলিতে লাগিলেন;—"গীর্জ্জা-মন্দিরে আমি তোমাকে সে দিন বলিয়াছি, তুমি আমাকে তোমার কুগ্রহ বিবেচনা কর; কিন্তু মনে রাখিও, অকপটে পুরুষকে ভালবাসিবার যত দূর শক্তি স্ত্রীলোকে ধারণ করিতে পারে, সাধ্যমত তত শক্তিযোগে কত বৎসর আমি তোমাকে অকপটে ভালবাসিয়াছি; কিন্তু সে কথা যাইতে দাও। আজ আমি তোমাকে অন্যান্য কথা বলিব। সে রাত্রে কুমারী লুইসার উপর তুমি যে নূতন দৌরাত্ম্য করিবার উপক্রম করিয়াছিলে, তাহা কি আমি জানিতে পারি নাই, তুমি মনে কর? সেই উপলক্ষে পাছে তোমার কোন বিপদ্ ঘটে, সেই ভয়ে লণ্ডন ছাড়িয়া তুমি ডোভারে পলাইয়া আসিয়াছ, ইহাও কি আমি বুঝিতে পারিতেছি না? ডোভারে আসিবার তোমার মতলব এই যে, ও পারেই ফরাসী রাজ্যের সীমা, এখানে বেগতিক দেখিলেই তুমি সমুদ্র-পার হইয়া ফ্রান্সে পলাইয়া যাইবে, ইহাই তোমার মনের কথা। বার্ণার্ড অড্‌লী! তোমার ডোভারে আসিবার মতলবটা আমি কেমন বুঝিয়াছি, তাহা তুমি এখন বুঝিলে তো?"

ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া চঞ্চলস্বরে বার্ণার্ড বলিলেন, "ডোভারে আমি আসিয়াছি, তাহাতে হইয়াছে কি? আচ্ছা, আরও কি তোমার বলিবার আছে, শীঘ্র বলিয়া যাও। আমি তোমাকে সাবধান করিতেছি,

আমার ঘোড়াটি কিছু ক্ষেপা. এ ঘোড়া এখানে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে না. ইহা যেন তোমার মনে থাকে।”

ত্বরিত-স্বরে লিলিয়ান বলিলেন, “আমিও তোমাকে এখানে অধিকক্ষণ থাকিতে বলিব না। যে কটি কথা আমার বলিতে বাকী আছে, শীঘ্র শীঘ্র তাহা শুনিয়া লও।”—এই বলিয়া লিলিয়ান পূর্ব্বকথা তুলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, “দেড় বৎসর পূর্ব্বে যখন তুমি ক্যাণ্টারবারীতে আসিয়া পদস্থ হও. তখন যে বাড়ীতে তুমি বাসা লইয়াছিলে, কিছু দিন পূর্ব্বে সেই বাড়ীতে পাগ্‌লা-গারদ ছিল, আজিও সেই বাড়ীর কতকগুলি ঘরে ক্রন্দন. হুঙ্কার ও গর্জ্জনধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। পূর্ব্বে যাহারা সেই বাড়ীতে থাকিত, তাহাদের কেহ কেহ এখনও সেই সকল ঘরে বাস করিয়া ঐরূপ চীৎকার শব্দ করে। তুমি যখন সেই বাড়ীতে বাসা লও, আমিও সেই সময় সেই বাড়ীর নিকটে বাসা লইয়াছিলাম, তাহাও তুমি জানো। তুমি আরও জানো. পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছিল, তাহা মনে রাখিয়া আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ইহ-জীবনে আমার নিজ পরিবারের কাহারও নিকটে আর আমি মুখ দেখাইব না; কিন্তু যখন সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়, ফৌজদারী আদালতে আমার নামে মোকদ্দমা উঠে, হাজত-গারদে আমি যখন কয়েদ থাকি, সেই সময় সাহায্য পাইবার অভিলাষে সঙ্গোপনে আমি আমার ভগ্নীদের অন্বেষণ করিয়াছিলাম। সেই সময় শুনিয়াছিলাম, আমার ভগ্নী মেলিসা দুটি কন্যা-সন্তান রাখিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; কন্যাদুটির নাম ক্লারা ও লুইসা। ওঃ! তুমি চমকিয়া উঠিতেছ! সত্যকথা বুঝিতে পারিতেছ! যাহা তোমার মনে হইতেছে, তাহাই ঠিক। কন্যাদুটি রাখিয়া মেলিসার মৃত্যু হইয়াছে, কেবল তাহাই যে আমি শুনিয়াছিলাম, এমন নহে, আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী লিডিয়া সেই মাতৃহারা দুটি কন্যাকে লইয়া লণ্ডন হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কেহই তাহা জানিত না. সে কথাও আমি শুনিয়াছিলাম। বার্ণাড অড্‌লী! কিরূপে এ তত্ত্ব আমি অবগত হইয়াছিলাম, এখন বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিতেছ? আঠার মাস পূর্ব্বে ঘটনাগতিকে যখন আমি ক্যাণ্টার-বারীতে আসিয়া বাস করি, সেই সময় লোকমুখে শুনিতে পাই, মিস্ ষ্ট্যান্‌লী নামে একটি স্ত্রীলোক দুটি যুবতী কুমারী লইয়া এই স্থানের এক বাড়ীতে বাস করিতেছেন; সেই কুমারী দুটির নাম ক্লারা ও লুইসা।—সেই পরিচয় শুনিয়াই আমি বুঝিতে পারি, মিস্ ষ্ট্যান্‌লী আমার জ্যেষ্ঠা

সহোদরা এলিডিয়া, আর সেই কুমারী দুটি আমার ভগিনী-কন্যা ক্লারা ও লুইসা। লুইসার প্রতি তোমার দুষ্ট অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া, পূর্ব্ব হইতেই আমি সতর্ক ছিলাম, তাহার পর ঐরূপ পরিচয় বুঝিতে পারিয়া অবধি লুইসার নিরাপদ ও কল্যাণের নিমিত্ত আমি আরও দ্বিগুণ প্রযত্নে অধিক সতর্ক হইয়া তোমার চালচলনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছি; যদিও লুইসার কাছে আমি নিজের পরিচয় দিই নাই, যদিও প্রকাশ্যরূপে তাহার সহিত দেখা করি নাই, তথাপি প্রকৃত পক্ষে তাহার রক্ষাকারিণী-রূপে ছায়ার ন্যায় আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছি। বার্ণার্ড অড্লী! দুরন্ত রিপুর উত্তেজনায় যাহাকে আক্রমণ করিতে তুমি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলে, সেই সুশীলা কুমারীটি আমার মৃত সহোদরার গর্ভজাতা দুহিতা, এখন তাহা তুমি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে।"

পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক চঞ্চল হইয়া বার্ণার্ড বলিলেন, "তোমার সঙ্গে সেই কুমারীর ঐরূপ সম্পর্ক তাহা আমি জানিতাম না।"

পাদ্রীর অশ্বটিও এই সময় অধিক অস্থির হইয়া সম্মুখের পদদ্বয়ের খুরের দ্বারা শৈলশিখরস্থ মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

"সম্পর্ক জানা ছিল না," পাদ্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া লিলিয়ান বলিলেন, "না, তাহা তুমি জানিতে না; কিন্তু জানা থাকিলেও দুর্জ্জয় রিপুপীড়নে তুমি পশুবৃত্তি অবলম্বন করিতে ছাড়িতে না! রে কলঙ্কিত পাষণ্ড! ইহলোকে এইরূপ পাপাচরণ করিতেছিস্, তোর কি পরলোকেরও ভয় নাই? প্রায়শ্চিত্তের সময় আগত! তোর তাচ্ছিল্য, তোর ঔদাস্য, তোর ঘৃণা বহুদিন আমি সহ্য করিয়াছি;—কেবল ভালবাসার খাতিরে তোর জন্য আমি বহুদিন বহু বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি! বার্ণার্ড অড্লী! তোরে আমি যত ভালবাসিতাম, এখন তোর উপর আমার ততোধিক ঘৃণা জন্মিয়াছে!"

ব্যস্তস্বরে বার্ণার্ড বলিলেন, "লিলিয়ান! তুই পাগল! আমি এখন চলিলাম!"—এই বলিয়া গিরিশৃঙ্গের উপর তিনি অশ্বের মুখ ফিরাইলেন; ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন।

পশ্চাদ্দিক্ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া দুই হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক আরক্তমুখী লিলিয়ান ঠিক সেই সময়ে অশ্বের মুখের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। অশ্ব অকস্মাৎ ভয় পাইয়া চঞ্চলপদে পশ্চাদ্দিকে হটিয়া হটিয়া চলিল। পাদ্রীসাহেব যতই তাহাকে সম্মুখদিকে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তেজীয়ান্

অশ্ব ততই চক্রভঙ্গীতে ক্রমাগত পশ্চাতে হটিতে লাগিল। লিলিয়ান সেই সময় তাঁহার শুভ্র রুমালখানি ছড়াইয়া অশ্বের চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন; অশ্ব আরও অধিক ভয় পাইয়া চারি পা তুলিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল। আর কতক্ষণ!—গিরিশৃঙ্গের অন্তিম সীমা;—লাফাইতে লাফাইতে অশ্ব এককালে স্খলিতপদ হইয়া সওয়ার সহ বায়ুভরে গিরিচূড়া হইতে গভীরে নিম্নতলে সমুদ্রের চড়ার উপর দুম্ করিয়া পড়িল। একদিকে পড়িল সওয়ার, আর একদিকে পড়িল ঘোড়া;—দুইটি দেহই তৎক্ষণাৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

অশ্বসহ বার্ণার্ড অড্‌লী গিরিশৃঙ্গ হইতে বিনিক্ষিপ্ত হইল, লিলিয়ান অতঃপর দ্রুতপদে পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতে লাগিলেন; পর্ব্বতের ঢালু-দেশ হইতে নামিবার সময় কিছু দূরে জনকতক লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; রুদ্ধশ্বাসে, আতঙ্ক-কম্পিত-কণ্ঠে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "পর্ব্বতের উপর ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হইয়াছে।" যে দিক্ দিয়া শীঘ্র অবতরণ করা যায়, লোকেরা লিলিয়ানের সঙ্গে সেই পথ দিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল, চড়ার উপর পাদ্‌রী বার্ণার্ড অড্‌লী ও তাঁহার অশ্বের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, দুই দেহই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

লিলিয়ান একটু তফাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন, লোকেরা তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "করোনারের তদন্ত হইবে, সেই স্থলে তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে।"

যথাসময়ে কারোনারের তদন্ত হইল, লিলিয়ান সাক্ষ্য দিলেন। সত্য সত্য তিনিই যে ঐ দুর্ঘটনার মূল কারণ, সে কথাটা গোপন রাখিয়া, অন্য প্রকারে ঘুরাইয়া, সামান্যতঃ তিনি কেবল আকস্মিক দুর্ঘটনার কথাই বলিলেন। জুরীরা তাঁহার সাক্ষ্যবাক্যে তুষ্ট হইয়া তদনুসারে হঠাৎ মৃত্যু বলিয়াই রায় দিলেন। অচিরাৎ জাহাজারোহণ করিয়া লিলিয়ান ফরাসী-রাজ্যে যাত্রা করিলেন।

লিলিয়ান যে দিন ফ্রান্সে গেলেন, তাহার পরদিন ক্যাণ্টারবারীর বাড়ীতে মিস্ ষ্ট্যান্‌লী একখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন। সে পত্রের নির্ঘণ্ট এইরূপ:—

"ডোভার।

প্রিয়-ভগ্নী লিডিয়া!

আমি চিরদিনের মত ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলাম। বার্ণার্ড অড্‌লী আর ইহজগতে বাঁচিয়া নাই! যে রকমে তাহার মরণ হইয়াছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঘটনা শুনিলে তুমি চমকিয়া উঠিবে। লোকটা আমাকে যত যন্ত্রণা

দিয়াছিল, দৈব-বিধানে বিধাতার বিচারে তাহার যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। হৃৎকম্পন দুর্ঘটনাই তাহার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ। আশ্চর্য্য ঘটনাসূত্রে সেই দুর্ঘটনার স্থলে আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম, স্বচক্ষে তাহার শোচনীয় মৃত্যু দর্শন করিয়াছি। খবরের কাগজে তুমি দুর্ঘটনার বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবে।

কোথায় আমি আশ্রয় লইব, কোথায় আমি বাস করিব, তাহা এখন আমি জানি না, অথবা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থলে বাস করিয়া থাকিব কি না, তাহাও এখন বলিতে পারি না। আমার চিত্ত অতি চঞ্চল, মনের ভিতর ঘূর্ণী-বায়ু বহিতেছে, যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা আমার পক্ষে ভ্রান্তিমূলক জ্ঞান হইবে। সময়ে সময়ে আমি তোমাকে চিঠি লিখিয়া সংবাদ জানাইব। এখন আমি আমার উদরপোষণের নিমিত্ত তোমার গলগ্রহ হইয়া রহিলাম, যৎসামান্য সম্বল হইলেই আমার চলিবে; কোন্ ঠিকানায় সেই সামান্য টাকা পাঠাইলে আমি পাইব, যখন যেখানে থাকিব, সময়ে সময়ে পত্র লিখিয়া সেই ঠিকানা আমি তোমাকে জানাইয়া রাখিব।"

প্রিয় ভগিনি! আগেকার মত তুমি যদি গরীব থাকিতে, তাহা হইলে আমি বরং ভিক্ষা করিয়া খাইতাম, তথাপি তোমার কাছে সাহায্য চাহিতাম না; কিন্তু আজকাল তোমাদের পরিবারে অর্থ-সচ্ছল হইয়াছে, এ অবস্থায় আমাকে দুটি দুটি অন্ন দিতে তোমার কষ্টবোধ হইবে না, সেই জন্যই এই প্রার্থনা করিলাম।

প্রিয় ভগ্নি! তোমাদের সঙ্গে এ জন্মে আর আমার দেখা হইবে না, কিন্তু তোমাকে আর তোমার স্নেহাস্পদ অতি প্রিয় যাহারা, তাহাদিগকে আমি চির-জীবন মানসনেত্রে হৃদয়মধ্যে দর্শন করিব।

তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী ভগিনী
অভাগিনী লিলিয়ান।"

বার্ণার্ড অড্লীর ভয়ানক মৃত্যুর প্রকৃত হেতু কি, করোনার-কোর্টেও লিলিয়ান তাহা প্রকাশ করেন নাই, ভগিনীর পত্রেও তাহা গোপন রাখিলেন।

ত্র্যশীতিতম উল্লাস।

বাঘধরা ফাঁদ!

সরকারী জল্লাদ ডেনিয়েল কফিন্ এত দিনের পর ফাঁদে পড়িয়াছে। সরকারী বেতনের পরিশোধার্থ ঐ লোকটা অনেক লোকের প্রাণ লইয়াছে; ডাকাতের দলে মিশিয়া গোপনে গোপনে আরও কত স্থানে কত খুন করিয়াছে, তাহার সকলগুলা প্রকাশ হয় নাই। সম্প্রতি একটি খুন করিয়াছে। বহু বদ্‌মাস্ লোকের সঙ্গে ডেনিয়েলের ঘনিষ্ঠতা। একদিন রাত্রি নয়টার সময় ডেনিয়েল একাকী রাস্তায় বাহির হয়; নগরের প্রান্তভাগে একটা জঘন্য স্থান আছে, সে স্থানের নাম জেকব্‌দ্বীপ। বেড়াইতে বেড়াইতে ডেনিয়েল কফিন্ সেই জেকব্-দ্বীপে প্রবেশ করে; সেখানে একটা ডাকাতের আড্ডা আছে, প্রথমে সেই আড্ডায় যায়; সর্দ্দার ডাকাতকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া আর এক স্থানে একটি গণিকাপোষিণী বাড়ীওয়ালীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল; বাড়ী-ওয়ালী তখন বাড়ীতে ছিল না, আর একটা বুড়ী ছিল, সেই বুড়ী এক বোতল জিন্-সরাপ আনাইয়া তাহাকে খাওয়ায়, তাহার পর বাড়ীওয়ালী আসিলে কথায় কথায় ঝগড়া বাধে; বাড়ীওয়ালী মাগীর সঙ্গে একটা লোক আসিয়াছিল, সেই লোকটা ডেনিয়েল কফিনের নূতন শত্রু। ডেনিয়েল সেই লোকটার সঙ্গে দাঙ্গা বাধাইবার উপক্রম করে; বাড়ীর সম্মুখে অতি সংকীর্ণ একটা গলীরাস্তা, সেই রাস্তাটা দুর্গন্ধময় ময়লা আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ; ডেনিয়েল কফিনের শরীরে ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রম; সে তাহার পায়ের লোহা-বাঁধা বুটজুতার আঘাতে প্রতিযোগী লোকটাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে; বাড়ীওয়ালী ছুটিয়া একবার উপরের ঘরে চলিয়া যায়; একগাছা লোহার শিক হাতে করিয়া নামিয়া আইসে, তাহার সঙ্গে আরও পাঁচ সাতটা ভাড়াটিয়া বেশ্যা অর্দ্ধ-উলঙ্গিনী-বেশে রাস্তায় বাহির হয়; বাড়ীওয়ালী শিক চালায়, বেশ্যারাও ডেনিয়েলের গলা ধরিয়া, কেহ বা হাত ধরিয়া, কেহ বা জামা ধরিয়া প্রহার করিতে থাকে; ডেনিয়েল ক্রোধান্ধ হইয়া বিপুল-বিক্রমে বাড়ীওয়ালীর হস্তের শিকগাছটা কাড়িয়া লইয়া আক্রমণকারী-দিগকে পটাপট্ প্রহার করিতে আরম্ভ করে; কয়েকজনের অঙ্গে রক্তধারা বহিতে থাকে; সকলের হাত ছাড়াইয়া ডেনিয়েল পলাইয়া যায়; খানিক দূর ছুটিয়া যাইতে যাইতে এক জায়গায় ডেনিয়েল দেখে, জনকতক লোক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র

দুই তিনটি দল বাঁধিয়া একটা পুলিস-হাঙ্গামার কথা বলাবলি করিতেছে; এক দলের কথোপকথনে ডেনিয়েল শুনিল, ডিটেক্টিভ পুলিসের সর্দার লরী শ্যামসন কয়েকজন পাহারাওয়ালা সঙ্গে লইয়া ঐ পাড়ায় ঘুরিতেছেন; তিনটি আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে, আর একজনের তল্লাস হইতেছে; নেল জিবসন্-নাম্নী একটা স্ত্রীলোককে খুন করা অপরাধে মোকদ্দমা উঠিয়াছে, সেই মোকদ্দমার আসামী গ্রেপ্তার। যে তিন জন গ্রেপ্তার হইয়াছে, উক্ত দলের লোকের মুখে তাহাদের নাম শুনিয়া ডেনিয়েল বুঝিল, তাহারা তাহার নিজের দলের লোক; পুলিস তবে এখন তাহাকেই খুঁজিতেছে, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া ডেনিয়েল কফিন্ সেখান হইতে ছুট দিল; লণ্ডনসেতুর নিকটে মটনহিল ষ্ট্রীটে একখানা বাতীর দোকান, সে দোকানের মালিকের নাম ট্যাগার্টি; সেই দোকানে আশ্রয় লইবার অভি-প্রায়ে ডেনিয়েল কফিন্ ছুটিতেছে, ভয়ে তাহার ছুটের গতি বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু পক্ষাঘাত-রোগীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে; সরকারী জল্লাদের ক্ষমতায় সে বহুলোকের গলায় ফাঁসী দিয়াছে, কিন্তু এই রাত্রে সে যেন মনে করিতেছে, তাহার নিজের গলায় ফাঁসী লাগিয়াছে। ছুটিয়া ছুটিয়া সে গিয়া ট্যাগার্টির বাতীর দোকানে উপস্থিত হইল; ট্যাগার্টির সঙ্গে পূর্ব্বে তাহার সদ্ভাব ছিল, মধ্যে বিরোধ ঘটিয়াছিল, অনেক দিন দেখা হয় নাই; সেই রাত্রে হঠাৎ ডেনিয়েল সেই দোকানে উপস্থিত হইলে ট্যাগার্টি তাহাকে শত্রুভাবে অযত্ন করিল না, যত্ন করিয়া বসাইল। ডেনিয়েল প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রে তোমার দোকান বন্ধ হয় কখন্?" ট্যাগার্টি বলিল, "নিত্য এগারটার সময় বন্ধ করি, আজ শনিবার, আজ বারোটা পর্য্যন্ত খোলা রাখিব।"

রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল, সাড়ে এগারটার কাছাকাছি। ডেনিয়েল বলিল, "বারোটার সময় বন্ধ করিবে, বারোটা তো বাজে; তুমি ভাই, এই সময় আমার একটি উপকার কর।"

ডেনিয়েলের মুখপানে চাহিয়া ট্যাগার্টি তখন বুঝিতে পারিল, লোকটা কোন রকম বিপদে পড়িয়াছে; ইহা বুঝিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি?"

ডেনিয়েল বলিল, "আমি তোমার দোকানে একটু বসি, তুমি ভাই, একবার ছুটিয়া আমার ফ্লীট লেনের বাড়ীতে গিয়া আমার পরিচারিকা শ্যালীকে এইখানে ডাকিয়া আনো।"

পুনর্ব্বার ডেনিয়েলের মুখের দিকে চাহিয়া ট্যাগার্টি জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে তাহাকে ডাকিয়া আনিবার কি দরকার? নিজে কি তুমি এখন বাড়ী যাইবে না?"

ডেনিয়েল বলিল, "লোকের মুখে শুনিলাম, লরী শ্যাম্‌সন কি একটা সন্দেহ করিয়া আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি অনেকক্ষণ বাড়ী-ছাড়া; শ্যাম্‌সন হয় তো আমার বাড়ীতে গিয়াছিল; কি ব্যাপার, শ্যালীর মুখে তাহা আমি শুনিব।"

চমকিয়া উঠিয়া ট্যাগার্ট বলিল, "ও বাবা! পুলিস-হাঙ্গামা! এখানে সে বিষয়ের কোন কথা হইবে না; আমি বরং শ্যালীকে ডাকিয়া দিতেছি, তুমি এখান হইতে এখনি চলিয়া যাও। হোয়াইটর‍্যাপেলের রাস্তায় মিষ্টার জেরিমি হম্পেজের বাড়ী, সে বাড়ীখানি বেশ নির্জ্জন, বেশ নিরাপদ্, তুমি সেই বাড়ীতে যাও; সেইখানেই আমি শ্যালীকে পাঠাইয়া দিব।"

ডেনিয়েল বলিল, "তুমি তো শ্যালীকে ডাকিতে যাইতেছ, তোমার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তো এইখানে থাকিয়া তোমার দোকান চৌকী দিতে হইবে, তুমি ফিরিয়া আসিলে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিব।"

ট্যাগার্ট অবিলম্বে ফ্লীট লেনে চলিয়া গেল, এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিল। ডেনিয়েল জিজ্ঞাসা করিল, "এত বিলম্ব হইল কেন?"

ট্যাগার্ট উত্তর করিল, "যখন আমি সেখানে পৌঁছিলাম, শ্যালী তখন বাড়ীতে ছিল না; তাহার আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সে আসিলে তাহাকে আমি হোয়াইটর‍্যাপেলের হম্পেজের বাড়ীতে যাইতে বলিয়াছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে সে সেইখানে উপস্থিত হইবে, শীঘ্র তুমি সেইখানে চলিয়া যাও।"

ডেনিয়েল তখনও একটু ইতস্ততঃ করিল; ভাব বুঝিতে পারিয়া ট্যাগার্ট তাহাকে এক গ্লাস জিন্-সরাপ খাইতে দিল। মদ খাইয়া মেজাজ গরম করিয়া ডেনিয়েল কফিন্ সেই দোকান হইতে বাহির হইল।

সেখান হইতে হোয়াইটর‍্যাপেল অনেকটা দূর, সেখানে পৌঁছিতে ডেনিয়েলের প্রায় দুইটা বাজিল। তাহার পূর্ব্বেই শ্যালী গিয়া সেইখানে বসিয়া ছিল। হম্পেজের সহিত শ্যালীর যখন কথা হয়, ডেনিয়েল সেইখানে যাইবে, শ্যালী যখন সেই কথা বলে, হম্পেজ তখন ভয় পাইয়াছিল; শ্যালীকে সে বলিয়াছিল, "তাহাকে এখানে আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছ কেন? হাঙ্গামার কথা শুনিতেছি, আমি ও সকল হাঙ্গামার মধ্যে থাকিতে চাই না, এখানে আমি তাহাকে বসিতে দিব না।"

শ্যালী বলিয়াছিল, "দয়া করিতে হইবে। তোমার সঙ্গে তাহার অনেক দিনের বন্ধুত্ব; এক সময় তোমার কারবারে ডেনিয়েল অনেক সাহায্য

করিয়াছে, তুমিও অনেক সময় তাহার অনেক সাহায্য করিয়াছ, আজ রাত্রে তুমি এ রকম নিষ্ঠুর হইলে আমি বড় মর্ম্মব্যথা পাইব।"

হম্পেজ তখন একটু নরম হইল, পূর্ব্বাপেক্ষা নরম কথায় জিজ্ঞাসা করিল, "সে তবে কখন্ আসিবে?"

শ্যালী বলিল, "আর বোধ হয় দেরী হইবে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে আসিবার কথা ছিল, আধ ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে, এখনি হয় ত—"

বলিতে বলিতে সদর-দরজায় আঘাত। "ঐ আসিয়াছে!" বলিয়া শ্যালী উঠিয়া দাঁড়াইল। মিষ্টার হম্পেজ স্বয়ং দ্বার খুলিয়া দিল, ডেনিয়েল প্রবেশ করিল। দ্বারে খিল, হুড়্কা, শৃঙ্খল বন্ধ করিয়া, চাবী লাগাইয়া, ডেনিয়েলকে সম্বোধন পূর্ব্বক হম্পেজ বলিল, "তবে তোমরা এই ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা শেষ কর, আমি এখন উপরে চলিলাম, আধ ঘণ্টা পরে নামিয়া আসিব।"

মিষ্টার হম্পেজ উপরে উঠিয়া গেল, শ্যালীর সহিত ডেনিয়েলের কথোপকথন চলিতে লাগিল।

জেরিমি হম্পেজের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। এই ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করে; বাস্তবিক তাহার গোপনীয় কারবার অনেক। অল্পদামে চোরা মাল খরিদ করে, ব্যাঙ্কে নোট চুরী হইলে চোরেরা সেই সকল চোরা নোট অল্পমূল্যে তাহার কাছে বেচিয়া যায়, যাহারা হীরা-জহরতাদি বহুমূল্য মণিরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনে, তাহারাও সেই সকল রত্নাদি হম্পেজের কাছে অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া যায়। হম্পেজ সেই সকল জিনিস লইয়া কি করে, তাহাও বলিয়া রাখা উচিত। দস্তুরমত জাহাজে করিয়া জেরিমি হম্পেজ সেই সকল জিনিস ও চোরা নোট ইত্যাদি ফ্রান্সে, হলণ্ডে, অষ্ট্রিয়ায় ও জর্ম্মণী প্রভৃতি স্থানে চালান দেয়, তত্তৎপ্রদেশের প্রত্যেক স্থলে হম্পেজের এক এক জন এজেণ্ট আছে, তাহারা তত্তৎস্থলে উচিত মূল্যে সেই সকল জিনিস বিক্রয় করিয়া লণ্ডনে টাকা পাঠায়, এইরূপ চালানী কারবারে হম্পেজের বিস্তর টাকা লাভ হয়, ইংলণ্ডের বড় বড় লোকের বাড়ীতে চুরী হইলে চোরেরা রাশীকৃত রূপার বাসন হম্পেজের কাছে বিক্রয় করে; যে সকল লোকের বাসনে গৃহস্বামিগণের নাম ও পদোচিত চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, হম্পেজ অবিলম্বে সেই সকল বাসন গলাইয়া ফেলে। যে রাত্রের কথা হইতেছে, সেই রাত্রে তাহার এক জন বন্ধু আসিয়াছিল, উপরের গৃহে বড় বড় হাপর জ্বালাইয়া ঐ প্রকারের বিস্তর বাসন গলানো

হইতেছিল। হাপরের নিকটে দুইখানা চেয়ার লইয়া দুই বন্ধুতে বসিয়া মদ খাইতে খাইতে সেই গালানী কার্য্য তদারক করিতেছিল। লোকটির খাওয়া-দাওয়া খুব ভাল;—নিজেও খায় ভাল, বন্ধুবান্ধবগণকেও খাওয়ায় ভাল। এই রাত্রে বন্ধুর সহিত মদ খাইতেছে, টেবিলের উপর চার পাঁচখানা পাত্রে উত্তম উত্তম মাংস এবং ঋতুজাত নানাবিধ সুস্বাদু 'ফল সজ্জিত রহিয়াছে; হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতে করিতে দুই জনে তাহা ভক্ষণ করিতেছে।

ও দিকে ডেনিয়েল কফিন্ নীচের ঘরে বসিয়া শ্যালীর মুখে পুলিসের লোকের তল্লাসীর কথা শ্রবণ করিতেছে।

হম্পেজ চলিয়া যাইবার পর শ্যালীর চেয়ারের নিকটে নিজের চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া ডেনিয়েল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কি হইয়াছে, সব কথা আমাকে বল।"

শ্যালী বলিতে লাগিল, "সব কথা আমি জানি না; আজ সন্ধ্যাকালে বেঙ্কল যখন তোমাকে ডাকিয়া পাঠায়, তুমি যখন বাহির হইয়া যাও, তখনই আমি ভাবিয়াছিলাম, কি একটা বিপদ্ ঘটিয়াছে। তুমি বাহির হইয়া গেলে আমার মনে নানা দুর্ভাবনা আসিয়াছিল, ভাবিয়া ভাবিয়া আমি অত্যন্ত কাতর হইলাম; কিছুই ভাল লাগিল না। যখন তুমি বাহির হইয়া গেলে, রাত্রি তখন সাড়ে সাতটা; ডিক্ও বাড়ীতে ছিল না; আমি একাকিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম; আমার যেন ঝিমুনি আসিল। ডিক্ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। আমাকে বিমর্ষ দেখিয়া ডিক্ আমাকে একটু মদ খাইতে বলিল। তাহাতে আমাতে বসিয়া মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় দ্বারে করাঘাত-শব্দ হইল। ডিক্ দ্বার খুলিয়া দিল, শ্যামসনের তিন জন পাহারাওয়ালা প্রবেশ করিল, তাহারা তোমাকে খুঁজিল। আমরা বলিলাম, তুমি বাড়ীতে নাই, তাহারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করিল না, বাড়ীর এ ঘর ও ঘর সর্ব্বস্থানে তল্লাস করিল, কোথাও তোমাকে দেখিতে না পাইয়া অবশেষে বাহির হইয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ব্যাপার কি? তাহারা কোন উত্তর দিল না। তাহারা চলিয়া যাইবার পর আমি চুপি চুপি বাহির হইয়া ফ্লীট ব্রিজের দিকে ছুটিলাম, ক্ষণেকের মধ্যেই বেঙ্কলের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, সে বাড়ীর দরজা বন্ধ, ঘরে একটি আলোও জ্বলিতেছে না। আবার আমি ফিরিলাম; মিল ষ্ট্রীটে আসিয়া

দেখিলাম, জনকতক লোক ঠাঁই ঠাঁই তিন চারিটা দল বাঁধিয়া চুপি চুপি কি সব কথা বলাবলি করিতেছে; এক দলের নিকটে গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হইয়াছে?' দলের ভিতরের একজন আমাকে বলিল, 'পুলিস-ইন্সপেক্টর লরেন্স শ্যাম্সন একদল প্রহরী সঙ্গে লইয়া হঠাৎ বেঙ্কলের বাড়ী ঘেরাও করিয়াছিল; পশ্চাদ্দিকের দ্বার দিয়া কয়েকজন প্রহরী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সম্মুখ-দরজা ভাঙ্গিয়া তিন জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে;—বেঙ্কল, মস্রুম ফেকার, আর ডরীস্তাকীর রব্। আসামী-গ্রেপ্তারের সময় একজন প্রহরী রাস্তায় পাহারা ছিল, আসামীরা শীঘ্র শীঘ্র চালান হইয়া যাইবার পর কয়েকজন প্রতিবাসী রাস্তায় বাহির হইয়া সেই পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে নেল জিব্‌সন নাম্নী একটি স্ত্রীলোক খুন হইয়াছিল, এত দিন পরে তাহার সূত্র বাহির হইয়াছে। যাহারা খুন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন সম্প্রতি পুলিসে হাজির হইয়া সেই গুহ্যকথা বলিয়া দিয়াছে, সেই সূত্রেই ধরপাকড় আরম্ভ হইয়াছে। সেই সকল লোকের মুখে আমি আরও শুনিলাম, পাহারাওয়ালা আরও বলিয়াছে, খুনী লোকদের মধ্যে ডেনিয়েল কফিন্ ছিল, পুলিস এখন তাহাকেই অন্বেষণ করিতেছে।"

শ্যালীর মুখে ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়া ভয়ঙ্কর-গর্জ্জনে ডেনিয়েল বলিয়া উঠিল, "ওঃ! সেই নিমকহারাম বট্‌নারটাই গোয়েন্দা হইয়া ঐ সব কথা বলিয়া দিয়াছে! সয়তানের নামে আমি দিব্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহাকে ধরিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমি তাহাকে ফাঁসীতে লট্‌কাইব!"

শ্যালী মেল্‌মথ কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "ওগো! অত তাড়াতাড়ি ও সব কথা বলিও না!"

ডেনিয়েল বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, বলিয়া যাও। তাহার পর তুমি কি করিলে?"

চক্ষের জল মুছিয়া শ্যালী উত্তর করিল, "আমি তখন ফলী ব্রিজ হইতে প্রাণপণে দৌড়িয়া স্ট্রীট্ লেনে ফিরিয়া আসিলাম; আসিয়াই দেখিলাম, ট্যাগার্টি বসিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখে তোমার কথা শুনিয়া তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'কোথায় দেখা করিবার সুবিধা হইবে?' সে বলিয়াছিল, 'মটনহিলে হপেজের বাড়ীতে ভাল।' আমিও সেই কথায় সায় দিয়াছিলাম। আমি জানি, মিষ্টার হপেজ ভারী হুঁসিয়ার লোক, সর্ব্বদা সতর্ক, সর্ব্বদাই সাবধান; অনেক বে-আইনী কাজ করে,

কখন কিন্তু আইনের তর্কে ধরা পড়ে না; থ্রাম্‌সনও ইহা জানে, সেই জন্য সে বাড়ীতে কখনও কিছু অনুসন্ধান করিতে যায় না; সে বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিলে, রাজবাড়ীতে আশ্রয় লওয়া অপেক্ষাও নিরাপদ্। ট্যাগার্টীর সহিত ঐরূপ পরামর্শ করিয়াই আমি এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি। এইখানেই তুমি থাকো; রাত্রি প্রভাত হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই; প্রভাত হইলেই মহা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে; এখান হইতে শীঘ্র তোমার বাহির হওয়া বিপদের হেতু হইবে; গোলমালটা থামিয়া গেলে, তুমি ফরাসীদেশে পলাইয়া যাইও।"

ডেনি।—এখন তবে তুমি আমাকে কি করিতে বল? এই বাড়ীতেই কি কিছু দিন থাকিব? কিন্তু বৃদ্ধ জেরিমি হস্পেজ আমাকে এখানে থাকিতে দিতে—

শ্যালী।—কি!—থাকিতে দিবে না? এ কি কথা তুমি বল? জোর করিয়া তুমি তাহাকে বলিও, অবশ্যই দুই এক দিন তুমি এখানে থাকিবে; কিছুতেই সে বাধা দিতে পারিবে না। একবার যদি সে তোমাকে আশ্রয় দিতে রাজী হয়, তাহা হইলে শীঘ্র বাহির করিয়া দিতে তাহার আর সাধ্য হইবে না; অন্ততঃ ঘণ্টা কয়েকের জন্যও যদি রাখে, সে তখন নিজেই এই বিপদের সংস্রবে লিপ্ত হইয়া পড়িবে; আসামীকে আশ্রয় দেওয়া অপরাধে সে নিজেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে; সে নিজেই তাহা তখন বুঝিতে পারিবে। অধিকন্তু বুড়োটা অত্যন্ত ভীত লোক, জোর করিয়া তুমি তাহাকে ঐ কথা বলিলে, সে বাধ্য হইয়া অবশ্যই তোমাকে লুকাইয়া রাখিবে।

ডেনি।—স্ত্রীজাতির বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি কি চমৎকার! শ্যালি! তুমি ঠিক একজন পাকা পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছ! বেশ, তোমার পরামর্শমতেই আমি কাজ করিব। হাঁ,—আর একটি কথা;—এত পথ তুমি চলিয়া আসিয়াছ, কেহ তোমার পাছু লয় নাই, ইহা কি তুমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার?

শ্যালী।—নিশ্চয় বলিতে পারি। এখনকার যে অবস্থা, লোকে এরূপ অবস্থায় পড়িলে, খুব সতর্ক হইয়াই চারিদিকে দৃষ্টি রাখে; আমি সেই রকম সতর্ক হইয়াই চারিদিকে চক্ষু রাখিয়াছিলাম; ঠিক জানি, কেহই পাছু লয় নাই। আচ্ছা, এখন কি আর কিছু আমায় করিতে হইবে?

ডেনি।—এখন কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। একটি পরামর্শ এই যে, দিনকতক তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিও না। কারণ, পুলিসের লোকেরা এখন সর্ব্বদাই তোমার উপর নজর রাখিবে। তোমাকে কোন কথা জানাইবার

যদি আমার আবশ্যক হয়, বৃদ্ধ হম্পেজের দ্বারা তাহা আমি তোমাকে বলিয়া পাঠাইব। এখন তুমি আমার সকল কথা বুঝিতে পারিয়াছ? হাঁ,—লরী স্তাগ্‌নন্‌ কিংবা তাহার কোন লোক যদি আমার বাড়ীতে গিয়া আমার সন্ধান জানিতে চায়, তাহা হইলে তুমি সাফ সাফ জবাব দিও, 'কোথায় গিয়াছে, তাহা আমি জানি না।'

শ্যালী।—সে সকল কথা আমাকে শিখাইয়া দিতে হইবে না, ঠিক আমি ঐ কথা বলিব।

এই সময় জেরিমি হম্পেজ নামিয়া আসিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, তোমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইয়াছে? বোধ হয়, তবে তোমরা এখনই চলিয়া যাইবে। আমারও শয়ন করিবার সময় হইয়াছে।"

ডেনিয়েল বলিল, "মিষ্টার হম্পেজ! আজ রাত্রে আমি তোমার দয়া প্রার্থনা করি; কল্যকার রজনী আগমনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার বাড়ীতেই আমি থাকি, এইরূপ আমার—"

কম্পিত হইয়া হম্পেজ বলিয়া উঠিল, "কি!—থাকিবে?—এইখানে?—অসম্ভব!—অসম্ভব!"

প্রবোধ-বচনে ডেনিয়েল বলিল, "সে কি বন্ধু! থাকিতে দিবে না?—তুমি আমার উপর এত নিষ্ঠুর হইবে?"

হম্পেজ বলিল, "বন্ধু! তুমি জেনো, অপরের কার্য্যের সহিত আমি মিশিতে চাই না, কখনও মিশি না; বিশেষতঃ ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর।"

অভ্যাসমত কর্কশ-স্বরে কফিন্ বলিল, "দেখ মিষ্টার হম্পেজ, আমার কাছে ঋষিগিরী ফলাইও না! ও রকম ওজর আমি শুনিতে চাই না। তুমি ভাবিয়াছ কি? রাত্রি তিনটার সময় আমাকে বাহির করিয়া দিবে? এখন আমি রাস্তার বাহিরে বাহির হইলেই পুলিসের লোকে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।"

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া হম্পেজ বলিল, "তাহা যদি হয়, শুধু কেবল আজিকার অবশিষ্ট রাত্রিটুকুর জন্যে যদি হয়, তাহা হইলে তুমি থাকিতে পার; কিন্তু মনে রাখিও, কল্য যদি আবার রাত্রি আসিবার পর তুমি—"

হম্পেজের ঐরূপ অভিপ্রায় শুনিয়া ডেনিয়েল কফিন্ একবার শ্যালী মেল্‌-মথের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিল; সে কটাক্ষের মানে এই যে, "আজ রাত্রের মত আমি নিরাপদ্ হইলাম, রাত্রে আমি এই বাড়ীতেই থাকিব, প্রস্থা-নের সুবিধা না হইলে, কদাচ আমি এখান হইতে বাহির হইব না।" শ্যালীকে

এই ভাব বুঝাইয়া সে তখন বাড়ীওয়ালাকে বলিল, "তোমার অঙ্গীকারে আমি সন্তুষ্ট হইলাম, রাত্রিটি নিরাপদে থাকিয়া কল্যই আমি চলিয়া যাইব।"

শ্যালী মেল্‌মথ্ সত্য সত্য ডেনিয়েলের পরিচারিকা নহে; প্রকৃত পরিচয়ে উপপত্নী। রাত্রের মত বন্দোবস্ত স্থির হইলেই শ্যালী তাহার উপপতির নিকট বিদায় লইয়া ফ্লীটের বাড়ীতে চলিয়া গেল। অতঃপর জল্লাদকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ হম্পেজ উপরের শয়ন-ঘরে লইয়া গেল; শয়ন করিবার জন্য ডেনিয়েল যখন কাপড় ছাড়িতে আরম্ভ করিল, হম্পেজ তখন সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিল।

ত্রিতলের গুপ্ত-গৃহে রূপার বাসন গলাইবার সময় একজন বন্ধুর সহিত বসিয়া হম্পেজ মদ খাইতেছিল, পূর্ব্বে কেবল এইটুকুমাত্র বলা হইয়াছে, কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে হইল। সেই বন্ধুর নাম সোয়াগ চোবে ব্লোক; জেরিমি হম্পেজের চোরা মালের কারবারে সেই লোকটা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই সাহায্য করে; গুপ্ত কারবারের খাতিরেই তাহার সঙ্গে হম্পেজের ঘনিষ্ঠতা। বন্ধুত্বই বল, ঘনিষ্ঠতাই বল কিংবা সদ্ভাবই বল, ঐ সম্পর্কে যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই বলিতে পার।

ডেনিয়েলকে শয়ন-ঘরে রাখিয়া হম্পেজ বাহির হইয়া আসিল, যে ঘরে তাহার সেই বন্ধু চোবে ব্লোক বসিয়া ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সঙ্গে মিলিল।

শয়ন-ঘরে ডেনিয়েল কফিন্ একাকী; কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সেই ক্ষুদ্র গৃহের বিছানার দিকে চাহিয়া, গৃহের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সে তখন মনে মনে কত কি ভাবিল; হাজার প্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়া জুটিল। একবিন্দু মদ খাইতে পাইল না, কথা কহিবার একটি সঙ্গীও পাইল না, নির্জ্জনে তাহার অবসন্নতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। সে ভাবিতে লাগিল, শ্যালী মেল্‌মথ কি পুলি-সের কাছে এই সব কথা বলিয়া দিবে? অনেক দিন আছে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যত বিপদ্ পড়িয়াছে, সকল সময়েই শ্যালী তাহার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে; অথচ সে নিজে শ্যালীকে প্রায় সর্ব্বদাই গালাগালি দেয়, ধরিয়া ধরিয়া প্রহার পর্য্যন্ত করে; তথাপি শ্যালী তাহার অবাধ্য হয় না, বিশ্বাস নষ্ট করে না, রাগ করিয়া মন্দ কথাও বলে না; সে কি হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকিনী হইবে? ডিক্ তাহার ভাই হয়, সে লোকটাও এক সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকে; ডেনিয়েল তাহাকেও উত্তম-মধ্যম প্রহার করে, নানা রকমে লাঞ্ছনা করে; তথাপি সে তাহার বিপক্ষে কোন কথা বলে না; ডিকের প্রকৃতি অতি উগ্র, বৈরনির্য্যাতনের ইচ্ছাও বলবতী, অন্য লোকের উপর ডেনিয়েল নির্য্যাতন করে, তাহাও সে দেখে, তবু

কিন্তু ডেনিয়েলের প্রতিকূলে সে কখনও কোন কাজ করে না; এবারে সে কি বিশ্বাসঘাতক হইবে? ডেনিয়েলের ঘরে অনেক টাকা লুকানো আছে, ভ্রমেও সে একদিন শ্যালীকে অথবা তাহার ভাইকে সে কথা বলে নাই, অথচ তাহারা জানে, তাহার অনেক টাকা আছে; যে সকল কাজে বেশী বেশী টাকা লাভ হয়, ডেনিয়েল প্রায় সর্ব্বদা সে রকম কাজও অনেক করে, টাকা অনেক; কিন্তু সে সব টাকা কোথায় আছে, তাহা তাহারা জানে না, এবারে কি সুযোগ পাইয়া অন্বেষণ করিয়া সেই সকল টাকা বাহির করিবে?

টাকার ভাবনাটা এই সময়ে ডেনিয়েলকে বেশী যন্ত্রণা দিতে লাগিল; ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধের উদয় হইতে লাগিল; ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া, লোকটা অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িল। পরক্ষণেই ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে সে ভাবিল, না—না, হইবে না;—শ্যালী মেল্‌মথ আর তাহার ভ্রাতা ডিক্ পূর্ব্ব হইতে বরাবর বিশ্বাস রাখিয়া আসিয়াছে, এবারেও শ্যালী মেল্‌মথ বিপদের একটু সূত্র পাইয়া জেকব্‌ দ্বীপে আমাকে খুঁজিতে গিয়াছিল, এখানে আসিয়াও আমাকে অনেক সৎপরামর্শ দিয়াছে, পুলিস শীঘ্র আমাকে ধরিতে না পারে, সে পক্ষে বিলক্ষণ সতর্ক করিয়া গিয়াছে, এগুলি অবশ্যই সুলক্ষণ! পাছে আমি বিপদে পড়ি, সেই ভয়ে আমার সম্মুখেই শ্যালী কতই কাঁদিয়াছে। এ সকল সুলক্ষণ বুঝিয়াও দুষ্ট জল্লাদ মনে মনে ভণ্ডামী জাগায়; যাহাদিগকে জব্দ করিব মনে করে, তাহাদের সম্মুখে মিষ্টকথা বলিয়া অন্তরে অন্তরে বিষ পোষণ করিয়া রাখে।

ডেনিয়েলের তৃতীয় চিন্তা—জেরিমি হম্পেজ বিশ্বাসঘাতক হইবে না, ইহার জামিন কে? সে বুঝিতে পারিয়াছে, লণ্ডনে থাকিয়া আমি আর তাহার কোন উপকারে আসিতে পারিব না, সোনা-রূপা গলাইবার জোগাড় করিয়া দিতে পারিব না, আমার দফা রফা হইয়া গিয়াছে। তবে আর সে কেন আমার সহিত খাতির রাখিবে? সকলেই জানে, ঐ চোরা মালের ব্যাপারীরা বিশ্বাসঘাতক পাজী লোক, তাহাদের কর্ম্মচারীরা কার্য্যে অক্ষম হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুর হইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, পেটের দায়ে কুকার্য্য করিলে তাহাদিগকে ফাঁসী-কাষ্ঠে চড়াইবার পন্থা দেখে, ভূম্যধিকারীরা তাহাদের অধীনস্থ মজুর লোকগুলিকে অপটু দেখিলে যেমন কারখানা-বাড়ীতে—সরকারী শ্রম-নিবাসে পাঠাইয়া দেয়, ইহারাও সেইরূপ নিষ্ঠুর। এই সকল বিষয় যখন আমি ভাবি, তখন মনে হয়, বৃদ্ধ জেরিমি আমাকে এখন ভয় করিবে কেন? আমার অপরাধের কথাটা লরী শ্যাম্‌সন এবং লণ্ডনের সমস্ত লোক জানিতে পারিয়াছে,

বৃদ্ধ হম্পেজ যদি আমাকে পুলিসের হাতে ধরাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি? আমিও যদি পূর্ব্বের বন্ধুত্ব বলিয়া তাহাকে পুলিসে ধরাইয়া দিই, তাহাতেই বা কি ক্ষতি?—তবে কেবল কথা এই যে, প্রমাণ কোথায়? কি প্রমাণে ধরাইব? লোকটা চোরা মালের কারবার করে, তাহার বাড়ীতে কতক কতক চোরা মাল বাহির হইতে পারে, ইহাই এক প্রমাণ। জেরিমি জানে, সে আর এখন আমার কায়দার ভিতর নাই, তাহার উপর কাহারও প্রভুত্ব আছে, ইহাও মনে করে না। তবে সে কেন আমাকে পুলিসে ধরাইয়া দিবে না? সে আমাকে এইখানে রাখিবার চেষ্টা পাইতেছে, ইহাতেও আইন খাটিতে পারে। আমাকে পুলিসে ধরাইয়া দিলে লরী শ্যাম্‌সন তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, জেরিমি হয় তো ইহাও মনে মনে স্থির করিয়াছে। হাঁ, সয়তান যেন বলিতেছে, বিপদ্ আমার চারিদিকে ঘেরিতেছে! আমিও বুঝিতে পারিতেছি, আমার এ মোকদ্দমা বড়ই ভয়ঙ্কর!—মহা সঙ্কট!—আমি নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, মহা সঙ্কট! ঘুস খাইয়া কোন বন্ধুলোক, কোন উপপত্নী কিংবা কোন সঙ্গীলোক কাহাকেও পুলিসের হাতে বিক্রয় করিয়াছে, এমন কি কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়?

ডেনিয়েলের চতুর্থ চিন্তা—ট্যাগার্টী! সে লোকটা জানে, আমি এই বাড়ীতে আছি; আজ রাত্রে আমি তাহার দোকানে গিয়াছিলাম, কোন সূত্রে ইহা জানিতে পারিয়া শ্যাম্‌সন যদি তাহার দোকানে আমার তল্লাসে যায়, তবে তো সেই ভীরু কাপুরুষ ভয় পাইয়া শ্যাম্‌সনকে এই বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে পারে। অধঃপাতে যাক্! আমি এখানে থাকিতে পারিব; কিন্তু এখন আমি যাই কোথা? একটিও টাকা আমার সঙ্গে নাই।

শয়ন-ঘরে ডেনিয়েল প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু শয়ন করিতে পারিতেছে না। যে সকল ভয়ানক ভয়ানক চিন্তা তাহার মনে আসিতেছে, তাহা ভাবিয়া পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, লোকটার চিত্ত অতিশয় অস্থির; চিত্তের সেরূপ অবস্থায় মানুষ কি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিতে পারে? সে অবস্থায় কি নিদ্রা আসা সম্ভব? ডেনিয়েল শয়ন করিল না; ব্যাঘ্র যেমন ক্ষুদ্র পিঞ্জরমধ্যে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, পাপী তখন সেই ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে নিদারুণ ভয়ে ভয়ে সেইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। খুন করিয়াছে, সেটা যত না ভাবুক, সম্প্রতি যে নূতন খুন-দায়টা তাহার মাথার উপর, সেটা অন্ততঃ ভয়াবহ না ভাবুক, পুলিসের হাতে ধরা পড়িতে হইবে, হাজত-গারদে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, সেই ভয়েই তাহার প্রাণ অস্থির।

সহসা সেই নররাক্ষসের মাথায় একটা ভয়ঙ্কর মত্‌লব যোগাইল! তাদৃশ মোরিয়া লোকের ভয়ানক ভয়ানক মতলবের অভাব কি? তাহার মনে তখন এই মত্‌লব আসিল যে, সে যদি বৃদ্ধ হম্পেজকে খুন করিয়া, তাহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া, সমস্ত টাকা ও সমস্ত মূল্যবান্ জিনিসপত্র লুঠ করে, হম্পেজের বস্ত্রাগার হইতে রকম রকম কাপড় বাছিয়া লইয়া ছদ্মবেশ ধরিয়া সদর-রাস্তা দিয়া লণ্ডন হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি হয়? অদ্ভুত প্রকার ছদ্মবেশে দিনমানেও রাস্তা দিয়া চলিয়া গেলে কেহই তাহাকে চিনিতে পারিবে না, তবে আর কিসের ভয় থাকিবে?

দুরন্ত পাপিষ্ঠ রাজ-জল্লাদ ঐ সংকল্পটাই স্থির করিল, কিন্তু গৃহ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে চোকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া মনে নানা যুক্তি করিতে লাগিল, কিরূপ উপায়ে ঐ মত্‌লবটা সিদ্ধ হইতে পারে?

পাঠক মহাশয় জানিয়া রাখুন, বৃদ্ধ জেরিমি হম্পেজের কারবারের কারখানা-বাড়ীটা খুব বিস্তৃত, অনেক লোক দিবাভাগে সেই কারখানায় কাজ করে, কিন্তু রাত্রিকালে তাহাদের মধ্যে কেহই সে বাড়ীতে শয়ন করে না; বাড়ীর এক বৃদ্ধা চাকরাণী আর বুড়ো কর্ত্তা স্বয়ং দুটি পৃথক্ পৃথক্ ঘরে নিদ্রা যায়, অন্যান্য সমস্ত ঘর খালি পড়িয়া থাকে। ডেনিয়েল কফিন্ সে তত্ত্ব জানিত; সে স্থির করিল, বুড়ীটাকে আগে মারিয়া তাহার পর বুড়োকে মারিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে, তাহার পর ছদ্মবেশ ধরিয়া পলাইয়া যাইবে। যে সকল সাংঘাতিক অস্ত্রে মানুষ মারিতে হয়, সে সকল অস্ত্র তাহার সঙ্গেই ছিল; সে সকল অস্ত্রে অনেক লোককে নিকাস করা যাইতে পারে; সামান্য দুটো বুড়ো-বুড়ীকে নিকাস করা তো তুচ্ছ কথা! তাহার সঙ্গে শাবল ছিল, বৃহৎ একখানা ছোরা ছিল এবং একযোড়া পিস্তল ছিল। ততগুলি সাংঘাতিক অস্ত্র থাকিতে দুটো দুর্ব্বল মানুষকে খুন করিবার কিসের ভাবনা? পৃথক্ পৃথক্ ঘরে যদি তাহারা জাগিয়াও থাকে, কার্য্যে বাধা দিবার জন্য যদি কতকটা হুড়াহুড়ি করে, তাহাতেই বা কি ভয়? অতি সহজেই কাজটা রফা হইয়া যাইবে। কেবল ভাবনা এই যে, কোন্ দিকে কোন্ ঘর?—বুড়োই বা কোন্ ঘরে থাকে, বুড়ীই বা কোন্ ঘরে শয়ন করে? কিরূপে তাহা নির্ণয় করা হয়?

ঐ চিন্তা করিতে করিতে দুরাত্মা আবার ভাবিল, "যে অবস্থায় এখন আমি দাঁড়াইয়াছি, ইহা অপেক্ষা আর কি মন্দ অবস্থা হইতে পারে? অবস্থা আমি সংশোধন করিব।"

ভীষণ পাপিষ্ঠ! একটা খুন-দায়ের যন্ত্রণা ভোগ করিবার অবসরে অবস্থা-সংশোধনের কল্পনা! আরও বেশী খুন করিয়া অবস্থা-সংশোধন করিবে, এই মত্‌লবে পাপিষ্ঠের উল্লাস!

স্বভাবতই ডেনিয়েলের মুখখানা রাক্ষসের ন্যায় ভয়ঙ্কর বিকট, আতঙ্কে ও নূতন খুন করিবার সংকল্পে একেবারে রক্তশূন্য হইয়া বিভীষণ হইয়াছিল, তাহার উপর আরও বিভীষণ হইয়া উঠিয়াছে;—কত দিন ক্ষৌরী হয় নাই, কালো কালো দাড়ি বাহির হওয়াতে মুখের নীচের দিক্‌টা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে, চোখের তারা দুটো যেন দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। সে তখন পকেট হইতে পিস্তল-যোড়াটি বাহির করিল; তাহার জানা ছিল, গুলীবারুদ পূর্ণ আছে, তথাপি দুই পিস্তলেরই রঞ্জকখরে নূতন বারুদ পূর্ণ করিল; পিস্তল-যোড়াটি পকেটে রাখিয়া ছোরাখানা বাহির করিল,—বাঁটের ভিতর হইতে ফলাখানা টানিয়া তুলিল, ধার ঠিক ভীষণ আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিল; তাহার মুখে তখন এক প্রকার বিকট হাসি দেখা দিল।

ঘরের দেয়ালের গায়ে একখানা ক্ষুদ্র দর্পণ ঝুলিতেছিল, নরহন্তা রাক্ষস একবার মুখ তুলিয়া সেই দর্পণের দিকে চাহিল, দর্পণে তাহার মুখের প্রতিবিম্ব পড়িল, নিজের মুখের ছায়া দেখিয়াই রাক্ষসটা নিজেই ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিল। সে মনে করিল, আর্শীখানা যেন একটা গবাক্ষ, সেই গবাক্ষের অপর দিক্‌ হইতে যেন একটা দৈত্যমূর্ত্তি তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! সে জানিত, তাহার মুখখানা কদাকার, কিন্তু তখন যেরূপ ভয়ঙ্কর ছায়া দেখিল, তত ভয়ঙ্কর সে আর কখনও মনে করে নাই।

মত্‌লব ঠিক হইল, মনের সংকল্প স্থির হইল, অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করা হইল, জল্লাদ তখন পায়ের জুতা খুলিয়া, পাকা সিঁদেল-চোর যেমন নিঃশব্দে চুপি চুপি চলে, সেইরূপে বারান্দায় বাহির হইল। বারান্দার ধারে ধারে চারিটি কামরা, যে ঘরে হম্পেজ তাহাকে শয়ন করিতে বলিয়াছিল, ঐ চারি কামরার মধ্যে একটি কামরা সেই। বাড়ী নিস্তব্ধ, কোন দিক্‌ হইতে কোন প্রকার শব্দ করিলেও কর্ণে আসিবে না; ধীরে ধীরে চলিয়া সে তখন তাহার নিজের শয়ন-গৃহের পার্শ্ব-গৃহের দরজাটি ধীরে ধীরে ঠেলিল, দরজাটি খুলিয়া গেল; ঘরে অল্প অল্প আলো ছিল, বাহির হইতে সে উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরে কেহই নাই; কিন্তু আস্‌বাব-পত্র দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, সেটি বৃদ্ধ হম্পেজের শয়ন-ঘর; সেই

ঘরে হম্পেজের নিজের অনেক রকম পরিধেয় বস্ত্র রহিয়াছে; ডেনিয়েল চুপি চুপি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল;—দেখিল, বিছানায় কেহ শয়ন করে নাই, রাত্রের মধ্যে কেহ শয়ন করিয়াছিল, এমন কোন চিহ্নও দৃষ্ট হইল না। ডেনিয়েল ভাবিল, বৃদ্ধ হয় তো কোন বিশেষ কারণে অন্য ঘরে শয়ন করিয়াছে। ইহা সে ভাবিল বটে, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, বিছানার উপর একটা ঢিলা কামিজ ও একটি সূতী নাইট-ক্যাপ পড়িয়া রহিয়াছে; কর্ত্তা আসিয়া সেই কামিজ গায়ে দিবে, সেই টুপী মাথায় দিবে, ইহাও যেন সে বুঝিতে পারিল। সে দিকে আর বেশী দৃষ্টি না রাখিয়া কফিন্ সে ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্যান্য ঘর খুঁজিয়া দেখিবে মনে করিল, ঠিক সেই সময়ে বারান্দার পথে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল; কোন লোক যেন পদাঙ্গুলীর উপর ভর দিয়া অতি সাবধানে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছে, এইরূপ শব্দ। লোক পাছে সেই ঘরে প্রবেশ করে, এই ভাবিয়া ডেনিয়েল তাড়াতাড়ি খাটের নীচে লুকাইল।

সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ডেনিয়েল দ্বার ভেজাইয়া রাখিয়াছিল, সে যখন খাটের নীচে লুকাইল, তখন আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া দুই জন লোক পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল। মরামানুষের মত নিঃসাড়ে খাটের নীচে শুইয়া পড়িয়া ডেনিয়েল সেই সকল কথা শুনিল; চুপি চুপি কথা হইলেও তাহার শুনিবার বিঘ্ন হইল না। কথা কহিতে লাগিল, জেরিমি হম্পেজ আর তাহার বন্ধু চোবে স্নোক।

যে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহারা দুই জন পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিল, যথার্থই সে ঘরটা হম্পেজের শয়ন-ঘর; হম্পেজ চুপি চুপি সেই ঘরের ভিত্তি-সংলগ্ন একটা লৌহ-সিন্দুকের চাবী খুলিল; সঙ্গীকে বলিল, "দেখ ভাই, যে কাজটা করা গেল, তাহাতে তোমার অংশের টাকা তুমি বুঝিয়া লও; লাভের তৃতীয়াংশ আমি তোমাকে দিব।"

চোবে বলিল, "তাহা হইলেই যথেষ্ট হয়; সাধারণ নিয়মও সেই রকম; কিন্তু—"

সব কথা না শুনিয়াই হম্পেজ বলিল, "দেখ ভাই, ঐ কথাটা ছেড়ে দাও; 'কিন্তু' কথাটার উপর আমার কত বড় ঘৃণা, তাহা তুমি জানো না। গুপ্ত-গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় তুমি বলিয়াছ, আমি তোমাকে দিব, তাহাতেই তুমি সন্তুষ্ট হইবে।"

চোবে বলিল, "তাহা ত বলিয়াছ ; কিন্তু আজিকার এই কাযটা আগেকার কাযা হইতে স্বতন্ত্র। মনে কর—"

বাধা দিয়া হম্পেজ বলিল, "আস্তে কথা কও—আস্তে কথা কও,—তোমাকে আমি বলিয়াছি, সেই বজ্জাত কফিন্‌টা ঐ পাশের ঘরে আছে ; তাহার প্রাণে যে রকম ভয়, তাহাতে সে হয় ত ঘুমাইতে পারে নাই,—আমাদের কথা শুনিতে পাইবে ;—সেই জন্য বলিতেছি, আস্তে কথা কও,—আস্তে কথা কও!"

ব্লোক বলিল, "আচ্ছা, আস্তে আস্তেই বলিতেছি। মনে কর, আমি বলিতেছিলাম, আজিকার এই কাজটা খুব লাভের কাজ ; তোমাতে আমাতে এ কাজে মিলন হওয়া অবধি এত বড় কাজ আমি একবারও আনি নাই। সকলগুলার দাম অতি কম চারি শত গিনী ; ঐগুলি তুমি ৬০ গিনীতে কিনিয়াছ ; এখন সেগুলি গালান হইয়া গিয়াছে, ইংলণ্ডে পাঠাইলে তুমি অন্ততঃ তিন শত গিনী—"

হম্পেজ বলিল, "ধর, তাই ঠিক,—তাই ঠিক! তিন শত গিনী যদি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আমি দিয়াছি ৬০ গিনী, লাভ থাকিবে ২৪০ গিনী ; তাহারই তিন অংশের একাংশ ৮০ গিনী : তাহাই আমি তোমাকে দিতে—"

চোবে বলিল, "পুরোপুরি ১০০গিনী দাও, তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।"

সাপে যেমন ফোঁস্ করে, সেই রকমে ফোঁস্ করিয়া হম্পেজ বলিল, "নব্বুই গিনীতেই রফা কর। মনে কর, তাহাই যথেষ্ট লাভ। ব্যাঙ্কনোটে ও চক্‌চকে মোহরে নব্বুই গিনী তুমি হাতে হাতে নগদ পাইবে ; আর আমি—আমি হেগ্ নগরে আমার এজেণ্ট বেকারলিঙ্কের কাছে ঐ রূপার তালগুলা পাঠাইয়া কত দিনে দাম পাইব, তাহার ঠিক নাই!"

চোবে ব্লোক বলিল, "বেশ কথা,—বেশ কথা, এখানে দাঁড়াইয়া আর বকাবকি করিয়া কাজ নাই ; রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, আমাকে কত জায়গায় যাইতে হইবে, কত কাজ করিতে হইবে, তাহা তুমি জানো। এ কাজটা শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলাই—"

হম্পেজ বলিল, "শেষ হইল আর কি। আমার কেবল আর দুই একটি কথা বলিতে বাকী আছে। প্রথম কথা—তোমার টাকাগুলি তুমি বুঝিয়া লও ;—১০গিনীর হিসাবে ছয় কেতা ব্যাঙ্কনোট, এই হইল ৬০ গিনী ; আর এই কুড়ি গিনীর এক কেতা নোট, এই হইল ৮০ গিনী, আর এই ১০ গিনী নগদ, সব নূতন—চক্‌চকে নূতন। দেখিয়া লও, মোট নব্বুই গিনী,—একসঙ্গে এত

টাকা বাহির করিতে কি মায়া হয় না?—আচ্ছা, লও, পকেটে রাখিয়া দাও; আর এই তোয়ালেখানা লও, ঐখানে টবে জল আছে, হাত-মুখ ধুইয়া মুছিয়া ফেলো; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হাপরের কাছে হেঁট হইয়া রূপা গালান দেখিয়াছ, মুখে কালীর দাগ পড়িয়াছে, ধুইয়া ফেলো, পরিষ্কার হও।"

গিনীগুলি ও নোটগুলি পকেটে রাখিয়া সোয়াগ চোবে ব্লোক টবের জলে হাত-মুখ ধুইতে লাগিল; ও দিকে খাটের নীচে শুইয়া ডেনিয়েল কফিন্ মনে মনে ভাবিল, "বাহবা, বেশ মজা! রাস্কেল! হেগ্ নগরে বেকারলিঙ্কের নিকটে রূপার তাল পাঠাইবে। জেরিমি হম্পেজকে পাঠাইতে হইবে না!—আমি কিন্তু আহ্লাদে আহ্লাদে ভাবিয়া রাখিলাম, জেরিমি হম্পেজকে উহা পাঠাইতে হইবে না;—মিষ্টার ডেনিয়েল কফিন্ স্বয়ং হেগ্ নগরে গিয়া সেই বেকারলিঙ্কের হস্তে ঐ সকল রূপার তাল দিয়া, মূল্য আদায় করিয়া লইবেন!"

ডেনিয়েল ঐরূপ ভাবিতে লাগিল, জেরিমি হম্পেজ তাহার লৌহ-সিন্দুকে চাবী বন্ধ করিল। সেই সময় সোয়াগ চোবে কি মনে করিয়া হম্পেজকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই বদমাস্ কফিনের কথা কি তুমি আমাকে বলিবে বলিতেছিলে, তাহাকে লইয়া তুমি কি করিবে, তাহা কি স্থির করিয়া রাখিয়াছ?"

আতঙ্ক-সূচক কম্পিতস্বরে হম্পেজ বলিল, "তাহা স্থির করিয়াছি, তাহা আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি। খুনী আসামী ডেনিয়েল কফিন্ আমার বাড়ীতে আসিয়াছে, যদি কোন সূত্রে লরী শ্যাম্সন ইহা জানিতে পারিয়া, আমার বাড়ীতে তাহাকে ধরিতে আইসে, তাহা হইলে আমার উপর ত কোন জুলুম হইবে না? অপরাধীকে আমি আশ্রয় দিয়াছি, সে অপরাধে আমাকে ত বিপদে পড়িতে হইবে না? হাণ্ডবিল বাহির হইয়াছে,—দেয়ালে দেয়ালে প্লাকার্ড আঁটা হইয়াছে, হয় ত পুরাস্কর-ঘোষণাও হইয়া থাকিবে, এরূপ স্থলে আমি কিছুই জানি না, এমন কথা আমি কখনই বলিতে পারিব না; আসামীটা কি জন্য আমার বাড়ীতে আসিয়া লুকাইয়াছে, তাহারও কোন কারণ দেখাইতে পারিব না, তাহার পাপকার্য্যের একজন সহকারী, ইহা স্থির করিয়া পুলিস আমাকে ধরিতে পারে। না না,—তাহা কখনই আমি হইতে দিব না—কখনই না,—কখনই না।"

চোবে ব্লোক বলিল, "কখনই না। আর সময় নাই, প্রভাত হইবার বিলম্ব নাই, শীঘ্রই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; অবিলম্বে উহাকে ধরাইয়া দেওয়াই তোমার পক্ষে উচিত। এই মুহূর্ত্তেই আমি লরী শ্যাম্সনকে খবর দিব।"

ব্যগ্রতা জানাইয়া হম্পেজ বলিল, "যাও তবে—যাও তবে, আমি তোমাকে

পাঠাইয়াছি, এই কথাটি বিশেষ করিয়া বলিও। দেখিও, ভুলিও না; আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি, এই কথাটি বিশেষ করিয়া বলিতে যেন ভুল হয় না। ঐ কথাটি বলা ভারী দরকার।"

চোবে ব্লোক বলিল, "সে ভয় করি না, কদাচ আমি ভুলিব না। দুই ঘণ্টার মধ্যেই দলবল লইয়া শ্যাম্‌সন এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু—ভাল কথা, তোমার বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইবার ভয় নাই ত?—আছে কি?"

হম্পেজ জিজ্ঞাসা করিল, "কে খানাতল্লাস করিবে?"

চোবে বলিল, "লরী শ্যাম্‌সন।—সে যখন খুনী আসামী ধরিতে এখানে আসিতেছে, তখন বাড়ীখানার কোথায় কি আছে, তাহা জানিবার দরকারটা অবশ্যই তাহার মাথায় আসিবে।"

হম্পেজ বলিল, "যদি তল্লাস করিতে চায়, শ্যাম্‌সন যদি আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করে, সে যতই বুদ্ধি ধরুক, যত দিকে তাহার যতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকুক, সে আমার উপরের ঘরের গুপ্ত দরজাটা কিছুতেই নিরূপণ করিতে পারিবে না। না না, কিছুতেই পারিবে না;—অদ্ভুত কৌশলে সে দরজা গোপন করা আছে। উপরে তক্তা ঢাকা, তক্তাখানা দেয়ালের সঙ্গে সমান; দ্বার বলিয়া বুঝিতে পারে, কাহার সাধ্য? সেই দিকের বারান্দার দক্ষিণদিকে আর দুটি কামরা রহিয়াছে, সেই দুই কামরার দরজা সকলেরই চক্ষে পড়ে, তাহার মাঝখানে যে আর একটা ঘর লুকানো আছে, তাহা নির্ণয় করিবে কে? গুপ্ত-দ্বারে গুপ্ত স্প্রিং আছে, তাহা জানিবার কাহারও সাধ্য নাই। তাহা ছাড়া তুমি ঠিক জানিয়া রাখো, এ বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইবে না; তল্লাসী যদি হয়, তাহা হইলে আমাকে খুনী আসামীর বানিকার বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে; বিশেষতঃ তোমার মুখে শ্যাম্‌সম যখন শুনিবে, আমিই তোমাকে আসামী ধরিবার খবর দিতে পাঠাইয়াছি, তখন কদাচ সে আমাকে আসামীর সহকারী বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।"

চোবে ব্লোক বলিল, "বেশ—বেশ! ও সকল বিষয় আমার চেয়ে তুমি বেশী জানো। তুমি সন্তুষ্ট হইলেই আমি সন্তুষ্ট। আরও কি জানো, ডেনিয়েল কফিন্‌কে কখনই আমি ভাল চক্ষে দেখি না; এখন তো সে জব্দ হইয়া পড়িয়াছে; এখন আর সে আমাদের কোন কাজেই লাগিবে না; কোন জিনিসপত্র আমাদের কাছে আর আনিয়া দিবে না। লোকটা কেবল পরের গলায় ফাঁসী দেয়, সে এখন নিজের গলায় ফাঁসী পরুক, তাহা শুনিয়া আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। তত বড় দুরন্ত লোক যত শীঘ্র নিকাশ হইয়া যায়, ততই মঙ্গল।"

হম্পেজ বলিল, "আমারও ইচ্ছা তাই। এখন তুমি যাও, আর এখানে সময় নষ্ট করিও না; শীঘ্র শ্যাম্সনকে গিয়া খবর দাও। আমিই তোমাকে পাঠাইয়াছি, এ কথাটা বলিতে ভুলিও না।"

চোবে বলিল, "এখনই আমি সেইখানে যাইতেছি, সরাসর সেইখানে যাইব। রাত্রি এখন সাড়ে তিনটা; সাড়ে পাঁচটার মধ্যে শ্যাম্সন তাহার লোকজন লইয়া নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তুমি কি ততক্ষণ তাহার জন্য জাগিয়া থাকিবে?"

হম্পেজ বলিল, "অবশ্য—অবশ্য;—অবশ্যই আমি জাগিয়া বসিয়া থাকিব। ঘুমাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না;—ঘুমের একটুও আবেশ নাই। তুমি চলিয়া যাইবার পর, উদ্বেগে উদ্বেগে আমি শ্যাম্সন ও তাঁহার চাপরাসীগণের অপেক্ষায় ঠিক এইখানে বসিয়া থাকিব।"

"তবে আমি চলিলাম" বলিয়া চোবে ব্লোক নিঃশব্দ-পদ-বিক্ষেপে ঘরের বাহির হইল, বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়া আসিবার জন্য হম্পেজ সঙ্গে সঙ্গে গেল।

তাহাদের পদশব্দ যখন আর শুনা গেল না, ডেনিয়েল তখন হামাগুড়ি দিয়া দিয়া খাটের নীচ হইতে বাহির হইল। দর্পণের প্রতিবিম্বে ইতিপূর্ব্বে সে তাহার মুখখানা যত ভয়ঙ্কর দেখিয়াছিল, অত্যধিক ক্রোধে এখন সেই মুখখানা আরও ভয়ানক দেখাইতে লাগিল। পূর্ব্বে সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই ঠিক হইল, জেরিমি হম্পেজ বিশ্বাসঘাতক হইয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবার যোগাড় করিল। পাপাত্মা তখন সেই বৃদ্ধ লোকের রক্তে তাহার কঠোর হস্ত রঞ্জিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ!

ডেনিয়েল কফিন্ আপন মনে গুঞ্জন করিতে লাগিল, "দুই ঘণ্টার মধ্যে লরী শ্যাম্সন এই বাড়ীতে আসিবে, ততক্ষণে আমি অনেক দূর চলিয়া যাইব। দুই ঘণ্টা!—ওঃ!—যে কাজ আমি করিব, তাহাতে দশ মিনিটও লাগিবে না!—সেই পাজী লোকটা,—সেই ধূর্ত্ত চোবে ব্লোকটা স্বচ্ছন্দে পলাইয়া গেল, সে জন্য আমার বড় আক্ষেপ হইতেছে! যাক, আমার হাতে এখন যে কাজ, তাহাই যথেষ্ট!"

খাটের নীচে হইতে বাহির হইয়া ডেনিয়েল কফিন্ বিছানার একটা যবনিকার অন্তরালে লুকাইল। সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল, সঙ্গী লোকটাকে বাহির করিয়া দিয়া জেরিমি হম্পেজ তাহার নিজের শয়নঘরে আসিবে; ডেনিয়েল যে ঘরে লুকাইয়াছিল, সেই ঘরটাই হম্পেজের শয়ন-ঘর। এই ঘরে আসিয়া সে হয় ত

ঘুমাইবার জন্য শয়ন করিবে, না হয় তো স্নান করিবে। ব্যসন পলাইবার জন্য তত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া বন্ধুর সহিত মদ খাইয়াছে আর গল্প করিয়াছে, হাপোরের ধোঁয়ার কালী-ঝুলি মুখে লাগিয়াছে, স্নান করাই সম্ভব।

ডেনিয়েল যাহা ভাবিল, তাহাই হইল; হম্পেজ নিঃশব্দে নিজের শয়নঘরে ফিরিয়া আসিল। পাথরের পুতুলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া ডেনিয়েল কফিন্ সেই যবনিকার অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই জেরিমি হম্পেজ দ্বারের ভিতরদিকে চাবী বন্ধ করিল, অনন্তর জলের টবের নিকট গিয়া, গায়ের জামা খুলিয়া হাত-মুখ ধুইতে বসিল। যবনিকার অন্তরালে পকেট হইতে ছোরাখানা বাহির করিয়া ডেনিয়েল কফিন্ ঠিক তাহার দিকে তাগ করিয়া দাঁড়াইল। স্পঞ্জ লইয়া হম্পেজ যখন জলের টবের দিকে হেঁট হইল, ঠিক অবসর বুঝিয়া, দক্ষিণহস্তে ছোরাখানা ধরিয়া, পর্দ্দার অন্তরাল হইতে লম্ফ দিয়া, ডেনিয়েল কফিন্ সেই বৃদ্ধের গ্রীবাদেশে এক কোপ মারিল, একবারমাত্র গোঁ গোঁ করিয়া জেরিমি হম্পেজ সেইখানে ঘুরিয়া পড়িল, তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বহির্গত।

হম্পেজ মরিল। ডেনিয়েল তাহার পকেট অন্বেষণ করিয়া টাকা ও নোট যাহা কিছু পাইল, সমস্ত বাহির করিয়া লইল, সেই সঙ্গে একতাড়া চাবীও পাইল; লৌহ সিন্দুকের তালায় সেই চাবীগুলা পরীক্ষা করিতে করিতে একটি চাবী ঠিক লাগিয়া গেল, নরহন্তা জল্লাদ সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিল, তাহার ভিতর হইতে ব্যাঙ্কনোট ও নতন নূতন গিনী যত পাইল, সমস্ত বাহির করিয়া লইল; গণনা করিবার সময় হইল না, সবগুলা একসঙ্গে জড়াইয়া পকেটে লুকাইয়া রাখিল।

ডেনিয়েল যখন গৃহ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময় তাহার মনে হইল, ছোরাখানা হম্পেজের গলায় লাগিয়া রহিয়াছে, লোকে দেখিয়া তাহার ছোরা বলিয়া চিনিবে, ছোরা পাইয়া অন্বেষণে বাহির হইয়া, পথে যদি কেহ তাহাকে দেখিতে পায়, তখন ধরিয়া ফেলিবে, এই চিন্তা করিয়া, সে মৃতদেহের নিকটে ফিরিয়া গিয়া, তাহার গলা হইতে ছোরাখানা টানিয়া তুলিয়া লইল, একখানা তোয়ালেতে রক্ত মুছিয়া ফলাখানা মুড়িয়া রাখিয়া আপন পকেটের মধ্যে লুকাইল; অতঃপর দ্বারের চাবী খুলিয়া বাহির হইয়া বারান্দায় যাইতে যাইতে সম্মুখে সেই বৃদ্ধা চাকরাণীকে দেখিতে পাইল। মনিব সারারাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছেন, তাই চাকরাণী তাড়াতাড়ি তাঁহার জন্য কিছু খাবার সামগ্রী লইয়া আসিতেছিল, পথেই বাধা পাইল;

ডেনিয়েল কফিন্ আগে আগে হম্পেজের সহিত কারবার করিত, জিনিস-পত্র লইয়া প্রায় সর্ব্বদাই ঐ বাড়ীতে আসিত, চাকরাণী তাহাকে বেশ চিনিত; তথাপি সেই লোকটা তত রাত্রে চোরের মত টিপি টিপি পলাইতেছে দেখিয়া, সে অকস্মাৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে চমকিয়া দাঁড়াইল; ডেনিয়েল সে বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহার মনিব তাহাকে সে রাত্রে বাড়ীতে জায়গা দিয়াছিল, চাকরাণী তাহা জানিত না; সে তখন ঘুমাইতেছিল, এই সময় হঠাৎ তাহার সেইরূপ বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া সত্যই তাহার ভয় হইল, হঠাৎ ভয়ে অর্দ্ধ-উচ্চ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

চাকরাণীর চীৎকার-ধ্বনি বাতাসে মিশাইবার অগ্রেই রক্তপিপাসী জল্লাদটা ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িল, দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল, চীৎকার করিবার শক্তি বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর বারান্দায় চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকে হাঁটু দিয়া বসিল; খুব জোরে গলা টিপিয়া ধরিল; বুড়ীর গলায় স্পষ্ট স্পষ্ট মোটা মোটা আঙ্গুলের দাগ বসিল: দম্ বন্ধ হইয়া বুড়ীটা মরিয়া গেল!

দুই ঘণ্টার মধ্যে লরী থ্যাম্সন্ আসিবে, সেই ভয়টা ডেনিয়েলের মনে জাগিতেছিল, সেখানে আর বিলম্ব না করিয়া সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিতে লাগিল; উপরের গুপ্ত-গৃহে নূতন গালানো রূপার তাল আছে, সেইগুলা আত্মসাৎ করাই তাহার মতলব। চোবে ব্লোকের সহিত হম্পেজের কথোপ-কথনের সময় সে শুনিয়াছিল, দক্ষিণ-হস্তের দিকে দুই কামরার মধ্যস্থানে সেই গুপ্ত-গৃহ; অতএব স্থানটা নির্ণয় করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল না; ভাবনা হইল কেবল দ্বার খুলিবার উপায় কি?—অনেক দূর পর্য্যন্ত তক্তা মারা; যে স্থানে দ্বার, বাহিরে তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না; আন্দাজে আন্দাজে ডেনিয়েল কফিন্ হাত বুলাইয়া বুলাইয়া সন্ধি অন্বেষণ করিল, কিছুই পাইল না; পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল; অতি সাবধানে আবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিছুই ঠিক হইল না; আরও পাঁচ মিনিট;—ক্রমেই তাহার অধৈর্য্য বাড়িতে লাগিল; চোবে ব্লোক্ আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে থ্যাম্সন্‌কে খবর দিতে গিয়াছে, ক্রমেই সময় অগ্রসর হইতেছে, দ্বার খুলিবার কি উপায় হয়?—তাহার নিজের সঙ্গে শাবল ছিল, সেই শাবল দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কিছুই ফল হইল না; তক্তাখানা অত্যন্ত পুরু, শাবল তাহা ভেদ করিতে পারিল না; লোকটা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল; একবার মনে করিল, একখানা কুঠার পাইলে তক্তাখানা চেলা করিয়া ফেলে; কিন্তু সে রাত্রে পরের বাড়ীতে কুঠার খুঁজিবে কোথা?

কুঠার পাইবার উপায় নাই। তবে কি হয়?—একবার তাহার কানে আসিয়াছিল, গুপ্ত স্প্রিং;—কোথায় সেই স্প্রিং, হাত বুলাইয়া বুলাইয়া এইবার তাহা দেখিতে আরম্ভ করিল; তাহাতেও পাঁচ মিনিট গেল; স্প্রিং স্পর্শ করিতে পারিল না; অবশেষে কি একটা বস্তু তাহার হাতে ঠেকিল; সেই বস্তুটাই স্প্রিং। হস্ত-ঘর্ষণে পরীক্ষা করিতে করিতে স্প্রিংটা ঘুরিল, তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া গেল, আনন্দে চীৎকার শব্দ করিয়া বিক্রান্ত জল্লাদ সবেগে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পাপের প্রতিফল দেখ!—চৌকাঠ পার হইয়া দস্যুটা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সেই মোটা তক্তাখানা আপনি ঘুরিয়া আসিল, তৎক্ষণাৎ দরজাটা বন্ধ হইয়া গেল!

চতুরশীতিতম উল্লাস।

মৃতদেহ—গুপ্তগৃহ।

যে খুনী মামলায় ডেনিয়েল কফিন্ আসামী, যে অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা, সে মামলায় সে অপরাধটা নেল্ জিবসন্-নাম্নী একটি যুবতীকে খুন করা। কার্য্যের খাতিরে যে লোকটা বটলার নামে পরিচিত, সে লোকটাও একজন খুনী; কিন্তু জিবসন্কে খুন করিবার পর হইতে তাহার পাপবুদ্ধি দূর হইয়া গিয়াছে, সদ্বুদ্ধির উদয়ে তাহার মনে অনুতাপ আসিয়াছে; খুনের পর হইতে সে ব্যক্তি কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া, গৃহবাস ছাড়িয়া প্রায় অনাহারে বেকার কুকুরের ন্যায় দেশে দেশে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নিয়তই তাহার মনোমধ্যে জিবসনের প্রতিমূর্ত্তি জাগিতেছে; সর্ব্বক্ষণ সেই মূর্ত্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে; দিনমানে সেই মূর্ত্তি তাহার পাছু পাছু বেড়ায়, রাত্রিকালে সে যেখানে শয়ন করে, সেই মূর্ত্তি আসিয়া সেইখানে দাঁড়ায়। অবশেষে তাহার মনে এত দূর ঔদাস্য আসিল যে, প্রাণের উপর মায়া রহিল না, পুলিসে গিয়া পাপ স্বীকার করিয়া সে তখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সঙ্কল্প করিল।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে আমরা যে সময়ের কথা বলিয়াছি, সেই সময় সেই বটলার লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হয়, খুনের পূর্ব্বে মিসেস্ ইয়ং-নাম্নিকা

এক স্ত্রীলোকের বাটীতে সে ব্যক্তি সেই নেল্ জিবসনের সহিত এক সঙ্গে বাস করিত; উপায় চিন্তা করিতে করিতে এক্ষণে সে সেই মিসেস্ ইয়ঙের বাড়ীর উদ্দেশে চলিল; যে পাড়ায় ইয়ঙের বাড়ী, সেই পাড়ায় মাদার ফ্রাঙ্কলিন নামে এক বুড়ী থাকে, বট্‌লার সেই বুড়ীর সঙ্গে অগ্রে দেখা করিল; কি প্রকারে নেল্ জিবসনের প্রাণ গিয়াছে, সেই ঘটনায় তাহার নিজের মনে যেরূপ অনুতাপ আসিয়াছে, কি প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, বুড়ীর সঙ্গে দেখা করিয়াই তদ্‌বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তাহার কাছে প্রকাশ করিয়া বলিল। সে যখন বুড়ীকে ঐ সকল কথা বলে, গোপনে দাঁড়াইয়া বেঙ্কল তাহা উপকর্ণন করিয়াছিল; খুনের ভিতর যাহারা যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের নাম বেঙ্কল, পাঠকমহাশয় ইহা অবগত হইয়াছেন। সেই বেঙ্কল উহাদের গুহ্যকথা শুনিয়াছে, বট্‌লার তাহা জানিতে পারিয়া ভয়ে ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য মাদার ফ্রাঙ্কলিনকে সঙ্গে লইয়া সে তৎক্ষণাৎ মিসেস্ ইয়ঙের বাড়ীতে গেল, বুড়ীকেও যাহা বলিয়াছিল, ইয়ংকেও অবিকল সেই সকল কথা বলিল। মিসেস্ ইয়ং অবিলম্বে তাহাকে সঙ্গে লইয়া লং-একার পল্লীতে লরেন্স থ্যাম্‌সনের বাড়ীতে চলিয়া গেল, সেখানে গিয়া শুনিল, থ্যাম্‌সন তখন বাড়ীতে নাই, শীঘ্রই আসিবেন। এই কথা শুনিয়া মিসেস্ ইয়ং তখন থ্যাম্‌সনের চাকরাণীকে বলিল, "আমাকে দোয়াত, কলম, কাগজ দাও, চিঠি লিখিব।"—চাকরাণী তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইল। মিসেস্ ইয়ং সেই খুনের আমূল বৃত্তান্ত লিখিয়া, শেষে লিখিয়া দিল, "এই বট্‌লার এখন আমার বাড়ীতেই থাকিবে, যখন ইচ্ছা, তখনই তুমি সেইখানে গিয়া ইহাকে আনিতে পারিবে।"

চিঠি লেখা হইলে সেই চিঠিখানা দাসীর হস্তে রাখিয়া মিসেস্ ইয়ং তাহাকে বলিয়া দিল, "তোমার মনিব বাড়ীতে আসিবামাত্রই এইখানি তাঁহাকে দিও।"

ঐরূপ চিঠি লেখা হইলে বট্‌লার তাহাতে নিজের নাম দস্তখত করিয়াছিল, দস্তখত করিয়া মনে অনেকটা আরাম পাইয়াছিল; অনন্তর তথা হইতে মিসেস্ ইয়ঙের সঙ্গে সে থারমণ্ডী পল্লীতে ফিরিয়া আসিল; ঐ পল্লীতেই মিসেস্ ইয়ঙের নিবাস।

বট্‌লারের সহিত মিসেস্ ইয়ং আপন বাড়ীতে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধা ফ্রাঙ্কলিন্ তাহাকে অনেক কথা বলিল। প্রথম কথা—ডেনিয়েল আসিয়াছিল, গুপ্তভবের সন্ধান পাইয়াছিল, দাঙ্গা বাধাইয়াছিল।

দাঙ্গার কথা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। মিসেস্ ইয়ং ফিরিয়া আসিবার পর বট্‌লারকে উপলক্ষ করিয়া নূতন দাঙ্গা উপস্থিত হয়। ডেনিয়েল তাহার লোহা-বাঁধা প্রকাণ্ড জুতার আঘাতে বট্‌লারকে অজ্ঞান করিয়াছিল, পদাঘাতে বুড়ী ফ্রাঙ্কলিনকে গুরুতররূপে আহত করিয়াছিল; মিসেস্ ইয়ংএর একখানা হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তাহার বাড়ীতে যে সকল ভাড়াটিয়া বেশ্যা থাকে, প্রহারের চোটে ডেনিয়েল তাহাদের দুই জনের হাড় গুঁড়া করিয়া দিয়াছে, আর একটা গণিকা সাংঘাতিক আহত হইয়াছে। ডেনিয়েল এলোপাতাড়ি শীক চালাইয়াছিল, এলোপাতাড়ি লাথি চালাইয়াছিল, ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঘুষী চালাইয়াছিল; সম্মুখে যাহাকে পাইয়াছে, তাহাকেই প্রহার করিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

মিসেস্ ইয়ং ও বট্‌লার লং-একার হইতে ফিরিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পরে লরেন্স থ্রাম্‌সন আপন দল-বল সহ ইয়ংএর বাড়ীতে উপস্থিত হন। মিসেস্ ইয়ং যে চিঠিখানা রাখিয়া আসিয়াছিল, বট্‌লারের মুখে থ্রাম্‌সন সেই চিঠির বয়ানে সকল কথা শ্রবণ করিলেন। বট্‌লার যদিও গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, তথাপি কথাগুলা বলিতে তাহার বেশী কষ্ট হইল না। তাহার চিকিৎসার নিমিত্ত যে ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া গিয়াছেন, দুই এক দিন তাহাকে যেন স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া না হয়। একজন পুলিস-প্রহরী সেই বাড়ীতে পাহারা রহিল, বেঙ্কলকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অপরাপর প্রহরিগণের সহিত লরী থ্রাম্‌সন তখন জেকব্‌দ্বীপে গমন করিলেন। সেইখানে বেঙ্কল, মুসক্রম ফেকার ও ডরী নেকারকে গ্রেপ্তার করা হয়, পাঠকমহাশয়েরা ইহা অবগত হইয়াছেন। ডেনিয়েল কফিন্ [illegible] পলাইয়াছিল, সেখানে ধরা পড়ে নাই।

রজনী-প্রভাতে রবিবার;—সেই দিন প্রভাতে ফলী ব্রিজ নামক স্থানে বহু লোক জমা হয়; যে সকল লোক জলের ভিতর হইতে কাঁটাযুক্ত লোহার [illegible] দ্বারা মরামানুষ তোলে, পুলিস তাহাদিগকে সেইখানে লইয়া গিয়াছিল। [illegible] দ্বীপের চারিদিকে মজা মজা খাল, সেই খালের ঠাঁই ঠাঁই এক একটা সেতু;— সেই সকল সেতুর নাম ফলী ব্রিজ। পূর্ব্বেই পুলিস-তদন্তের জনরবটা সেই পল্লীতে প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল; পল্লীটাতে কেবল ছোট লোকের বাস; অর্দ্ধভগ্ন অর্দ্ধজীর্ণ ছোট ছোট বাড়ী, সেই সকল বাড়ীর ছাদে ও গবাক্ষে বহু লোক একত্র, সকলের চক্ষুই সেই সকল সেতুর দিকে ও জনতার দিকে বিনিক্ষিপ্ত। ঐরূপে যাহারা কৌতূহলী হইয়া জমা হইয়াছিল, তাহাদের মুখগুলা দারুণ দরিদ্রতা, বিষম মলিনতা

ও মাত্‌গামী প্রভৃতি নানাপ্রকার অত্যাচারে কলঙ্কিত; অশ্লীলতা, পাপাচার ও ভীষণতার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ছবি। যাহারা মৃতদেহ তুলিতে আসিয়াছিল, পণ্ডিতী দৃষ্টিতে তাহারা ঐ সকল বিকট মুখ দেখিল না, তাহারা তাহাদের নিজের নিজের কার্য্যেই মনঃসংযোগ করিল। প্রত্যেক সেতুর উপরেই দুই দুই জন লোক দাঁড়াইয়া খালের জলে লৌহ-শীক ডুবাইয়া দিতে লাগিল। প্রথমে কতকগুলা পচা পচা কুকুর ও বিড়ালের কঙ্কাল টানিয়া টানিয়া তুলিল; কত প্রকার পচা আবর্জ্জনা, জঞ্জাল ও কাদামাখা ঘৃণিত পদার্থ তুলিয়া ফেলিল। চারিদিকের বায়ু পচা গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যে খালটা ঐ জেকব্‌দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে, সে খালের জল নিরবচ্ছিন্ন পচা-কর্দ্দমে আবিল ও অত্যন্ত বিবর্ণ। জেকব্‌দ্বীপের চতুর্দ্দিকে যে সকল অভাগা লোক বাস করে, তাহারা সেই পঙ্কিল খালের জলে স্নান করে, রন্ধন করে, সেই ঘোলা জল পান করে, কলসী কলসী করিয়া ঘরে তুলিয়া রাখে। তাহাতে কি হয়? —নানা প্রকার কুৎসিত কুৎসিত রোগ, মহামারী, মড়ক ও অকালমৃত্যু নিত্য নিত্য সংঘটিত হইয়া থাকে। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে ঐ স্থানটা ঐ রকম ছিল, বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ঐ রকমেই আছে। গরীব লোকের ঐ অবস্থা। ঐ জল পান করিয়া, ঐরূপ দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সংক্রামক রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মরিয়া যায়। ধনবান্ বড়লোকেরা তাহাদের সহিত কেমন সহানু-ভূতি দেখান?—প্রশ্ন করাই নিষ্প্রয়োজন। গরীবের সহিত ধনী লোকের আবার সহানুভূতি কি? ধনপতি সুখী লোকেরা ভাল ভাল গাড়ী চড়িয়া মনের সুখে হাওয়া খাইয়া বেড়ান, সুকোমল গদীর উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করেন, স্বর্ণপাত্রে ও রজতপাত্রে উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বিবিধ ভোগ-বিলাসে নিত্যানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

এইবার অমরা আমাদের আখ্যায়িকার মূল সূত্র ধারণ করি। মৃতদেহ তুলি-বার জন্য লরেন্স শ্যামসন যে সকল লোককে জেকব্‌দ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন, বহু পরিশ্রম করিয়াও তাহারা উদ্দিষ্ট কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিল না; কেহ কেহ অনু-মান করিল, নদীমুখের কপাটের কলটা যখন খোলা হইয়াছিল, সেই সময় হয় ত এই খালের জলের সহিত সেই মৃতদেহটা টেম্‌স্‌ নদীতে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই সকল লোকের মধ্যে একজন বহুদর্শী বৃদ্ধ লোক ছিল; সে বলিল, "ভাসিয়া যায় নাই, এই খালে কাদা-পাঁক অগাধ, দেহটা হয় ত পাঁকের ভিতর ডুবিয়া রহি-য়াছে।" লোকেরা তখন সেই পরামর্শানুসারে পাঁকের ভিতর বড় বড় শীক চালা-ইতে আরম্ভ করিল, সেই নূতন প্রক্রিয়ায় তাহাদের পরিশ্রম সফল হইল, তাহারা

কাদামাখা একটা আধপচা নারীদেহ সেই সেতুর উপর টানিয়া তুলিল। ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য! দর্শকদলের মধ্যে যাহাদের হৃদয়ে মায়া-দয়ার লেশমাত্র নাই, যাহাদের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, সেই বীভৎস দৃশ্যদর্শনে তাহারাও কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ধৃত আসামী বেঙ্কল পূর্ব্বে যে বাড়ীতে বাস করিত, যে বাড়ীখানা এখন খালি পড়িয়া ছিল, মৃতদেহটা সেই বাড়ীতে প্রেরিত হইল। যথাসময়ে করোনারের তদন্ত হইবে। যাহারা পাঁকের ভিতর হইতে ঐ দেহটা তুলিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন ঐ বাড়ীতে পাহারা রহিল, পচা শবের দুর্গন্ধে গৃহমধ্যে তিষ্ঠিতে পারিবে না, সেই জন্য সেই লোক সকল গৃহে চাবী বন্ধ করিয়া বহির্ভাগে বসিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

ডেনিয়েল কফিন্‌কে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত লরেন্স শ্যাম্‌সন সেই দিন খুব ভোরে উঠিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বাহির হইবার সময় তিনি সংবাদ পাইলেন, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ খালের জল হইতে উত্তোলিত হইয়াছে; লোকেরা সেই দেহটা বেঙ্কলের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে। মিষ্টার শ্যাম্‌সন অগ্রে সেইখানে যাইবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় সেই চোবে ব্লোক তথায় উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল, "খুনী আসামী ডেনিয়েল কফিন্ পলায়ন করিয়া হোয়াইট চ্যাপেল ষ্ট্রীটের জেরিমি হম্পেজের বাড়ীতে লুকাইয়া রহিয়াছে।" চোবে ব্লোক সেই সময় শ্যাম্‌সনকে আরও জানাইয়া দিল, "বৃদ্ধ জেরিমি হম্পেজ ইচ্ছা পূর্ব্বক ডেনিয়েলকে আপন বাড়ীতে আশ্রয় দেয় নাই, ডেনিয়েলটা নিজেই জোর করিয়া সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে।"

এই সংবাদ পাইয়া লরেন্স শ্যাম্‌সন ছয় জন প্রহরীর সহিত সেই জঘন্য কদর্য্য হোয়াইট চ্যাপেলের রাস্তায় অবিলম্বে চলিয়া গেলেন। তথায় পৌছিয়া তিনি তাঁহার পদাতিকগণকে যোগ্য যোগ্য কার্য্যে যোগ্য যোগ্য স্থানে দাঁড় করাইলেন; —দুই জনকে রাস্তায় পাহারা রাখিলেন, দুই জনকে হম্পেজের কারখানা-বাড়ীর পশ্চাদ্দিকের একটা ঘরের গবাক্ষের নিকটে পাঠাইলেন, তাহারা কোন প্রকারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তল্লাস করুক, এইরূপ হুকুম দিলেন,—অবশিষ্ট দুই জন প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজে হম্পেজের আবাস-বাড়ীর সদর-দরজায় আঘাত করিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই উত্তর দিল না, কাহার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পুনর্ব্বার দ্বারে আঘাত না করিয়া, শ্যাম্‌সন তাঁহার একজন

প্রহরীকে একটি জানালা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে হুকুম দিলেন। অবিলম্বেই জানালা ভাঙ্গা হইল। গুলীভরা পিস্তল হস্তে লইয়া শ্যাম্‌সন সর্ব্বাগ্রে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই জন প্রহরী। সম্মুখে যে ঘরটি তিনি দেখিতে পাইলেন, সেটি ঐ কারখানার সুপ্রশস্ত ভাণ্ডারগৃহ; কোথাও কেহ লুকাইয়া আছে কি না, অগ্রে তাহা অন্বেষণ করা হইল, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া লরী শ্যাম্‌সন কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন; ঘরে রাত্রিকালে চাবী দেওয়া থাকে, চাবী ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার আদেশ দিলেন। চাবী ভাঙ্গা হইলে নীচের তলার ঘরগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। তাঁহারা প্রথম তালার উপরে উঠিলেন; সম্মুখের বারান্দার মধ্যস্থলে সেই বৃদ্ধা চাকরাণীর মৃতদেহ দৃষ্ট হইল; তাহার গলায় অঙ্গুলী-পেষণের চিহ্ন দেখিয়া এবং মুখের বিকৃতি অবলোকন করিয়া শ্যাম্‌সন বুঝিলেন, গলা টিপিয়া খুন করা হইয়াছে, বুড়ীটা দম্ আট্‌কাইয়া মরিয়াছে। জেরিমি হম্পেজের শয়নঘরে শ্যাম্‌সন তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন, লৌহ-সিন্দুকের ডালা খোলা দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, খুনের সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতীও হইয়াছে।

এখানেও দুইটা খুন, সঙ্গে সঙ্গে চুরী; ইহা দেখিয়া লরী শ্যাম্‌সনের বিশ্বাস হইল, সেই দুরন্ত আসামী সরকারী জল্লাদ ডেনিয়েল কফিনেরই এই কার্য্য, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ডেনিয়েল কফিন্ এই সকল কার্য্য করিয়া পলায়ন করিয়াছে, সম্ভবতঃ ইহাই তখন তিনি মনে করিলেন। ঐরূপ মনে হইলেও লরী শ্যাম্‌সন সেই বাড়ীর ও কারখানা-বাড়ীর সমস্ত গৃহ ও সমস্ত স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাস করিলেন, বাকী রহিল কেবল নিহত হম্পে-জের চোরামাল গলাইবার গুপ্ত-গৃহটি।

কোন সন্ধান পাওয়া গেল না দেখিয়া প্রহরিদ্বয়ের সহিত শ্যাম্‌সন সে বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিলেন, দেখিলেন, রাস্তার দিকে সদর-দরজায় খিল, হুড়কা ও শৃঙ্খল বদ্ধ। তাহা দেখিয়া শ্যাম্‌সন ভাবিলেন, আসামীটা তবে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায় নাই; পূর্ব্ব-তল্লাসে তিনি বুঝিয়াছিলেন, অন্য কোন দিক্ দিয়া পলাইবার পথ নাই; ইহা বুঝিয়াও তিনি পুনর্ব্বার সেই বাড়ীর সর্ব্ব-স্থান সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অন্বেষণ করিলেন, তাহাতেও তাঁহার সুতীক্ষ্ণ চক্ষু কিছু-মাত্র নিদর্শন দেখিতে পাইল না; সুতরাং বাড়ী হইতে তিনি বাহির হই-লেন। ডেনিয়েল কফিন্ পলায়ন করিতে পারে নাই, ইহাই কি সম্ভব?

শ্যাম্‌সন ভাবিলেন, তাহাই সম্ভব হইতে পারে; ইহা ভাবিয়াই তিনি পুনরায় অনুসন্ধানের সংকল্প করিলেন।

সঙ্গের দুই জন প্রহরীকে বাড়ীর ভিতর রাখিয়া, শ্যাম্‌সন একাকী বাহির হইয়া কারখানা-বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে গেলেন, পূর্ব্বে যে দিকের জানালা ভাঙ্গিয়া দুই জন প্রহরীকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, সেই দিকের সেই জানালার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; সেই স্থান হইতে কারখানা-বাড়ীর পশ্চাদ্দিক্‌টা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না; খানিকক্ষণ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তিনি বুঝিলেন, দ্বিতলের একটা গবাক্ষে তক্তামারা; সেই তক্তাখানা ইটের দেয়ালের সঙ্গে সমান; সেখানে গবাক্ষ আছে, বাহির হইতে সহজে কেহ তাহা অনুমান করিতেও পারে না; সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে শ্যাম্‌সন আরও দেখিলেন, সেই তক্তার উপরিভাগে দুইটা কালো কালো দাগ; কেবল দাগ নহে, ছিদ্র। শ্যাম্‌সন স্থির করিলেন, বাতাস যাইবার পথ। সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বুঝিলেন, ঐরূপে তক্তা দিয়া ঘরের একটা জানালা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

কোন্ জায়গায় ঐ বন্ধ গবাক্ষ, তাহার সমসূত্রে অন্য গবাক্ষের কিরূপ পত্তন, মনে মনে তাহা স্থির করিয়া লইয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি লরী শ্যাম্‌সন পুনর্ব্বার সেই যুগল নরনারীহত্যার ভীষণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

বাহির হইবার পূর্ব্বে লরী শ্যাম্‌সন যে দুই জন প্রহরীকে বাড়ীর ভিতর রাখিয়া গিয়াছিলেন, পুনঃপ্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে তিনি বলিলেন, "বাহির হইতে আমি একটা সঙ্কেতচিহ্ন দেখিয়া আসিয়াছি। এই বাড়ীর মধ্যে একটা চোরা কামরা আছে; পূর্ব্বের অনুসন্ধানের সময় সেটা আমার নজরে এড়াইয়া গিয়াছিল।" এই কথা বলিয়াই তিনি সেই প্রহরিদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া পুনরায় দ্বিতীয় তলে আরোহণ করিলেন; দুই দিকে দুই কামরা, মধ্যস্থলে সেই চোরা কামরা, তাহা স্থির করিয়া লইলেন। শ্যাম্‌সনের বিবেচনায় স্থিরীকৃত হইল, দুই ধারের দুই কামরার মধ্যভাগে যতটা স্থান ব্যবধান, সেই স্থানে অবশ্যই একটা ক্ষুদ্র কামরা থাকিতে পারে। তখনকার কর্ত্তব্য কি?—আবরণের তক্তাখানা পরীক্ষা করা। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইল, দ্বারের কোন চিহ্ন নাই।

লরেন্স শ্যাম্‌সন সহজে ঠকিবার লোক নহেন; সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে এতক্ষণের পর তিনি সূক্ষ্মতত্ত্ব-নিরূপণের প্রবেশপথে উপস্থিত হইলেন; একজন

প্রহরীকে হুকুম দিলেন, "রাস্তায় যাও, নিকটে যদি ছুতারের দোকান থাকে, একখানা কুঠার ও অন্যান্য অস্ত্র সহ একজন সূত্রধরকে ডাকিয়া আনো।"

প্রায় পনর মিনিট পরে সেই প্রহরী ফিরিয়া আসিল, তাহার সঙ্গে কাঠ-কাটা যন্ত্রাদির ঝুড়ী স্কন্ধে করিয়া একজন সূত্রধর। তক্তা কাটা আরম্ভ হইল, কতকটা কাটিতে কাটিতে প্রকাশ পাইল, সত্য সত্যই একটা দরজা। এমন আশ্চর্য্য কৌশলে সেই দ্বার স্থাপন করা হইয়াছে, এমন আশ্চর্য্য কৌশলে তাহা গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে যে, দ্বারের অস্তিত্ব নিরূপণ করে, কাহার সাধ্য! তক্তাখানা সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তাহার গাত্রে ঝাঁজ্‌রির মত অল্পায়ত গোটাকতক ছিদ্র হইল, সেই সময় সূত্রধরের কুঠারখানা কি একটা পদার্থে ঠেকিল; সেই পদার্থটাই স্প্রিং। যেইমাত্র স্প্রিংএ কুঠার ঠেকিল, তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া গেল।

দ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র সেই গুপ্ত গৃহের ভিতর হইতে ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের ন্যায় ভীম গর্জ্জনধ্বনি ও অশ্রাব্য গালাগালি শ্রুতিগোচর হইল। এত দিন ছিল গুপ্তগৃহ, এখন আর গুপ্তগৃহ নহে, সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইল। দিব্য ঠাণ্ডা স্বরে লরী শ্যাম্‌সন বলিয়া উঠিলেন, "এই ঘরেই ঐ আসামী!"

যে লোকটা ইত্যগ্রে ব্যাঘ্রবৎ গর্জ্জন করিয়াছিল, এক্ষণে ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া সেই লোকটা তাহার বৈরিগণকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। দুই হস্তে দুই পিস্তল। তাহার শাবলখানা দাঁতে কাম্‌ড়াইয়া ধরিয়া, পিস্তল তুলিয়া ডেনিয়েল কফিন্ সম্মুখদিকে অগ্রসর! বাস্তবিক সেই লোকটাই ডেনিয়েল কফিন্।

ডেনিয়েল কফিন্ প্রথমে লরী-শ্যাম্‌সনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল বাগাইল; শ্যাম্‌সনের ভাগ্যক্রমে পিস্তলের রঞ্জক-ঘরেই বারুদ জ্বলিয়া গেল, লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। ডেনিয়েল পুনর্ব্বার সূত্রধরকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় পিস্তল ছুড়িল, গুড়ুম্ করিয়া আওয়াজ হইল, গুলী কিন্তু সূত্রধরের অঙ্গে লাগিল না, গুপ্ত দ্বারের তক্তায় ঠেকিয়া প্রতিহত হইল। সেই সময় দুই জন প্রহরী ও সূত্রধর অগ্রসর হইয়া দুরন্ত আসামীটাকে ধরিয়া ফেলিল, কুঠার নামাইয়া সূত্রধর বলিল, "ফের যদি তুই আমাদের কাহাকেও মারিবার চেষ্টা করিস্, তাহা হইলে আমার এই কুঠারের দ্বারা আমি তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব!" তখনও পর্য্যন্ত সেই বিক্রান্ত অসুরটা ছড়াছড়ি করিতে ছাড়িল না। লরী শ্যাম্‌সন সেই সময় তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিজের পিস্তল ধরিলেন, ঠাণ্ডা কথায় বলিলেন, "খবরদার! চুপ করিয়া থাক্। শান্ত হইয়া ধরা দে! জোর করিয়াছিস্ কি মরিয়াছিস্!"

ক্রোধে ও বিদ্বেষে সেই নররাক্ষসের মুখখানা তখন যেরূপ বিকটাকার ধারণ করিল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তাহার পাপরসনা হইতে তৎকালে যে সকল অশ্রাব্য কটুবাক্যে গালাগালি নির্গত হইল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি কলুষিত করিতে আমাদের ইচ্ছা হইল না।

ডেনিয়েল দেখিল, এখন আর ধরা দিতে প্রতিবন্ধকতা করিবার চেষ্টা করা বিফল, ইহা বুঝিয়াই ভিতরে ভিতরে গর্জ্জন করিতে করিতে একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বো-ষ্ট্রীটের প্রহরীদের সঙ্গে বেড়ী-হাতকড়ী প্রস্তুত ছিল, শ্যাম্‌সনের হুকুম পাইয়াই তাহারা আসামীর হাতে হাতকড়া বাঁধিয়া কোমরে ও দুই পায়ে বেড়ী লাগাইয়া দিল।

অবিলম্বে একখানা ঠিকাগাড়ী আনয়ন করা হইল, ভয়ঙ্কর নরহন্তা ডেনিয়েল কফিন্‌কে সেই গাড়ীতে তুলিয়া প্রহরীরা তাহাকে একটা নিরাপদ্ স্থানে লইয়া গেল।

এইখানে সামান্যতঃ গুটিকতক কথা বলিয়াই আমরা এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব। গুপ্ত স্প্রিং স্পর্শ করিয়া ডেনিয়েল যখন মুক্তদ্বার-পথে গুপ্তগৃহে প্রবেশ করে, তৎক্ষণাৎ দ্বারের তক্তাখানা আপনা হইতে কলে ঘুরিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ডেনিয়েল সে সময় সে দিকে লক্ষ্যও রাখে নাই, কিছুই নয় ভাবিয়া গ্রাহ্যও করে নাই। সে তখন সেই হাপরের দিকেই চাহিয়া ছিল; হাপরের উপর লৌহ-কটাহে রূপার তালগুলা চক্‌চক্ করিতেছিল, সেই দিকেই তাহার সলোভ দৃষ্টি: নিজের রুমাল বিছাইয়া সেই রূপার তালগুলা বাঁধিয়া বস্ত্রমধ্যে যখন লুকাইয়া রাখিল, তখন জানিতে পারিল, অভাবনীয়রূপে গৃহমধ্যে কয়েদ। দ্বার খুলিবার জন্য টানাটানি করিল, দ্বার নড়িল না; শাবল দিয়া কাটিবার চেষ্টা করিল, বৃথা চেষ্টা;—শাবলখানা ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল;—যথাশক্তি ধস্তাধস্তি করিয়াও কোন ফল হইল না;—বহু শ্রমে দুর্ব্বল হইয়া রাক্ষসটা তখন বেদম হইয়া বসিয়া পড়িল। সে তখন ভাবিয়াছিল, সেই গুপ্ত-গৃহই তাহাকে লুকাইয়া রাখিবে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে সেই গৃহই তাহাকে রক্ষা করিবে; কিন্তু শেষকালে কি ফল হইল, পাঠকমহাশয়েরা তাহা জানিতে পারিলেন।

পঞ্চাশীতিতম উল্লাস।

পরিত্যক্ত নায়িকা।

বেলা প্রায় নবম ঘটিকা। উইণ্ডসর প্রাসাদের একটি কক্ষবাতায়নে কুমারী পেনিলোপ বসিয়া আছে। গবাক্ষের নীচে উচ্চভূমির উপরে ফুল-বাগান; প্রস্ফুটিত-পুষ্পের মধুর সৌরভে সুরভিময় বায়ু প্রবাহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে, পেনিলোপের গাত্রেও সেই সুবাসিত প্রভাতসমীর ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিতেছে।

বলা হইল, বেলা প্রায় ৯টা। এত বেলায় পেনিলোপ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছে; কাপড় ছাড়া হয় নাই, কেশবিন্যাস হয় নাই, মুখসজ্জার পারিপাট্য সমস্তই বাকী; কেবলমাত্র স্নান করিয়া শিথিলযত্নে গায়ে একখানা রেপার জড়াইয়া, পেনিলোপ ঐ গবাক্ষে বসিয়া ছিল; মুখখানি বিষণ্ণ।

বসিয়া বসিয়া পেনিলোপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় সহসা গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, মিসেস্ আরবথ্‌নট প্রবেশ করিল। দ্বার উদ্‌ঘাটনের ও অবরোধকরণের শব্দ শ্রবণগোচর হইবামাত্র পেনিলোপ সহসা একবার মুখ ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিল, তাহার মুখে চক্ষে সুস্পষ্ট ঘৃণা ও ক্রোধের পূর্ণ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া মিসেস আরবথ্‌নট কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পেনিলোপ! এ কি?—তোমার মুখ এমন মলিন কেন?—কি এমন ভাবনা ভাবিতেছ? সে দিন তুমি আমাকে যে বিষয়ের সঙ্কেত করিয়া-ছিলে, তাহাই কি এখন নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছ?"

মেয়ে।—(সরোষ-নয়নে ও তীব্র-কণ্ঠে) হাঁ, আমি গর্ভবতী।—আচ্ছা মা, বল দেখি, আমার ছেলে যখন ভূমিষ্ঠ হইবে, তখন তাহার নাম হইবে কি?

মা।—(পূর্ণ-দৃষ্টি বিকাশ করিয়া) পেনিলোপ! তুমি যেন ষোল সতের বৎসরের ছুক্‌রীর মত কথা কহিতেছ। মনে কর, তুমি যদি সামান্য একজন স্মিথকে কিংবা একজন জোন্সকে বিবাহ করিতে, তাহা হইলে তোমার পুত্রসন্তান জন্মিলে তাহার নাম হইত—মিষ্টার স্মিথ কিংবা মিষ্টার জোন্স; কন্যা হইলে তাহার নাম হইত, জেন স্মিথ কিংবা মেরী জোন্স; কিন্তু এখন তোমার পুত্রের জন্মদাতা পিতা যিনি, তিনি তোমার পুত্রকে লর্ড

এবং কন্যাকে লেডী করিতে পারেন; তাহা ছাড়া—এখানকার বড় বড় লোকের বংশের খাতায় অগণিত বড় বড় গৌরবান্বিত নাম আছে, তন্মধ্যে যে নাম তোমার পছন্দ হয়, পুত্রকন্যার সেই নাম তুমি রাখিতে পারিবে।

মেয়ে।—(তীব্র ও শ্লেষস্বরে) আচ্ছা, তোমার কথা যেন মানিয়া লইলাম; কিন্তু মনে কর, যদি আমি একজন সাদাসিদা ভদ্রলোককে কিংবা একজন সামান্য দোকানদারকে বিবাহ করিতাম, তাহা হইলে আমার ছেলে-মেয়েরা কি এক একটি গৌরবের নাম ধারণ করিত না? তাহারা কি জন্মদাতা পিতার পবিত্র স্নেহ প্রাপ্ত হইত না?

মা।—(অবজ্ঞাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া) ভাবিয়া দেখ পেনিলোপ, সত্য সত্য যদি তুমি একটি কচিখুকী থাকিতে, সেই সময় যদি কোন বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট লম্পট বিবাহ করিবার আশা দিয়া, তোমাকে ভুলাইয়া বিপথে লইয়া আসিত, তাহা হইলে তোমার ও কথাটা শোভা পাইত; বাস্তবিক এটা তোমার সে অবস্থা নয়, তোমার ছাব্বিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, এখন ইংলণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ তোমার প্রেমের নাগর; এখন—

মেয়ে।—(আরও তীব্রকণ্ঠে প্রতিধ্বনি করিয়া) প্রেমের নাগর?—তুমি কি না একজন নিমকহারাম ইন্দ্রিয়াসক্ত হৃদয়শূন্য লম্পটকে আমার প্রেমের নাগর বল?

মা।—(তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে কন্যার মুখের ভাব স্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিয়া) পেনিলোপ! তোমার মনে এখন কি ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। হইয়াছে কি?—কোন কিছু নূতন ঘটনা না কি? কোন অপ্রিয় ঘটনা হইয়াছে না কি?

মেয়ে।—(জননীকে একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া নিজে একখানা চেয়ারে বসিয়া) শোনো মা!—কল্য রাত্রে রাণীর সহিত কি একটা গুরুতর বিষয়-কার্য্যের পরামর্শ করিতে যুবরাজ ক্ষণকালের জন্য এই উইণ্ডসর প্রাসাদে আসিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি—

মা।—(অনবহিত স্বরে) হাঁ, জানি। বুঝিয়াছি, ব্যস্ততা প্রযুক্ত তোমার সহিত একবার দেখা না করিয়া, ক্ষণকাল দুই একটা কথাও না কহিয়া যুবরাজ লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য তোমার রাগ হইয়াছে!

মেয়ে।—(অচঞ্চল স্বরে) না মা, তোমার ভুল হইতেছে, তুমি জানো না। গত রাত্রে প্রিন্স আমার কাছে আসিয়াছিলেন, আধঘণ্টা আমাদের

কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল, কিন্তু সেই কথোপকথনের যে ফল হইয়াছে, তাহাই আমার মনোভঙ্গের কারণ;—সেই নিমিত্তই এই গৃহে প্রবেশ করিয়া তুমি আমাকে এতাদৃশ চিন্তাযুক্ত দেখিয়াছ। কি যে সেই কথোপকথনের ফল, তাহা কি তুমি আমার মুখে শুনিতে চাও?

মা।—কি কথা?—সে কথার ফল কি?—বল, শুনি।

মেয়ে।—গত রাত্রে তিনি যখন আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, তখন আমি বলিয়াছিলাম, এক মাস পূর্ব্বে তোমাকে আমি যে বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, এখন জানিতে পারিয়াছি, তাহা অভ্রান্ত সত্য।

মা।—সে কথা শুনিয়া কি বলিলেন?

মেয়ে।—(বিষাদে বিমর্ষ হইয়া) ওঃ!—আগাগোড়া সে সব কথা উত্থাপন করাই বিফল! কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, আমার প্রতি তিনি একান্ত বিরূপ! যখন আমি বলিলাম, আমি গর্ভবতী, উদাস-ভঙ্গীতে তাচ্ছিল্যভাবে তিনি তখন বলিলেন, 'সে সব তোমার মা জানে। যখন প্রসবকাল উপস্থিত হইবে, তখন তুমি রাণীর মহলের কার্য্যে কিছু দিন ছুটী লইয়া কোন এক নিভৃত প্রদেশে গিয়া বাস করিও, তাহার পর যাহা যাহা করিতে হইবে, তোমার মা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমার কাছে যদি তুমি কিছু টাকা চাও, তাহা বরং আমি দিতে পারিব।'

মা।—(বিষণ্ণবদনে) সত্য বলিতেছি পেনিলোপ, যুবরাজের ঐরূপ ব্যবহারে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। জানি আমি, সততা ও ভদ্রতা তিনি জানেন না; জানি আমি, তাঁহার হৃদয়ে দয়াধর্ম্মের লেশ নাই; কিন্তু তোমার প্রতি তিনি যে এতদূর পশুবৎ দুর্ব্যবহার করিবেন, তাহা আমি জানিতাম না।

মেয়ে।—(চক্ষুতে যেন অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া পুনর্ব্বার হিংসা-মিশ্রিত শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে) মা! তুমি আমাকে একটি পাজীলোকের হাতে বিক্রয় করিয়াছিলে! আমি যদি একজন সামান্য স্মিথ অথবা একজন সামান্য জোন্‌সের বিবাহিতা স্ত্রী হইতাম, তাহা হইলে কি এ দশা অপেক্ষা তাহা আমার পক্ষে অধিক গৌরবের হেতু হইত না?

মা।—(সান্ত্বনা-বচনে) পেনিলোপ! অত রাগিয়া রাগিয়া উঠিও না। ব্যাপারটা যতদূর মন্দ তুমি মনে করিতেছ, বাস্তবিক ততদূর মন্দ নয়। এখনও অনেক সময় আছে। তোমার গর্ভ যখন লোকের চক্ষে পড়িবার সময় হইবে, সে সময় আসিবার এখনও অনেক দেরী; তত দিনের মধ্যে

যুবরাজের মেজাজ বদ্‌লাইয়া যাইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? তিনি হয় ত ভিনিসিয়াকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন।

মেয়ে।—(ক্ষুণ্ণস্বরে) হাঁ, হয় ত ভুলিয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তখন তিনি আবার ভিনিসিয়ার মত আর একটি সুন্দরী বাছিয়া লইবেন, ভিনিসিয়ার তুল্য তত সুন্দরী না হউক, আমাকে ভুলিয়া যাইবার মত একটি মাঝামাঝি সুন্দরীও তিনি দেখিয়া লইবেন।

এ সময় কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, ঠিক তাহা অবধারণ করিতে না পারিয়া, মিসেস্ আরবথ্‌নট বলিয়া উঠিল, "বড়ই বিপত্তি, সত্যই বিপত্তি!"

ক্রোধে ও বিরাগে গর্ভধারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া পেনিলোপ বলিল, "বিপত্তি?—কেবল বিপত্তি বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিলে?—ইহা কি আমাদের প্রকৃত সর্ব্বনাশের হেতু নহে? আমি তোমাদের যুবরাজের উপনায়িকা হইয়াছি, এখানকার সকলেই সে কথা কানাকানি করিতেছে, ইহা কি তুমি ভাবিয়া দেখিতেছ না? রাজকুমার আমাকে পরমাদরে ভালবাসেন, লোকের মনে যত দিন সেই বিশ্বাস দাঁড়াইয়া থাকিবে, বৃদ্ধা মহিষী নিজেও তত দিন আমাদের গুপ্ত প্রণয়ের দিকে ভ্রূক্ষেপও রাখিবেন না, জানিয়াও জানিবেন না, দেখিয়াও দেখিবেন না; মহলের সখীরাও তত দিন আমাকে আদর করিবে, চুম্বন করিবে, মনে মনে হিংসা করিবে; কিন্তু যখন প্রকাশ হইবে, আমার প্রতি যুবরাজের আর অনুরাগ নাই, তখন বৃদ্ধা রাণীই সর্ব্বাগ্রে আমাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিবেন; তাঁহার সখীরাও মুখ বাঁকাইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিবে, আড়ে আড়ে হাসিবে, অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করিবে, ইহাও কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? হাঁ,—রাণী ঘৃণা করিবেন, সখীরা ঘৃণা করিবে, কেবল ইহাই পর্য্যাপ্ত নয়, পশ্চাতে আরও ভয়ঙ্কর মন্দ ফল! ছুটী লইয়া স্থানান্তরে যাইবার অগ্রে আমার গর্ভাবস্থা যদি প্রকাশ পায়, রাণী কি তাহা হইলে আমাকে ধাক্কা দিয়া মহল হইতে তাড়াইয়া দিবেন না? আমার তাদৃশ অপমানে তোমাকেও কি জড়াইয়া পড়িতে হইবে না? তখন আমাদের দশা কি হইবে? আমরা গরীব ছিলাম,—চরিত্রে কলঙ্ক ছিল না, যে কোনরূপে হউক কষ্টে সৃষ্টে দিন গুজরাণ করিতাম, এখন অঙ্গে কলঙ্ক মাখিয়া রাস্তায় বাহির হইলে কোথায় আমরা স্থান পাইব? আরও—লোকে যখন শুনিবে, মা হইয়া তুমি আমার ধর্ম্মনাশের যোগাড় করিয়া দিয়াছিলে, তখন কে আমাদের হাত ধরিয়া আশ্রয়

দিবে? আমরা তখন কোথায় গিয়া দাঁড়াইব? কে আমাদের বন্ধু হইবে? আমরা তখন কি করিব?"

পেনিলোপের শেষ কথাগুলি মিসেস্ আরবথ্নটের কর্ণে প্রবেশ করিল না, উপস্থিত বিপত্তিসময়ে কি উপায় অবলম্বন করিলে মানরক্ষা হইতে পারিবে, বুড়ী তখন সেই বিষয়ের হাজার প্রকার পন্থা মনে মনে কল্পনা করিতেছিল। পেনিলোপের কথাগুলি শেষ হইলে উভয়েই খানিকক্ষণ গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিল, একটিও কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পরে মৌনভঙ্গ করিয়া মিসেস্ আরবথ্নট বলিয়া উঠিল, "ঠিক হইয়াছে! ঠিক হইয়াছে! উপায় আমি পাইয়াছি! পন্থা আমি স্থির করিয়াছি! যুবরাজকে আমি সোজা করিতে পারিব! তোমার জন্য অবশ্য তাঁহাকে কিছু না কিছু উপায় করিতেই হইবে!"

পেনিলোপ বলিল, "কিছু না কিছু?—মা! যদবধি তুমি রাণীর মহলে পদস্থ থাকিবে, আমার অপমান ঢাকিবার জন্য যদবধি চেষ্টা পাইবে, তদবধি কিছু সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু তোমার মাথায় কি রকম উপায়ের উদ্ভাবন হইয়াছে?"

মিসেস্ আরবথ্নট উত্তর করিল, "সে ভার আমার উপর রহিল; এখন আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। আমি কেবল কথা কহিয়া ক্ষান্ত থাকি না, নিশ্চয়ই কথানুসারে কাজ করি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া, আসন হইতে উঠিয়া সে আবার বলিল, "চিন্তা ত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল হইয়া থাকো; আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, যাহা আমরা পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই, যুবরাজকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া, তদপেক্ষা অধিক উপকারের কার্য্য আমি সিদ্ধ করিতে পারিব।"

জননীর উৎসাহবাক্য-শ্রবণে পেনিলোপের নূতন কৌতূহল জন্মিল, লুপ্ত আশাও জাগিয়া উঠিল। তাহার জননী কিন্তু সংকল্পসিদ্ধিকল্পে আর কোন কথা না বলিয়া, সংক্ষেপে কেবল এইমাত্র বলিল, "তুমি প্রফুল্ল হইয়া থাকো, আমি এখন লণ্ডনে চলিলাম।"

কন্যাকে ঐরূপে সান্ত্বনা দান করিয়া মিসেস্ আরবথ্নট উৎসাহে উৎসাহে সে মহল হইতে বাহির হইয়া গেল।

ষড়শীতিতম উল্লাস

—○*○—

কাপ্তেনের বিবাহ।

ভিনিসিয়া-বিরহে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ অতিশয় কাতর হইয়াছেন; সর্ব্বক্ষণ তিনি ভিনিসিয়ার জন্য ভাবেন; কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না; কেহই তাঁহার মুখে হাসি দেখিতে পায় না; মনে মনে কি একটি যুক্তি স্থির করিয়া একরাত্রে তিনি সোহো স্কোয়ারের মিসেস্ গেন্‌কে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, মিসেস্ গেন্ মুখে ঘোমটা দিয়া আসিয়াছিল; যুবরাজ তাহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, সেই রাত্রে নূতন দেখা; মিসেস্ গেন্ মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলে পর ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিয়া প্রিন্স বলিলেন, "ঠিক! সে কাজটি তুমিই ঠিক পারিবে। যে কাজ তুমি কর, হঠাৎ তোমার মুখ দেখিয়া লোকে তোমাকে সে কাজের কাজী বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না; মুখের ভাব ও মনের ভাব গোপন করিবার ক্ষমতা তোমার বেশ আছে, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। ধূর্ত্ত উকীল, চতুর ব্যারিষ্টার, গম্ভীর পাদ্‌রী এবং চালাক চালাক গুরুমহাশয় প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মুখ দেখিলেই আমি ঠিক ঠিক চিনিয়া লইতে পারি; মুখ দেখিয়া স্ত্রীজাতির চরিত্র বুঝিয়া লইতেও আমার বিলম্ব হয় না; ক্ষণমধ্যে তোমাকে আমি বেশ চিনিয়া লইয়াছি; তুমি বোসো।"

মিসেস্ গেন্ এক ধারের একখানি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিল। যে অভিপ্রায়ে তাহাকে আনয়ন করা হইয়াছে, তদনুরূপ প্রসঙ্গে অল্পবিস্তর ভূমিকা করিয়া যুবরাজ বলিলেন, "মিসেস্ গেন্! আমার জন্য তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে। একটি সুন্দরী যুবতী কামিনী আমি চাই। কি রকম সুন্দরী আমি চাই, অগ্রে তাহা শুনিয়া লও। নিখুঁত নবীনা সুন্দরী, চরিত্রে যাহার কিছুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শে নাই, পূর্ণ-যৌবনা, লজ্জাশীলা, উন্নতাঙ্গী; আর দেখ, কোনও ব্যবসায়ী লোকের কিংবা কোন গরীব লোকের কন্যাকে আমি লইব না, তাহারা কেবল টাকা চায়—টাকা চায়, কেবল টাকাই চায়; সে রকম টাকার দাবী আমি ভালবাসি না; বড় দলের বড় ঘরের দিব্য একটি সুন্দরী যুবতী তুমি আমাকে যোগাড় করিয়া দাও; মনে রাখিও, সতী হয় যেন।"

মাথা হেঁট করিয়া, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মিসেস্ গেন্ বলিল, "তেমন সতী সুন্দরী পাওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু অন্বেষণ করিতে অনেকটা কষ্ট পাইতে হইবে, সে জন্য একটি বিশেষ চুক্তি আবশ্যক।"

তখনই দুই শত গিনীর নোট দাদন দিয়া, দাতা প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ পুনর্ব্বার উত্তমরূপে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সেই কুট্টিনীকে বিদায় করিয়া দিলেন।

মিসেস্ গেন্ সেই রাত্রে তাহার সমধর্ম্মিণী লেডী লেচ্মিয়ারের বাড়ীতে গেল, লেচ্মিয়ারকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। লেডী লেচ্মিয়ার গেনের কথা শুনিয়া চকিত-স্বরে বলিল, "আছে—আছে—একটা আমার জানা আছে; কিন্তু সে মেয়েটি অতি সুশীলা, অতি ধর্ম্মশীলা, সেটিকে কুপথে আনিতে আমার বড় কষ্ট হইবে, আচ্ছা—আচ্ছা, আর একটা আছে। কল্য সকালে তুমি এসো, পরামর্শ করা যাইবে।"

সেই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া মিসেস্ গেন্ সে রাত্রে বিদায় হইয়া আসিল।

এ দিকে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স মিসেস্ গেন্কে বিদায় করিয়া দিয়া নিজের খাস্কামরায় প্রবেশ করিয়া মদ্য পান করিতেছেন; মদিরা তাঁহার চিন্তা দূর করিতে পারিতেছে না; পুনঃ পুনঃ তিনি পান করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ চিন্তার বেগ বাড়িতেছে।

এমন সময় প্রধান পরিচারক জার্ম্মেন্ প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, "কাপ্তেন ট্যাস্ আসিয়াছেন।"

তুষ্ট হইয়া প্রিন্স বলিলেন, "শীঘ্র কাপ্তেনকে এইখানে লইয়া আইস।" —জার্ম্মেন্ চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কাপ্তেন ট্যাস্ প্রবেশ করিলেন। আসন হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া আহ্লাদে প্রিন্স বলিয়া উঠিলেন, "আরে এসো এসো কাপ্তেন এসো,—বোসো,—মদ খাও।"

এইবার কাপ্তেনের অঙ্গের দিকে যুবরাজের দৃষ্টি পতিত হইল। ইতিপূর্ব্বে মার্ক্ইস লেভিসনের বাড়ীতে যে প্রকার অপরূপ বেশ ধারণ করিয়া কাপ্তেন ট্যাস্ উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই সময় এখানেও সেইরূপ অপূর্ব্ব ভল্লুকের বেশ।

বেশ দর্শন করিয়া চিন্তামগ্ন বিমর্ষ যুবরাজ করতালি দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বোসো বোসো,—কাপ্তেন, মদ খাও।"

আমীরী ধরণে পা ছড়াইয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া, বৃহৎ একটা টম্বল গ্লাসে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া কাপ্তেন এক চুমুকে একপাত্র তীব্র

মদিরা নিঃশেষ করিলেন। তাহাতেও কিছু হইল না, উপর্য্যুপরি বড় বড় তিন গ্লাস।

নিজে এক পাত্রে চুমুক দিয়া প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে মাই ডিয়ার কাপ্তেন, নূতন খবর কি?—যে কার্য্যে তোমাকে আমি পাঠাইয়াছিলাম, সেটা কত দূর সিদ্ধ করিতে পারিয়াছ?"

কাপ্তেন।—সেই ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। বালকের নামটি আপনার মনে আছে তো?—বেওয়ারিশ জ্যাক্,—হাঁ, ডাক্তারের বাড়ীতেই বালকটি ছিল, আমাকে দেখিয়া ভারী খুসী হইল।

প্রিন্স।— আছে কেমন?

কাপ্তেন।—আরাম হইয়াছে। ক্ষতস্থানের আর কোন চিহ্ন নাই; উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে; তবে কি না, বাহিরে অধিক দূর চলিয়া যাইতে পারে না, অত্যন্ত দুর্ব্বল।

প্রিন্স।—তুমি তাহাকে কি কি কথা বলিলে?

কাপ্তেন।—(দম্ভে স্ফীত হইয়া) বলাবলি কি যুবরাজ, তাহাকে আমি চালান করিয়া দিয়াছি।

প্রিন্স।—(বিস্ময়ে গম্ভীরবদনে) বুঝিতে পারিলাম না। চালান কি?

কাপ্তেন।—(পুনরায় একপাত্র মদ্য পান করিয়া) জামেকাদ্বীপে একটা চাকরীর যোগাড় করিয়া তাহাকে আমি জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছি।

প্রিন্স।—(এক চুমুক সুরা পান করিয়া) যাইতে রাজী হইয়াছিল?

কাপ্তেন।—(আর এক পাত্র পান করিয়া) আমার কাছে কি নারাজ হইতে পারে?—কাপ্তেন রোলাণ্ড ট্যাস্—লোকটা কে?—ঠিক রাজী করিয়াছিলাম। বেওয়ারিশ জ্যাক্;—নূতন জায়গায় নামটা কিছু বেখাপ্পা লাগিবে, তাহা ভাবিয়া তাহাকে একটা নূতন নাম ধরিতে পরামর্শ দিয়াছি। কুড়ানো ছেলে,—কে তাহার কি নাম রাখিবে, সুতরাং ঐ নামেই পরিচয় দিবে। ডাক্তার তাহাকে খুব আদর-যত্নে রাখিয়াছিলেন, আপনি দফায় দফায় টাকা পাঠাইয়াছেন, আমিই হাতে করিয়া দিয়া আসিয়াছি, টাকার খাতিরেই বেশী খাতির, বেশী যত্ন, এই যাত্রায় ডাক্তারের বাড়ীতে আমি সাত দিন ছিলাম, বালককে বুঝাইয়া পড়াইয়া দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিয়াছি।

প্রিন্স।—(আনন্দে আর এক পাত্র সুরা পান করিয়া) তুমি যে তাহাকে যোগ্যস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছ, ইহাই সুসমাচার। খুব বুদ্ধির কাজ করিয়াছ। আমি তোমাকে যথোচিত পুরস্কার দিব। টাকা আমার হাতে এখন বেশী

নাই, তাহা তুমি জানো, বেশী টাকা দিতে পারিব না, বড় রকম একটা উপাধি দিব, উপযুক্ত পেন্সন ধার্য্য করিয়া দিব, বেশী বেতনের একটা চাকরী করিয়া দিব। আমি তোমাকে ব্যারোনেট্ উপাধিতে অলঙ্কৃত করিব।

কাপ্তেন।—(আহ্লাদে আর একটা পূর্ণপাত্র গ্রহণ করিয়া) আর কিছু?

প্রিন্স।—আর তুমি কি চাও?

কাপ্তেন।—(আর এক পাত্র কণ্ঠস্থ করিয়া) বলিতেছি—বলিতেছি;—বুদ্ধি ভিজাইয়া কথাগুলা আগে হজম করি, তাহার পর মনের কথা খুলিব।

প্রিন্স।—বেশ! কিন্তু যে কথাটা আমাদের হইতেছিল, সে প্রসঙ্গটা ঐ পর্য্যন্তই যথেষ্ট। এখন এসো, অন্য প্রসঙ্গ ধরা যাক্। তোমার একটি প্রিয়বন্ধু—সত্য একটি প্রাণের বন্ধু এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, তোমাকে আমাকে দুজনকেই ছাড়িয়া গিয়াছে।

কাপ্তেন।—কোন্‌টি?—স্যাকৃভিলি?

প্রিন্স।—হাঁ,—লর্ড স্যাকৃভিলি।

কাপ্তেন।—(এক পাত্র চুমুক দিয়া) জানি—জানি।—ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল। খুব শুধরাইয়া গিয়াছে। রাত্রে কোথাও বাহির হয় না, স্ত্রী ভিন্ন আর কিছুই জানে না, রাত্রি ৯টার মধ্যে দুজনে একসঙ্গে আহার করে, ১০টার মধ্যেই শয়ন করে।

প্রিন্স।—(এক পাত্র পান করিয়া চিন্তা করিতে করিতে) দেখ কাপ্তেন, ভিনিসিয়া আমাকে বড় কষ্ট দিয়া গিয়াছে! তাহাকে আমি বড় ভালবাসিয়াছিলাম!—আচ্ছা কাপ্তেন, ভিনিসিয়াকে তুমি আবার আমার কাছে আনিয়া দিতে পার?

কাপ্তেন।—(মদ্য পান করিয়া) না যুবরাজ, তাহা আর হইতে পারিবে না। ভিনিসিয়া আর আসিবে না। দেখিয়া শুনিয়া আপনি আর একটি পছন্দ করুন।

প্রিন্স।—(আর এক পাত্র পান করিয়া) ভিনিসিয়া আসিবে না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। এখান হইতে ক্যাণ্টারবারীতে গিয়া সে আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিল, রাজমহলে আর ফিরিয়া আসিবে না, দৃঢ়সংকল্পে তাহাই আমাকে জানাইয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া অবধি আমি চুপ করিয়া আছি। (এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া) হাঁ, কি তখন বলিতেছিলে?—উপাধি দিব, পেন্সন দিব, ভাল চাকরী দিব; যখন আমি ঐরূপ পুরস্কার দিতে চাহিলাম, তখন তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আর কিছু?—এখন বল দেখি, কি সেই আর কিছু?

কাপ্তেন।—(পূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া) আর কিছু?—আর কিছু?—একান্তই শুনিবেন?—আর কিছু!—হাঁ—আমি বিবাহ করিব।

প্রিন্স।—(হো হো রবে হাস্য করিয়া) বিবাহ?—তুমি?—তুমি বিবাহ করিবে?—আমি জানিতাম, বিবাহের নামে তুমি ভারী চটা!

কাপ্তেন।—সে দিন নাই যুবরাজ! সে মতলব ফিরিয়া গিয়াছে। সত্যই আমি বিবাহ করিব।—একটা ভাল মেয়ে কি আপনার সন্ধানে আছে?

প্রিন্স।—(হাস্য করিয়া) আমাকে ঘটকালী করিতে বল না কি?—আছে।—একজনের উচ্ছিষ্ট নায়িকা। উচ্ছিষ্ট বটে, কিন্তু দেখিতে বেশ। কেমন, রাজী আছ?

কাপ্তেন।—আমি কিন্তু ১৫।১৬ বৎসরের ছুক্‌রী লইব না; সবে পেটিকোট খুলিয়াছে, সবে শিক্ষানবিশী ছাড়িয়াছে, তেমন মেয়ে আমি চাই না। পাকা গৃহিণী চাই; অন্ততঃ ত্রিশ বৎসরের—

প্রিন্স।—(গম্ভীরবদনে) তবে দেখিতেছি, সত্যই তুমি আমাকে ঘটক বানাইতে চাও! আচ্ছা, বিবেচনা করিব। কল্য বেলা ৩টার সময় তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিও।

ঘটকালীর কথা হইয়া রহিল, প্রিন্সের সঙ্গে কাপ্তেন টাস্ ভোজন করিলেন, ভোজনান্তে বাসায় চলিয়া গেলেন।

পরদিন বেলা দুই প্রহর। যুবরাজ নিজের খাস-কামরায় একখানি সোফার উপর বসিয়া আছেন, সম্মুখের টেবিলে সুধাপাত্র ও ভোজনপাত্র সজ্জিত রহিয়াছে, যুবরাজ আপন মনে কি চিন্তা করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে পাত্রস্থ মদিরার আস্বাদন লইতেছেন, বিনা সংবাদে প্রবেশ করিল মিসেস্ আরবথ্‌নট।

প্রবেশ করিয়াই প্রবেশকারিণী দেখিল, যুবরাজের বদন গম্ভীর, বদন বিরক্তি-মাখা, বিরক্তির সঙ্গে ক্রোধের লক্ষণ। প্রবেশকারিণীকে দেখিবামাত্র কেমন এক প্রকার ঘৃণায় প্রিন্স অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন, মিসেস আরবথ্‌নট সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল, তাচ্ছিল্যভাবে একবার মস্তকটি ঈষৎ অবনত করিয়া, অঙ্গুলিসঙ্কেতে অদূরস্থ একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিলেন, মুখে অভ্যর্থনাসূচক কোন কথাই বলিলেন না।

বিবি আরবথ্‌নট বসিল। তাহার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, নরম গরম উভয় প্রকার শর সন্ধান করিবে, নরম কথায় না হইলে, শেষকালে গরম কথা ধরিবে; সেই সঙ্কল্পে প্রথমে বিনম্রস্বরে মৃদুবচনে বলিতে আরম্ভ করিল,

"যুবরাজ! হঠাৎ আমি আমাদের রাজ্যেশ্বরের প্রতিনিধির সম্মুখে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছি, দয়া করিয়া এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; যে জন্য আমি আসিয়াছি, তাহা অতি কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা!"

প্রিন্স।—কি তোমার বলিবার আছে, বল।

বিবি।—(মৃদুবচনে) আমার কন্যা পেনিলোপ গর্ভবতী, ভবিষ্যতে তাহার কি হইবে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বড় উদ্বিগ্ন।

প্রিন্স।—সে কথা আমি তোমার কন্যাকে বলিয়াছি। সময় যখন নিকটবর্ত্তী হইবে,—এখনও মাস কতক বিলম্ব আছে, সময় যখন আসিবে, তখন রাণীর নিকট কিছু দিনের ছুটী লইয়া কোন নির্জ্জনস্থানে চলিয়া যাইবে। তার পর যাহা করিতে হইবে, তুমি তাহার মা, তুমি সে বিষয়ে খুব পাকা আছ।

বিবি।—(কুটিল ভঙ্গীতে) আমার উপর এ রকম ব্যঙ্গবর্ষণ কেন যুবরাজ? তুমি কি মনে কর, অনূঢ়া যুবতীদের গর্ভাবস্থা গোপন করিবার চেষ্টা করা আমার অভ্যাস? এমন ধারণা যদি তোমার হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই সেটা ভুল।

প্রিন্স।—(পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গোক্তিতে) প্রথমে তোমার মেয়ের উপর আমার লোভ জন্মাইবার কৌশলে তুমি যেরূপ জাদুমন্ত্র আওড়াইয়াছিলে, তাহাতেই আমার বিশ্বাস হইয়াছে, ঐ প্রকার কার্য্যে তুমি অনভ্যস্ত নও।

বিবি।—(ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া) রাজকুমার! তুমি কি মনে কর, তোমার বশীভূতা হইবার অগ্রে আমার মেয়ে কি নিষ্কলঙ্ক সতী কুমারী ছিল না?

প্রিন্স।—(সতেজস্বরে) না, তেমন আমি মনে করি না। ফুসলাইয়া কুমন্ত্রণা দিয়া তুমিই তাহাকে আমার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়াছিলে। তুমি তাহাকে ফাঁদে ফেলিয়াছিলে, এখন তুমি তাহাকে ফাঁদ হইতে মুক্ত কর, গত রাত্রে তাহাকে আমি বলিয়াছি, কিছু টাকা যদি তাহার প্রয়োজন হয়, তাহা আমি দিব।

বিবি।—(অভ্যাসমত মোহনবাক্যসন্ধানে) আমি চরিতার্থ হইয়াছি! একটি মিষ্টকথাও না বলিয়া আমার মেয়েটিকে তুমি এককালে ছাড়িয়া দিয়াছ, ইহা কি আমার পক্ষে সামান্য শ্লাঘা?

প্রিন্স।—(গম্ভীর-স্বরে) তোমার মেয়ে কত উচ্চ আশা রাখে, তাহা আমি ঠিক জানি না; কিন্তু অনুমানে বুঝিতে পারি, সে কিছু পাকারকম

পুরস্কার চায়। কেন না, দয়া করিয়া সে আমার উপর অনুগ্রহ বৃষ্টি করিয়াছে! (শ্লেষ প্রকাশ করিয়া) বলি, শোনো মিসেস্ আরবথ্‌নট, যুবতী কামিনীরা মনে করে, আমার প্রণয় লাভ করিয়া তাহারা গৌরবিণী হইয়াছে, যাহারা আলিঙ্গন দিয়া আমাকে বাধ্য করিয়াছে, তাহাদের সকলের উপরেই যদি আমি পাকা পাকা পুরস্কার বর্ষণ করি, তাহা হইলে আমাকে বহু পুরস্কার বৃষ্টি করিতে হয়। তোমার মেয়ে হয় ত মনে করে, আমি তাহাকে লেডী উপাধি দিয়া বৎসরে হাজার গিনী পেন্সন বরাদ্দ করিয়া দিব। মিসেস্ আরবথ্‌নট, পরমেশ্বর তোমার ভাল করুন! আমার সমস্ত উপনায়িকাকে যদি আমি লেডী করিয়া দিই, অত লেডী সৃষ্টি করিবার আমার ক্ষমতা আছে, ইহা মনে করিয়া জগতের লোকে চমকাইয়া যাইবে!

মিসেস্ আরবথ্‌নট এই কথা শুনিয়া রোষকম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তবে তুমি আমার কন্যার জন্য কিছুই করিবে না, ইহাই তোমার প্রতিজ্ঞা?"

অধীরস্বরে প্রিন্স বলিলেন, "আর আমি কি করিতে পারি? আমি বুঝিয়াছি, কেবল টাকা আদায় করিবার জন্যই তোমার মেয়ে আমাকে ভালবাসা দেখাইবার কৌশল করিয়াছিল। তোমার উপরেও আমার ততদূর ভাল সংস্কার নাই। কাজে কাজেই তোমার মেয়েকে পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য।" এই বলিয়া তিনি বিদায়সূচক ঘণ্টারজ্জু আকর্ষণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

তখন নরম কথা ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাতে চাহিয়া মিসেস্ আরবথ্‌নট বলিল, "একটু থামো—একটু থামো, আমার সকল কথা এখনও বলা হয় নাই।"

মুখ ফিরাইয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স বলিয়া উঠিলেন, "যদি তুমি পুরুষ হইতে, তাহা হইলে এখনই আমি দরোয়ান ডাকিয়া তোমাকে তাড়াইয়া দিতে হুকুম দিতাম, কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক, তোমাকে আর কি বলিব, এখনই তুমি এ গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও!"

প্রত্যুত্তরে মিসেস্ আরবথ্‌নট বলিল, "আমি যদি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে তোমার পৃষ্ঠে ঘোড়ার চাবুক লাগাইয়া উচিতমত শিক্ষা দিতাম! প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স! আমি তোমাকে সতর্ক করিতেছি, জানিয়া রাখো, উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার তীক্ষ্ণ অস্ত্র আমার হাতে আছে!"

প্রিন্স সহসা ভয় পাইলেন; সত্যই হয় ত এই স্ত্রীলোকের হস্তে কোন

প্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র আছে, তাহা না হইলে এত দূর সাহস করিতে পারিত না; ইহা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি তোমার মনের কথা, তাহা কি প্রকাশ করিয়া বলিবে?"

প্রশান্ত-স্বরে মিসেস্ আরবথ্‌নট উত্তর করিল, "তুমি বোসো; এখনই আমি আমার মনের কথা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি।"

রাজকুমার নীরবে সোফার উপরে বসিলেন। পেনিলোপের জননী উগ্রস্বরে বলিতে লাগিল, "যাহা আমি বলিব, তাহা বড়ই কষ্টকর,—বড়ই ভয়ঙ্কর; কিন্তু কি করিব, তুমি আমাকে বলিতে বাধ্য করিলে। আমি আর আমার মেয়ে, আমরা দুজনে সামান্য পোকা নই যে, ইচ্ছা করিলেই তুমি আমাদিগকে পদতলে দলন করিয়া ফেলিবে! রাজপরিবারের এক জনের নামে এমন এক গুহ্য তত্ত্ব আমি জানি যে, তাহা প্রকাশ হইলে দেশের সমস্ত লোক—এমন কি, জগতের সমস্ত লোক আতঙ্কে ও বিস্ময়ে একেবারে চমকিয়া যাইবে!—শোনো প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স,—তোমার ভ্রাতা ডিউক অব কম্বার্লাণ্ডের সম্ভ্রম ও চরিত্র সম্বন্ধে যাহা আমি জানি, তাহার দলীল আমি—"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া প্রিন্স বলিয়া উঠিলেন, "দলীল?—কি রকম?—সে দলীলে কি কথা লেখা আছে?"

বিবি আরবথ্‌নট উত্তর করিল, "একখানা চিঠি। ডিউকের সর্দ্দার পরিচারক সেলিস খুন হইয়াছে, তাহা তুমি জানো, সেই সেলিসের হাতের লেখা চিঠিখানা আমি—"

প্রিন্স প্রতিধ্বনি করিলেন, "খুন?—কে বলে? --সেলিস্ আত্মহত্যা করিয়াছে; করোনারের তদন্তে তাহার প্রমাণ হইয়াছে। তুমি অন্যবিধ কি প্রমাণ পাইয়াছ?"

"শোনো তবে।"—সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়া বিবি আরবথ্‌নট বলিতে আরম্ভ করিল। সে ইতিপূর্ব্বে মিসেস্ ব্রেণ্ডানবেনের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, আদ্যোপান্ত তৎসমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিল। ব্যাপারটা শুনিয়া যুবরাজ অত্যন্ত ভয় পাইলেন; তিনি বুঝিলেন, সে ব্যাপারে কেবল ডিউক অব্ কম্বার্লাণ্ড একাকী লিপ্ত ছিলেন না, তাঁহাদের ভগ্নী রাজকুমারী আগষ্টাও সেই সঙ্গে বিজড়িত!

চঞ্চল-চরণে যুবরাজ সেখান হইতে উঠিলেন, চঞ্চল-গতিতে চঞ্চল-চিত্তে গৃহমধ্যে বারংবার পাদচারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে ভয়ঙ্কর কথা

তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহাতে তাঁহার চিত্তের গতি কিরূপ হইল, পাদচারণ করিতে করিতে বারংবার তিনি অস্পষ্ট উক্তিতে সেই ভয়ঙ্কর শোকাবহ ব্যাপার আলোড়ন করিতে লাগিলেন। ডিউক অব্‌ কম্বার্লাণ্ডের চরিত্রের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে মনে সন্দেহ উঠিত, সেলিসের মৃত্যু সম্বন্ধেও তাঁহার মনে কিছু কিছু সন্দেহ ছিল, কিন্তু রাজকুমারী আগষ্টা ততদূর গুরুতর পাপে সংলিপ্তা, যুবরাজের মনে এত দিন সেরূপ সংশয় স্থান পাইত না, এই দিন কে যেন জোর করিয়া সেই বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল। তাঁহার চিত্ত অতিশয় বিচলিত হইল।

যে চেয়ারে পেনিলোপের মা বসিয়া ছিল, ভাবিতে ভাবিতে সেই চেয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া যুবরাজ সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেলিসের লিখিত সেই পত্রখণ্ডটি তুমি আমাকে দেখাইতে পার?"

বিবি।—পারি।

প্রিন্স।—তবে কি আমাকে দেখাইবে?

বিবি।—দেখাইব।

প্রিন্স।—কি পুরস্কার চাও?

বিবি।—আমার বেশী লোভ নাই। পেনিলোপের লজ্জার কথাটা যাহাতে প্রকাশ না হয়, আর তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের একটা সুব্যবস্থা হয়, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।

প্রিন্স।—কিরূপ ব্যবস্থা?—আমি তাহাকে টাকা দিতে পারি; তাহা ছাড়া আর কিছুই না। সে একটা উপাধি চায়; তাহা আমি দিতে পারিব না। তবে —সে যদি একটা বিবাহ করে, সে কথা স্বতন্ত্র;—আমি বরং তাহার স্বামীকে—

বিবি।—বিবাহ হওয়া সহজ কথা। তাহার স্বামীকে যদি তুমি উপাধি দাও, —ধর—ব্যারোনেট,—তাহার স্বামী যদি ব্যারোনেট হয়, তাহা হইলে সেই উজ্জ্বল উপাধির অংশভাগিনী হইবে আমার পেনিলোপ,—তাহাই তাহার গৌরব; কিন্তু এখন ত তাহার গর্ভাবস্থা, বিবাহ হইবে কিরূপে?

প্রিন্স।—(কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া একটি নূতন বুদ্ধি খাটাইয়া) আচ্ছা ধর, —আমি যদি তোমার মেয়ের জন্য একটি বর যোগাড় করিয়া দিতে পারি, তোমার মেয়ে আমার উপনায়িকা ছিল, সেই বরকে যদি সে কথাটি আমি বলি, সাত মাস পরে তোমার মেয়ে একটি সন্তান প্রসব করিবে, বরকে যদি এ কথাও জানাই, বর যদি তাহাতে রাজী হয়, তোমার মেয়ে তাদৃশ বরকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিবে কি না?

বিবি।—কেন স্বীকার করিবে না?—অবশ্যই স্বীকার করিবে। বর যদি ব্যারোনেট হয়, তাহার যদি যথেষ্ট আয় থাকে, খুব বেশী জাঁকজমকে না হউক, সে যদি আমার মেয়েকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারে, তাহা হইলে আমার মেয়ে তাহাকে অবশ্যই পাণিদান করিবে। কিন্তু রাজকুমার, বরের চেহারাখানা যেন ভাল হয়; কদাকার বিশ্রী বরকে আমার মেয়ে কোন মতেই পতি বলিয়া স্বীকার করিবে না; বিশ্রী লোকের উপর তাহার মর্ম্মান্তিক ঘৃণা।

প্রিন্স।—সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকো। যে বরটি আমি স্থির করিব মনে করিতেছি, সেটি দিব্য সুশ্রী পুরুষ; অনেক সুন্দরী রমণী তাহাকে ভালবাসিতে চায়। এই তো গেল রূপের কথা,—তাহার পর ধর উপাধি;—আমি তাহাকে ব্যারোনেট করিয়া দিব, অঙ্গীকার করিয়া রাখিলাম, অবশ্য এ অঙ্গীকার আমি পালন করিব;—তার পর ধর টাকার কথা;—উপাধির সঙ্গে পেন্সন্ হইবে বৎসরে অন্ততঃ ৬।৭ শত গিনী। তদ্ব্যতীত আরও আমি অঙ্গীকার করিয়া রাখিতেছি, তাহাকে একটা বেশী বেতনের ও বেশী সম্ভ্রমের চাকরী করিয়া দিব, তাহাতেও অনেক টাকা আয় হইবে।

বিবি।—যে যে কথা শুনিলাম, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সন্তোষ জন্মিল। পেনিলোপকে আমি রাজী করিতে পারিব, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রিন্স।—তবে—সে চিঠিখানা লইয়া তুমি কবে আসিবে? দেরী করিও না; কল্য আসিতে পারিলেই ভাল হয়।

বিবি।—যে বরের কথা তুমি বলিতেছ, সে বরটিকে কি তুমি এইখানেই আনিয়া রাখিবে? পেনিলোপকে কি আমি সঙ্গে করিয়া আনিব? ভাবী স্বামীকে সে কি এইখানে দেখিতে পাইবে?

প্রিন্স।—হাঁ, পেনিলোপকে সঙ্গে করিয়া আনিও, তাহার বর এইখানেই থাকিবে। আগামী কল্য বেলা তিনটার সময় তোমরা আসিও।

বিবি।—কল্য বেলা ঠিক তিনটার সময় মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আমি আসিব।

বিবি আরবথ্‌নটের মনে মনে সংকল্প—মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা স্থির হইয়া না গেলে সেলিসের চিঠিখানা প্রিন্সের হস্তে দিবে না। সে সংকল্প তাহার মনে মনেই রহিল, কার্য্যসিদ্ধির আনন্দে, কন্যাকে শুভ সংবাদ দিবার অভিলাষে, প্রিন্সের নিকট বিদায় লইয়া সে তখন উইণ্ডসর্ প্রাসাদে চলিয়া গেল।

পূর্ব্বদিনের কথা ছিল, ঠিক কথামত দুইটা বাজিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন ট্যাস্ ক্যারল্টন হাউসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমাদর করিয়া বসাইয়া যুবরাজ

তাঁহাকে অগ্রে মদ খাইতে দিয়া মনের মত গল্প জুড়িয়া দিলেন। মদ খাইতে খাইতে কাপ্তেন ট্যাস্ নূতন প্রকার স্ফূর্ত্তিতে মজার মজার গল্প আরম্ভ করিলেন। সেই সকল গল্পের অবসরে প্রিন্স দুই পাত্র সুধা পান করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা তুলিলেন, "কি হে কাপ্তেন, গত কল্য তুমি যে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে, বাস্তবিক সেটা কি তোমার মনের কথা ?"

কাপ্তেন।—(বৃহৎ একপাত্র সুধা উদরস্থ করিয়া) মনের কথা না তো কি মুখের কথা ?—আছে না কি ?—আমার মনের মত পাত্রী আপনার হাতে আছে না কি ?

প্রিন্স।—(হাস্য করিয়া) তোমার জন্য আমাকে ঘটকালীগিরী শিখিতে হইয়াছে ! দিব্য একটি পাত্রী যোগাড় করিয়াছি। বলিয়াছিলাম উচ্ছিষ্ট, তুমিও রাজী হইয়াছিলে, উচ্ছিষ্টই পাওয়া গিয়াছে ; তাহার ভিতর আরও একটু রং আছে ;—পাত্রীটি তিন মাস গর্ভবতী। বয়সটিও ত্রিশের কাছাকাছি।

কাপ্তেন।—(মদ্য পান করিয়া হাসিতে হাসিতে) এখন আপনার সেই অঙ্গীকারটা—

প্রিন্স।—হাঁ, তোমার সেই পুরস্কারের কথা ?—তাহা আমি ভুলি নাই। উপাধি আর পেন্‌সন্। হাঁ, তোমাকে আমি ব্যারোনেট করিব ও অদ্যই হোম্ আপিস হইতে সনন্দ স্বাক্ষর করাইব ; কল্য বেলা তৃতীয় ঘটিকার পূর্ব্বে তুমি এখানে হাজির থাকিও ; সনন্দও পাইবে, পাত্রীটিও দেখিয়া লইবে, কথাবার্ত্তা স্থির করিবে, সব গোল মিটিয়া যাইবে। তোমার পছন্দ হইবে নিশ্চয়, শীঘ্র শীঘ্রই শুভকার্য্য যাহাতে সম্পন্ন হয়, সেই চেষ্টা আমি করিব ; কল্যই হয় তো দিনস্থির হইয়া যাইবে। আজ আর তুমি বাসায় যাইও না,—আজ রাত্রে আমার বৈঠকখানায় তোমার নিমন্ত্রণ ; তাহা হইলেই ঠিক হইবে ; পাত্রী দেখিবার সুবিধা হইবে। আজ আর কোথাও যাইও না। মন্ত্রিসভা হইতে এক ঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিব, তুমি এখানে বসিয়া বসিয়া মদ খাও।

এই কথা বলিয়া, এক পাত্র সুধা পান করিয়া, কাপ্তেনের সম্মুখে সুধাপাত্র সরাইয়া রাখিয়া, বসন পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক যুবরাজ মন্ত্রিসভায় গমন করিলেন ; কাপ্তেন একাকী বসিয়া মদ খাইতে লাগিলেন। চতুর্থ ঘটিকার সময় যুবরাজ ফিরিয়া আসিলেন। আমোদে আমোদে দিনমান কাটিল, রাত্রিকালে ভোজ হইল, প্রাসাদের একটি কক্ষে কাপ্তেন ট্যাস্ নির্ব্বিঘ্নে নিশাযাপন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। পূর্ব্বাহ্নের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া, কাপ্তেন ট্যাস্‌কে বর সাজাইয়া একটি কক্ষে বসাইয়া রাখিয়া, যুবরাজ খাস-কামরায় বার দিলেন।

বেলা ঠিক তৃতীয় ঘটিকার সময় আপন কন্যাকে সঙ্গে লইয়া মিসেস্ আরবথ্-নট প্রসন্নবদনে কারল্টন হাউসে উপস্থিত হইল। যে ঘরে যুবরাজ বসিয়াছিলেন, আর্দালী তাহাদের মাতা-পুত্রীকে সেই ঘরে লইয়া গেল। যুবরাজ আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে পরমসমাদরে তাহাদের উভয়ের অভ্যর্থনা করিলেন; যে সোফায় নিজে বসিয়া ছিলেন, তাহাদের উভয়কে যত্নপূর্ব্বক সেই সোফায় বসাইলেন। দিব্য শোভা হইল! বামহস্তের দিকে পেনিলোপ, দক্ষিণহস্তের দিকে তাহার মা, মধ্যস্থলে যুবরাজ! দিব্য সানন্দভাব ধারণপূর্ব্বক রসিকতা করিয়া যুবরাজ বলিলেন, "কি চমৎকার! আমাকে বিবাহের ঘটকালী করিতে হইবে, একদিন পূর্ব্বে ইহা আমি ভাবি নাই।"—পরিহাসের ভঙ্গীতে এই কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করিয়া পেনিলোপকে সম্বোধন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "আমার কথা শুনিয়া তুমি কি লজ্জা পাইতেছ পেনিলোপ? কিন্তু তোমার জন্য যে পাত্র মনোনীত করিয়াছি, তাহাকে দেখিলে তুমি সুখী হইবে।"

পেনি।—(নতবদনে) দেখ যুবরাজ, যে লজ্জাকর সম্বন্ধের কথা তুমি বলিতেছ, তাহা শুনিয়া আমার আরও যন্ত্রণা বাড়িল। আমার প্রতি তুমি যেরূপ আচরণ করিয়াছ, তাহাতে আমি যে আর কিছু পছন্দ করিয়া লইতে পারিব, সে পথ তুমি রাখ নাই।

প্রিন্স।—(কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া) পেনিলোপ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। পরশ্ব রজনীতে উইণ্ডসর প্রাসাদে তোমার প্রতি আমি কিঞ্চিৎ রূঢ় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, ইহা সত্য; কিন্তু সে সময়ে নানাকারণে আমার মনে অত্যন্ত অসুখ ছিল।

পেনির মা।—(কথা চাপা দিয়া) রাজকুমার! সত্য কি তবে তুমি আমার মেয়ের জন্য একটি বর পছন্দ করিয়াছ? এ সম্বন্ধে কল্য আমি যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা তোমার মনে ছিল তো? আমার পেনিলোপ যে রকম লোককে পতি বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করিবে, সে রকম বদ্‌চেহারার বদ্‌মেজাজী বর তো তুমি ঠিক কর নাই?

প্রিন্স। (সগৌরবে) ও কথা কি বলিতেছ, যাহাকে আমি ঠিক করিয়াছি, তাহাকে পতিত্বে বরণ করিলে তোমার মেয়ে আরও অধিক গৌরবিণী হইবে। পরমসুন্দর যুবাপুরুষ, চেহারায় বীরপুরুষের মত তেজস্বী। হাঁ, যে চিঠিখানা আনিবার কথা কল্য বলিয়া গিয়াছিলে, সেখানা কি আনিয়াছ?

বিবি আরবথ্।—(একখানি কাগজ বাহির করিয়া দেখাইয়া) আনিয়াছি।

প্রিন্স।—একবার কি ওখানা আমায় দেখিতে দিবে? হাত করিয়া আমি রাখিব না; যদবধি ভাবী পতির সহিত পেনিলোপের শুভদৃষ্টি না হয়, তদবধি ও চিঠি আমি দখল করিয়া লইব না; একবারমাত্র চক্ষু বুলাইয়াই তোমাকে ফিরাইয়া দিব।

বিবি আরবথ্।—(কুটিল দৃষ্টিতে প্রিন্সের মুখপানে চাহিয়া) আমাকে অনুমতি দাও;—আমি পড়ি, তুমি শোনো। মুখে মুখে কল্য আমি যাহা বলিয়া গিয়াছি, চিঠিতে সেই সকল কথাই লেখা আছে।

প্রিন্স।—আমাকে যদি অবিশ্বাস হয়, চিঠিখানা আমি পাইলে কল্যকার অঙ্গীকার যদি আমি পালন না করি, এমন যদি তুমি সন্দেহ কর, তেমন অগৌরবের কার্য্য আমি করিব না, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াও যদি তুমি সন্দেহ রাখো, তবে আচ্ছা,—পড়।

বিবি আরবথ্।—(প্রশান্তস্বরে) আমি ঐরূপ একটু পূর্ব্ব-সাবধান হইতেছি, ইহা তুমি আশ্চর্য্য ভাবিও না, আমার অপরাধও লইও না; এরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ একটু সাবধানতা আবশ্যক আছে।

বিবি আরবথ্‌নট চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল, একাগ্রমনে রাজকুমার শুনিতে লাগিলেন। যেখানে রাজকুমারী আগষ্টার অবৈধ প্রণয়ের অদ্ভুত পাপের কথা লেখা, সেই অংশ শ্রবণ করিয়া রাজকুমারের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া একটি কথাও তিনি বলিলেন না; পাঠ সমাপ্ত হইলে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া প্রগাঢ় চিন্তায় ক্ষণকাল নিমগ্ন হইয়া রহিলেন; অবশেষে মৌনভঙ্গ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "মিসেস্ আরবথ্‌নট! এই গুপ্ত-কথাটি তুমিও জানিতে পারিয়াছ, তোমার কন্যাও এখন জানিতে পারিল; আমার সহোদর ও সহোদরার ঐ পাপের কথা তোমাদের মুখে আর কোথাও প্রকাশ পাইবে না, এ বিশ্বাস আমি রাখিলাম। এখন তোমরা আমার কথা শোনো। তোমার সাক্ষাতে কল্য আমি যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিতে আমি প্রস্তুত।—(পেনিলোপের মুখপানে চাহিয়া অতঃপর তিনি বলিতে লাগিলেন) পেনিলোপ! আমি একটি ভদ্রলোককে তোমার কথা বলিয়াছি। তিনি তোমাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছেন; সেই ভদ্রলোকটি আমার পরম প্রিয়তম অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য দেখিলে কখনই তোমাকে লজ্জা পাইতে হইবে না। সামাজিক পরিচয়ে আমাদের সামরিক বিভাগে তিনি একজন পদস্থ লোক।"—এই বলিয়া পকেট হইতে তিনি একখানি শীলকরা দলীল বাহির করিয়া

দেখাইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তোমার সেই বর ব্যারোনেট উপাধি পাইবেন, এইখানি তাহার সনন্দ; এই উপাধির গৌরবরক্ষণ-যোগ্য বার্ষিক আট শত পর্য্যন্ত গিনী পেন্সন তিনি প্রাপ্ত হই-বেন। ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ, অবিলম্বেই সঙ্কল্পিত কার্য্য সিদ্ধ করা আমার ইচ্ছা। এই সময় আরও আমি বলিতেছি, তোমার সেই বরটি এখন এই প্রাসাদের মধ্যেই উপস্থিত আছেন, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশা করিতেছেন। এখন আমার কথা এই যে, কার্য্যটি সুসিদ্ধ হইয়া গেলে ভবিষ্যতে তোমরা যে আর আমার উপর নূতন কোন দাবী করিবে না, ভয়প্রদর্শক নূতন দলীল বাহির করিয়া, কোন প্রকার নূতন গুপ্তকথা প্রকাশের সূত্র ধরিয়া আমাকে ভয় দেখাইবে না, সে পক্ষে প্রতিভূ কি?"

প্রকৃতিসিদ্ধ মর্য্যাদার প্রশান্ত দৃষ্টিতে যুবরাজের বদন নিরীক্ষণ করিয়া পেনিলোপ বলিল, "রাজকুমার! আমার লজ্জা, অপমান ও দরিদ্রতার পীড়ন হইতে যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর, তদুপযুক্ত উপায় যদি করিয়া দাও, তাহা হইলে এ জীবনে আমি তোমার উপকার ভিন্ন কদাচ কোন প্রকার অপকার কল্পনাপথেও আনিব না। এই হইল আমার প্রতিজ্ঞা।"

বিবি আরবথ্‌নট বলিল, "পেনিলোপ যাহা বলিল, তাহার উপর আমার আর কিছু বলিবার নাই; কেবল এইটুকু বলিয়া রাখি, কোন কারণে যদি আমরা অকৃতজ্ঞ হই, তাহা হইলে তাহার প্রতিফল দিবার উপায় তোমার নিজের হাতেই রহিল। তোমার জননীর কর্ণে তুমি চুপি চুপি একটি কথা বলিয়া দিলেই রাজসংসার হইতে আমার চাকরী যাইবে, তৎক্ষণাৎ আমি বিতাড়িতা হইব; অন্য পক্ষে তোমার একটা কলমের আঁচড়ে গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ পেনিলোপের স্বামীর উপাধি ও পেন্সন কাড়িয়া লইবেন। কেমন, সেইরূপ হইলেই কি তোমার ইচ্ছামত প্রকৃত প্রতিভূ ঠিক হইবে না?"

প্রিন্স বলিলেন, "আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি বিশেষরূপে বিবেচনা করিব। মনে কর, ঐ চিঠিখানি আমার হস্তে দিতে তোমার ভরসা হইল না, আমার উপর তোমার যখন এতদূর সন্দেহ, তখন আমার পক্ষে ঐরূপ একটু পূর্ব্ব-সাবধানতা নিতান্তই প্রয়োজন। এখন আমার আর একটি কথা। ঐ সকল ভয়ঙ্কর কথা তুমি কাহার মুখে শুনিয়াছ, কোথা হইতে ঐ পত্রখানা তুমি সংগ্রহ করিয়াছ, সে কথা এখনও আমাকে বল নাই।"

মিসেস্‌ আরবথ্‌নট বলিল, "রাজমহিষীর শয়ন-কক্ষের সহচরী মিসেস্‌

ব্রেডালবেনের মুখে ঐ সকল কথা আমি শুনিয়াছি। তাঁহারই ডেস্ক হইতে এই চিঠিখানা আমি বাহির করিয়া আনিয়াছি।"

সন্তুষ্ট হইয়া প্রফুল্লবদনে যুবরাজ বলিলেন, "ওঃ! তাঁহাকে আমি বেশ জানি। তিনি অনেক দিন এই বাড়ীতে আছেন, তাঁহার দ্বারা কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।"—বিবি আরবথ্‌নটের বাক্যে এই মন্তব্য দিয়া, যুবরাজ আপন মনে স্বগতবাক্যে মৃদুগুঞ্জনে বলিলেন, "সেলিসের ঐ চিঠির টুক্‌রাখানা একবার হাতে পাইয়া পুড়াইয়া ফেলিলে আসল প্রমাণ উড়িয়া যাইবে, লোকের মুখের বাজে গল্পে কিছুই অপকার হইবে না।"—স্বগতবাক্যে এইরূপ গুঞ্জন করিয়া পুনরায় উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বেশ, তবে আর কিছু আমার বলিবার নাই; কেবল এইটুকু বলিতে চাই, পেনিলোপের স্বামীর হস্তে যখন আমি ব্যারোনেটপদের সনন্দ অর্পণ করিব, তৎক্ষণাৎ সেলিসের ঐ চিঠিখণ্ডটা তুমি আমার হস্তে সমর্পণ করিতে চাও।"

মিসেস্ আরবথ্‌নট বলিল, "আমিও উহাই মনে করিয়া রাখিয়াছি।"

সলজ্জবদনে মৃদুস্বরে পেনিলোপ বলিল, "আমার সে কথাটার কিছুই তো উল্লেখ হইল না!"

মিসেস্ আরবথ্‌নট বলিল, "পেনিলোপের কথার নিগূঢ় অর্থ আমি বুঝিয়াছি। আইবুড়ো মেয়ের গর্ভ, আইবুড়ো মেয়ে সাতমাস পরে ছেলের মা হইবে; রাজকুমার, সে কথাটা কি তুমি তোমার নির্ব্বাচিত বরপাত্রকে শুনাইয়া দিয়াছ?"

যুবরাজ বলিলেন, "সব কথা আমি বলিয়াছি, সব কথা আমি বলিয়াছি,—সব শুনাইয়া দিয়াছি;—সকল কথাতেই তিনি রাজী হইয়াছেন। এখন তো পূর্ব্বানুষ্ঠান সব ঠিকঠাক হইয়া গেল, বাকী কেবল তোমাদের বর দেখা। বোসো তোমরা, তাঁহাকে আমি আনি।"

এই বলিয়া যুবরাজ সোফা হইতে উঠিয়া সেই কক্ষের প্রান্তভাগের একটি দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন; পেনিলোপ ও তাহার মাতাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহ-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

যুবরাজ সেই দরজা উদ্‌ঘাটন করিয়া ইঙ্গিতে গৃহমধ্যস্থ বরপাত্রকে আহ্বান করিলেন, বরবেশে সজ্জিত একটি যুবা পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্ত্রীলোক দুটির নিকটে আসিয়া যুবরাজ প্রফুল্লবদনে বলিলেন, "এই দেখ পেনিলোপ,—স্যার রোনাণ্ড টাস্,—এইটি তোমার বর।"

সহাস্য-বদনে অথচ গম্ভীরভাবে পেনিলোপের সম্মুখে গিয়া স্যার রোলাণ্ড ট্যাস্ পুনঃ পুনঃ সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। যেরূপ ভঙ্গীতে, যেরূপ ভাবে বরবেশধারী কাপ্তেন ট্যাস্ চলিয়া আসিলেন, নারীসুলভ লজ্জার উদয় না হইলে কুমারী পেনিলোপ তদ্দর্শনে নিশ্চয়ই হাসিয়া ফেলিত; লজ্জার খাতিরে ও মর্য্যাদার খাতিরে সাবধান হইয়া হাস্য সংবরণ করিল; কিন্তু কাপ্তেনের চেহারা দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে কুমারীর ইচ্ছা বলবতী হইল।

পেনিলোপকে সম্বোধন করিয়া রাজকুমার বলিলেন, "এস পেনিলোপ, তোমার স্বামীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লও; ইনি আমার পরম আত্মীয়—বন্ধু; তোমাকে বিবাহ করিতে ইনি একান্ত অভিলাষী; আগামী কল্যই শুভবিবাহ হইয়া যায়, ইহাই আমার ইচ্ছা; তোমার যদি ইচ্ছা হয়, এই বরটি যদি তোমার পছন্দ হইয়া থাকে, তবে কল্যই ইহাঁর সহিত তুমি গীর্জ্জা-মন্দিরে গিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ইহাঁকে পাণিদান করিতে পার।"

কুমারীকে পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া কাপ্তেন ট্যাস্ বলিলেন, "সুন্দরি! আমি তোমার পাণিগ্রহণে সম্মানিত হইতে একান্ত অভিলাষী, আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে যদি তুমি অভিলাষিণী হও, তবে আমার প্রিয়বন্ধু যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তদনুসারে কার্য্য কর।"

প্রস্তাবে সম্মতি-প্রকাশের নিদর্শনস্বরূপ কুমারী পেনিলোপ তৎক্ষণাৎ ঐ সুসজ্জিত বরের সম্মুখে একখানি হাত বাড়াইয়া দিল, বর সেই হাতখানি সাদরে গ্রহণ করিয়া ওষ্ঠের নিকটে লইয়া গিয়া প্রেমাদরে চুম্বন করিলেন।

এই সময় কাপ্তেনকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রিয়সম্ভাষণে যুবরাজ বলিলেন, "প্রিয়মিত্র স্যার রোলাণ্ড ট্যাস্, রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতায় আমি তোমাকে মর্য্যাদাসূচক ব্যারোনেট্ উপাধি অর্পণ করিলাম, এই তাহার সনন্দপত্র গ্রহণ কর।"—এই বলিয়া তিনি কাপ্তেন ট্যাসের হস্তে সগৌরবে ব্যারোনেট্ পদের সনন্দখানি দান করিলেন।

ঠিক সেই অবসরে মিসেস্ আরবথ্‌নট সেই সেলিসের লিখিত অর্দ্ধ-সমাপ্ত পত্রখানি যুবরাজের হস্তে সমর্পণ করিল, যুবরাজ তৎক্ষণাৎ সেইখানি অতি সন্তর্পণে আপন পকেটে রাখিয়া দিলেন।

এই শুভ সংযোগের পূর্ব্বানুষ্ঠান সম্বন্ধে এ স্থানে আমরা আর অধিক আড়ম্বর করিতে ইচ্ছা করি না, সংক্ষেপে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, যুবরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কুমারী পেনিলোপ আপন জননীর সহিত কারল্‌টন প্রাসাদ হইতে বাহির হইল, স্যার রোলাণ্ড ট্যাস্ তাহাদের

সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; তিনজনে একসঙ্গে ব্রাটন ষ্ট্রীটে মিস্ বাথরষ্টের বাটীতে উপনীত হইলেন। শুভ-সম্মিলনের স্থূল তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, মিস্ বাথরষ্ট পরমোল্লাসে তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, পরদিন প্রাতে বৈবাহিক মঙ্গলাচরণে হাজিরা ভোজের নিমন্ত্রণ হইয়া রহিল; এক সঙ্গে ভোজন করিবার আমন্ত্রণে রোলাণ্ড ট্যাস্ তখন সেই বাড়ীতেই রহিলেন। যতদূর ভদ্রতা দেখাইতে হয়, স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে স্যার রোলাণ্ড ট্যাস্ ততদূর ভদ্রতা ও অমায়িকতা দেখাইলেন, একসঙ্গে ভোজন করিলেন। সকল দিকেই ভাল, লেডীরা কেবল তাঁহার ব্যবহারে এইমাত্র বিশেষত্ব দেখিলেন যে, বড় বড় গ্লাসে ঢালিয়া ঢালিয়া তিনি ক্রমান্বয়ে খু. অধিক মাত্রায় সুরাপান করিলেন। রাত্রি দশটার সময় স্যার রোলাণ্ড বিদায় লইলেন; চলিয়া যাইবার সময় তিনি এমন সোজা হইয়া সুস্থিরে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, বিন্দুমাত্র মদ খাইয়াছেন, নূতন লোকে দেখিলে কিছুতেই সেরূপ মনে করিতে পারিত না। বাস্তবিক যে বোতল হইতে তিনি মদ ঢালিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দে সেই বোতলকে বোতল উজাড় করিতে পারিতেন, তাহাতেও তাঁহার নেশা হইত না, তাহাতেও তাঁহার পা টলিত না।

পরদিন প্রাতঃকালে নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মমন্দিরে সুন্দরী পেনিলোপের সহিত স্যার রোলাণ্ড ট্যাসের বিবাহ হইয়া গেল, পেনিলোপ তদবধি লেডী ট্যাস্ উপাধিতে পরিচিতা হইলেন। বিবাহানুষ্ঠানের পর নবদম্পতী চতুরশ্বযোজিত একখানি ডাকগাড়ী আরোহণে বাথ্ নগরে হনিমুন-যাত্রা করিলেন। কাপ্তেন ট্যাসের বিশ্বস্ত অনুচর রবিন্ স্বীয় প্রভুর বিবাহ উপলক্ষে নূতন রকম উ পরিধান করিয়া হনিমুনযাত্রী প্রভুদম্পতীর ডাকগাড়ীর পশ্চাতে উঠিয়া বাথ্নগরে চলিয়া গেল। মিসেস্ আরবথ্নট উইণ্ডসর প্রাসাদে ফিরিয়া গেল, পেনিলোপের বিবাহ হইয়াছে, রাজমন্ত্রিণীকে এই শুভ সমাচার জ্ঞাপন করিল।

সপ্তাশীতিতম উল্লাস।

ভাই-ভগ্নী।

আইলিংটনের একখানি দিব্য সুন্দর ক্ষুদ্র বাটীর নিম্নতলস্থ একটি কক্ষে থিয়োডোর ভেরিয়ান ও তাহার ভগিনী এরিয়াড্নী ভেরিয়ান বসিয়া আছে। বেলা

দুই প্রহর; প্রভাকর গগনের মধ্যস্থল হইতে প্রখর কর বর্ষণ করিতেছেন; বাটীর পশ্চাদ্ভাগের উঠানের কুসুমকুল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে শোভিত হইয়া বিকশিত রহিয়াছে। যে ঘরে ভাই-ভগ্নী বসিয়া আছে, সেই ঘরের গবাক্ষের খড়খড়ি প্রায় বন্ধ, যবনিকার তিন দিক্ ফেলা, একদিক্ উন্মুক্ত, সেই ছিদ্রপথ দিয়া সূর্য্যের স্বর্ণবর্ণ কিরণ গৃহমধ্যে অল্প অল্প প্রবেশ করিতেছে, ঘরের জিনিসপত্র-গুলি স্বর্ণবর্ণ দেখাইতেছে।

কুমারী এরিয়াড্নী একখানি চেয়ারে বসিয়া সূচিকার্য্য করিতেছে। তাহার পরিধান শুভ্রবাস; ক্ষীণাঙ্গী কুমারীর ঈষৎ দীর্ঘ দেহ সেই শুভ্রবসনে যেন বিদ্যাধরীর অবয়বের ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছে; তাহার ভ্রাতা একটু দূরে স্বতন্ত্র একখানি আসনে বসিয়া আছে; বদন ম্লান, যেন কোনরূপ চিন্তায় নিমগ্ন।

ভ্রাতাকে অদ্য বিশেষ দুঃখিত দেখিয়া কুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয়তম থিয়োডোর, তোমাকে আজ এমন অসুখী দেখিতেছি কি জন্য?"

থিয়োডোর উত্তর করিল, "প্রিয় ভগ্নি, কেন আমি অসুখী, তাহা হয় তো তুমি বুঝিতে পারিতেছ। যদিও স্যার ডগ্লাস্ হন্টিংডন্ আমাদের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন, আমার হৃদয় যদিও তাঁহার কাছে নিত্য কৃতজ্ঞ, তথাপি পরাধীন জীবনকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি।"

স্যার ডগ্লাসের নাম শুনিয়া কুমারীর বদনে সহসা লজ্জারেখা অঙ্কিত হইল, মুখখানি ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সাশ্রু-নয়নে ভ্রাতার মুখপানে চাহিয়া, কুমারী কাতরবচনে মৃদুস্বরে বলিল, "থিয়োডোর, তোমার মুখে এখনও ও কথাটি ভাল শুনায় না। সেই এমার্শনের ফাঁসী হইবার পর অবধি তুমি কত জায়গায় কত লোকের কাছে চাকরীর চেষ্টায় উমেদারী করিয়া বেড়াইতেছ, কোথাও তো চাকরী মিলিতেছে না; এ অবস্থায় স্যার ডগ্লাস্ হন্টিংডন দয়া করিয়া আমাদের সমস্ত খরচপত্র যোগাইতেছেন, তুমি তাদৃশ উপকারী দয়া[illegible] বন্ধু পাইয়াছ, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

থিয়োডোর বলিল, "ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ দিই, স্যার ডগ্লাসকেও আমি ধন্যবাদ দিই, কিন্তু তুমি মনে করিয়া দেখ, স্যার ডগ্লাস্ আমাদিগকে খাইতে দেন, তাহাই আমরা খাই, তিনি আমাদিগকে বস্ত্র দেন, তাহাই আমরা পরি, তিনি আমাদিগকে বাড়ী দিয়াছেন, সেইখানেই আমরা থাকি, কত দিন এ রকম চলিবে, ইহাতে কি আমার লজ্জাবোধ হয় না?"

কুমারী বলিল, "সব আমি বুঝিতে পারি, লজ্জার বিষয় বটে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু শীঘ্র যখন কোন উপায় ঘটিয়া উঠিতেছে না, তখন

কাজে কাজেই সহ্য করিয়া থাকিতে হয়। বার বার তোমাকে আমি যে কথা বলিতেছি, যে কার্য্য করিলে কিছু কিছু আমি উপার্জ্জন করিতে পারি, তুমি তাহাতে অনুমতি দিতেছ না, এখনও অনুমতি দাও, তাহাই আমি করিব।"

থিয়োডোর বলিল, "কি কার্য্য?—জামা-কাপড় সেলাই করিয়া দোকানে দোকানে দিয়া আসিবে?—না—না—না, তাহা কখনই হইবে না। সে রকম কাজ যদি তুমি কর, তাহা হইলে তোমার শরীর কাহিল হইয়া যাইবে, বর্ণ মলিন হইবে, চক্ষের দীপ্তি হারাইবে, বিশেষতঃ তাহাতে আমাদের দিন-গুজরাণ হইবে না, অথচ তোমার দেহ নষ্ট হইবে; না না, তোমাকে সে কার্য্য করিতে কখনই আমি অনুমতি দিব না। সে দিন স্যার ডগ্‌লাস যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে আমি একটা চাকরীর কথা বলিয়াছিলাম, তিনিও স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচিত একজন সদাগরকে আমার জন্য সুপারিশ করিবেন; কিন্তু সেই অবধি তিনি আর এ বাড়ীতে আইসেন নাই; আমার বোধ হয়, কথাটা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।"

ঠিক এই মুহূর্ত্তে সদর-দরজায় দুইবার করাঘাত। আঘাতের সঙ্কেতে সত্যানিরূপণ করিয়া আহ্লাদে থিয়োডোর বলিয়া উঠিল, "ঐ আসিয়াছেন স্যার্ ডগ্‌লাস হণ্টিংডন!"

নাম শুনিবামাত্র কুমারীর সুন্দর কপোলযুগল আনন্দে সুরঞ্জিত হইল, বক্ষঃস্থল ঈষৎ ঈষৎ কাঁপিল, আনন্দ অন্যমনস্ক থিয়োডোর সে ভাবটা দেখিতে পাইল না। বাড়ীর চাকরাণী ইতিমধ্যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, প্রবেশ করিলেন স্যার্ ডগ্‌লাস হণ্টিংডন।"

সস্নেহে থিয়োডোরের করমর্দ্দন পূর্ব্বক স্যার্ ডগ্‌লাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ, থিয়োডোর?"—ভ্রাতাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই ভগ্নীর দিকে ফিরিয়া সাদরে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মিস্ ভেরিয়ান! তুমি এখন ভাল আছ তো? তোমরা ভাই-ভগ্নীতে স্নেহালাপ করিতেছিলে, এ সময়ে আমার উপস্থিতি কি অনধিকারপ্রবেশ হইল?"

পরমোল্লাসে পরমোপকারী বন্ধুর পাণিপেষণ পূর্ব্বক থিয়োডোর বলিল, "আপনার অনধিকারপ্রবেশ? কখনই না—কখনই না!"

আপ্যায়িত হইয়া স্যার্ ডগ্‌লাস বলিলেন, "তবে আমি একটু বসি। গতবারে যখন আমি এই বাড়ীতে আসিয়াছিলাম, তখন তোমাকে বলিয়া গিয়াছিলাম, একজন শ্রেষ্ঠ সদাগরের সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে, তাঁহার

আফিসে তোমার জন্য একটি কাজের কথা বলিব, এইরূপ আমার অঙ্গীকার ছিল, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য নিত্য নিত্য আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম, একদিনও দেখা পাই নাই; আজ প্রাতঃকালে দেখা হইয়াছিল। অনেকটা বিলম্ব হইয়াছে, তুমি নিশ্চয় ভাবিয়াছিলে, সে কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।"

থিয়োডোর বলিল, "আপনার সাধুতার শত শত প্রমাণ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি যে ইচ্ছা করিয়া আমার প্রতি অবহেলা করিবেন, এমন সন্দেহ একদিনও আমার মনে উদয় হয় নাই; তবে এইটুকু ভাবিয়াছিলাম বটে, সর্ব্বদা নানা কার্য্যে আপনার নানা ঝঞ্ঝাট, কাজের গতিকে হয় ত সে কথাটা আপনি—"

থিয়োডোরের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, স্যার্ ডগ্‌লাস তাহার ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিলেন; "সে সম্বন্ধে তুমি কি ভাবিয়াছিলে?" এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই মাননীয় ব্যারোনেট অপরাপর রমণীর প্রতি যে ভাবে দৃষ্টিপাত করেন, কুমারী ভেরিয়ানের মুখের দিকে তাকাইবার সময় সেরূপ ভাব থাকে না; এই কুমারীকে তিনি অতিশয় পবিত্র সতী বলিয়া জানেন, সেই কারণে সর্ব্বদাই তাহার প্রতি সুকোমল সস্নেহদৃষ্টি; কুমারীও তদনুরূপ ভক্তিভাবে সলজ্জনয়নে তাঁহার মুখপানে চায়। ভাবটা পর্য্যালোচনা করিয়া স্যার্ ডগ্‌লাস পুনরায় কুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার আমার আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে, থিয়োডোরের কাজের কথাটা শীঘ্র বলিতে আসিতে পারি নাই, তুমি তাহাতে কি ভাবিয়াছিলে?"

মুখখানি অবনত করিয়া সুকোমলকণ্ঠে কুমারী উত্তর করিল, "আমার ভ্রাতা যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন, আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। আপনার হস্তে অনেক রকমের অনেক কাজ।"

দিব্য প্রসন্নবদনে স্যার ডগ্‌লাস বলিলেন, "কিছু বেশী দিন দেখা না হইলে, আমার অন্যান্য বন্ধুরাও যেমন ভাবেন, তোমরাও সেইরূপ ভাবিয়াছ, সেই কথা বলিয়াই আমাকে সম্মানিত করিতেছ, ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। কিন্তু জানিয়া রাখো, বন্ধুগণের সহিত যখন আমার চক্ষের দেখা হয় না, তখন তাঁহারা আমার অন্তরের বাহিরে থাকেন না। হাঁ,—শোনো থিয়োডোর,—তোমার কাজের জন্য যে সদাগরটিকে আমি সুপারিশ করিব বলিয়াছিলাম, তাঁহার নাম মিষ্টার চ্যাপ্‌ম্যান্। তিনি একজন নামজাদা সদাগর, তাঁহার টাকাও বিস্তর, আশয়ও উচ্চ। তোমার সকল কথাই

তাঁহাকে আমি খুলিয়া বলিয়াছি। সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ডের বাহিরে প্রদেশ-মধ্যে দুই তিনটি শাখা-কার্য্যালয় খুলিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি কার্য্যালয়ে একটি কার্য্য খালি হইয়াছে। কোথায় সেই কার্য্যালয়, সে স্থানটির নাম আমি ভুলিয়া যাইতেছি;—শীঘ্রই জানা যাইবে;—হাঁ, তথাকার ম্যানেজার সম্প্রতি চ্যাপ্‌ম্যানকে লিখিয়াছেন, 'অবিলম্বে সেই শূন্যপদের নিমিত্ত একটি যোগ্য লোককে প্রেরণ করিবেন।' সেই পদের বার্ষিক বেতন একশত পঞ্চাশ পাউণ্ড; কার্য্যতৎপরতার গুণানুসারে ক্রমশঃ বেতন-বৃদ্ধি হইবে। কেবল ইংরাজীতে চিঠিপত্র লেখাই সে পদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য; বিদেশী ভাষা জানিবার ততটা আবশ্যকতা নাই। সেই কর্ম্মটি তোমারই হইবে,—জানো থিয়োডোর, কার্য্যটি তোমারই হইয়াছে। এখন তুমি আমার নামের একখানি কার্ড লইয়া, লাইম ষ্ট্রীটে গিয়া, মিষ্টার চ্যাপ্‌ম্যানের সহিত দেখা কর, তিনি অবিলম্বে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।"

থিয়োডোরের মনে অসীম আনন্দ। ভ্রাতা ভগ্নী উভয়েই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে স্যার্ ডগ্‌লাসের নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপন করিল।

স্যার ডগ্‌লাস নিজেও তাহাদের আনন্দে আনন্দিত হইয়া থিয়োডোরকে বলিলেন, "থিয়োডোর! শীঘ্র প্রস্তুত হও, একখানা গাড়ী লইয়া শীঘ্র চলিয়া যাও, গাড়ীভাড়ার বাজে খরচটা গ্রাহ্যকরিও না; কেন না, মিষ্টার চ্যাপ্‌-ম্যানকে আমি বলিয়া আসিয়াছি, দুই প্রহরের পরেই তুমি যাইবে। যাও,—কিন্তু শীঘ্র ফিরিয়া আসিও; আজ আমি সমস্ত দিন তোমাদের এইখানেই থাকিব। এখন বেলা দেড়টা;—হাঁ, তুমি আহার কর কখন্? বোধ হয় চতুর্থ ঘটিকা। আচ্ছা, অনেকটা সময় তুমি পাইবে।"—অতঃপর কুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি চকিতস্বরে বলিলেন, "থিয়োডোর! দেখ দেখ, আমি এখানে আহার করিব বলিলাম, এ কথাটায় তোমার ভগ্নী বোধ হয় ততদূর প্রীত হইলেন না!"

কৃতজ্ঞ হৃদয়ের উত্তেজনায় একটু চঞ্চলা হইয়া কুমারী ভেরিয়ান বলিয়া উঠিল, "স্যার্ ডগ্‌লাস হণ্টিংডন! আমার নয়নে আপনি যে একটু মালিন্য দর্শন করিতেছেন, তাহার কারণ আছে। আপনি বড়লোক, আপনি সুখী লোক, আপনার উপযুক্ত আহার-সামগ্রী আহরণ করিতে আমরা অক্ষম; নতুবা—"

কথা বলিতে বলিতে মধুমতী কুমারী যেন একটু গোলমালে ঠেকিয়া মধুর ভঙ্গীতে হঠাৎ থামিয়া গেল।

মধুর-সম্ভাষণে স্যার্ ডগ্‌লাস বলিলেন, "কুমারী ভেরিয়ান! আজ্‌ক আমি দিব্য মিতাচার অভ্যাস করিয়াছি; সামান্য সামান্য বস্তু উপভোগে এখন আমার বিশেষ তৃপ্তিলাভ হয়; অতএব আমার আহারের জন্য তোমাকে অতটা কুণ্ঠিত হইতে হইবে না।"—কুমারীকে এই কথাগুলি বলিয়া থিয়োডোরকে তিনি বলিলেন, "থিয়োডোর, আর দেরী করিও না, শীঘ্র চলিয়া যাও।"

থিয়োডোর ভেরিয়ান বাহির হইয়া গেল, কুমারী ভেরিয়ানের নিকটে স্যার ডগ্‌লাস হণ্টিংডন বসিয়া রহিলেন; কুমারীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি বলিলেন, "যদি ইচ্ছা হয়, এখন তবে তুমি আবার তোমার আরব্ধ শিল্পকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পার; আমি তোমার কাছে বসিয়া বসিয়া গল্প করি।"

ব্যারোনেটের কাছে একাকিনী থাকিতে হইল, ইহা ভাবিয়া সুশীলা কুমারী যেন কিছু জড়সড় হইয়া বসিল, বুকের ভিতর কি:যেন তোলপাড় করিতে লাগিল; স্যার্ ডগ্‌লাসের অনুমতিক্রমে সে তখন সূচিকার্য্যে মন দিল; যে সরঞ্জামগুলি ইতিপূর্ব্বে সরাইয়া রাখিয়াছিল, সেইগুলি আবার সম্মুখে টানিয়া লইয়া সীবনকার্য্যে ব্যাপৃতা হইল। একপ্রকার আরাম;—কাজের দিকেই চক্ষু রহিল, ঘন ঘন ব্যারোনেটের মুখের দিকে চাহিতে হইল না।

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া স্যার্ ডগ্‌লাস বলিলেন, "কুমারি! তোমার সহোদরের কার্য্যের জন্য যে ব্যবস্থা আমি করিলাম, তাহা তোমার ভাল লাগিল তো? বোধ হয়, চাকরীর উপলক্ষে তোমার ভ্রাতাকে বিদেশেই যাইতে হইবে।"

কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কুমারী বলিল, "আপনার সাধুতাকে শত শত ধন্য-বাদ! সর্ব্বদাই আপনি আমাদের মঙ্গলকামনা করেন।"

ধন্যবাদ দিবার সময় নিমেষের জন্য কুমারী একবার চক্ষু তুলিয়া স্যার্ ডগ্‌লাসের শান্ত বদন নিরীক্ষণ করিয়াছিল, পরক্ষণেই আবার নতমস্তকে নিজের কার্য্যের দিকে নেত্র নিবেশিত করিল, কাজ করিতে লাগিল; কার্য্য চলিল বটে, কিন্তু যেরূপ সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য করা তাহার অভ্যাস, এখনকার সেলাইগুলি সে রকম সুন্দর সুন্দর হইল না, বাঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতে লাগিল। এমন কি, নিজের কাজ নিজেরই ভাল লাগিল না।

স্যার্ ডগ্‌লাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্ ভেরিয়ান! তুমি কি তোমার ভ্রাতার সহিত বিদেশে যাইতে ইচ্ছা কর?"

কুমারী উত্তর করিল, "আমার ভাইটি আমাকে যেরূপ স্নেহ করে;

আমার প্রতি তাহার যতখানি দয়া, তাহাতে তাহার সঙ্গে পৃথিবীর প্রান্তভাগেও যদি যাইতে হয়, সেখানে যাইতেও আমি রাজী।”

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া স্যার ডগ্‌লাস বলিয়া উঠিলেন, “পৃথিবীর প্রান্তভাগে? অ্যাঁ?—তবে কি তুমি তত দীর্ঘকালের জন্য ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা কর? কৈ, তুমি যে আমার কথার উত্তর দিতেছ না? আচ্ছা, এখানে যদি একটা সাংসারিক স্নেহের বন্ধন থাকে, তাহা হইলে লণ্ডনে থাকিতে তোমার ইচ্ছা হয়?”

অন্তরে অন্তরে কুমারী ভেরিয়ান কাঁপিয়া উঠিল, মুখে কি কথা বাহির হইতেছিল, চাপিয়া রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “আপনার বাড়ীর পরিচারিকা মিসেস্ বেনেসের সহিত একবার আমি দেখা করিতে চাই। যখন আমি আপনার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, মিসেস্ বেনেস্ তখন আমার প্রতি সবিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়াছিল। তাহার সহিত দেখা করিতে কি আপনি অনুমতি দিবেন?”

স্যার ডগ্‌লাস বলিলেন, “অবশ্য তুমি দেখা করিতে পারিবে। মিসেস্ বেনেস্ অতি অমায়িক স্ত্রীলোক। তাহার মন অতি পবিত্র। সে তাহার নিজের স্বার্থের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখে না। একটা দৃষ্টান্ত বলি, শোনো।”

সকৌতুকে কুমারী জিজ্ঞাসা করিল, “কি রকম দৃষ্টান্ত?”

স্যার ডগ্‌লাস বলিতে লাগিলেন, “এক পক্ষ পূর্ব্বে লেডী স্যাক্‌ভিলির সহিত দেখা করিবার জন্য আমি কারল্‌টন্ হাউসে গিয়াছিলাম। লেডী সেই দিন আমাকে বলেন, নগরের ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া পবিত্র সুখান্বেষণে তিনি লণ্ডন হইতে চলিয়া যাইবেন। সেই কথা শুনিয়া আমি বলিয়াছিলাম, আমারও ঐরূপ ইচ্ছা হইয়াছে। সেই দিন বৈকালে আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। তোমার স্মরণ হইতে পারিবে, তোমার পরামর্শ লইবার অভিপ্রায়ে আমার সেই সংকল্পের কথাটা তুলিতে তুলিতে থামিয়া গিয়াছিলাম। এখন বেনেসের কথা বলি। আজ সকালে যখন আমি বাড়ী হইতে বাহির হই, তখন তাহাকে ডাকিয়া আমি বলিয়াছিলাম, ‘তোমাকে চুপি চুপি একটি কথা বলিতে আমি ইচ্ছা করি।’ বুড়ী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছিল। তখন তাহাকে আমি বলিলাম, ‘কয়েক মাস হইল, আমি খুব ভালমানুষ হইয়াছি, মদ ছাড়িয়া দিয়াছি, মেয়েমানুষ ছাড়িয়া দিয়াছি, দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছি, গৃহস্থসংসারে মিতাচার যাহাকে বলে, যত্নপূর্ব্বক তাহাই অভ্যাস করিয়াছি।’ আমার স্বভাবের পরিবর্ত্তনে মিসেস্ বেনেস্

বড়ই খুসী হইল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, এখন আমার বিবাহ করিতে—"

কুমারী ভেরিয়ানের হস্তের ছুঁচ-সূতা পড়িয়া গেল। রঙ্গ দেখিয়া স্যার ডগ্‌লাস বলিলেন, "ও কি হইল?"

জিনিসগুলি কুড়াইয়া লইবার জন্য কুমারী একটু হেঁট হইল, সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে হষ্টিংডনও হেঁট হইলেন; উভয়ের মুখে মুখে ঠেকাঠেকি হইয়া গেল; লজ্জায় কুমারীর মুখখানি আরক্ত রেখায় রঞ্জিত হইল; ভাব-গোপনের নিমিত্ত কুমারী আরও একটু হেঁট হইল, যে জিনিসগুলি পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইল।

কুমারীর মুখে মুখ ঠেকিল, কুমারী লজ্জা পাইল, সেটা যেন দেখিয়াও না দেখিয়া স্যার ডগ্‌লাস পূর্ব্ব-কথার ধুয়া ধরিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "মিসেস্ বেনেসের কাছে বিবাহ করিবার পরামর্শ চাহিলাম, বেনেস্ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া সম্মতি জানাইল; আমি কথা তুলিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে বেনেস্ আপন ইচ্ছায় আমাকে সংসারী হইবার পরামর্শ দিয়াছিল। এবারে সে যখন আমার বিবাহে সম্মতি দিল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম, 'তুমি আমার বাড়ীর প্রধানা পরিচারিকা, বহুদিন আছ, সর্ব্বময়ী গৃহিণী তুমি; এখন যদি একটি লেডী হষ্টিংডন আমি বাড়ীতে আনি, তাহা হইলে তোমার ক্ষমতা কমিয়া যাইবে।' বেনেস্ তৎক্ষণাৎ বলিল, 'যায় যাইবে, তাহাতেই আমি সুখী থাকিব, এমন কি, নূতন লেডী যদি চাকরাণী রাখিতে না চাহেন, তাহা হইলে আমি ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইব।' কুমারী ভেরিয়ান! এখন বিবেচনা কর দেখি, আমাকে সুখী করিবার জন্য সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের কতখানি আকিঞ্চন!—কতখানি স্বার্থ ত্যাগের ইচ্ছা!"

অবনত-বদনে বিকম্পিত মৃদুকণ্ঠে কুমারী উত্তর করিল, "আমি বুঝিতে পারিতেছি, মিসেস্ বেনেস্ স্বার্থের কিঙ্করী নহে, যথার্থই নিঃস্বার্থ, তাহার সহিত যখন আমার দেখা হইয়াছিল, তখনই আমি তাহার সৎস্বভাবের পরিচয় পাইয়াছিলাম।"

কুমারীর সদুত্তর শ্রবণ করিয়া স্যার ডগ্‌লাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারী ভেরিয়ান! তুমিও কি আমাকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দাও?—এ কথাতেও তো তুমি কোন উত্তর দিতেছ না!—প্রশ্নটা কিছু কৌতুকাবহ, এটা সত্য বটে, আচ্ছা, যে কোন কামিনীকে আমি ভালবাসিতে পারি, বিবাহ করিয়া তাহাকে আমি সুখী করিতে পারিব, এমন কি তোমার মনে লয়?"

কুমারী ভেরিয়ান যাহা সেলাই করিতেছিল, তাহা যেন হাজার গুণে খারাপ হইয়া গেল; কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া পূর্ব্ববৎ মৃদুকম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আপনি যদি সরল প্রাণে ভালবাসেন, তবে—"

স্যার ডগ্‌লাস বলিলেন, "সরল প্রাণেই তাহাকে আমি ভালবাসি, অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ভালবাসিয়াছি, এক্ষণে আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিব, আমার সমস্ত সম্পদ্ তাহার পদতলে অর্পণ করিব। এরিয়াড্‌নি!—প্রেমময়ী এরিয়াড্‌নি! কাহার কথা আমি বলিতেছি, বুঝিতে পারিতেছ কি? এরিয়াড্‌নি! তুমি কি আমার হইবে?"

আবার কুমারীর হস্তের উপকরণগুলি পড়িয়া গেল; এবারে কিন্তু তাহাদের উভয়ের কেহই সেই বস্তুগুলি কুড়াইয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন না। স্যার ডগ্‌লাস তখনই সেই লজ্জাবনতমুখী কুমারীকে আপন বক্ষে ধারণ করিলেন।

থিয়োডোর ভেরিয়ান সহর হইতে ফিরিয়া আসিল; আসিয়াই দেখিল, স্যার ডগ্‌লাস হণ্টিংডন ও তাহার ভগ্নী উভয়ে পাশাপাশি হইয়া সেই গবাক্ষের যবনিকার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন, উভয়ের বদনেই আনন্দের বিকাশ।

থিয়োডোরের মুখপানে চাহিয়া স্যার ডগ্‌লাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার চাপ্‌ম্যানের সহিত দেখা হইয়াছিল? বন্দোবস্ত কিরূপ হইল?"

থিয়োডোর বলিল, "আপনি শুনিয়াছিলেন, অল্প বেতনের কেরাণীগিরী; বাস্তবিক তাহা নহে; আমি সেখানকার আফিসের প্রধান ম্যানেজার হইব; বৎসরে দেড় শত পাউণ্ড বেতন নহে, চারি শত পাউণ্ড।"

বিষয়কর্ম্মের কথাটা ঐ পর্য্যন্তই পর্য্যাপ্ত। প্রফুল্ল-বদনে স্যার ডগ্‌লাস বলিলেন, "থিয়োডোর! তুমি সহরে গিয়াছিলে, তোমার ভগ্নী এ দিকে লেডী হণ্টিংডন হইতে সম্মত হইয়াছেন! অনেক দিন অবধি আমি এই পবিত্র কুমারীকে ভালবাসিয়াছিলাম, আজ আমার আশা পূর্ণ হইল।"

পূর্ণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া পূর্ণ পুলকে থিয়োডোর বলিল, "আপনার মহত্ত্ব অতুল, আমাদের প্রতি আপনার দয়া অসীম; কি বলিয়া যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইব, ভাষাভাণ্ডারে সেরূপ ভাষা অন্বেষণ করিয়া পাইতেছি না। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!" স্যার ডগ্‌লাসকে ঐরূপে সম্মানদান করিয়া ভগ্নীর দিকে চাহিয়া থিয়োডোর বলিতে লাগিল, "স্নেহময়ী ভগিনি! তুমি পরম ভাগ্যবতী, তোমাদের এই শুভ-সম্মিলনে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে মঙ্গলাচরণ করিতেছি। তোমরা উভয়ে শুভ পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া সংসারে সর্ব্বপ্রকার সুখশান্তি উপভোগ কর, ইহাই আমার কামনা।"

চাকরীর শুভসংবাদ এবং পরিণয়-সম্বন্ধের মঙ্গলাচরণ পূর্ণানন্দে পরিগৃহীত হইল। অতঃপর তিন জনে একসঙ্গে আহার করিতে বসিলেন। যথাসম্ভব উত্তম উত্তম আহার-পানীয় আহৃত হইয়াছিল, স্যার ডগ্‌লাস হটিংডন পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলেন। আহারের সময় ভোক্তৃগণের অনেক গল্প হয়। কুমারী ভেরিয়ানকে সম্বোধন করিয়া স্যার ডগ্‌লাস বলিলেন,"আদরিণি! আমার একটি কথা আছে। তোমার সহোদরকে অবিলম্বে প্রবাসে যাইতে হইতেছে, সেখানকার কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া শীঘ্রই একবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিবেন, তাহাতেও অন্ততঃ তিন সপ্তাহ অতীত হইয়া যাইবে; অতএব আমি বলিয়া রাখিতেছি, এই তিন সপ্তাহকাল আমাদের বিবাহের শুভানুষ্ঠান মূলতুবী থাকুক, তিন সপ্তাহ পরে তোমার ভ্রাতা প্রত্যাগত হইলে আমি তোমাকে ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া গিয়া, ধর্ম্মপ্রমাণে শপথ করিয়া পরমাদরে তোমার পাণিগ্রহণ করিব; পরিণীত জীবনে যাহাতে আমরা সুখশান্তি সম্ভোগ করিতে পারি, করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগের মস্তকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।"

কুমারী ভেরিয়ান এই সময় প্রগাঢ় অনুরাগে ডগ্‌লাসের হস্তধারণ পূর্ব্বক ওষ্ঠাগ্রে লইয়া গিয়া প্রেমাদরে পুনঃ পুনঃ সেই হস্ত চুম্বন করিল। করচুম্বনে যে গভীর ভাব সূচিত হইল, সহস্র সহস্র মুখের বচনে সে ভাবের শতাংশের একাংশও পরিব্যক্ত হইতে পারিত না।"

এই সকল মঙ্গলাচরণের পর ভগ্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক থিয়োডোর ভেরিয়ান অবশেষে আবার বলিলেন, "স্নেহবতী ভগিনি! তোমার ভাবী স্বামী স্যার ডগ্‌লাসের ঋণ ইহজীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না; প্রবাসের সদাগরী হাউসে আমাকে পদস্থ করিবার জন্য এই মহানুভব দয়াল পুরুষ আমার প্রতিভূস্বরূপ মিষ্টার চ্যাপ্‌ম্যানের হস্তে পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা জমা রাখিয়া আসিয়াছেন। এরূপ মহত্ত্বের নিদর্শন এ সংসারে অতি দুর্লভ; হটিংডন আমার অন্তরের ধন্যবাদের পাত্র।"

রাত্রি দশটা। স্নেহাস্পদ ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকটে বিদায়-গ্রহণ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্ত স্যার ডগ্‌লাস হটিংডন নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাশীতিতম উল্লাস।

ডাক্তার ডুপণ্টের আশ্রম।

জিনেভা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সমুচ্চ পর্ব্বতের সানুদেশে একটি শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড অট্টালিকা; চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত সুপ্রশস্ত ক্রীড়াভূমি। অট্টালিকার বারান্দা হইতে লিমান্ হ্রদের সুস্বচ্ছ সলিলরাশি নয়নগোচর হয়। ক্রীড়াভূমির একপ্রান্তে বৃহৎ লৌহ-ফটক; দিবারাত্রি সেই ফটকের দ্বার অতি সাবধানে বন্ধ করা থাকে, অট্টালিকার সহিত যে সকল লোকের সংস্রব, তাহাদের প্রবেশ-প্রস্থানের সময় খোলা হয়।

ঐ অট্টালিকাটি একজন পরোপকারী সদাশয় ভদ্রলোকের নিজ খরচে বিনির্ম্মিত, বাড়ীখানি তাঁহার নিজের তত্বাবধানের অধীন বেসরকারী বাতুলালয়। ধর্ম্মপরায়ণ ফরাসী ডাক্তার ডুপণ্ট ঐ বাড়ীর অধিকারী।

বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর; তন্মধ্যে উপরের একটি ঘরে গরাদে-যুক্ত জাল দেওয়া গবাক্ষের নিকটে দুটি যুবতী কামিনী বসিয়া উদাসনয়নে বাহিরের বস্তুগুলি দর্শন করিতেছে। তাহাদের পরিধান দিব্য পরিচ্ছদ, ঘরখানিও পরিপাটীরূপে সজ্জিত। গৃহমধ্যে নানাবর্ণের পুষ্পাধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পতরু;—তরুতে তরুতে বিবিধ সুগন্ধি কুসুম প্রস্ফুটিত, সেই সকল বিকসিত কুসুমের সৌরভে ঘরখানি সুবাসিত; গৃহের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ টেবিল; তাহার উপর বিবিধ ফল ও স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ ডিক্যাণ্টার। গৃহের চতুর্দ্দিকে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র, নানাবিধ পুস্তক ও নানা প্রকার ছবি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ; কিন্তু কোন বস্তুই বিশৃঙ্খল নহে; ঘরের একধারে কাঠগড়া-ঘেরা প্রশস্ত স্থান, সেই স্থানে সারি সারি তিনখানি খট্টা।

গৃহের প্রবেশদ্বারের নিকটে একজন স্থূলাঙ্গী বয়োধিকা স্ত্রীলোক বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে, সময়ে সময়ে কটাক্ষ ঘুরাইয়া গবাক্ষসমীপবর্ত্তিনী সেই দুটি যুবতী কামিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে; তাহারা কি করিতেছে, সেই দিকে তাহার লক্ষ্য।

পাঠক মহাশয়েরা হয় তো বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন, যাহারা ঐ দুটি যুবতী;—কুঞ্জপ্রাসাদনিবাসিনী প্রিন্সেস্ কারোলাইনের ভূতপূর্ব্ব ভ্রষ্টাচারিণী

দুষ্টা সহচরী আগাথা ও জুলিয়া; তাহাদের দ্বিতীয়া ভগ্নী এমার খুন এবং কুচক্রের শিক্ষাদায়িনী মিসেস্ রেঞ্জারের শিরশ্ছেদনের পর ঐ দুই ভগ্নী পাগল হইয়া গিয়াছে, পাঠক মহাশয়েরা পূর্ব্বেই ইহা অবগত হইয়াছেন। যুবরাণী কারোলাইন প্রকৃত পক্ষে দয়াধর্ম্মের আধার।

যে দুটি যুবতী জানালার ধারে বসিয়া রহিয়াছে, তাহাদের দুই জনকে এক ঘরে রাখা হইয়াছে; যে স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোক দ্বারের নিকটে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছে, যে সর্ব্বদা তাহাদের উপর নজর রাখে, আবশ্যক-মত কাজ-কর্ম্ম করে;—ঐ স্ত্রীলোক এক পক্ষে ঐ দুই ভগ্নীর দাসী, অন্য পক্ষে চৌকীদার;—তাহাদের আহারের সময় পরিবেশন করে, সঙ্গে করিয়া ক্রীড়াভূমিতে বেড়াইতে লইয়া যায়, পাঠ্য পুস্তকাদিও যোগাইয়া দেয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ঘরের মধ্যে তিনখানি খাট, রাত্রিকালে ঐ স্থূলাঙ্গী রমণী মাঝখানের খাটে শয়ন করে। দুই পার্শ্বের দুই খাটে দুই পাগলিনী।

আগাথা ও জুলিয়া যখন প্রথমে বাতুলাগারে প্রেরিত হইয়াছিল, তখন তাহারা বদ্ধ পাগল; বিস্তর উপদ্রব করিত, বেজায় চেঁচাইত, নিরন্তর ছটফট্ করিয়া বেড়াইত, মাঝে মাঝে দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া আপনারা মরিবার চেষ্টা করিত, নিকটে যাহারা আসিত, তাহাদিগকে মারিবার জন্য ধাবিত হইত; এক্ষণে ডাক্তার ডুপণ্টের সুচিকিৎসায় ও সদ্ব্যবহারে অনেকটা শুধরাইয়া গিয়াছে; পাগ্‌লামী ছুটে নাই, বুদ্ধির স্থিরতা আইসে নাই, মানসিক চাঞ্চল্যের সামঞ্জস্য হয় নাই, কিন্তু এখন আর তাহারা কোন লোকের উপর দৌরাত্ম্য করে না। দেড় মাস হইল, তাহারা পাগল হইয়াছে, প্রথমে সরকারী পাগ্‌লাগারদে ছিল, তাহার পর হিতৈষিণী যুবরাণীর অনুগ্রহে তাহাদিগকে ডাক্তার ডুপণ্টের বাতুলাশ্রমে আনয়ন করাতেই এই পর্য্যন্ত শুভফল!

দুই ভগ্নী পাগলিনী; তাহারা পরস্পর উভয়েই উভয়কে চিনিতে পারে, উভয়েই সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকে, পাশাপাশি হইয়া বসে, পাশাপাশি হইয়া বেড়ায়, একবারও সঙ্গ-ছাড়া হয় না। একজন যখন গবাক্ষ হইতে উঠিয়া টেবিলের কাছে আইসে, তাহার ভগ্নীও তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ করে; একজনের আদর্শে দ্বিতীয়াও ঠিক সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। এক একবার আগাথা টেবিলে বসিয়া পিয়ানো বাজায়, পূর্ব্বে যে যে সুর বাজাইতে শিখিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, কিছুই মনে নাই; যাহা মনে আইসে, সেই সুর বাজায়; সে উঠিয়া আসিবামাত্র জুলিয়া সেই

আসনে গিয়া বসে; ভগ্নী যে সুর বাজাইয়াছিল, উলট-পালট হইলেও, ঠিক তাহারই অনুকরণ করে। পূর্ব্বের শিক্ষিত সুর সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া থাকিলেও পাগ্‌লামীর খেয়ালে একজন আপন মনে যাহা রচনা করে, দুই জনেই ঠিক ঠিক তাহাই বাজাইয়া কৌতুক বোধ করিয়া থাকে। গৃহে যে সকল পুস্তক আছে, সেগুলি পাঠ করিবার ধারাও ঐরূপ। আগাথা একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করে, জুলিয়াও ঠিক সেই সময় আর একখানি ধরে; কয়েক ছত্র পাঠ করিয়া আগাথা যখন পুস্তকখানি রাখিয়া দেয়, নিজের খানি ফেলিয়া রাখিয়া জুলিয়া তৎক্ষণাৎ সেইখানি কুড়াইয়া লয়; সে যেখানি ফেলিয়া রাখে, আগাথা সেইখানি লইয়া পাঠ করিতে বসে। তাহারা উভয়েই ঠিক এক সময়ে ভোরে ভোরে উঠে; একটি কথাও বলাবলি না করিয়া ঠিক এক সময়ে একসঙ্গে ক্রীড়াভূমিতে বেড়াইতে যায়; তাহার পর একসঙ্গে খানা খায়; বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হইলে একসঙ্গে বসিয়াই বিশ্রাম করে। মানসিক চাঞ্চল্য উভয়েরই সমান, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, একজন যাহা ভাবে, একজনের মনে যে ভাবের উদয় হয়, উভয়েরই মনে ঠিক সেইরূপ চিন্তা ও সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে; এক সময়ে উভয়েরই একরকম ইচ্ছা, উভয়েরই ঠিক এক প্রকার মত্‌লব। পরস্পর কথা কয় খুব কম; কিন্তু যখন কথা কয়, তখন পাগলের ভাষাতেই বাক্য উচ্চারণ করে, এলোমেলো বকে, অথচ দুজনেই দুজনের কথা বুঝিতে পারে।

এক এক সময় দুই ভগ্নী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গবাক্ষে বসিয়া দূরস্থ একটি বস্তুর দিকে সমান চাহিয়া থাকে; কি যে দেখে, অপরে বুঝিয়া উঠিতে পারে না; কিন্তু দিন দিন দেখিয়া দেখিয়া ডাক্তার ডুপণ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন, যতক্ষণ তাহারা ঐরূপে একদিকে চাহিয়া থাকে, ততক্ষণ তাহাদের দৃষ্টি সমভাবে উদাস। বহুদর্শী ডাক্তার ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, এই অবস্থার কোন সময়ে যদি তাহাদের বুদ্ধির একটু স্থিরতা হইত, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বানুষ্ঠিত ব্যভিচার ও দুরাচারের কষ্ট অনুভব করিয়া সেই সকল ঘৃণিত কার্য্যের উপর ঘৃণাপ্রকাশ করিতে পারিত।

দুই মাস পূর্ব্বে ঐ পাগলিনীদের ভগ্নী এমার সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল; দেড় মাস পূর্ব্বে ইহারা পাগল হইয়া পাগ্‌লাগারদে আসিয়াছে। এই সময় গারদের মধ্যে তাহারা যাহা যাহা করিতেছে, তাহা আমরা কতক কতক বলিয়াছি, আজ আবার তাহাদের বাস-গৃহে একটু

উঁকি মারিয়া দেখা যাউক। নিত্য যেমন অভ্যাস, সেই ভাবে তাহারা দুই জনে সেই গবাক্ষে বসিয়া রহিয়াছে। বেলা দুই প্রহর। সেপ্টেম্বর মাসের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রখর কিরণজাল বর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক পদার্থের প্রভা ও শোভা সমুজ্জলবর্ণে সুরঞ্জিত করিতেছেন; ঐ সেই অতিসুন্দর জিনেভানগরী, ঐ সেই ধনুকাকৃতি ভূসাগর সদৃশ লিমান হ্রদ, দূরে দূরে ঐ সেই সমুন্নতশৃঙ্গ পর্ব্বতমালা, ধারে ধারে শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, প্রশস্ত প্রশস্ত গোলাবাড়ী, সুন্দর সুন্দর কুঞ্জ-শোভিত গ্রাম্য নিকেতন; আরও দূরে উচ্চশৃঙ্গ আল্লাইন গিরিশ্রেণী; প্রকৃতির এই মনোহারিণী শোভা, পাগলিনীরা কিন্তু এ সকল শোভা কিছুই দেখিতেছে না, কেবল উদাস-নয়নে চাহিয়া আছে, তাহাদের মনেও কোন প্রকার আশ্চর্য্যভাবের উদয় হইতেছে না।

এই সময় মিসেস্ ওয়েন্ ও তাহার কনিষ্ঠা কন্যা মেরী জিনেভানগর হইতে ঐ বাতুলাশ্রমাভিমুখে আসিতেছে। একমাস হইল, তাহারা ঐ ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র রাজ্যে আসিয়া রহিয়াছে। প্রত্যহ তাহারা ডুপণ্টের ঐ আশ্রমে গতিবিধি করিতেছে,—পাগল কন্যাটিকে একবার দেখিতে পাইবে কি না, তদর্থে অনুনয়-বিনয় করিয়া উদ্বেগ আগ্রহে ডাক্তার ডুপণ্টের অনুমতি চাহিতেছে; ডাক্তার কিন্তু অনুমতি প্রদান করিতেছেন না। পাগলিনীরা পাছে উহাদিগকে দেখিয়া হঠাৎ আবার ক্ষেপিয়া উঠে, পাছে তাহাদের কিঞ্চিৎ শান্তমতি আবার বিকৃত হইয়া যায়, সেই সন্দেহে নিত্যই তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া দিতেছেন, সাক্ষাৎ করিতে দিতে সম্মত হইতেছেন না। ডাক্তার এক একবার ভাবেন, পাগলিনীরা হয় ত তাহাদের মাতাকে ও ভগ্নীকে চিনিতে পারিবে না; এক একবার ভাবেন, চিনিতে পারিবে; কিন্তু চিনিতে পারিয়া এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধাইবে যে, তিনি এত দিন সুপ্রণালীক্রমে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, ঐ সাক্ষাতের ফলে তাহা বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে।

মিসেস্ ওয়েন্ ও কুমারী মেরী প্রতিদিন ঐ আশ্রমে আসিতেছে, ডাক্তারের অনুকূল অভিপ্রায় শুনিতে পাইবে, প্রতিদিন এইরূপ আশা করিতেছে, ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রতিদিন ফিরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। এই দিন মেরী তাহার মাতাকে বলিল, "আজ আমি যেন একটা শুভসংঘটনের পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি; আমি যেন বুঝিতেছি, আজ আমি আমার সেই অভাগিনী ভগ্নী দুটিকে দেখিতে পাইব।"—জননীকে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে প্রবল ভগ্নী-স্নেহে মেরী কাঁদিয়া ফেলিল।

ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে নিজে প্রায় রুদ্ধবাক্ হইয়াও কন্যাকে শান্ত করিবার জন্য মিসেস্ ওয়েন্ বলিল, "কেঁদো না মেরী, কেঁদো না! তুমি ও রকম করিলে, আমি একেবারে বুদ্ধিহারা হইব, এখনি তুমি আমাকে জ্ঞান-হারা করিয়া ফেলিতেছ।" এই কথা বলিয়া নিতান্ত অবসন্নভাবে ওয়েন্ ঐ বাতুলাশ্রমের ক্রীড়াভূমির ফটকের দ্বারে উপস্থিত হইল।

ফটকের বৃদ্ধ দরোয়ান বাহির হইয়া আসিল। ঐ দুটি স্ত্রীলোক নিত্য নিত্য আইসে, দরোয়ান উহাদিগকে চিনিয়া রাখিয়াছিল, দেখিবামাত্র বলিল, "খোসখবর আছে। ডাক্তার সাহেব হুকুম দিয়াছেন, আজ তোমরা আসিলে আমি তোমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিব।"

জননীর কানে কানে মেরী বলিল, "কেমন মা, আমি তো ঠিক বলিয়াছিলাম, আজ আমি আমার দুঃখিনী ভগিনী দুটিকে দেখিতে পাইব!"

মিসেস্ ওয়েন্ বলিল, "দেখিও বাছা, তাহাদের সম্মুখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অধিক কাতরতা দেখাইও না। আমাদের কাতরতা দেখিলে তাহারা হয় তো আরও ক্ষেপিয়া উঠিবে, আমার কেবল সেই ভয় হইতেছে।"

দরোয়ানের সঙ্গে মাতা-পুত্রী ধীরে ধীরে আশ্রমের সম্মুখস্থ ক্রীড়াভূমি পার হইয়া প্রবেশদ্বারের সন্নিকটস্থ একটি ঘরে প্রবেশ করিল। অব্যবহিত পরেই ডাক্তার ডুপণ্ট সেই ঘরে আসিলেন। তাঁহার বদনে দয়া ও গাম্ভীর্য্যের পূর্ণ-লক্ষণ বিদ্যমান। নত-মস্তকে অভিবাদন করিয়া প্রসন্ন-বদনে সুস্নিগ্ধ বচনে তিনি বলিলেন, "যাহাদিগকে তোমরা ভালবাস, আজ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। আমার চিকিৎসার পদ্ধতিতে তাহাদের উত্তেজিত মনের ভাব অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে; তোমাদিগকে দেখিলে তাহাদের মন আবার কোন্ দিকে ফিরিবে, যদিও তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না, কিন্তু নিত্য নিত্য আসিয়া তোমরা ফিরিয়া ফিরিয়া যাইতেছ, আজ আর আমি তোমাদিগকে দেখা না করাইয়া বিদায় দিব না।"

চঞ্চল-স্বরে মিসেস্ ওয়েন্ জিজ্ঞাসা করিল, "তাহাদের জ্ঞান এখন কেমন আছে ডাক্তার? তাহারা আরাম হইবে, এমন কি তুমি বিবেচনা কর?"

গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "সে কথা বলিলে চিকিৎসকের কর্ত্তব্যপালন করা হইবে না। যে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, তোমাদিগকে সে আশা দিলে, অনুচিত কার্য্য করা হইবে। কাজে কাজে আমি এখন বলিতে বাধ্য—" মেরী পাছে শুনিতে পায়, সেই আশঙ্কায় মিসেস্

ওয়েন্‌কে তিনি একটু তফাতে সরাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন, যাইতে যাইতে বলিলেন, "তোমার কন্যারা—"

কম্পিত-স্বরে মেরী বলিল, "দোহাই পরমেশ্বর! দোহাই পরমেশ্বর! আমার কাছে গোপন করিও না! যতই শক্ত কথা হউক, আমার সাক্ষাতেই বল! সংশয়ের আগুনে দগ্ধ হওয়া আমার পক্ষে অসহ্য! ওঃ!—তোমার মনের ভিতর কি ভাবের খেলা হইতেছে, তোমার চক্ষু দেখিয়া তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি!"

ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া মিসেস্ ওয়েন্ বলিল, "হাঁ মহাশয়, যাহা বলিতে হয়, আমার এই দুঃখিনী মেয়েটির সম্মুখেই তাহা আপনি বলুন।"

ডাক্তার বলিলেন, "বড়ই শক্ত কথা; সে কথাটা বলিতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। তোমার মেয়ে দুটির প্রাণে যেরূপ সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে তাহারা কিছুতেই আরাম হইবে না।"

মেরী একটিও কথা কহিল না, হতাশে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মর্ম্মান্তিক কষ্টে হস্তে হস্ত পেষণ করিতে লাগিল; তাহার মা একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া মানসিক যন্ত্রণায় ঘন ঘন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ডাক্তার চুপ করিয়া ছিলেন, এই সময় মৌনভঙ্গ করিয়া প্রশান্ত-স্বরে বলিলেন, "সাবধান, তাহাদের সম্মুখে তোমরা হা-হুতাশ করিয়া মর্ম্ম-যাতনা প্রকাশ করিও না। তোমাদের পরস্পর দেখা হইলে পরিণাম-ফল কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা আমি ঠিক জানি না," এ কথাটা মনে রাখিও।"

মাতাপুত্রী উভয়েই একসঙ্গে বলিল, "আপনি যেরূপ উপদেশ দিলেন, ঠিক তাহাই আমরা পালন করিব।"

ডাক্তার যখন দেখিলেন, তাহাদের চিত্তবেগ বাস্তবিক ঠাণ্ডা হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে অভ্যর্থনাগৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিলেন, হলঘর পার হইয়া, শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় উঠিলেন; বারান্দা কার্পেট-মণ্ডিত, দুই ধারে সমসূত্রে গৃহশ্রেণী।

বারান্দার প্রান্তভাগে একটি কক্ষসমীপে ডাক্তার সাহেব তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয়কে দাঁড় করাইলেন; নিজের ওষ্ঠে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক সঙ্গিনী-দ্বয়কে তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত উপদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, অনন্তর গৃহদ্বারে করাঘাত করিলেন।

যে স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোক সেই মেয়েদুটিকে চৌকী দেয়, সে তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিল। ডাক্তার ডুপণ্ট অগ্রে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে মিসেস্ ওয়েন্ এবং কুমারী মেরী।

মিসেস্ ওয়েন্ যখন মনে করিল, সে নিজেই তাহার ঐ অভাগিনী মেয়ে দুটিকে পাগ্‌লা-গারদে আবদ্ধ করিবার মূল কারণ, তাহার হৃদয়ে যখন সেই স্মৃতিশেল নির্ঘাত বাজিল, তখন তাহার মনোমধ্যে কি যে যন্ত্রণানল জ্বলিয়া উঠিল, পাঠকমহাশয় যদি তাহা অনুভব করিয়া লইতে পারেন, লইবেন, আমরা তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। ভগ্নী দুটিকে তদবস্থায় পাগ্‌লাগারদে দেখিয়া পবিত্রহৃদয়া মেরীর প্রাণে যে কি নিদারুণ আঘাত লাগিল, তাহাও বর্ণনা করা আমাদের অসাধ্য।

প্রাচীর-বেষ্টিত জিনেভা নগরের গোরস্থানে নিহতা এমার কবরের উপর চক্ষের জল ফেলিবার সময় এই বিধবা ওয়েন্ ও এই কুমারী মেরীর অন্তরে যেরূপ শোকানল জ্বলিয়াছিল, জীবিতা পাগলিনী আগাথাকে ও জুলিয়াকে তদবস্থায় পাগ্‌লাগারদে দেখিয়া তাহাদের শোক তদপেক্ষা অধিক প্রবল হইল।

আগাথা ও জুলিয়া সে দিন তখনও নিত্য অভ্যাসমত সেই গবাক্ষে বসিয়া উদাস-নয়নে বাহিরের প্রাকৃতিক বস্তুর দিকে চাহিয়াছিল। গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটনের শব্দ হইয়াছিল, তাহা তাহারা শুনিতে পায় নাই, যদিও শুনিয়া থাকে, সে দিকে মনোযোগই দেয় নাই।

নবাগতা মাতাপুত্রীকে সেই দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে হস্ত-সঙ্কেতে ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার ডুপণ্ট আস্তে আস্তে আগাথা ও জুলিয়ার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; প্রকৃতিসিদ্ধ সুমিষ্ট, সদয়, সান্ত্বনা-বচনে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একদৃষ্টে ও দিকে চাহিয়া অত মনোযোগ পূর্ব্বক তোমরা কি দেখিতেছ?"

মুখ ফিরাইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চক্ষু তুলিয়া আগাথা উত্তর করিল, "আমি দেখিতেছিলাম, আকাশপথে সারি সারি পরী উড়িয়া যাইতেছে! আহা! পরীগুলি চমৎকার সুন্দরী! তাহাদের ডানাগুলি দিব্য শাদা শাদা, ঠিক যেন রূপা দিয়া মোড়া! পরীদের সকলেরই নীলমেঘের ন্যায় সুন্দর সুন্দর পোষাক পরা; পোষাকের অঞ্চলগুলি তাহাদের পদতল পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে!"

পূর্ব্বে বলা আছে, এক ভগ্নী যাহা করে, যাহা বলে, দ্বিতীয়া ভগ্নীও ঠিক ঠিক তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। এখনও তাহাই। আগাথা

যেরূপ উদাস-নেত্রে ডাক্তারের মুখ-পানে চাহিয়া যে ভাবে কথা কহিয়াছিল, জুলিয়াও সেইরূপে চাহিয়া সেই ভাবে বলিতে লাগিল, "আমি দেখিতে-ছিলাম, আকাশপথে সারি সারি পরী উড়িয়া যাইতেছে! আহা, পরীগুলি চমৎকার সুন্দরী! তাহাদের ডানাগুলি দিব্য শাদা শাদা, ঠিক যেন রূপা দিয়া মোড়া! পরীদের সকলেরই নীল মেঘের ন্যায় সুন্দর সুন্দর পোষাক পরা; পোষাকের অঞ্চলগুলি তাহাদের পদতল পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে।"

মিসেস্ ওয়েন্ ও কুমারী মেরী এই সময় আগাথা ও জুলিয়ার মুখ দেখিল, কণ্ঠস্বরও শুনিল। মুখ দুখানি এত পাণ্ডুবর্ণ যে, তাহাতে বিন্দু-মাত্র লোহিত-বর্ণের আভা পর্য্যন্ত নাই; কণ্ঠস্বর এত মৃদু ও এতদূর বিষাদব্যঞ্জক যে, তাহা শ্রবণ করিয়া মাতাপুত্রীর হৃদয় যেন বিদীর্ণপ্রায় হইল। তথাপি তাহারা এতদূর দৃঢ়তা সহকারে ধৈর্য্যধারণ করিয়া রহিল যে, তাহাতে তাহাদের নিজের মনেই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল।

ডাক্তার সেই সময় দ্বারের দিকে চাহিয়া তাহাদের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিলেন, তাহারা ধীরে ধীরে গবাক্ষের নিকট সরিয়া আসিল।

পূর্ব্বাপেক্ষা কোমলকণ্ঠে সান্ত্বনাজ্ঞাপক বাক্যে ডাক্তার তখন পাগলিনী স্ত্রীদ্বয়কে বলিলেন, "তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুরা দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

ঠিক একই প্রকার ভঙ্গীতে, ঠিক একই প্রকার মনোভাবে, ঠিক একই প্রকার ঔৎসুক্যে ডাক্তারের বদন হইতে চক্ষু ফিরাইয়া, পাগলিনীরা তাহাদের মাতা ও ভগ্নীর দিকে সমান-দৃষ্টিতে চাহিল, একই প্রকার স্বাভাবিক বুদ্ধির সহায়ে, একই প্রকার চিনিবার শক্তির প্রভাবে, যুগল সহোদরা চমকিয়া উঠিয়া, গবাক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, চকিত-চীৎকার-স্বরে বলিয়া উঠিল, "এই আমাদের প্রিয় ভগ্নী মেরী!"

পরক্ষণে দুই ভগ্নীতে একসঙ্গে লাফাইয়া লাফাইয়া আসিয়া মেরীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পাগলের সোহাগে বার বার চুম্বন করিল; তৎপরে আগাথা আবার মেরীকে কোলে করিয়া প্রেমাদরে তাহার অধরে চুম্বন দিল, সেই মুহূর্ত্তে জুলিয়াও ঠিক সেইরূপে সেইরূপ সোহাগ দেখাইল।

মেরীও সেই মুহূর্ত্তে সমভাবে সোহাগ করিয়া উভয় ভগ্নীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিল।

সেই মুহূর্ত্তে আর একবার মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া আগাথা বলিল, "এসো ভগ্নি এসো, আমাদের কাছে এসে বোসো, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? কত দিন আমরা তোমাকে দেখি নাই।"

জুলিয়া প্রতিধ্বনি করিল, "এসো ভগ্নি এসো, আমাদের কাছে এসে বোসো, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? কত দিন আমরা তোমাকে দেখি নাই!"

সাশ্রু-নয়নে অবরুদ্ধ-স্বরে মেরী বলিল, "প্রিয় ভগ্নি! মা তোমাদের দুজনকে দেখিতে আসিয়াছেন!"

দুটি দুঃখিনী কন্যাকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষে মিসেস্ ওয়েন্ দ্রুতপদে সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া, স্তম্ভিত-স্বরে বলিল, "হাঁ বৎসে! আমি তোমাদের মা, আমি আসিয়াছি। আমি তোমাদের দুঃখিনী মা, আমি তোমাদের দেখিতে আসিয়াছি।"

শরীরের মধ্যে যেন সহসা দানবিক আত্মা আশ্রয় লইল; বৈদ্যুতিক তারে যেন তাড়িত সঞ্চারিল, বিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, বিকট চীৎকার-স্বরে আগাথা বলিল, "কি! তুই আমাদের মা?—না—না,—তুই আমাদের মা নোস্! তুই একটা দানবী! তুই সয়তানী! তুই একটা ডাইনী! তুই একটা পিশাচী—তুই একটা ভয়ঙ্করী বুড়ী! তুই একটা রাক্ষসী!—আমি তোকে বেশ জানি!—দূর হ?—দূর হ!"

তৎক্ষণাৎ জুলিয়া প্রতিধ্বনি করিল, "না—না,—তুই আমাদের মা নোস্!—তুই একটা দানবী!—তুই সয়তানী!—তুই একটা ডাইনী!—তুই একটা পিশাচী!—তুই একটা ভয়ঙ্করী বুড়ী!—তুই একটা রাক্ষসী!—আমি তোকে বেশ জানি! দূর হ!—দূর হ!"

মাকে মা বলিয়া চিনিতে না পারিয়া পরিতাপিনী পাগলিনী যুগল সহোদরা পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইল, দুজনের চক্ষু যেন দুজনকে বলিল, তুমি আমাকে রক্ষা কর, তুমি আমাকে রক্ষা কর। বাস্তবিক মাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া সে সময় তাহারা যেন অধিক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, মিসেস্ ওয়েন্ পশ্চাতের দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিল। ভয়ে ও হতাশে কম্পিতা হইয়া কুমারী মেরী সজল-নয়নে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল; কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

পাগলিনীদের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া ডাক্তার ডুপণ্ট অতি কোমল-মৃদুবচনে বলিলেন, "তোমরা তোমাদের ভগ্নীটিকে দেখিয়াছ, ভগ্নীকে ভগ্নী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছ, উঁহাকে দেখিয়া তোমাদের কি আহ্লাদ হয় নাই?—আরও—আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি,—আমার কথায় কি তোমাদের বিশ্বাস হইবে না?—আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, ঐ যে দ্বিতীয় রমণী, ঐটি তোমাদের মা!"

মুহূর্ত্তমধ্যে আবার রাগে রাগে ফুলিয়া চীৎকার-স্বরে আগাথা বলিয়া উঠিল, "আমাদের মা?—না—না,—ও বুড়ী আমাদের মা নয়। ও বুড়ী পিশাচী!—পাপের গুরু!—ঐ ডাকিনী আমাদের সকল প্রকার পাপ-শিক্ষার গুরু!"

জুলিয়াও তীব্রস্বরে প্রতিধ্বনি করিল, "না—না,—ও বুড়ী আমাদের মা নয়!—ও বুড়ী পিশাচী!—পাপের গুরু!—ঐ ডাকিনী আমাদের সকল প্রকার পাপ-শিক্ষার গুরু!"

হাকিমের ন্যায় হুকুমের ইঙ্গিতে ডাক্তার ডুপণ্ট তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার আদেশ করিলেন; সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া হতভাগিনী মিসেস্ ওয়েন্ মেয়েদের কাছে ছুটিয়া আসিয়া, তাহাদের পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া, বাহুবিস্তার পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দোহাই পরমেশ্বর!—আমার জন্য তোমরা বহু যন্ত্রণা সহ্য করিতেছ!—আমার জন্যই তোমাদের এখন এই ভয়ানক অবস্থা!—আমার জন্যই তোমাদের এই ভয়াবহ দুর্দ্দশা!—আমি মহাপাপী! ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—তোমরা দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা কর! আমি তোমাদের দুঃখিনী জননী—পাপিনী দুঃখিনী জননী!—আমিই তোমাদের দুটিকে পাপের পথে আনিয়াছিলাম! দয়া করিয়া এই পাপিনীকে তোমরা ক্ষমা কর!"

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! বুড়ীর ঐরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে আগাথার ও জুলিয়ার সংক্রুদ্ধ ভাব সহসা পরিবর্ত্তিত। ক্ষণ-পূর্ব্বে আতঙ্কে ও ক্রোধে পাগলিনীদের নয়ন হইতে যে জলন্ত অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল, সহসা যেন তাহা নির্ব্বাপিত। মনের আকস্মিক শান্তি এই সময় তাহাদের শান্ত নয়নে বিভাসিত হইতে লাগিল।

ক্ষণেক পূর্ব্বে ডাক্তার ডুপণ্ট উগ্রভঙ্গীতে মিসেস্ ওয়েন্‌কে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার সঙ্কেত করিতেছিলেন, স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া না গেলে, জোর করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিবেন, এইরূপ ভাব দেখাইতেছিলেন, সহসা পাগলিনীদের বদনে শান্তভাব নিরীক্ষণ করিয়া চমকিত-নেত্রে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মেরীর হৃদয়েও অভিনব শুভসূচক আশার সঞ্চার হইল। দ্বাররক্ষিকা স্থূলাঙ্গী রমণীও সেই অভিনব দৃশ্য-দর্শনে উদাসিনী রহিল না।

পরিত্যাগিনী মিসেস্ ওয়েন্ তখনও পর্য্যন্ত মেয়েদের পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিল, মেয়েরা তখন তাহার দিকে নেত্র নামাইয়া একটু যেন প্রফুল্ল-দৃষ্টিতে অনিমেষে চাহিয়া রহিল।

পাগলিনীরা পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ঠিক যেন দুটি নিশ্চলা প্রতিমা। বুড়ী তখন মুখ উঁচু করিয়া মেয়েদের মুখের দিকে চাহিতেছিল, নতনয়নে মেয়েদের দৃষ্টিও সেই মুখের দিকে স্থির;—মুখে একটিও বাক্য নির্গত হইল না; সমস্তই নিস্তব্ধ। পাগলিনীদের ভাবভঙ্গী ও নয়নের জ্যোতিঃ ঠিক এক রকম। বোধ হইতে লাগিল যেন, দুটি সজীব প্রতিমার উপর একটিমাত্র মনের পূর্ণ আধিপত্য।

এক হস্তে ভগ্নীর হস্ত ধরা ছিল, দ্বিতীয় হস্তখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া আগাথা সেই সময় বুদ্ধি স্থির করিবার অভিপ্রায়ে বারংবার ললাটে ঘর্ষণ করিতে লাগিল; জুলিয়াও ঠিক সেই সময় সেইরূপে আপনার শ্বেত ললাটে হস্ত পেষণ করিয়া সেইরূপ ভঙ্গীর অনুকরণ করিল।

ডাক্তার ডুপন্ট এই অবসরে মেরীর মুখের দিকে আর সেই স্থূলাঙ্গী রমণীর মুখের দিকে আকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; সেই দৃষ্টিপাতে বোধ হইল যেন, তিনি জানাইলেন, যে সঙ্কট উপস্থিত হইবার আশঙ্কা, পাগলিনীদের ঐ নূতন ভাবের উপর সেই সঙ্কট এখন নির্ভর করিতেছে। যথার্থই মহা সঙ্কট! আশুফল কি যে ফলিবে, ঘরের লোকেরা কেহই তাহা অনুমান করিতে পারে নাই।

পাগ্‌লামীর খেয়ালে দুই ভগ্নী একসঙ্গে সমসময়ে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "ও পরমেশ্বর! সত্যই আমাদের মা!"

পরক্ষণেই আগাথা অকস্মাৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া হেলিয়া হেলিয়া পদতলস্থ কার্পেটের উপর ঘুরিয়া পড়িল,—মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল।

"হা পরমেশ্বর! আমার এই ভগ্নীটি মরে!"—বলিতে বলিতে কুমারী মেরী মহাতঙ্কে দ্রুতপদে আগাথার দিকে ছুটিয়া চলিল।

"এসো না—এসো না—সরিয়া যাও—সরিয়া যাও।"—এই কথা বলিতে বলিতে মেরীকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া জুলিয়াও সেই মুহূর্ত্তে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ঘনশ্বাস-কম্পিত লুণ্ঠিত দেহের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল!

নিদারুণ শোকে, হতাশে, আতঙ্কে মিসেস্ ওয়েন্ ও মেরী তখন এককালে হতবুদ্ধি। পাগলিনী আগাথার শোণিত-কোষের ধমনী কাটিয়া গিয়াছিল! ডাক্তার ও পরিচারিকা উভয়ে বলপূর্ব্বক আগাথার বুকের উপর হইতে জুলিয়াকে আকর্ষণ করিয়া সরাইয়া লইলেন। "ওঃ! আমও

ভয়ঙ্কর ঘটনা! মহাসঙ্কট, মহাবিপদ, মহাহুলস্থূল!—সকলেই হতবুদ্ধি!—জুলিয়ার মুখ দিয়াও রক্ত উঠিতে লাগিল। ডাক্তার ভাবিয়াছিলেন, জুলিয়া এইমাত্র আগাথার বুকের উপর পড়িয়াছিল, হয় ত আগাথার রক্তই তাহার মুখে লাগিয়াছে, কিন্তু অচিরেই সে ভ্রম ঘুচিল;—জুলিয়ার নিজেরই রক্তকোষ হইতে তাহা তাহা রক্ত নির্গত হইতে লাগিল।

ছুটি ভগ্নীর ছুটি দেহ ধরাধরি করিয়া ছুখানি খট্টার উপরে স্থাপন করা হইল। মনুষ্যের সাধ্যে যতদূর উপায় করা সম্ভব, ডাক্তার ডুপণ্ট বিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন, রক্ত উঠা বন্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইলেন, সমস্তই বৃথা হইল! পাগলিনীদের বাঁচিবার আর আশা নাই! মেরী ও মেরীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে খট্টার নিকটে গিয়া, একে একে উভয়ের মুখের কাছে হেঁট হইয়া অনর্গল অশ্রুবর্ষণ করিল; পাগলিনীরা আর একটিও কথা কহিল না।

বিশ মিনিট পরে ছুই ভগ্নী এক সময় নিজ নিজ খট্টায় একবার পাশ ফিরিয়া যেন কাহাকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষে বাহু বিস্তার করিল; তৎকালে ছুইখানি মুখের দিকে ছুইখানি মুখ ফিরিল। নিমেষমধ্যেই ছুটি ভগ্নী নিজ নিজ শয্যায় নয়ন মুদিত করিল; ছুটিতেই ঘুমাইয়া পড়িল। যে ঘুমে ঘুমাইলে মানুষ আর ইহজগতে জাগিয়া উঠে না, সেই অনন্ত ঘুমে ঐ ছুটি পাগলিনী ভগ্নী জন্মের মত অভিভূত!

* * * * * * *

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে কুমারী মেরী ও মিসেস্ ওয়েন্ নিঃশব্দে সেই শয্যাগারমধ্যে প্রবেশ করিল; সে ঘরে তখন আর কেহ ছিল না; মাতা-পুত্রী উভয়ে ঐ অচিরমৃতা ভগ্নী ছুটির শয্যা-সমীপে জানু পাতিয়া বসিল। কবি-কল্পনার ন্যায় নূতন কল্পনায় ডাক্তার ডুপণ্ট ইতাগ্রে স্থির করিয়াছিলেন, এই আশ্রমে প্রবেশ করিবার দিন হইতে ছুই ভগ্নীর কার্য্য ও মনোভাব যখন ঠিক একপ্রকার ছিল, তখন জীবনাবসানে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাখা বিধিসিদ্ধ হয় না; সেই জন্য ছুটি দেহ একখানি খট্টার উপর তিনি রাখিয়া দিয়াছিলেন। উভয়ের গাত্রেই কবরের বসন আচ্ছাদন; শুভ্রবসনে ছুটি দেহ আবৃত; অহো! ছুটি জীবনশূন্য দেহের মুখ ছুখানি তখন যেরূপ শুভ্র, আচ্ছাদনের শুভ্র বসন তদপেক্ষা অধিক শুভ্র দেখাইতেছিল না! হাঁ, সেই ছুটি দেহ সেই সময়ে যেন ছুটি পাশাপাশি শ্বেত-পাথরের প্রতিমা! সংসারের সকল বন্ধন, সকল স্নেহ, সকল অনুরাগ, সকল আশা তখন তাহারা ভুলিয়া রহিয়াছে! মৃত্যু তাহাদের ছুটি পাঞ্চভৌতিক দেহ জন্মের মত অবশ করিয়া দিয়াছে!

সেই দুটি নির্জীব শরীরের শয্যাপার্শ্বে তাহাদের মাতা ও জীবিতা ভগ্নী জানু পাতিয়া বসিয়াছে; এখন আর তাহাদের নয়নে জল নাই, মুখে বিলাপ-বাক্য নাই, শবগৃহ গভীর নিস্তব্ধ; মধ্যে মধ্যে কেবল এক একবার ঐ শোকসন্তপ্তা জননী ও ভগ্নীর অর্দ্ধস্তম্ভিত ঘনপ্রকম্পিত দীর্ঘ-নিশ্বাসের শব্দে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা সেই ভাবে বসিয়া করযোড়ে পরমেশ্বরের নিকটে অন্তিম প্রার্থনা করিল। অভাগিনী মেরীর মনে কোন প্রকার আত্ম-গ্লানির সঞ্চার হইল না, কিন্তু দুর্ভাগিনী পাপীয়সী মিসেস্ ওয়েনের পরিতাপ অসীম; জ্ঞানকৃত অপরাধ—জ্ঞানকৃত পাপ!—পাপীয়সী তখন ক্ষণিক বিবেক-বুদ্ধিতে বুঝিয়া লইল, পৃথিবীতে দুর্জ্জয় পাপের এই দুর্জ্জয় শাস্তি! অনেকক্ষণ সেই দুখানি নির্জীব বদনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, সেই দুখানি নির্জীব-বদনে অন্তিম চুম্বন করিয়া, অবশেষে তাহারা অতি মৃদু গতিতে অতিকষ্টে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল, বাহির হইতে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া, পার্শ্বের একটা দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া, তাহারা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে উচ্চকণ্ঠে রোদন করিল, অনন্তর মর্ম্মভেদী বিলাপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেই বাতুলাশ্রম হইতে বাহির হইল।

জিনেভা নগরে পৌঁছিয়া মাসাধিক কাল ঐ মাতাপুত্রী তথায় একটা বাসা করিয়া ছিল, নিত্য নিত্য গাড়ীভাড়া করিয়া বাতুলালয়ে আসিত আর ফিরিয়া যাইত, ফটকের বাহিরেই তাহাদের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, উভয়ে সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সেই বাসায় ফিরিয়া গেল।

তিন দিন অতীত। জিনেভা নগরের যে সমাধিক্ষেত্রে নিহতা এমার সমাধি হইয়াছিল, সেই সমাধিক্ষেত্রে তাহারই পার্শ্বে আগাথা ও জুলিয়ার মৃতদেহ চিরজীবনের নিমিত্ত ঘুমাইয়া রহিল। যে সময়ে দুটি শবসিন্দুক (কফিন) সেই ক্ষেত্রে সমাধিগহ্বরে বিনিক্ষিপ্ত হইল, সে সময়ে শোকাকুলা মাতা ও ভগ্নীর যেরূপ মানসিক যন্ত্রণা, কোন্ লেখনী তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না!

ঊননবতিতম উল্লাস।

লিমান হ্রদে মহা বিপত্তি।

আগাথা ও জুলিয়ার মৃতদেহ কবরস্থ হইবার কয়েক দিন পরে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিবার জন্য মিসেস্ ওয়েন্ ও কুমারী মেরী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শোক-বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া লিমান হ্রদের তীরে উপস্থিত হইল; একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ প্রতিদিন জিনেভার কূল হইতে লসেনি বন্দরে যাতায়াত করে, সেই জাহাজে তাহারা আরোহণ করিল।

বেলা দশটা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দুর্য্যোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব-লক্ষণ। দূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্য পদার্থগুলি নিবিড় অন্ধকার জলদ-মালার আবরণে সমাচ্ছন্ন; দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে যে সকল প্রাকৃতিক শোভা পরম রমণীয় দেখায়, সে শোভা এখন অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; দেখিলে বরং হৃদয়ে আতঙ্কের উদ্রেক হয়।

জাহাজখানি ছোট, সে দিনের আরোহিসংখ্যাও অল্প, আরোহিগণের মধ্যে একটি ভদ্রলোক মিসেস্ ওয়েন্ ও কুমারী মেরীর দিকে ঘন ঘন সতৃষ্ণদৃষ্টি ক্ষেপণ করিতেছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন ডেকের উপর; স্ত্রীলোক-দিগের নিকট হইতে সে স্থানটা কিছু দূর; তাঁহার চক্ষু ছিল তাহাদের দিকে, পুনঃ পুনঃ চাহিয়া চাহিয়া, তাহাদের অঙ্গে শোকবস্ত্র দর্শন করিয়া তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হইতেছিল।

জিনেভা হইতে লসেনি বন্দর ত্রিশ মাইল দূর, সুবাতাস থাকিলে তিন ঘণ্টায় তথায় তরণী পৌঁছিতে পারে। যে জাহাজখানি চলিতেছে, সেখানি খানিক দূর গিয়াছে, সেই সময় আকাশের মেঘমালা আরও নিবিড় হইয়া আসিল, অল্প অল্প বাতাস উঠিল, জাহাজখানি হেলিতে দুলিতে আরম্ভ করিল।

তৎকালে হ্রদবক্ষে আর অন্য কোন তরণী দৃষ্ট হইতেছিল না। দুর্য্যোগের আশঙ্কা থাকিলেও ঐ ক্ষুদ্র জাহাজ চালাইতে কাপ্তেনের কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় নাই। জাহাজখানি হেলিতেছে, দুলিতেছে, সমবেগে চলিতেছে; আরোহিগণের মধ্যে যে কয়েকটি স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা ভয় পাইয়া কিনা-রার দিক্ হইতে সরিয়া সরিয়া বসিতেছে; পুরুষগণের মনেও অল্প অল্প ভয়ের সঞ্চার হইতেছে।

বৎসরের এক এক ঋতুতে লিমানহ্রদে অকস্মাৎ মহা তুফান হয়; সুগভীর সলিলগর্ভ হইতে জোর জোর হাওয়া উঠিয়া বড় বড় তরঙ্গ উৎপাদন করে; দেখিতে দেখিতে মহা ঝটিকা উত্থিত হইয়া তৎকালবাহী জলযানগুলিকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া ফেলে। এ দিনেও সেইরূপ ঘটিল। তরঙ্গবেগ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইতে না হইতে দক্ষিণদিক্ হইতে দম্‌কা বাতাস উঠিল; বড় বড় দম্‌কা।—পূর্ব্ব হইতেই তরঙ্গ উঠিতেছিল, সে সকল তরঙ্গ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিল। তরঙ্গমালা এক একবার ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়, এক একবার নিম্নগামী হইয়া জলতলে প্রবেশ করে; ভয়ঙ্কর দৃশ্য! হ্রদের জল তোলপাড় হইতে লাগিল, জাহাজখানিও দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া এক একবার ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়, এক একবার নিম্নে নামিয়া আইসে; ঝলকে ঝলকে জাহাজে জল উঠিতে লাগিল, জাহাজখানি কাত হইয়া পড়িল; ক্রমশই ঘন ঘন তরঙ্গাঘাতে তরণীখানিকে স্থির করিয়া রাখা কাপ্তেনের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল, তরণীস্থ স্ত্রী-পুরুষ-মাত্রেই প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। "ডুবিল! ডুবিল!" এইরূপ সভয় উক্তি সকলেরই মুখে; দারুণ আতঙ্কে সকলেই চঞ্চল; যাহারা কিছু বেশী সাহসী, কেবল তাহারাই একটু স্থির।

ঝটিকা প্রবল, তরঙ্গ প্রবল, আরোহিবর্গের আতঙ্কও প্রবল। আরোহিগণকে কথায় কথায় সাহস প্রদান করিয়া কাপ্তেনসাহেব তাঁহার অধীনস্থ খালাসিগণকে সতর্ক হইতে বলিলেন, পাল গুটাইয়া মাস্তল নামাইবার হুকুম দিলেন; তুফান আরও বাড়িয়া উঠিলে, নিরাপদের নিমিত্ত যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া রাখিলেন।

প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ;—মানুষের সাবধানতা, মানুষের পরাক্রম সে যুদ্ধে কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারে না। আর বিলম্ব নাই; জাহাজখানি ডুবিয়া যায় যায়, এইরূপ উপক্রম! তরঙ্গের জলে জাহাজ পরিপূর্ণ; কানায় কানায় জল; কানা ছাপাইয়া জল; প্রায় কানা পর্য্যন্ত জলগর্ভে নিমজ্জিত! পুরুষেরা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, স্ত্রীলোকেরা ক্রন্দন জুড়িয়া দিল, জাহাজখানি হ্রদগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল!—লাফাইয়া লাফাইয়া আরোহীরা সকলেই জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। যাহারা সন্তরণে পটু, তাহারা সাঁতার দিয়া খানিক দূর ভাসিয়া চলিল, যাহারা সন্তরণে অপটু, তাহারা ডুবিয়া গেল!

মহা হুলস্থূল ব্যাপার! সকলেই জলে ঝাঁপ দিল, কেবল কাপ্তেন ও নাবি-

কেরা অন্তিম সাহসে ভর করিয়া মগ্ন জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রাণপণ সাধ্যে উদ্ধারের চেষ্টা পাইতে লাগিল।

সকলেই জলে ঝাঁপ দিয়াছিল; রক্ষা পাইবার উপায় ছিল না। খানিকক্ষণ হাঁকু-পাঁকু করিয়া যাহারা ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহারা আর উঠিল না; অবশাঙ্গ ও অবসন্ন হইয়াও যে কয়েকজন তখনও ভাসিতেছিল, বিধাতা তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন;—একটা প্রবল তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে লসেনি বন্দরের কূলে তুলিয়া দিল।

একটি যুবা পুরুষ আত্মপ্রাণ-রক্ষায় অধিক যত্নবান্ না হইয়া সেই বিপদে বরাবর একটি যুবতীকে কোলে করিয়া রাখিয়াছিলেন; তীরে যখন উঠিলেন, তখন দেখিলেন, যুবতী অচেতন। বন্দরের তীরভূমিতে সেই যুবতীকে শয়ন করাইয়া যুবাপুরুষ যথাসাধ্য যত্নে তাহার চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তরঙ্গবেগে যাহারা ভাসিয়া আসিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন, একে একে তাঁহাদের সকলের মুখপানে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ তিনি যেন কি ভাবিলেন; কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহার চক্ষের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই সেইরূপ অনুমিত হইল। যাহাকে দেখিতে চান, তাহাকে তিনি দেখিতে পাইলেন না।

যুবতী তখনও পর্য্যন্ত অচেতন, ইহাই এক প্রকার সান্ত্বনা। তিনি নিজে কিন্তু অত্যন্ত উন্মনা হইলেন, মুখখানি বিমর্ষ হইল। আবার আধ ঘণ্টা অতিক্রান্ত; আবার এক তরঙ্গবেগে আরও পাঁচ সাতটি মৃতদেহ ভাসিয়া ভাসিয়া কূলে আসিয়া লাগিল। যুবাপুরুষ নূতন আগ্রহে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন, তাহাদের ভিতরেই ঐ যুবতীর জননীর মৃতদেহ।

পাঁচ মিনিট পরে যুবতীর চৈতন্যোদয় হইল। পার্শ্বে একটি যুবাপুরুষকে দেখিয়া লজ্জায় তাহার নয়নদ্বয় সহসা নিমীলিত হইয়া পড়িল। শোকে আচ্ছন্ন, শোকে হৃৎকম্প, তাহার উপর আকস্মিক লজ্জা; নিমীলিত-নেত্রে যুবতী তথাপি মনে মনে ভাবিল, এই মূর্ত্তিটি যেন চেনা।

ভাব বুঝিতে পারিয়া যুবা বলিলেন, "মেরি! আমাকে দেখিয়া তুমি লজ্জা করিও না, এ সময় লজ্জা করিবার সময় নয়।"

দুঃখের উপর, লজ্জার উপর অকস্মাৎ যুবতীর মনে মহা বিস্ময়ের উদয়। বিস্ময়ের কারণ এই যে, যুবতী মনে মনে ভাবিল, কি আশ্চর্য্য! ইনি আমার নাম জানেন!

সে ভাবটিও যুবাপুরুষের অগোচর রহিল না; মুদিত চক্ষের ভাব ও

মুখের মলিনতা তদ্‌বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষ্য দিল। কি বলিবেন, কি বলিয়া উৎসাহ দিবেন, কি বলিয়া সান্ত্বনা দান করিবেন, কিয়ৎক্ষণ তিনি তাহাই ভাবিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "সুন্দরি! জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলেই জলে পড়িয়া গিয়াছিলাম, অতি কষ্টে তোমাকে আমি রক্ষা করিয়াছি,—কিন্তু তোমার জননীকে উদ্ধার করিতে পারি নাই। অল্পক্ষণ হইল, একটা ঢেউ আসিয়া কিনারায় লাগিয়াছিল, সেই সঙ্গে কয়েকটি মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছে, সেই সকল দেহের মধ্যে তোমার মাতার দেহটি আমি দেখিয়াছি, তিনি বাঁচিয়া নাই!"

মেরীর বক্ষঃস্থল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মুদিত নেত্রযুগল সহসা উন্মুক্ত হইল; নেত্রযুগলে দরদর অশ্রুধারা।

প্রবোধ-বচনে যুবা বলিলেন, "শান্ত হও, রোদন করিও না। বিধাতার মনে যাহা ছিল, তাহাই হইল। তোমাদের সব কথা আমি শুনিয়াছি, মনে বড় বেদনা লাগিয়াছে; তোমাকে যে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছি, ইহাই আমার আনন্দ। এক্ষণে যাহাতে আমি তোমার কিছুমাত্র উপকার করিতে পারি, প্রাণপণ যত্নে তাহার চেষ্টা পাইব।"

যুবাপুরুষ কিরূপে মেরীকে চিনিতে পারিলেন, কিরূপে তাহার নাম জানিলেন, কিরূপে তাহাদের সকল কথা শুনিয়াছেন বলিয়া আত্মীয়তা জানাইলেন, পাঠকমহাশয়কে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

মাতার সহিত মেরী যে দিন জিনেভা হইতে ডাক্তার ডুপণ্টের বাতুলাশ্রমে যাইতেছিল, পথিমধ্যে সেই সময়ে একটি ঘটনা সংঘটিত হয়, সে স্থলে তাহার উল্লেখ নাই। ঘটনাটি এই:—সেই সময়ে পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে বসিয়া যে সময়ে মাতা-পুত্রী দুঃখের ভাবনা ভাবিতেছিল, সেই সময় ফরাসী উপকূল হইতে একখানা ডাকগাড়ী সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হয়, দুটি রমণীকে বিষাদিনী দেখিয়া সেই গাড়ী হইতে একটি যুবাপুরুষ নামিয়া তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন; তাহারা পরিচয় দেয় নাই, কেবল কতক কতক দুঃখের কথা বলিয়াছিল মাত্র। আগাথা ও জুলিয়ার মৃত্যুর পর তাহারা যখন দেশে যাইবার জন্য লিমান হ্রদের কূলে জাহাজে আরোহণ করে, পূর্ব্বকথিত যুবাপুরুষটিও সেই জাহাজে উঠিয়াছিলেন। যিনি এক্ষণে মেরীকে হ্রদ-গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া, যত্নে চৈতন্যসম্পাদন করিয়া কাতর-বচনে প্রবোধদান করিতেছেন, তিনিই সেই যুবাপুরুষ। জিনেভা বন্দরে জাহাজে উঠিয়া এই যুবাপুরুষ সেই দুটি রমণীকে সেই জাহাজে দেখিয়া তাহাদের পরিচয় জানিবার জন্য অত্যন্ত

উৎসুক হইয়াছিলেন; নিকটে গিয়া দেখা দেন নাই, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেন নাই, জাহাজের কাপ্তেনকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, বয়োধিকা স্ত্রীলোকের নাম ওয়েন্, ছোটটি তাহার কন্যা। কাপ্তেন সাহেব কিছু কিছু ইংরাজী ভাষা জানিতেন। কৃষ্ণ-প্রাসাদ-বাসিনী যুবরাণীর কুৎসার কথা লইয়া সেখানে যেরূপ হুলস্থুল পড়িয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে অনেকবার ওয়েনের নাম তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, এই পরিচয় তিনি প্রদান করেন; ওয়েনের একটি কন্যা খুন, মিসেস্ মেল্গারের মস্তকচ্ছেদন এবং অবশেষে ওয়েনের আর দুটি কন্যার পাগল হইয়া পাগ্‌লা-গারদে প্রবেশ, সম্প্রতি সেই দুই পাগলিনীর মৃত্যু, কাপ্তেন সাহেব এ সকল কথাও ঐ যুবাপুরুষকে শুনাইয়াছিলেন, তাহাতেই যুবা উঁহাদের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন। রূপ দেখিয়া মেরীর প্রতি তাঁহার অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, সেই কারণেই তাহাদের পরিচয় জানিবার জন্য তাঁহার ততদূর কৌতূহল জন্মিয়াছিল। এক্ষণে মেরীকে তিনি নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, 'তোমাদের সব কথা জানি' বলিয়া আভাস দিয়াছেন, কিন্তু কি কি প্রকারে জানা, সেই নিগূঢ় তত্ত্ব মেরীর কাছে তিনি প্রকাশ করেন নাই।

দুই ভগ্নীর বিয়োগে মেরী অতিশয় কাতর হইয়াছিল, তাহার উপর জলে ডুবিয়া মাতার মৃত্যু, উপর্য্যুপরি এই দুই শোচনীয় ঘটনায় তাহার অন্তর-সাগরে যে কতদূর শোকের তুফান, সহজেই তাহা অনুভব করা যায়। যুবাপুরুষ তাদৃশী অবস্থায় মেরীর কাছে কোন প্রকার বিশেষ কথাই ভাঙ্গিলেন না, যত্নপূর্ব্বক তাহাকে লোসেনির একটি হোটেলে লইয়া গেলেন; একটি স্ত্রীলোক সেই হোটেলের অধিকারিণী। যুবাপুরুষ সেই হোটেল-ওয়ালীকে সম্প্রতি চিনিয়াছেন, অল্পদিনেই তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে কিছু টাকা ঋণ লইয়া মেরীকে আর এক প্রস্থ বস্ত্র কিনিয়া দিলেন, নিজেও নূতন বস্ত্র ক্রয় করিয়া পরিধান করিলেন; সেই টাকা হইতে আবশ্যকমত ব্যয় করিয়া মেরীর মাতাকে সমাধিস্থ করিলেন, এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যে কিছু টাকা তাঁহার কাছে মজুত রহিল, তাহা তিনি নিজের কাছে রাখিলেন, তাহা হইতেই হোটেলের খরচপত্র চালাইতে লাগিলেন।

যুবাপুরুষটি অতি দয়ালু, অতি সদাশয়, বিশেষতঃ মেরীর প্রতি তাঁহার প্রেমানুরাগ, সেই কারণে সপ্তাহকাল তাঁহাকে লোসেনির সেই হোটেলে

বাস করিতে হইল, দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে দুঃখিনী মেরীও কিছু কিছু সুস্থ হইতে লাগিল। নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া যুবা একদিন অল্পে অল্পে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "মিস্ ওয়েন্! ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমাকে আমি আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি; তুমি অজ্ঞান হইয়াছিলে, আমি এই হোটেলে আনিয়া, উপযুক্ত ডাক্তার দেখাইয়া, সেবার জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া যথাসাধ্য যত্নে তোমাকে আরাম করিয়া তুলিয়াছি। যদিও ঘটনাসূত্রে ক্ষণকালমাত্র পথিমধ্যে তোমাকে আমি দেখিয়াছিলাম, তথাপি এখন আমি তোমাকে যেরূপ চক্ষে দেখিতেছি, যে ভাবে তোমার সহিত কথা কহিতেছি, তাহাতে আমার মনে হইতেছে, যেন বহুদিনের আলাপ, বহুদিনের ঘনিষ্ঠতা; তোমার মনের এখন যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে অন্য কোন প্রকার মনোভাবের কথা উত্থাপন করা অনুচিত, তোমার আমার উভয়ের পক্ষেই কষ্টকর; কিন্তু এখন তুমি সুস্থ হইয়াছ, অচিরেই এইখানে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হইবে; আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু কার্য্যগতিকে আমাকে এখন জিনেভায় থাকিতে হইবে। তুমি মাতৃহীনা হইয়া নিঃসহায় হইয়াছ, তাহা মনে করিয়া হতাশ হইও না, কাতর হইও না, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা জন্মিয়াছে, আমি তোমাকে আপন করিয়া লইয়া সুখে রাখিতে পারিব। জানিয়া রাখ, আমার নাম থিয়োডোর ভেরিয়ান; ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া তোমার মনস্থির হইলে, তুমি স্বচ্ছন্দে আমাকে পত্র লিখিয়া মনের ভাব জানাইতে পারিবে। মাতৃশোকে তুমি বিহ্বলা হইও না, তাহার জন্য শোক করিবার বিশেষ হেতু কিছুই নাই, সংসারে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন; তিনটি কন্যার শোকে তিনি যেরূপ জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন, আর কিছু বেশী দিন তাঁহাকে সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইত, শীঘ্র শীঘ্র সে যন্ত্রণা হইতে তিনি নিস্তার পাইলেন, ইহা অবশ্যই ভব-নিস্তারণ পরমেশ্বরের কৃপা; তুমি এক্ষণে সুস্থ-শরীরে স্বদেশে গিয়া উপস্থিত হও, ইহাই আমার কামনা।"

থিয়োডোর ভেরিয়ান চুপ করিলেন। কথাগুলি বলিবার সময় তিনি সস্নেহে নম্রমুখী মেরীর একখানি হাত ধরিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া মেরী যদিও একটিও কথা কহিল না, কিন্তু লজ্জাবনত-বদনে, লজ্জা-সঙ্কুচিত-নয়নে স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কপোল-যুগলে অল্প অল্প রক্তিম আভা

দেখা দিল; সেই ভাব দেখিয়া থিয়োডোর বুঝিলেন, ভালবাসার কথা যাহা তিনি বলিয়াছেন, কুমারী তাহাতে তুষ্ট হইয়াছে।

সিদ্ধান্তকে হৃদয়ে স্থান দিয়া থিয়োডোর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, জিনেভাতে আমি একটি চাকরী পাইয়াছি; সেই চাকরীর খাতিরে, বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুরোধে আমাকে লসেনীতে আসিতে হয়, সে দিনও সেই অনুরোধে আমি সেই দুর্ভাগ্য জাহাজে উঠিয়াছিলাম; জাহাজখানা দুর্ভাগা বটে, কিন্তু আমার পক্ষে একটি শুভক্ষণ সূচিত হইল, তোমার সহিত আলাপ করিবার সুবিধা পাইলাম। লণ্ডনের এক সম্ভ্রান্ত সদাগরী হাউসের একটি শাখা-আফিস জিনেভাতে আছে, আমি সেই আফিসের ম্যানেজার হইয়াছি; তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অবিলম্বে আমি জিনেভায় ফিরিয়া যাইব। জিনেভায় আমার ঠিকানা যেরূপ, তাহা লিখিয়া আমি তোমার হস্তে দিতেছি, সেই ঠিকানায় তুমি পত্র লিখিও। মনে করিয়া রাখিও, তোমার পত্র পাইবার প্রতীক্ষায় দিন দিন আমি দিন গণনা করিতে থাকিব। ইংলণ্ডে গিয়া তুমি উপযুক্ত আশ্রয় পাইবে, এমন কোন আত্মীয় বন্ধুলোক কি তোমার সেখানে আছে? আমার বাড়ীতে আমার একটি পরম স্নেহবতী ভগ্নী আছে, স্যার ডগ্‌লাস্ হণ্টিংডন সম্প্রতি আমার সেই ভগ্নীটিকে বিবাহ করিয়াছেন। স্বামীর সহিত আমার সেই ভগ্নীটি এখন লণ্ডনে বাস করিতেছে; লণ্ডনে তুমি যদি বাঞ্ছনীয় উপযুক্ত আশ্রয় না পাও, অসঙ্কোচে সেই বাড়ীতে তুমি চলিয়া যাইও, আমার পরিচয় দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে আমার ভগ্নী তোমাকে পরমাদরে আশ্রয় দান করিবে। আমি বরং তোমার অনুকূলে স্যার ডগ্‌লাস্ ও লেডী হণ্টিংডনের নামে একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি, সে পত্রখানি নিশ্চয়ই তোমার উপকারে আসিবে।"

এতক্ষণের পর কুমারী মেরী কথা কহিল;—সুকোমল-কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিল, "থিয়োডোর ভেরিয়ান! তুমি আমার প্রতি যেরূপ দয়া দেখাইলে, যেরূপ মধুর সম্ভাষণে সরলভাবে আমার সহিত আলাপ করিলে, যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়া আমাকে সুখী করিবার অঙ্গীকার করিলে, তাহাতে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম; তোমার ন্যায় সরলভাবেই তোমার কথায় উত্তর দেওয়া আমার উচিত।"

সংক্ষেপে এই কটি কথা বলিয়া কুমারী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, জীবনের জন্য তোমার নিকটে আমি ঋণী।

কেবল জীবন রক্ষা করিয়াই তুমি নিশ্চিন্ত হও নাই, প্রকৃত সাধুলোকের যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ দয়া প্রকাশ করিয়া এই দারুণ যন্ত্রণার সময়ে তুমি আমার সুখশান্তি-বর্দ্ধনার্থ কায়মনোবাক্য যত্ন করিয়াছ।”

এইরূপে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কুমারী মেরী কম্পিত-কণ্ঠে প্রায় অস্পষ্ট বাক্যে আবার বলিতে লাগিল, “যে জীবন তুমি রক্ষা করিয়াছ, তোমার সেবায় সেই জীবন আমি চিরদিনের জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখি, ইহাই আমার বাসনা। মিষ্টার ভেরিয়ান! ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াই আমি তোমাকে পত্র লিখিব। আর—আর—আরো কি কিছু বলিব?”

থিয়োডোর বলিলেন, “না—না—আর কিছু বলিতে হইবে না। এখন কেবল আমার একটি কথা বলিতে বাকী আছে। যে আকাজ্ক্ষাটি আমি তোমাকে জানাইয়াছি, সেটি যদি তুমি পূর্ণ কর, তবেই আমি সংসারে সুখী হইব; সেটি যদি অগ্রাহ্য কর, তবে চিরদুঃখে আমার দিন যাইবে!”

এইরূপ কথা হইতেছে, থিয়োডোর কিন্তু মেরীর হাতখানি ছাড়িয়া দিতেছেন না। বিস্মিত-নেত্রে মেরী একদৃষ্টে তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল, কথা কহিল না। থিয়োডোর এই সময় কি একটু চিন্তা করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “যৎসামান্য তহবিল-তছরুপের অপবাদে একটা নিষ্ঠুর লোক আমাকে কারাগারে পাঠাইয়াছিল, সে কথা শুনিয়া আমার উপর তো তোমার ঘৃণা জন্মিবে না?”

মেরী বলিল, “সরল অন্তরে আমি বলিতেছি, তোমার সরলতায় আমি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াই তোমাকে আমি যে পত্র লিখিব, তাহাতেই তুমি দেখিতে পাইবে, তাদৃশ তুচ্ছ কারণে আমার চিত্ত কখনই বিচলিত হইবে না। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার—আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী হইব।”

উল্লাসে প্রফুল্ল হইয়া থিয়োডোর ভেরিয়ান প্রগাঢ় অনুরাগে সুন্দরী মেরীর হাতখানি ওষ্ঠের নিকটে তুলিয়া সাদরে চুম্বন করিলেন।

থিয়োডোর ইতিপূর্ব্বে ডাকগাড়ী আনিবার হুকুম দিয়া রাখিয়াছিলেন, আধ ঘণ্টা পরে একখানা ডাকগাড়ী আসিয়া হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। থিয়োডোর সেই সময় মেরীর হস্তে একখানি পকেটবহি অর্পণ করিয়া সুমিষ্ট-স্বরে বলিলেন, “ইহার মধ্যে আমার ঠিকানা লেখা আছে, আর তোমার ইংলণ্ডে পৌঁছিবার গাড়ীভাড়াও ইহার মধ্যে প্রাপ্ত হইবে।”

এইখানে উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। কুমারী মেরী

সেই ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিল, গাড়ী গড় গড় শব্দে একদিকের রাস্তা ধরিয়া ছুটিল, আর একখানা গাড়ীতে আরোহণ করিয়া থিয়োডোর ভেরিয়ান অন্যদিকের রাস্তা দিয়া জিনেভাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

নবতিতম উল্লাস।

মেয়ে চুরী।

একপক্ষ পরে স্যর ভ্যালেণ্টাইন মাল্ভরণ লর্ড ফ্লোরিমেলের জমীদারীস্থ মনোহর নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। কুমারী ফ্লোরেন্সের শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন লর্ড ও লেডী ফ্লোরিমেল তাহাকে লইয়া বকিংহামসারের হনিংহাম-হল প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন; স্থানটী তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত; সেই স্থানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন। এক পক্ষ বিচ্ছেদের পর ভ্যালেণ্টাইনকে দেখিয়া ম্রিয়মাণা ফ্লোরেন্সের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল, তাঁহাকে বলিবার জন্য কত কথাই কুমারীর মনে আসিল; বাড়ীতে যতক্ষণ থাকিলেন, ততক্ষণ মনোমালিন্যের অনেকগুলি কথা ঘন ঘন তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল; মধ্যে মধ্যে চক্ষে জল আসিল; তাহাতেও সকল কথা বলা হইল না, চিত্তের আবেগও কমিল না। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা উভয়ে বায়ু-সেবনার্থ প্রান্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে ভ্যালেণ্টাইনের হাত ধরিয়া কুমারী সজল-নয়নে বিষণ্ণ-বদনে বারংবার বলিতে লাগিল, "প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের মুখে যে ভয়ানক কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমার না শোনাই ভাল ছিল! হায় হায়! আমার মা!—আমার হতভাগিনী মা!—ইংলণ্ডের যুবরাজ আমার মাকে পাপের পথে আনিয়াছিলেন, সেই পাপসূত্রেই আমার এই পাপ-দেহের উৎপত্তি! আমার মা অসতী হইয়া আমাকে প্রসব করিয়া গিয়াছেন! হায় হায়! দেশের রাজপুত্র হইয়া তেমন কাজ যিনি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়াই আমার ভুল হইয়াছিল! আমার মাসীমা কেন যে আমাকে কার্লটন্ প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলেন, কেন যে রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করাইয়া

দিয়াছিলেন, কেন যে এত দিন আমার জন্মের সেই ভয়ঙ্কর গুহ্যকথাটা আমার কাছে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখনও পর্য্যন্ত তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

অত্যন্ত কাতর হইয়া ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "তুমি কেঁদো না, বার বার সে সব কথা মনে করিও না। তোমার দোষ নাই, তোমার মাসীমারও দোষ নাই, দোষ আমার!—তোমার অনুরোধে আমি যদি সেই ছবি-সংক্রান্ত গুহ্যকথা জানিবার জন্য যুবরাজের সহিত দেখা করিতে না যাইতাম, জানিয়া আসিয়াও তোমার মাসীমার কাছে প্রকাশ না করিতাম, তোমার কানে যদি সেই ভয়ঙ্কর কথাটা না উঠিত, তাহা হইলে কখনই এ অনর্থ ঘটিত না।"

সাশ্রুনেত্রে ভ্যালেণ্টাইনের মুখপানে চাহিয়া আরও অধিক কাতরস্বরে ফ্লোরেন্স বলিল, "ভ্যালেণ্টাইন! তোমার দোষ?—জগতে কি তোমার বিন্দুমাত্র দোষ খুঁজিয়া পাওয়া যায়?—না—না, তোমার দোষ নাই,—দোষ আমার পোড়া অদৃষ্টের! হায় হায়, আমার মা!—মা আমার কুল-লক্ষ্মী হইয়াও পরের মন্ত্রণায় কলঙ্কপঙ্কে ডুবিয়াছিলেন, সেই কলঙ্কের বিষ-ফল আমি!—ভ্যালেণ্টাইন! আর আমি বলিতে পারিতেছি না!—অশ্রু-প্রবাহে—দারুণ মনস্তাপে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে!—আমি কাঁপি-তেছি!—পড়ি—পড়ি—পড়ি!—ভ্যালেণ্টাইন! আমাকে ধর! সত্যই আমি যেন পড়িয়া যাইতেছি!"

অভাগিনীর নয়নে শতধারে বারিধারা। ভ্যালেণ্টাইন তাঁহাকে কোলে করিয়া ধরিলেন। তবু কি থামে?—কম্পও থামে না, ক্রন্দনও থামে না, কথাও থামে না;—বার বার শতবার সরলা কুমারীর মুখে কেবল ঐ একই কথা—একই প্রবাহে বার বার করুণধ্বনি—মা—মা—মা!

ভ্যালেণ্টাইন কত বুঝাইলেন, কত প্রবোধ দিলেন, থামাইবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহারা সন্ধ্যাকালে বেড়া-ইতে আসিয়াছিলেন, রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল, ১১টা বাজে, হ্রটিতে বনের ধারে অবিরত ঐরূপ দুঃখের অভিনয় করিতেছেন, এমন সময় একটু দূর হইতে হা হুতাশ চীৎকার করিতে করিতে একটা লোক সেই দিকে ছুটিয়া আসিল;—কাঁদিয়া, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ওগো—তোমরা এখানে কে আছ গো!—লর্ড ফ্লোরিমেল জলে ডুবিয়া গিয়াছেন! তাঁহার প্রাণ যায়!—আমরা তাঁহাকে তুলিতে পারিলাম না!—ওগো—তোমরা কে গো!—ওগো,

তোমরা শীঘ্র এসো গো!—একটু দেরী হইলেই তিনি তলাইয়া যাইবেন!—আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না!—এসো—এসো—শীঘ্র এসো!

আর কি রক্ষা হয়?—অবলা, সরলা, শোকাতুরা পবিত্র কুমারী—একে ত বার বার মাতৃনাম উচ্চারণে কাঁদিয়া অস্থির হইতেছিল, তাহার উপর চির-প্রতিপালক পরম স্নেহাস্পদ লর্ড ফ্লোরিমেলের বিপদ্‌বার্ত্তা—জীবন সংশয়, এই নির্ঘাত কথা শুনিয়া প্রেমাস্পদ ভ্যালেণ্টাইনের কোলেই নিমেষমধ্যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন!

ভয়ানক বিপদের কথা শুনিয়া ভ্যালেণ্টাইনও আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, লোকটা কাতরতা জানাইয়া পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি করিতেছে, ভ্যালেণ্টাইনের হৃদয়ও দারুণ অমঙ্গল আশঙ্কায় ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছে, কাজে কাজে তিনি কুমারী ফ্লোরেন্সের অচেতন দেহখানি সযত্নে ঘাসের উপর স্থাপন করিয়া সেই লোকের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। লর্ড ফ্লোরিমেলের জমীদারীর সেই অংশে স্থানে স্থানে নিবিড় বন, বনস্থলী ভেদ করিয়া একটি বেগবতী নদী প্রবাহিতা;—ভ্যালেণ্টাইন যখন সেই নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, সেই সময় হঠাৎ বনের ভিতর হইতে কালো কালো মুখোসপরা তিনটা বলবান্ লোক বাহির হইয়া আসিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া টানিয়া হিঁছড়াইয়া একটা জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গেল, মোটা মোটা নূতন দড়ী দিয়া প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষের গুঁড়ির সঙ্গে খুব শক্ত করিয়া তাঁহার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিল, সেই বনমধ্যে তাঁহাকে রাখিয়া তাহারা ক্ষণেকের মধ্যে ঘোর অন্ধকারে মিশিয়া গেল; যে লোকটা ছুটিয়া ছুটিয়া ডাকিতে গিয়াছিল, নিমেষমধ্যে সে লোকটাও অদৃশ্য! অন্ধকার বনমধ্যে কেবল সার ভ্যালেণ্টাইন মালতরণ সেইরূপ বন্ধন-দশায় একাকী!

প্রবল বায়ুগতি যেমন দ্রুত, সেইরূপ দ্রুতগতিতে সদর রাস্তা দিয়া একখানা চৌঘুড়ী ছুটিয়া যাইতেছে; ছুটিয়া বলাও ঠিক নয়, যেন উড়িয়া যাইতেছে। চারিদিক্ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পথের মধ্যে মধ্যে কেবল দুই একখানা দোকানে এক একটা আলো জলিতেছিল, তাহা ছাড়া সমস্তই তমোময়, গাড়ীর ভিতরটাও তমোময়, গাড়ীর ভিতর কুমারী ফ্লোরেন্স অচেতন। গাড়ী উড়িয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ পরে কুমারীর অল্প অল্প চৈতন্য হইল; সেটা যেন তখন চৈতন্যের ছায়ামাত্র; পৃথিবী যেন ঘুরিতেছে, তাঁহাকে লইয়া কি একটা আধার যেন কোন দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, তাঁহার সর্ব্বশরীর টলমল

করিতেছে, চিন্তাবশে কোন স্মৃতি আসিতেছে না; ভ্যালেন্টাইন নিকটে ছিলেন, তাঁহার কাছে জননীর কথা বলিতেছিল, কেবল অল্প অল্প সেইটুকু-মাত্র স্মৃতি। কোথায় আসিয়াছে, কোথায় যাইতেছে, কোন্ দিকে যাইবে, কুমারী তখন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না; যতটুকু জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছে,' একখানা গাড়ী, সে গাড়ীতে কে আছে, কে তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, গাড়ীতে কেহ আছে কি না আছে, ঘোর অন্ধ-কারে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছে না; গাড়ীর খড়্খড়ির ফাঁক দিয়া পথের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে, পথের কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানিবে, তেমন কোন লোকও চক্ষে ঠেকিতেছে না; পথের ধারে এক একখানা দোকান, এক একবার একটু একটু আলো দেখে; কিন্তু গাড়ী যেরূপে উড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে সে আলো বিদ্যুতের আলো অপেক্ষাও অস্থির—অস্থায়ী,—চপল; কোথাকার আলো, কিসের আলো, এক স্থানের আলো কি চল্‌তি আলো, তাহা নির্ণয় করিবারও অবসর হইতেছে না;—একবার একটা আলোকদীপ্তি ঠিক চপলা-দীপ্তির ন্যায় গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, ক্ষণেকমাত্র সেই আলোক-প্রভায় কুমারী দেখিতে পাইল, শকটের সম্মুখাসনে দুইজন স্ত্রীলোক; তাহাদের পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের বাড়ীর গৃহিণীদের মত; তাহা দেখিয়া দুঃখিনীর মনে একটু সাহস হইল, কথা কহিবার শক্তি আসিল, কম্পিত-করুণ-স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে গা?—তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? এই দিকেই কি আমার মাসীর বাড়ী?—লেডী ফ্লোরিমেল আমার মাসী, লর্ড ফ্লোরিমেল আমার মেসো, এই স্থান তাঁহার জমীদারী, এই দিকেই কি তাঁহাদের বাড়ী?"

দুই জনের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক চঞ্চলস্বরে উত্তর করিল, "গাড়ী যেরূপ ঝড়ের বেগে উড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে আমাদের কথাও তুমি শুনিতে পাইবে না, তোমার কথাও আমরা শুনিতে পাইব না; তবে কেবল এইটুকু জানিয়া রাখ, আমার নাম মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ, আর আমার এই সঙ্গিনীর নাম মিসেস্ স্পেন্সার; তোমার কোন ভয় নাই, আমরা তোমার ভাল জায়গায় লইয়া যাইতেছি, সেইখানে পৌঁছিয়া সকল কথা তোমাকে বলিব, তোমার সকল কথার উত্তর দিব।"

বাস্;—এই পর্য্যন্ত কথা বন্ধ। গাড়ী কতক্ষণ চলিল, গতিবেগে কুমারী তাহা নিরূপণ করিতে পারিল না; অবশেষে একখানা বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী গিয়া থামিল।

ও দিকে বনমধ্যে বন্ধনগ্রস্ত ভ্যালেণ্টাইন মহা বিস্মিত-আকুল-অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে ভাবিতেছেন, "এ কি হইল! কাহারা আমাকে এই জঙ্গলে আনিয়া বাঁধিয়া গেল?—তাহারা কি ডাকাত?—না,—ডাকাত নয়; ডাকাত হইলে, আমার অঙ্গের বস্ত্রাদি ও রত্নাঙ্গুরী খুলিয়া লইত;—কিছুই লয় নাই;—ডাকাত নয়;—তবে তারা কে?—লর্ড ফ্লোরিমেল জলে ডুবিয়া যাইতেছেন, সে কথাটা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা?—সমস্তই কি ছলনা?—এ ছলনার মানে কি?—যে লোকটা ভয় পাইয়া আমাকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে লোকটার চেহারা যেন মজুরের মত; সে কেন আমায় ছলনা করিল?—তবে কি কোন কুচক্রী লোকের প্রেরিত?—আমাকে ভুলাইয়া বনমধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া কুচক্রী লোকের কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে?—ওহো!—হায় হায়! আমার ফ্লোরেন্স কোথায় রহিল? ফ্লোরেন্সকে বিপদে ফেলিবার মত্‌লবেই কি কোন চক্রীলোকের এই কুচক্র?—ওঃ! তাহাই যেন সত্য বোধ হইতেছে! অমঙ্গলের অগ্রদূত আমার কানের কাছে সেই কথাই বলিয়া দিতেছে!—হায় হায়! ফ্লোরেন্সের কি দশা হইল! যাহার উপর আমার জীবনের সমস্ত সুখের আশা নির্ভর, সেই জীবন-স্বরূপিণী—সমসুখ-দুঃখভাগিনী আদরিণী ফ্লোরেন্স আমার কোথায় গেল!"

বন্ধনদশায় ভগ্নহৃদয় দুশ্চিন্তাকুল ভ্যালেণ্টাইনের মনে মনে তখন কেবল ঐ চিন্তাই প্রবলা।

চৌধুড়ী গিয়া একখানা বাড়ীর ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল; কোচ-বাক্স হইতে একজন আরদালী নামিয়া সেই ফটক খুলিয়া দিল; সম্মুখে সুপ্রশস্ত চত্বর; চৌঘুড়ী সেই চত্বরে প্রবেশ করিয়া তৎসংলগ্ন একখানি মনোহর অট্টালিকার প্রধান প্রবেশ-দ্বারের নিকটে দাঁড়াইল।

অবিলম্বে সদর-দরজা উদ্‌ঘাটিত হইল, খুব জমকালো উর্দ্দীপরা দুই জন চাকর বাহির হইয়া আসিল; মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ সেই সময় গাড়ীর ভিতর ফ্লোরেন্সের কানে কানে বলিয়া রাখিল, "আমার চাকরদের কাছে কোন দুঃখের কথা বলিও না, উহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না; কোন ফল হইবে না; উহারা আমার চাকর, উহাদিগকে আমি যেরূপ হুকুম দিয়া রাখিয়াছি, যাহা কিছু হুকুম দিব, ভালমন্দ বিচার না করিয়া উহারা তাহাই পালন করিবে; উহাদিগকে কোন কথা বলিলে তোমার নিজের পক্ষেই মন্দ হইবে, ইহা মনে রাখিও।"

কুমারীর তখন বল, বুদ্ধি, ভরসা কিছুই ছিল না; কল যেমন পুতুল নাচে,

সেই ভাবে একটু ঢুলিয়া ঢুলিয়া গাড়ী হইতে নামিল, মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ ও মিসেস্ স্পেন্সার তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল; তাহার পর তাহারা অতি সুন্দর সুপ্রশস্ত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল; সিঁড়ির ধারে ধারে শ্বেত-প্রস্তরের স্তম্ভ, বিচিত্র বিচিত্র পুতুল, নানাবর্ণের পুষ্পাধার সুসজ্জিত ছিল, সে শোভার দিকে কুমারী কিছুমাত্র লক্ষ্য করিল না। সোপান অতিক্রম করিয়া সেই দুই স্ত্রীলোক তাহাকে একটি সুসজ্জিত রমণীয় বৈঠকখানায় লইয়া গেল, সেখানে একটা টেবিলের উপর নানা প্রকার ভোজ্যদ্রব্য সাজান ছিল, মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ সেই টেবিলের সম্মুখে কুমারীকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া সেই সকল সামগ্রী আহার করিতে বলিল।

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া নূতন প্রকার বিস্ময়ে ফ্লোরেন্স বলিল, "কিছুই আমি খাইব না! এ বাড়ীতে কখনও আমি আসি নাই! এ বাড়ী কখনও আমি দেখি নাই! এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই আমার চক্ষে আশ্চর্য্য! সমস্তই নূতন! যাহারা এখানে উপস্থিত আছে, মুখ দেখিয়া কাহাকেও আমি চিনিতে পারিতেছি না! সমস্তই অপরিচিত!—সকলেই অপরিচিত! এখন বল তোমরা, কোথায় আমি আসিয়াছি? কোথায় তোমরা আমায় আনিয়াছ? কে তোমরা?"

মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ বলিল, "আমার নাম আমি অগ্রেই বলিয়াছি; এখন বলিতেছি, এ বাড়ী আমার। এখানে তুমি বেশ যত্নে থাকিবে। আমার বাড়ীতে তুমি অতিথি।"

ক্ষোভে, মনস্তাপে ও বিস্ময়ে কুমারী বলিয়া উঠিল, "অতিথি?—কয়েদী!—বন্দিনী! যাহাই হোক, তোমরা আমার উপর কোন দৌরাত্ম্য করিবে, এমন আমি মনে করিতে পারিতেছি না। দেখিতেছি, তুমি ধনবতী মহিলা, পদস্থ মহিলা, সম্ভ্রান্ত মহিলা; তুমি কোন প্রকারে আমার অপকার করিবে, কদাচ আমার এমন মনে হয় না।"—এই বলিয়া মিসেস্ স্পেন্সারের দিকে ফিরিয়া কুমারী বলিল, "ভয় পাইতে হয় কিংবা অমঙ্গল বুঝিতে হয়, তোমার চেহারা দেখিয়াও সেরূপ কোন লক্ষণ বুঝিতেছি না, বরং তোমার হৃদয়ে কিছু কিছু দয়া-মমতা আছে, এইরূপ আমি বুঝিতেছি; কিন্তু বল আমাকে, কেন তোমরা এখানে আমায় আনিয়াছ? কেন আমি এখানে?"

প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কুমারীর ম্লান মুখখানি আরও

অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল; হেলিয়া হেলিয়া যেন পড়িয়া যাইবার লক্ষণ সূচিত হইল। লক্ষণ দেখিয়া মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ ও মিসেস্ পেলার তাহাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে সম্মুখদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। মনে হঠাৎ কি একটা অদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে শঙ্কাতুরা কুমারী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "না—না, তফাতে থাকো—তফাতে থাকো! আমার নিকটে আসিও না!"—বলিতে বলিতে একখানা সোফার উপর ঢলিয়া পড়িয়া আতঙ্কে পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিল, "বুঝিয়াছি,—বুঝিয়াছি, তোমরা আমাকে পাগল মনে করিতেছ। হা পরমেশ্বর!—তোমরা আমাকে পাগল মনে করিতেছ!"—এই বলিয়া অভাগিনী চক্ষের জলে ভাসিয়া গেল, ফ্যালফ্যাল-চক্ষে চাহিয়া হস্তে হস্ত পেষণ করিতে লাগিল।

কুমারীর মনে অকস্মাৎ কি এক ভয়ানক ভাবের উদয় হইয়াছে, ইহাই মনে করিয়া মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ ও মিসেস্ পেলার সবিস্ময়ে পরস্পর মুখ-চাওয়াচাহি করিল।

যন্ত্রণায় আরও অধীরা হইয়া অভাগিনী কুমারী ফ্লোরেন্স পুনরায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "হাঁ—হাঁ, এখন আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি! পুস্তকে আমি পাঠ করিয়াছি, রাত্রিকালে অচেনা লোকেরা এই রকমে বলপূর্ব্বক মানুষকে ধরিয়া ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া পাগ্‌লাগারদে লইয়া যায়! কিন্তু আমি পাগল নই!—না—না, আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি পাগল নই!"—এই সব কথা বলিয়া, মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভের পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া কুমারী আবার সকাতরে বলিতে লাগিল, "আমি পাগল নই! হা পরমেশ্বর! আমার মাসীমা আর আমার মেসোমশাই কত স্নেহে কত যত্নে ছেলেবেলা হইতে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহারা কি আমাকে পাগ্‌লাগারদে আনিতে অনুমতি দিয়াছেন? ভ্যালেণ্টাইন আমাকে তত ভালবাসিয়াছিলেন, তিনিও কি আমাকে পাগ্‌লাগারদে পাঠাইতে রাজী হইয়াছেন? হা পরমেশ্বর! ইহা কি সম্ভব? সত্য বটে, কয়েক মাসাবধি আমি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলিয়াছি, অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু তথাপি—আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তথাপি আমি পাগল নই!—না,—আমি পাগল নই!"

মিষ্ট-সম্ভাষণে সান্ত্বনাবাক্যে মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ বলিল, "উঠ—উঠ বৎসে, উঠ; আমার পরামর্শ শোনো; যাও, শয়ন কর গে; যাহাতে একটু ঘুম হয়, সেই চেষ্টা কর গে; কল্য প্রাতঃকালে নির্জ্জনে বসিয়া তোমাতে আমাতে

কাজের কথা বলাবলি করিব। এখানে কেহ তোমার অপকার করিবে, ভ্রমেও এমন ভয় মনে আনিও না।"

উদাস-নয়নে চাহিয়া করুণকণ্ঠে কুমারী বলিল, "তবে আমি তোমাদের সদয়বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারি!"—তেমন কোমলাঙ্গী, তেমন সুন্দরী, তেমন মধুরভাষিণী কুমারীর মুখে তেমন সকরুণ ধ্বনি শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়, কিন্তু যাহারা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল কি না, তাহা কিছুই বুঝা গেল না।

কুমারী উঠিয়া দাঁড়াইল, মিসেস্ স্পেন্সার তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরের একটি শয়নঘরে লইয়া গেল; সে ঘরটিও পরিপাটীরূপে সজ্জিত। গৃহে প্রবেশ করিয়া মিসেস্ স্পেন্সার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি একাকিনী এই ঘরে শয়ন করিতে পারিবে কিংবা একজন সহচরী পাঠাইয়া দিব?"

মৃদুস্বরে কুমারী উত্তর করিল, "একাকিনী।"—বুড়ী অতঃপর কুমারীকে সেলাম করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

শয়ন করিবার কোন উদ্যোগ না করিয়া ফ্লোরেন্স একটি টেবিলের নিকটে চুপ্ করিয়া বসিল, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এই চিন্তা তখন তাহার মনে আসিল যে, এই কয়েক মাসের মধ্যে আমি যে সব কাজ করিয়াছি, যে সব কথা বলিয়াছি, তাহা দেখিয়া শুনিয়া আমার আত্মীয়লোকেরা হয় তো ভাবিয়া থাকিবেন, আমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, হয় তো আমার মনের স্থিরতা নাই। ওঃ! সত্যই হয় ত আমি পাগল হইয়াছি! আমার গর্ভধারিণীর পাপের কথা ভাবিতে ভাবিতে বিহ্বলা হইয়া আপন মনে কত কথাই আমি বলিয়াছি, নিকটে থাকিয়া সেই সকল কথা যাহারা শুনিয়াছে, তাহারা হয় তো সত্যই আমাকে পাগল মনে করিয়াছে!

সম্মুখে টেবিলের উপর হস্তের কনুই স্থাপন করিয়া করতলে ললাট ঘর্ষণ করিতে করিতে কুমারী আপন মনে তর্ক করিতে লাগিল, সত্যই কি আমার বুদ্ধিনাশ হইয়াছে অথবা আমার আত্মীয়েরা ভুল বুঝিয়া আমাকে পাগল স্থির করিয়াছেন?

হায় হায়! অভাগিনী যাহা ভাবিতেছে, এরূপ ভাবনা স্থায়ী হইলে সত্যই লোকে পাগল হয়, শান্তির সিংহাসনে অশান্তি বিরাজ করে!

যন্ত্রণায় হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে মহা বিষাদে কুমারী কাঁদিল, ভ্যালেণ্টাইনের উদ্দেশে কাতরস্বরে বলিল, "ভ্যালেণ্টাইন! তুমিও কি আমাকে পাগল মনে করিয়াছ? তুমিও কি আমাকে পাগ্‌লা-গারদে পাঠাইতে সম্মতি দিয়াছ?"

মানসিক যাতনায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া হতভাগিনী অবশেষে বসন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিল, ক্ষণমধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। প্রভাতে যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে স্থির করিল, গত রজনীতে আমার কল্পনা যাহা আমাকে বলিয়া দিয়াছে, সত্য সত্য তাহাই ভাবিয়া ইহারা আমাকে এই ভয়ঙ্কর স্থলে আনিয়াছে! অভাগিনী ঐরূপ স্থির করিল বটে, কিন্তু এ বাড়ীতে তাহার উপর কোন উপদ্রব হইবে কিংবা যাহারা তাহার নিকটে আসিতেছে, তাহারা কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিবে, আপাততঃ সেরূপ আশঙ্কা তাহার মনে আসিল না। সরলার মনে মনে ইচ্ছা—অবিরত একান্ত ইচ্ছা যে, দয়াবতী মাসীর কাছে ফিরিয়া যায়, একান্ত ইচ্ছা, যে যুবাপুরুষটি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, ফিরিয়া গিয়া তাহাকে আবার দেখে। কিন্তু সে আশা সফল হইবে কিরূপে?—সুশীলা কুমারী আপন মনে অবধারণ করিল, যে অবস্থায় সে এখন নিপতিত, গৃহে গিয়া প্রিয়জনের সহিত মিলিত হইতে পারিলে মনের বর্ত্তমান অবস্থাটা নিশ্চয়ই দূর হইয়া যাইবে। ইহা চিন্তা করিয়া সে তৎক্ষণাৎ স্থির করিয়া লইল, এখন অবধি বাক্যে অথবা কার্য্যে কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখাইবে না, যাহারা তাহাকে এখানে আনিয়াছে, শান্ত-প্রকৃতি দেখিয়া তাহারা যাহাতে ভাবে, লোকটা আরাম হইয়া গিয়াছে, খুব সাবধান হইয়া সেই চেষ্টাই করিবে।

এই সিদ্ধান্ত মনে আনিয়া কুমারী আবার ভাবিল, কোন প্রকার কুমত্‌লবে কেহ তাহাকে এখানে আনয়ন করে নাই, লর্ড ক্লোরিমেল্, লেডী ক্লোরিমেল্ অথবা ভ্যালেণ্টাইনের কোন দোষ নাই, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া তাহাকে পাগ্‌লাগারদে পাঠাইয়া দেন নাই; সে এখন নিজে শান্তভাব ধারণ করিলে সকলের সকল সন্দেহ অক্লেশে ঘুচিয়া যাইতে পারিবে। পরক্ষণেই সে আবার ভাবিল, সময়গতিতে যাহা তাঁহারা অতি আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে কার্য্যে তাঁহাদের আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করাই হইয়াছে। মঙ্গলময় জগদীশ্বর যেন তাঁহাদের উপর মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন।

কুমারী এইরূপ নানাভাব মনে আনিতেছে, ইত্যবসরে সুপরিচ্ছদধারিণী একটি সুন্দরী যুবতী সেই ঘরে প্রবেশ করিল; ফুল্লবদনে সে বলিল, "আমি তোমার সঙ্গী হইব, তোমার সেবা করিবার জন্য বাটীর গৃহিণী আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।"

দাসী-চাকরের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করা কুমারী ফ্লোরেন্সের অভ্যাস; সেইরূপ ব্যবহারে সুমিষ্ট-সম্ভাষণে সে ঐ নূতন সখীটিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। সখী বুঝিয়া লইল, এই সুন্দরীটি ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্ত আছে।

নূতন সখী শীঘ্র শীঘ্র কুমারীকে কাপড় পরাইয়া দিল, পরক্ষণেই ওয়াল্‌ডিগ্রেভ সেই গৃহে প্রবেশ করিল, কুমারীর শান্তভাব ও নয়নের প্রসন্নতা দেখিয়া সানন্দে তাহাকে চুম্বন করিল; কুমারীও মৃদু হাসিয়া তাহাকে প্রতি-চুম্বন করিল, তাহার প্রতি আদর-যত্নে স্নেহ-প্রদর্শন করা হইতেছে বলিয়া তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইল।

মিসেস্‌ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ অতঃপর তাহাকে সঙ্গে করিয়া নীচের ভোজনাগারে লইয়া আসিল, হাজিরা খাইতে বসাইল। কুমারী যদিও অতি অল্প আহার করিল, কিন্তু বেশ হাসিয়া হাসিয়া গৃহিণীর সহিত উপস্থিতমতে মিষ্টালাপ করিল।

একনবতিতম উল্লাস।

সুন্দরী বন্দিনী।

মেয়েচুরীর দিন হইতে এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে, এই সপ্তাহমধ্যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কুমারী ফ্লোরেন্স তাহার অপহরণের আসল মত্‌লব এক প্রকার স্থির করিয়া লইয়াছে। গৃহিণী ও তাহার দাসী-চাকরেরা তাহার প্রতি এই সাতদিন যেরূপ সযত্ন সদ্‌ব্যবহার করিয়াছে,—তাহাতে সে আপনাকে সুখী মনে করিতেছে, তাহার মুখখানিও প্রফুল্ল দেখাইতেছে, সে যেন সমস্ত দুশ্চিন্তা ভুলিয়া গিয়াছে, চিন্তার নামও যেন জানে না, এইরূপ ভাব। বাহ্য-লক্ষণে ঐরূপ ভাব দেখায় বটে, কিন্তু এক একবার সে যেন আর একটা কি ভাবে। সে ভাবনাটা যদিও নিতান্ত অশুভ নয়, তথাপি ভাবনার সময় সরলার মন যেন কেমন একটু একটু বিচলিত হয়। সে ভাবে, "যুবরাজের সঙ্গে আসলেই যদি আমার দেখা

না হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বে আমি যেমন সুখী ছিলাম, এখনও সন্তুষ্টচিত্তে সেই-রূপ নির্ম্মল সুখ উপভোগ করিতাম।"

মনের এইরূপ ভাব, কিন্তু যখন জন্মদাতা পিতার পরিচয়ের কথাটা সে চিন্তা করে, তখন মনে মনে বিষম যন্ত্রণা হয়। নির্জ্জনে একবার ভ্যালেণ্টাইনের সাক্ষাতে আক্ষেপ করিয়া সে বলিয়াছিল, "পিতাকে যেরূপ ভক্তি করা কন্যার উচিত, যুবরাজের নামে আমি সেরূপ ভক্তি-সম্মান অর্পণ করিতে পারি না।" এখনকার মনোভাবটা পূর্ব্বের সে ভাব অপেক্ষা আরও অধিক বিষময়;—পিতার কথা চিন্তা করিবার সময় সে এখন কেমন যন্ত্রণা অনুভব করে, বাস্তবিক সে নামের উপর তাহার মর্ম্মান্তিক ঘৃণা প্রকাশ পায়। সে ঘৃণাটা সে একটু সরাইয়া দিবে মনে করে, কিন্তু পারে না; বরং ক্রমশই আরও বাড়িয়া বাড়িয়া উঠে।

কুমারী এক একবার মনে করে, আমার ভাগ্যে কি এক অমঙ্গলের নির্ব্বন্ধ আছে, চিন্তাপথ হইতে তাহা কি আমি দূরে রাখিতে পারি? তাহা কি বুকের ভিতর গোপন করিয়া রাখা সম্ভব? এত দিন আমার জন্ম-বৃত্তান্ত গোপনে ছিল, জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিত, জানিতে পারিতাম না, সে যাতনা সহ্য হইত, কিন্তু এখনকার দারুণ যাতনা কিছুতেই সহ্য হয় না! নিত্য নিত্য বিমল সুখে আমার শৈশবকাল অতিবাহিত হইয়াছে, অজ্ঞানে শৈশবহৃদয়ে অন্ধকার মেঘের একটু ছায়াও পতিত হইত না; কিন্তু যৌবনের উদয়ে ক্রমশঃ জ্ঞানের সঞ্চারে সেই বিমল সুখে কেমন এক প্রকার অশান্তির রেখা দেখা দিতে লাগিল; বুঝি বুঝি মনে করিতাম, সম্মুখে অন্ধকার, কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। ঘটনাসূত্রে ভ্যালেণ্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা হইল, আমার জীবনের সেই একটি অভিনব ঘটনা; যে দিন যুবরাজের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, সে দিনও এক অভাবনীয় ঘটনা; সেই সময় হইতেই আমার জন্ম-রহস্যের মর্ম্মভেদ হইবার সূত্রপাত। ওঃ! তত ব্যগ্রতা জানাইয়া ভ্যালেণ্টাইনকে যদি আমি সেই রহস্যের মর্ম্মভেদে উত্তেজিত না করিতাম, তাহা হইলে সেই ভয়ানক নিগূঢ় রহস্য হয় ত চিরদিন চাপা থাকিয়া যাইত; লর্ড ফ্লোরিমেল কিংবা আমার মাসীমা কদাচ সে রহস্য আমার কাছে প্রকাশ করিতেন না। ভ্যালেণ্টাইন কি তত্ত্ব জানিয়া আসিয়া-ছিলেন? তাঁহার মুখে আমি কি তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলাম? ইংলণ্ডের রাজকুমার আমার অভাগিনী জননীকে ভুলাইয়া কুপথগামিনী করিয়া তাঁহার অকাল-মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন, আমি মাতৃহীনা অনাথা, আমি এখনও বাঁচিয়া আছি, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি ভ্যালেণ্টাইনের কাছে আমার প্রতি সহানু-

ভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার প্রতি তাঁহার দয়া হইয়াছিল, সেই পিতাকে ভালবাসিতে আমি চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু ভালবাসিতে পারি নাই। না,—পারি নাই!—যখনই ভালবাসিবার ভাবটা আমার মনে আসিত, তখনই আমার অভাগিনী জননীর প্রেতমূর্ত্তি আমার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া বিষণ্ণবদনে বাহু-সঞ্চালনপূর্ব্বক ভীষণ-গর্জ্জনে নিষেধ করিয়া বলিত, "না—না—না; ভালবাসিও না;—ঐ লোক আমাকে খুন করিয়াছে! আমার হত্যাকারীকে ভালবাসিও না।"—সেই নিষেধ-বাক্যের মন্ত্র-প্রভাবে আমি ভালবাসিতে পারি নাই।

হা পরমেশ্বর! এ আবার কি দারুণ যন্ত্রণা! আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিতেছে! আমার জন্মদাতা পিতাই নারীহন্তা! ওঃ! আমার জন্মদাতা পিতাই আমার মাতৃহন্তা! হায় হায়! লণ্ডনে লর্ড ফ্লোরিমেলের বৈঠকখানায় আমার মাতার পূর্ণমূর্ত্তির ছবি আছে, সেই ছবিখানি যখন আমি দেখিতাম, তখন জানু পাতিয়া করযোড়ে সেই দেবকন্যাসদৃশী পবিত্র মূর্ত্তিকে প্রণাম করিবার ইচ্ছা হইত। তখনই একটা ঘোর অন্ধকার ছায়া আমার আত্মাকে আবৃত করিয়া আমার নেত্রপথে দাঁড়াইত! সেই ছায়াটা আমার পিতার প্রতিমূর্ত্তি! জগদীশ্বর করুন, সেই প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের মুখ যেন আর আমাকে দেখিতে না হয়! মর্ম্মে মর্ম্মে না কাঁপিয়া সে মুখের দিকে আমি তাকাইতে পারিব না! সে দিকে নেত্র নিক্ষেপ করিলে আতঙ্কে অবশাঙ্গে আমি চৈতন্য হারাইব; সে মূর্ত্তি নিকটে দেখিলে আতঙ্কে আমি পলাইয়া যাইব! সে মূর্ত্তি দূরে দেখিলে ভূত আমাকে ধরিতে আসিতেছে মনে করিয়া এখনই আমি ছুটিয়া পলাইব! হায় হায়! কি যন্ত্রণাই আমার ভোগ হইতেছে! অদৃষ্টে যে আরও কত যন্ত্রণা আছে, ভাবিতে পারিতেছি না! ওঃ! আমার জন্মদাতা পিতাও হয় ত আমার মত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন;—যদিও আরম্ভ না হইয়া থাকে, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে তাঁহাকে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে!

অভাগিনী কুমারীর মনে এই প্রকারের যে কত চিন্তা, তাহা অনুমান করিয়া পরিমাণ করা যায় না। কুমারী কেবল সর্ব্বক্ষণ ঐ সব কথাই ভাবে, ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদে। যে বাড়ীতে সে এখন বন্দিনী, সাত দিন সাত রাত্রি সেই বাড়ীতে তাহার বাস হইয়াছে। "ইহারা আমাকে পাগল মনে করিয়াছে, আমাকে শান্ত দেখিলে ইহাদের সে ধারণা দূর হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি; আজি অবধি আমি ইহাদের সম্মুখে শান্ত হইয়া থাকিব; তাহা হইলেই আমি আরাম হইয়াছি মনে করিয়া ইহারা আমাকে ছাড়িয়া দিবে,

আমি স্বচ্ছন্দে বাড়ীতে গিয়া মাসীমার কাছে বসিয়া বসিয়া কাঁদিব; আজি অবধি আমি এখানে খুব শান্ত হইয়া থাকিব।"—এই সংকল্প মনে আনিয়া হতভাগিনী শান্তভাব দেখাইবার কৌশল অভ্যাস করিল। বাহিরে শান্তভাব দেখাইবে, মনের আগুনে ভিতরে ভিতরে জ্বলিবে, পাঠক মহাশয়েরা এ ভাবটাতে কি কোন প্রকার ধূর্ত্ততা অনুমান করেন?—না না,—সে পবিত্র হৃদয়ে—সে সরল প্রাণে ধূর্ত্ততার কিছুমাত্রও স্থান পায় না; বন্দিশালা হইতে মুক্তি পাইবার আশাতেই ঐরূপ একটু কৌশল।

অষ্টম দিবসের প্রাতঃকাল। মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ হাজিরাখানার গৃহে বন্দিনীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া একসঙ্গে ভোজন করিল, বন্দিনীর ফুল্লভাব-দর্শনে তাহার অভাবনীয় আনন্দ হইল, কথায় কথায় সে তখন অবসর বুঝিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "কুমারী ইটন! হয় ত তোমার মনে আছে, যে রাত্রে তুমি এখানে প্রথমে আইস, সেই রাত্রে আমি তোমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, রজনী প্রভাত হইলে তোমাতে আমাতে বিশেষ বিশেষ কাজের কথা বলাবলি করিব; কিন্তু তোমার মনের অবস্থা দেখিয়া এই সাত দিন আমি সে ইচ্ছাটা দমন করিয়া রাখিয়াছিলাম; আজ তোমাকে দিব্য প্রফুল্ল দেখিতেছি, আজ তোমার প্রফুল্ল অধরে মধুর মধুর হাস্য দেখিতেছি, ইচ্ছা হইতেছে, আমার সেই মনের কথাগুলি আজ তোমাকে বলি। শুনিবে কি?—শুনিতে পারিবে কি?"

প্রশান্তবদনে প্রশান্তস্বরে কুমারী উত্তর করিল, "পারিব,—তোমার কথাগুলি আমি শুনিব। তোমার মুখ দেখিয়া মনে হয়, তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর; আমার মঙ্গলের জন্য তুমি কি কি কথা বলিতে চাও, বল।"

চতুরা মায়াবিনী মৃদু মৃদু হাসিয়া মনোমুগ্ধকর মধুরস্বরে বলিল, "শোনো তবে;—ধৈর্য্য ধারণ করিয়া মনোযোগ দিয়া শোনো। তোমার মত বয়সের যুবতী কামিনীরা আপন আপন বুদ্ধির জোরে মনে করে, আমরা নিজে নিজে যাহা ভাল বুঝিতেছি, তাহাই করিব, তাহাতেই সুখী হইব। তাহাদের মাতাপিতা প্রভৃতি অভিভাবকেরাও তাহাদের সেই ভাবের প্রশ্রয় দিয়া স্নেহের প্রাবল্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করে। প্রকৃতপক্ষে কিসে তাহারা সুখী হইবে, তাহাদের অদৃষ্টে সুখের বিধি কি ভাবে লিপিবদ্ধ, তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না; ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া পরিণামে দুঃখভাগিনী হয়।"—বলিতে বলিতে কুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া মায়াবিনী কি একটু ভাবিল; কুমারীর মুখের বিমুগ্ধভাব দর্শনে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমার কথার তাৎপর্য্য কি তুমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না?"

বিস্ময়কণ্ঠে কুমারী বলিল, "সত্যই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যেন বিবেক-শাস্ত্রের কথা বলিতেছ; ও সকল কথার অর্থ বোধ করা আমার সামান্য বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না।"

মিসেস্ ওয়ালডিগ্রেভ সহর্ষে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ গুঞ্জনস্বরে বলিলেন, "ঠিক বটে। আমি আরও কিছু স্পষ্ট করিয়া বলি। সাধারণ যুবতীগণের কথাই আমি বলিতেছিলাম; সে রকম আর বলিব না; বিশেষ করিয়া কেবল তোমার কথাই এখন বলিতেছি। সার ভ্যালেণ্টাইন মালভরণকে তুমি ভাল বাসিয়াছ, তোমার আত্মীয়েরাও তাহাতে উৎসাহ দিতেছেন; ভ্যালেণ্টাইনকে ভালবাসিয়া জীবনে তুমি সুখী হইবে, ইহাই তোমার নিশ্চিত ধারণা; কিন্তু তোমার ভাগ্যে আরও উচ্চসুখ আছে, তাহা তুমি বুঝিতেছ না; সেই রকম উচ্চসুখ আপনা হইতেই তোমার ভাগ্যে ঘটিবে; ভাগ্যের প্রসন্নতায় অকস্মাৎ সেই সুখের মুখ তুমি দেখিবে; তখন তুমি ভাগ্যফলের অখণ্ডনীয়তা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবে। কেমন, এখন বুঝিতে পারিয়াছ?"

কুমারী কি যেন বুঝিল, কি যেন সন্দেহ করিল, মনে মনে কি যেন ভাবিয়া সচকিতে উত্তর করিল, "তুমি কি আমার ভাগ্যলিপি জানো? আমার ভাগ্যদ্বারের গুপ্তচাবী কি তোমার হস্তে আছে? যাহা অদৃষ্ট, তাহা কি তোমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত? কিংবা ভাগ্যবিধাতা বিশ্বপিতা কি আমার অদৃষ্টের কথা তোমার কানে কানে বলিয়া দিয়া গিয়াছেন?"

বক্তৃতাকারিণী চমকিয়া গেল; এই মুগ্ধমতি বালিকা কি কথা বলে, ইহা ভাবিয়া একটু কুণ্ঠিত-স্বরে বলিল, "না না,—আমি ভবিষ্যৎ গণনা জানি না,—আমি ভবিষ্যদ্‌বাদিনী নই। তবে কি না, তোমার অদৃষ্টে যাহা আছে, রূপ দেখিয়া তাহা আমি যেন বুঝিতে পারিতেছি, সেই জন্যই তোমার মঙ্গলকামনাতেই ঐ কথাগুলি আমি বলিতেছি। ভ্যালেণ্টাইনের স্ত্রী হইবার জন্য তোমার জন্ম হয় নাই, তুমি জগতের রাজরাণী হইবার যোগ্য। ভ্যালেণ্টাইনকে বিবাহ করিয়া যেরূপ সুখী হইবার আশা তুমি করিয়াছ, তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক সুখ তোমার অদৃষ্টে আছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৎ উচ্চবংশে জন্ম, সম্ভ্রমে সর্ব্বোচ্চ, এরূপ একজন মহানুভব ব্যক্তি যথার্থ পক্ষে তোমার উপযুক্ত। জাঁকজমক ও চাকচিক্য তোমার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। ভ্যালেণ্টাইন তোমার উপযুক্ত নয়।"

চমকিয়া আসন হইতে উঠিয়া হস্তে হস্তঘর্ষণ করিতে করিতে অভাগিনী

কুমারী বলিল, "মিথ্যাকথা! মিথ্যাকথা! ভ্যালেণ্টাইন আমার অযোগ্য, কিছুতেই আমি বিশ্বাস করিতে পারিব না। ও কথাটা আর তুমি আমার সাক্ষাতে বলিও না। জগতের সমস্ত রত্ন আমার হস্তে প্রদান করিলেও তোমার ঐ কথায় আমি বিশ্বাস করিব না। সত্য কি তুমি সরলভাবে ঐ কথা বলিতেছ? ভ্যালেণ্টাইন আমাকে ভালবাসে না, সত্যই কি তুমি তাহা জানিতে পারিয়াছ? আমি পাগল, এই তোমার ধারণা, সেই ধারণাতেই কি ঐ সব মিথ্যাকথা বলিয়া আমার মন পরীক্ষা করিতেছ?"

ওয়াল্‌ডিগ্রেভ পুনরায় চমকিতা হইয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, যুগলহস্তে কুমারীর যুগলহস্ত ধারণ করিয়া সস্নেহবচনে বলিতে লাগিল, "প্রিয় ফ্লোরেন্স! তোমার মন পরীক্ষা করা বড়ই কঠিন কার্য্য। যত কথা তোমাকে আমি বলিলাম, তাহা ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারিলাম না; বেশ বুঝিয়াছি, পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারি নাই। আচ্ছা, যদি তুমি ইচ্ছা কর, কল্য আমি একটি ভদ্রলোককে তোমার কাছে পাঠাইব, তিনি তোমাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিবেন। সেই লোকটি আমার বিশেষ পরিচিত; যুক্তিগর্ভ হিতকথা বুঝাইতে তিনি বিলক্ষণ পটু। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া কুমারী উত্তর করিল, "কোন আপত্তি নাই। তিনি যদি আমার হিতকথা বলেন, আমি তাঁহার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব।"—উত্তর দিবার অগ্রে কুমারী ভাবিয়া লইয়াছিল, সে ভদ্রলোক হয় ত ডাক্তার,—পাগলের চিকিৎসক। তাহা যদি হয়, তবে তো ভালই হইবে; বিজ্ঞতা যদি থাকে, তবে নিশ্চয়ই পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিবেন, আমি পাগল হই নাই। সে বিশ্বাস যদি তাঁহার দাঁড়ায়, তবে আমি এই বন্দিদশা হইতে মুক্তি পাইব, সেই শান্তিনিকেতনে গিয়া মাসীমার কাছে নিশ্চয়ই জুড়াইতে পারিব। সেই ধারণায় বশবর্ত্তিনী হইয়া কুমারী পরিশেষে বলিল, "অবশ্যই আমি সেই ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিব; এখন তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি আমার বিশ্রাম-গৃহে যাই; অনেক কথা চিন্তা করিতে আমার বাকী আছে।"

মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ বলিল, "স্বচ্ছন্দে যাইতে পার। যদিও আমার ইচ্ছা ছিল, তোমাকে কাছে করিয়া রাখিব, কিন্তু তোমার যখন স্বতন্ত্র থাকিবার ইচ্ছা, তখন তাহাতে আমি বাধা দিব না। তোমার খাদ্যসামগ্রীগুলি তোমার ঘরেই পাঠাইয়া দিব। যখন যাহা কিছু তোমার আবশ্যক হইবে, ঘণ্টা বাজাইও, দাসী

গিয়া আবশ্যকমত সমস্ত বস্তু যোগাইয়া দিবে। হাঁ, মনে রাখিও, যে ভদ্র-লোকটির কথা বলিলাম, কল্য বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি আসিবেন।”

কুমারী ফ্লোরেন্স নিজের বিরামাগারে চলিয়া গেল, গৃহিণী একাকিনী পূর্ব্ব-গৃহেই বসিয়া রহিল।

দ্বিনবতিতম উল্লাস।

নানাস্থানীয় ঘটনা

যে রাত্রে কুমারী ফ্লোরেন্স ও সার ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণের নিরুদ্দেশ, সে রাত্রে লর্ড ফ্লোরিমেলের নিকেতনে মহা হুলস্থূল ব্যাপার। “এই আসে এই আসে” করিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সকলে তবু উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় কতকটা শান্ত হইয়া ছিলেন, রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহাদের উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য বাড়িয়া উঠিল; দারুণ দুশ্চিন্তায় লেডী ফ্লোরিমেল অতিশয় কাতরা হইলেন।

চাকর-লোকজনকে সঙ্গে লইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল্ স্বয়ং তাহাদের অন্বেষণে বাহির হইলেন। হণ্টিংডনে তাঁহার জমীদারী, সেখানকার লোকেরা তাঁহার প্রজা, অগ্রে তাহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে অন্বেষণ করিয়া, কোন সন্ধান না পাইয়া, প্রজাদের বাড়ী হইতে জনকতক পুরুষকে সঙ্গে লইয়া লর্ড বাহাদুর অতিশয় ব্যাকুলিত অন্তরে দূরে দূরে অন্বেষণ করিতে চলিলেন; যে দিকে ভদ্রলোকদিগের বেড়াইবার স্থান, সেই দিকের রাস্তা ধরিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ নদীতীরবর্ত্তী জঙ্গলাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সার ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ সেই ভাবে তখনও পর্য্যন্ত অন্ধকার অরণ্য-মধ্যে সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের সঙ্গে বাঁধা, কত কি দুর্ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হইতেছে, অনুভবেই তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়। নিবিড় অন্ধকার, কোন দিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, সেই সময় তাঁহার মনের ভিতরেও সেইরূপ ঘোর অন্ধকার। প্রধান ভাবনা ফ্লোরেন্স। যতক্ষণ তিনি বাঁধা

রহিয়াছেন, ততক্ষণ নিজের যন্ত্রণা ভুলিয়া প্রেমময়ী ফ্লোরেন্সের নিমিত্তই অনবরত চক্ষের জল ফেলিতেছেন।

চিন্তানলে অর্দ্ধদগ্ধ, নয়নে বারিধারা; সেই সময় সেই বারিসিক্ত-নয়নে হঠাৎ আলোকরশ্মি প্রতিবিম্বিত হইল; সম্মুখদিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন, দূরে দূরে খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় সারি সারি অনেকগুলা আলো; ক্রমশঃ সেই সকল আলোকমালা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; যে স্থলে বৃক্ষমূলে তিনি বাঁধা, সেই স্থলের নিকটে আসিয়া আলোগুলা একবার দাঁড়াইল। ভ্যালেণ্টাইন্ তখন দেখিলেন, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যেগুলাকে জোনাকীপোকা বোধ হইয়াছিল, সেগুলা জ্বলন্ত মশাল; লর্ড ফ্লোরিমেল সেই সকল মশালধারী লোকের সঙ্গে সঙ্গে বনের দিকে অগ্রসর; গোটাকতক মশাল সম্মুখে, জনকত মশালধারী পশ্চাতে। লর্ড ফ্লোরিমেলকে সম্মুখে দেখিয়া সার ভ্যালেণ্টাইন্ কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

চীৎকারধ্বনি-শ্রবণে লর্ড ফ্লোরিমেল্ অনুচরবর্গের সহিত সেই বৃক্ষতলে গিয়া উপস্থিত হইলেন; ভ্যালেণ্টাইনের দুর্দ্দশা দেখিয়া অকস্মাৎ তাঁহার মনে আতঙ্ক, কষ্ট ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। অগ্রে ভ্যালেণ্টাইনের বন্ধন মোচন করাইয়া, কাতরনয়নে বনের ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে ভ্যালেণ্টাইনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফ্লোরেন্স কোথায়?"

পূর্ব্ব হইতেই সার ভ্যালেণ্টাইন কাঁদিতেছিলেন, প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহার চক্ষের জল আরও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল, রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া অস্পষ্টস্বরে তিনি উত্তর করিলেন, "জানি না!"

"জানি না" এই উত্তর-শ্রবণে লর্ড ফ্লোরিমেল হঠাৎ যেন বজ্রাহত হইলেন; সংসার যেন তাঁহার চক্ষে অন্ধকার বোধ হইল; মহা বিস্ময়ের সহিত দারুণ উদ্বেগানল শতগুণ বেগে জ্বলিল; কাঁপিতে কাঁপিতে বনস্থলীমধ্যে তিনি বসিয়া পড়িলেন, ভ্যালেণ্টাইন্‌কেও বসিতে বলিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভ্যালেণ্টাইন্ অল্প দূরে উপবেশন করিলেন।

প্রায় দশ মিনিট নির্ব্বাক্ অভিনয়ের পর লর্ড ফ্লোরিমেল পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "তুমি জানো না?—ফ্লোরেন্স কোথায় গেল, তাহা তুমি জানো না? কি আশ্চর্য্য কথা!—তাহাকে তুমি সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে আনিয়াছিলে, এত রাত্রি পর্য্যন্ত উদ্দেশ নাই; তোমার সম্মুখ হইতে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা তুমি জানো না?—ব্যাপারখানা কি?—তুমি তো ছিলে বাঁধা, ঘটিয়া-

ছিল কি? সংশয়ের অনলে আর আমি জ্বলিতে পারি না, বৃত্তান্তটা কি, শীঘ্র শীঘ্র তাহা বলিয়া আমার এই জ্বলন্ত কৌতূহল নির্ব্বাপিত কর।"

ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া, সেই সঙ্গে অবিরল নেত্রজল ফেলিয়া, প্রায় অবরুদ্ধ-কণ্ঠে থামিয়া থামিয়া স্যার ভ্যালেণ্টাইন্ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "এক সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, লোকান্তরগতা জননীর প্রসঙ্গ তুলিয়া কুমারী ফ্লোরেন্স ক্রমাগত কাঁদিতেছিল, তাহার অধীরতা দর্শনে আমি এক প্রকার বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম, এমন সময় একটা মজুরলোক অন্ধকারে চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া—"

বলিতে বলিতে ভ্যালেণ্টাইন হঠাৎ থামিয়া গেলেন; চক্ষের জল তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। ভাব বুঝিতে না পারিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল চঞ্চলস্বরে বলিলেন, "লোকটা চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া কি বলিল?—বলিতে বলিতে থামিলে কেন?—সে আসিয়া তোমাকে কি বলিল?"

একটু সাম্‌লাইয়া ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, "আমাকে কিছু বলে নাই, নিজেই হা-হুতাশ করিয়া চীৎকারস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল, 'ওগো, এখানে কে আছ গো—লর্ড ফ্লোরিমেল জলে ডুবিয়া গিয়াছেন,—রক্ষা কর—রক্ষা কর!' আপনি জলে ডুবিয়া গিয়াছেন, সেই নির্ঘাতবাক্যে স্নেহময়ী কুমারী ফ্লোরেন্স তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—আমি—"

পুনর্ব্বার ভ্যালেণ্টাইনের স্বরস্তম্ভ—ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস।

ব্যগ্রস্বরে লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "বল বল, কুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল, তুমি তখন কি করিলে?"

কতকটা বেগ সংবরণ করিয়া ভ্যালেণ্টাইন উত্তর করিলেন, "আপনি জলে পড়িয়া গিয়াছেন, সেই বিপত্তির কথা শুনিয়া আমি সেখানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, মূর্চ্ছিতা কুমারীকে অতি সন্তর্পণে তৃণাসনে শয়ন করাইয়া রাখিয়া সেই লোকের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আমি উর্দ্ধশ্বাসে নদীর দিকে ছুটিলাম, সেই সময় আর তিন জন মুখোস্‌পরা লোক সহসা আমাকে আক্রমণ করিয়া ঐ বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। আমি এইখানে বাঁধা রহিলাম, ফ্লোরেন্সের কি দশা হইয়াছে, জানিতে পারি নাই।"

গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিশ্বাস ফেলিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "হাঁ, বুঝিলাম। ভয়ঙ্কর দাগাবাজী! আচ্ছা, এখন চল, এ রাত্রে আর কোন উপায় হইতে পারে না; অনেক অন্বেষণ করিয়াছি, কোন সন্ধান পাই নাই।

এ রাত্রে আর কিছুই হইতে পারে না, রজনী প্রভাত হইলে পুলিসের সাহায্য লইয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করা যাইবে।”

ভ্যালেণ্টাইন্‌কে সঙ্গে লইয়া আলোকধারী অনুচরবর্গের সহিত লর্ড ফ্লোরিমেল বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, রাত্রি প্রায় একটা। এইখানে প্রকাশ থাকুক, গুণ্ডারা যে দড়ীতে ভ্যালেণ্টাইনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তদন্তকালে কাজে লাগিতে পারে, এই ভাবিয়া লর্ড বাহাদুর সেই দড়ীগুলি সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

মাতৃহীনা কুমারী ফ্লোরেন্সের প্রতি লেডী পলিনের গর্ভজাতা কন্যা অপেক্ষাও অধিক স্নেহ; ফ্লোরেন্সের সন্ধান হইল না, অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে পতির মুখে সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি এককালে জ্ঞানবুদ্ধি হারাইলেন, বাক্যহারা উন্মাদিনীর ন্যায় শয্যাগ্রহণ করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে, লর্ড ফ্লোরিমেল এবং সার ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ একখানি চৌঘুড়ী হাঁকাইয়া কুমারী ফ্লোরেন্সের অন্বেষণে বাহির হইলেন; নিকটবর্ত্তী সর্ব্বস্থানে ও রাস্তার দোকানে দোকানে অনুসন্ধান লইয়া পরিশেষে তাঁহারা একজন শান্তিরক্ষক ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। গত রাত্রের ঘটনার কথাটা আনুপূর্ব্বিক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, “আপনারা এক কাজ করুন, আপনাদের একজন বিশ্বাসী লোককে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিন, লণ্ডনের বো-ষ্ট্রীট পুলিসের প্রধান ইন্‌স্পেক্টার লরেন্স ড্যাম্‌সন, তাঁহার তুল্য বহুদর্শী বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভ্‌ এখন ইংলণ্ডে অতি বিরল; আপনারা সেই ড্যাম্‌সনকে লইয়া আসুন, তাঁহার দ্বারাই এই ভয়ঙ্কর গুহ্য ব্যাপারের কিনারা হইতে পারিবে, এইরূপ আমার বিশ্বাস।”

সেলাম করিয়া ভ্যালেণ্টাইন বলিলেন, “লোক পাঠাইলে কাজ হইবে না, লরী ড্যাম্‌সনের সহিত আমার বেশ আলাপ আছে, এখনই আমি স্বয়ং লণ্ডনে গিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিব।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সার ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ তাঁহাদের গাড়ী ফিরাইয়া, লর্ড ফ্লোরিমেলকে বাড়ীতে রাখিয়া, নিজেও তাড়াতাড়ি যৎকিঞ্চিৎ হাজিরা খাইয়া, সেই গাড়ীতেই লণ্ডন নগরে রওনা হইলেন; বেলা চতুর্থ ঘটিকার সময় লণ্ডনে গিয়া পৌঁছিলেন; বাংএকার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া লরেন্স ড্যাম্‌সনের বাড়ীতে উপস্থিত।

ড্যাম্‌সন সে দিন প্রাতঃকালে একটা তদারকে বাহির হইয়াছিলেন, বাড়ীতে

ফিরিয়া আসিতে অপরাহ্ণ হইয়াছিল, সবে মাত্র তিনি আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন, সার ভ্যালেণ্টাইন্ মালভরণ আসিয়াছেন।

ছুরী, কাঁটা, বাসন সমস্ত সরাইয়া রাখিয়া লরেন্স শ্যামসন তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া ভ্যালেণ্টাইনের গাড়ীতে আরোহণপূর্ব্বক রাত্রিকালে হষ্টিংডনে উপস্থিত হইলেন। রাত্রে আর অনুসন্ধান হইল না, পরদিন তিনি সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বাবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভ্যালেণ্টাইনের মুখে আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া লরী শ্যামসন বুঝিলেন, দুর্ভেদ্য রহস্য। কাহার দ্বারা কন্যা-হরণ হইয়াছে, শীঘ্র তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই; সুতরাং কাহারও উপর সন্দেহ করা অসম্ভব। কন্যাটি রূপবতী, রূপে বিমোহিত হইয়া কোন ধনবান্ লম্পট পুরুষ গুণ্ডা লাগাইয়া তাহাকে হরণ করিয়াছে, এইরূপ অনুমান; কিন্তু হষ্টিংডনে আসিয়া অবধি লর্ড ফ্লোরিমেল তথাকার ধনশালী লোকদিগের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা করেন নাই, বাড়ীতে বেশী লোককে নিমন্ত্রণও করেন নাই, দুই একটি উৎসব উপলক্ষে গুটিকত নির্ব্বাচিত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিয়াছেন মাত্র; সেই সকল বন্ধুর মধ্যে কেহ কোন দিন কুমারী ফ্লোরেন্সের দিকে কুভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, লর্ড ফ্লোরিমেল এক দিনও সেরূপ লক্ষণ দেখেন নাই; অতএব সেই সকল বন্ধুর মধ্যে কাহার প্রতি কোন সন্দেহ আসিল না।

মনে মনে অনেক তর্ক আনয়ন করিয়া লরী শ্যামসন্ নির্জ্জনে ভ্যালেণ্টাইন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লর্ড ফ্লোরিমেলের জলমগ্ন হইবার মিথ্যাকথা রটনা করিয়া যে লোকটা চীৎকার করিয়াছিল, তুমি বলিতেছ, সে একটা মজুর লোক; আচ্ছা, তাহার চেহারা কি রকম?"

সার ভ্যালেণ্টাইন্ সেই লোকের অবিকল চেহারা বর্ণন করিলেন। অতঃপর গুণ্ডারা যে দড়ী দিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, লরী শ্যামসন্ সেই দড়ী দেখিতে চাহিলেন; ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে ভাবিয়া উপস্থিত-বুদ্ধিপ্রভাবে লর্ড ফ্লোরিমেল প্রথম রাত্রে সেই দড়ীগুলা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেইগুলা তিনি শ্যামসন্‌কে দেখাইলেন, শ্যামসন্ তাহা নিজের কাছেই রাখিলেন। কুমারী ফ্লোরেন্সের চেহারা কেমন, শ্যামসন্ তাহা দেখেন নাই, লর্ড ফ্লোরিমেলের মুখে তাহা তিনি শুনিয়া লইলেন, অদৃশ্য হইবার সময় কুমারীর কিরূপ পোষাক পরা ছিল, তাহাও তিনি শুনিলেন।

ঐ সকল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া, বন্ধন-রজ্জু সঙ্গে লইয়া, লরী শ্যামসন্ একাকী তথ্যানুসন্ধানে বাহির হইলেন।

যে দিন প্রাতঃকালে লেচমিয়ার ভবনে মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভের সহিত কুমারী ফ্লোরেন্সের বিশেষ কথোপকথন হয়, সেই দিন রাত্রি দশটার সময় মিসেস্ গেল্ কারল্টন্ হাউসে প্রবেশ করিয়া যুবরাজের সহিত দেখা করিয়াছিল, যুবরাজ তাহাকে আদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বিশেষ খাতিরে আদরের সম্বোধন—'প্রমোদিনী পাপসাধিনী দূতি!'

যুবরাজের প্রথম প্রশ্ন, "মনোহরা পাখীটি কি পিঞ্জরেই আটক আছে? পিঞ্জরের ভিতরে কি ছট্‌ফট্ করিতেছে? আমাকে দেখিয়া কি উড়িয়া পলাইবে?"

হাস্য করিয়া পাপীয়সী কুট্টিনী উত্তর করিল, "না যুবরাজ! সেই মনোহরা পাখীটি বেশ ঠাণ্ডা, উড়িয়া পলাইবে না; তবে কি না, সেটিকে বশীভূত করিতে আপনার কিছু সময় লাগিবে। অতি সরলা, সংসারের খেলা কিছুই জানে না; এখনকার ফ্যাসনের কোন মজ্‌লীসে সে কখনও যায় নাই।"

লম্পট প্রিন্সের দ্বিতীয় প্রশ্ন, "সে বিহঙ্গিনীটি কি আমার ভিনিসিয়ার তুল্য সুন্দরী?"

গেল্।—রূপে ততটা না হোক্, লাবণ্যে ও প্রকৃতিতে তাহার চেয়েও বেশী সুন্দরী।

প্রিন্স।—তাহার নাম কি?

গেল্।—বন্দোবস্তের সময় আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, মুখামুখি দেখা না হইলে আপনার কাছে আমি তাহার পরিচয় দিব না। এখনও বলিতেছি, আমি তাহার নাম বলি না।

প্রিন্স।—আচ্ছা, তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই কর। যে রকমে কাজ করা তোমার অভ্যাস, জোর করিয়া সে পদ্ধতি আমি উল্টাইয়া দিতে চাহি না। অক্সফোর্ডসায়রের লেচ্‌মিয়ার গ্রেঞ্জ হইতে যে পত্র তুমি আমাকে লিখিয়াছিলে, দুই তিন দিন হইল, তাহা আমি পাইয়াছি। তোমার সখী লেডী লেচ্‌মিয়ার এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিতেছেন, এ সংবাদে আমি তুষ্ট হইয়াছি। লেডীটিকে যদিও আমি দেখি নাই, তথাপি তাঁহার কাছে তুমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইও।

গেল্।—একজনের হইয়া অপরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আমার কেমন লজ্জা হয়। আপনি তো স্বয়ং সেইখানে যাইতেছেন, যাহা কিছু জানাইতে হয়, সাক্ষাতে সাক্ষাতে নিজেই তাহা করিবেন।

প্রিন্স।—আমি সেই বিহঙ্গিনীটিকে ভালবাসিয়া বশ করিতে চাই, সে কি

তাহা জানিতে পারিয়াছে? আমার প্রেমপুত্তলী হয়, ইহা তাহার ভাগ্যের লেখা, ইহা কি সে বুঝিতে পারিয়াছে?

গেল্।—এ আবার কি রকম প্রশ্ন?—বন্দোবস্তের সময় আপনি আমাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার কাছে আমি যেন আপনার নাম প্রকাশ না করি। সেই নিষেধ আমি মান্য করিয়া আসিতেছি। আপনি তো স্বয়ং সেখানে যাইতেছেন, সাক্ষাতে সাক্ষাতে আলাপ করিয়া সমস্তই জানিতে পারিবেন।

প্রিন্স।—(অত্যন্ত আগ্রহে) কবে?—কবে?—কবে আমি সেখানে যাইব?

গেল্।—আগামী কল্য;—আগামী কল্য বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়।

প্রিন্স।—বেশ বন্দোবস্ত—বেশ বন্দোবস্ত!—অতি শুভ সমাচার!—হাঁ, আর একটা কথা আমার মনে হইতেছে। তুমি যেরূপ বুদ্ধিমতী, তুমি যেরূপ চতুরা, অনুমানেই আমি বুঝিতে পারিতেছি, যিনি তোমার সাহায্য করিতেছেন, সেই লেডী লেচ্‌মিয়ারটিও তোমার তুল্য চতুরা; তোমরা দুজনে তো পরামর্শ করিয়া কোন একটা কুলটা কামিনীকে তালিম দিয়া সতী প্রস্তুত করিয়া লও নাই?

গেল্।—এমন অদ্ভুত সন্দেহ আপনার মনে কেন আইসে? আপনি তো স্বয়ং সেখানে যাইতেছেন, স্বচক্ষে দেখিয়া, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, জয়লাভে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সন্তোষ লাভ না করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার কাছে আর একটি গিনীও আমি চাহিব না।

প্রিন্স।—(আহ্লাদে) বেশ—বেশ!—কল্য ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় আমি সেখানে গিয়া উপস্থিত হইব। কত দূর?—আমার অনুমান হইতেছে, ৪৫ মাইল; তিন ঘণ্টার মধ্যেই ঠিক সেখানে গিয়া আমি হাজির হইব। আচ্ছা, এখন তবে তুমি বিদায় হইতে পার।

সেলাম করিয়া, বিদায় লইয়া মিসেস্ গেল্ নিজের সোহো স্কোয়ারের বাড়ীতে চলিয়া গেল, তথায় রাত্রিযাপন করিয়া, ভোরে উঠিয়া অক্সফোর্ডসারে লেচ্‌মিয়ার-ভবনে রওনা হইল।

* * * * *

নরেন্দ্র টামসন্ ও দিকে তদারকে বাহির হইয়াছেন। কেবল নিকটস্থ গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, অদূরবর্ত্তী বেড্‌ফোর্ডসার এবং অক্সফোর্ডসার গ্রামেও অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। লর্ড ফ্যোরিমেল অথবা সার

ভ্যালেণ্টাইন্ অন্যান্য স্থানে অনেক অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুই স্থানে যান নাই, সে দিকে কোন সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, এ কথা তাঁহাদের মনেও উদয় হয় নাই। লরী থ্যাম্সন্ বেড্‌ফোর্ডসায়ের বড় রাস্তার ধারে যে সকল টোল-ঘর আছে, সেই সকল স্থানে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। একটা মাশুল-ঘরে একজন দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ইতিমধ্যে এক দিন রাত্রি দশটার সময় সেই টোল-ঘরের সম্মুখ দিয়া ঝড়ের বেগে একখান চৌঘুড়ী অক্সফোর্ডসায়ের দিকে ছুটিয়া গিয়াছে; সেই সময় অল্পক্ষণের জন্য সে দেখিয়াছিল, চৌঘুড়ীর খড়্‌খড়ির সার্সীর ভিতর হইতে একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক একবার মুখ বাড়াইয়াছিল; অপরূপ সুন্দর মুখখানি; কেমন এক প্রকার আতঙ্কে সেই মুখখানি অত্যন্ত বিবর্ণ, অত্যন্ত বিমর্ষ; মস্তকের দীর্ঘ দীর্ঘ কেশগুলি আলুলায়িত হইয়া উভয় স্কন্ধের উপর দিয়া বক্ষের দিকে ঝুলিতেছে; সহরের যুবতী কামিনীরা যে সময়ে মরুস্থলে বেড়াইতে আইসেন, সেই সময়ে এক এক দিন যেরূপ আগাতোলা টুপী মাথায় দেন, সেই সুন্দরীর মাথায় সেই রকমের একটি টুপী।

সুন্দরী ফ্লোরেন্সের চেহারার কথা থ্যাম্সনের মনে ছিল, দারোগার মুখে ঐরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিয়া লইলেন, সেই সুন্দরীই কুমারী ফ্লোরেন্স; আরও তিনি মিলাইয়া দেখিলেন, যে রাত্রে সেই মেয়েচুরী, দারোগা ঠিক সেই রাত্রের ঘটনার কথা বলিল। তথা হইতে খানিক দূর চলিয়া গিয়া লরী থ্যাম্সন্ একখানা রশারশীর দোকান দেখিতে পাইলেন, সেই দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দোকানের সম্মুখে ঝুলানো রশীগুলি সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন; যে রশীতে বনমধ্যে সার ভ্যালেণ্টাইন্ বাঁধা ছিলেন, সেই রশী তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, বাহির করিয়া, দোকানদারকে দেখাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই রশী কি তোমার দোকানের?"—দোকানদার বলিল, "হাঁ।"—থ্যাম্সন্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দড়ী তুমি কবে কাহাকে বিক্রয় করিয়াছিলে?"—দোকানদার বলিল, "প্রায় আট দিন হইল, একটি লোক ইহা আমার দোকান হইতে কিনিয়া লইয়াছিল; সে লোক কোথায় থাকে, তাহার নাম কি, তাহা আমি কিছুই জানি না।" থ্যাম্সন্ তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটার চেহারা তুমি বলিতে পার?—"দোকানদার ঠিক ঠিক সেই লোকের চেহারা বলিল। 'লর্ড ফ্লোরিমেল জলে ডুবিতেছেন' যে লোক চীৎকার করিয়া সেই মিথ্যাকথা ঘোষণা করিয়াছিল, সার ভ্যালেণ্টাইন্ সেই লোকের চেহারা বলিয়াছিলেন, থ্যাম্সন্ বুঝিলেন, ঐ সেই লোক। এই

তত্বটুকু জানিয়া লইয়া তিনি আরও এক মাইল ঘুরে একখানা কাপড়ের দোকান দেখিলেন; দোকানের গবাক্ষে গবাক্ষে অনেক রকম কাপড় ঝুলিতেছিল, তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ রেশমী ক্রেপের নমুনা দেখিয়া দোকানীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সপ্তাহ পূর্ব্বে কেহ কি এই রকম ক্রেপ তোমার দোকানে কিনিতে আসিয়াছিল?" দোকানী বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।" যে তিন জন মুখোসপরা লোক ভ্যালেণ্টাইনকে আক্রমণপূর্ব্বক বনবৃক্ষে বাঁধিয়াছিল, ভ্যালেণ্টাইন তাহাদের মুখোসের বর্ণ শ্যাম্‌সন্‌কে বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া দোকানীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই খরিদ্দারের চেহারা কিরূপ?" দোকানী যেরূপ চেহারা বলিল, তাহাতে তিনি বুঝিলেন, যে লোকটা দড়ী কিনিয়াছিল, এ লোকটা সেই লোক। ঐ দোকানে আর একটা সূক্ষ্মতত্ব তিনি জানিতে পারিলেন। দোকানী বলিল, অক্সফোর্ডসারে একটি ধনবতী রমণী বাস করেন, সেই লোকটা তাঁহারই বাড়ীর একজন চাকর।

এই তত্ব জানিয়া লইয়া লরী শ্যাম্‌সন্‌ শীঘ্র শীঘ্র হমিংহামহলে ফিরিয়া গেলেন, অবিলম্বে গাড়ী প্রস্তুত করিবার হুকুম হইল, লর্ড ফেণ্রিমেল, ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ এবং লরেন্স শ্যাম্‌সন সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতি অক্সফোর্ডসারের লেচ্‌মিয়ার গ্রেঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, যাহারা মুখোস পরিয়াছিল, তাহারাও অবশ্য সেই ধনবতী রমণীর চাকর।

ত্রিনবতিতম উল্লাস।

অধর্ম্মের ধাম।

অক্সফোর্ডসারের কেন্দ্রভাগে বৃহৎ এক অট্টালিকা। ইহার ইংরাজী নাম "লেচ্‌মিয়ার গ্রেঞ্জ"; বাঙ্গালায় আমরা বলিয়া দিতেছি, গোলাবাড়ী। পূর্ব্বে এইখানে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের শস্যাদি জমা হইত, এক্ষণে তাহা রহিত হইয়াছে। বাড়ীখানি অনেক দিনের পুরাতন; অতি প্রশস্ত, অতি উচ্চ, দিব্য সুদৃশ্য। বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর, সে সকল এখন আর ব্যবহারে আইসে না, কেবল চারি পাঁচটি কক্ষ উত্তম উত্তম আসবাবপত্রে সজ্জিত আছে। লেডী লেচ্‌মিয়ার সম্প্রতি দিনকত এই বাড়ীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।

তদন্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তত্ত্ব অবগত হইয়া লর্ড গ্রান্‌সন অবধারণ করিয়াছেন, এই বাড়ীতেই কুমারী ফ্লোরেন্স আটক রহিয়াছেন, ইহা অবধারণ করিয়াই তাঁহারা এই বাড়ীতে আসিতেছেন।

কুমারী ফ্লোরেন্স গত কল্য মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কতক উৎসাহে ও কতক সন্দেহে কেমন এক প্রকার বিমনা হইয়া রহিয়াছে; যে ঘরে থাকে, গতরাত্রে সে ঘর হইতে বাহির হয় নাই; কিছুমাত্র আহার করে নাই; আজিও বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত গৃহ হইতে বাহির হয় নাই। নূতন সখী দুই তিনবার খাদ্যসামগ্রী লইয়া গিয়াছিল, কুমারী তাহা স্পর্শও করে নাই; কেবল একটু চা খাইয়া বসিয়া আছে। মনে মনে তাহার অনেক ভাবনা;—তন্মধ্যে এখনকার প্রধান ভাবনাটা কিছু বলবতী। 'একটি নূতন লোক আসিবে; কে সেই লোক? শুনিয়াই ধারণা হইয়াছে ডাক্তার, —পাগলের ডাক্তার।' কুমারী ভাবিতেছে, 'ডাক্তার আসিলে তাহাকে আমি বলিব, দয়া করিয়া আমাকে মাসীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও; আমি পাগল নই; এখানে এ ভাবে থাকিলে আমার চিরজীবনের আশা-ভরসা সব নষ্ট হইয়া যাইবে।' এইরূপ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এক একবার মনে হইতেছে, 'ডাক্তারের চেহারা হয় ত খুব শান্ত; বয়স হয় ত বেশী, অন্তরে হয় ত খুব দয়া; আমার মিনতিবাক্য শ্রবণ করিলে আমার প্রতি অবশ্য তাঁহার দয়া হইবে।' আবার কি এক অমঙ্গল কল্পনা আসিয়া সে ভাবটা ঢাকিয়া ফেলিতেছে; সন্দেহ হইতেছে, 'ডাক্তার আসিয়া কি বলিবেন? তিনি কি আমাকে এখান হইতে লইয়া গিয়া যুবরাজের হাতে সমর্পণ করিয়া দিবেন? উঃ! তাহা যদি হয়, তবে তো আমি আর বাঁচিব না।'

এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভের কথাগুলা মনে পড়িল। 'ওয়াল্‌ডিগ্রেভ বলিয়াছে, অদৃষ্ট। ভ্যালেণ্টাইনের সঙ্গে বিবাহ হওয়া আমার অদৃষ্টে নাই; আর একজনের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। আমি অনেক রকম জাঁকজমক চাকচিক্য দেখিতে পাইব। সে সব তাহার কি কথা? সত্য কি তবে ইংলণ্ডের প্রিন্স রিজেণ্ট আমাকে আর আমার মাসীমার কাছে যাইতে দিবেন না? আমার মাসীমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়া তিনি কি আমাকে রাজ-প্রাসাদের জাঁকজমকে ভুলাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন? উঃ! সে কথাটা যখন ভাবি, তখন বন্ বন্ করিয়া আমার মাথা ঘোরে, গায়ের রক্ত শুকাইয়া যায়।'—এই সময় কান পাতিয়া শুনিয়া কুমারী আপন মনে বলিয়া উঠিল, "গাড়ীর চাকার শব্দ শুনিতেছি, ঐ বুঝি

তবে ডাক্তার আসিলেন।" ইহা মনে করিয়াই চঞ্চলপদে উঠিয়া একটা গবাক্ষের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল; বাড়ীর সম্মুখদিকেই সেই গবাক্ষ। তথা হইতে কুমারী দেখিল, সামান্য একখানা গাড়ী আসিয়া সদর-দরজার কাছে থামিল; কে নামিল, জানালা হইতে তাহা দেখা গেল না।

বেলা দ্বিপ্রহর। এই সময়ই তো আসিবার কথা!—তবেই ঠিক! ডাক্তার আসিয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে কুমারী আবার উৎকণ্ঠিত-মনে একখানি চেয়ারে আসিয়া বসিল। ঠিক সেই সময় মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ প্রবেশ করিয়া সহাস্যবদনে মিষ্টবচনে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তুমি কেমন আছ বৎসে?"

কুমারী উত্তর করিল, "কেমন আছি, তাহা আমি জানি না। এইমাত্র যে একখানা গাড়ী আসিল, সে গাড়ীতে—"

গৃহিণী বলিল, "যিনি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন, যাঁহার কথা আমি তোমাকে কল্য বলিয়াছিলাম, তিনিই আসিয়াছেন।"

চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া—"তবে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই;—কোন্ ঘরে?"—চঞ্চল-স্বরে এই প্রশ্ন করিয়া কুমারী সতৃষ্ণ-নয়নে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিল।

সেই নয়নে নূতন উৎসাহ দর্শন করিয়া গৃহিণী বলিল, "যে ঘরে বসিয়া কল্য তোমাতে আমাতে পরামর্শ করিয়াছিলাম, সেই ঘরে।"

কুমারী দ্রুতপদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। পশ্চাতে ডাকিয়া মিসেস্ ওয়াল্‌ডিগ্রেভ জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি তোমার সঙ্গে যাইতে হইবে না?"

"না—না—না,—আমি একাকিনী যাইব;—একাকিনী যাওয়াই ভাল।"—এই উত্তর দিয়াই চঞ্চলা কুমারী পূর্ব্বরূপ চঞ্চলগতিতে পূর্ব্বোক্ত ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; উৎসাহের সাহস কমিয়া যায়, সেই সন্দেহে একবারও থামিল না;—ক্ষণেকের মধ্যেই সেই ঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল;—দরজা ঠেলিয়া চৌকাঠ পার হইল;—মুক্ত দ্বারের কপাটে একখানি হাত রাখিয়া চঞ্চল-নয়নে ভিতরদিকে চাহিয়া দেখিল, একটি লোক একটা গবাক্ষের সম্মুখে মুখ ফিরাইল, শঙ্কাতুরা কুমারী তখন দেখিল, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স!

সম্মুখে চাহিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ও পরমেশ্বর! —এ কে!—ফ্লোরেন্স!—কি আশ্চর্য্য!—ফ্লোরেন্স!"

আতঙ্কে শিহরিয়া ফ্লোরেন্স তৎক্ষণাৎ চঞ্চলপদে চৌকাঠ পার হইয়া বারান্দার পথে ছুটিল। পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে ডাকিয়া ডাকিয়া প্রিন্স বলিতে লাগিলেন, ফ্লোরেন্স!—ফ্লোরেন্স!—দাঁড়াও!—তুমি—"

"না—না—না,"—বলিতে বলিতে হতভাগিনী রুদ্ধশ্বাসে উপরের সিঁড়িতে উঠিতে আরম্ভ করিল,—কে যেন তখন তাহার দুখানি পায়ে ডানা বাঁধিয়া দিল,—সত্যই সে যেন তখন উড়িয়া উড়িয়া উঠিতে লাগিল।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্স মোটা মানুষ, ছুটিবার শক্তি কম, কুমারীকে ধরিবার জন্য তথাপি তিনি যথাশক্তি ছুটিলেন; বার বার ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "ফ্লোরেন্স!—ফ্লোরেন্স!—বৎসে!—প্রিয়তমে!—দাঁড়াও,—কথা শোনো,—আমাকে দেখিয়া তুমি পালাও কেন?"

"না—না—না!"—কম্পিত-কণ্ঠে বারংবার এই উক্তি করিতে করিতে কুমারী ছুটিতেছে—নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ক্রমাগত ছুটিতেছে, এক একবার ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, তাহার দুরন্ত পিতা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে কি না,—এক একবার দেখিতে পাইতেছে। সেই করাল মূর্ত্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে আর চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "দাঁড়াও—দাঁড়াও—দাঁড়াও!"

সে কথার দিকে আসলেই কুমারীর কান নাই; ক্রমাগতই ছুট;—লাফাইয়া লাফাইয়া এক একবারে দুই তিন ধাপ উল্লঙ্ঘন;—অনবরত মুখে বাক্য—না—না—না!

ছুটিয়া ছুটিয়া হতভাগিনী অবশেষে সিঁড়ির উপরের চাতালে গিয়া উঠিল,—ক্ষণকাল একটা দেয়াল ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিল,—একবার নীচের দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রিন্স তখনও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। আবার ছুট।—সম্মুখদিকে আবার সিঁড়ি;—লাফাইয়া লাফাইয়া সেই সিঁড়ির ধাপগুলা পার হইয়া কুমারী শেষকালে উপরের ছাদের উপর উঠিল। ছাদের উপরেও দুধারে ঘর; সেই সকল ঘরে বাড়ীর দাসী-চাকরেরা থাকে; সেই ছাদের মাথায় আর একটা ছাদ; সে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি ছিল না। যে ছাদে চাকরদের ঘর, সেই ছাদে দাঁড়াইয়া আতঙ্ক-কম্পিতা অতিমাত্র কাতরা কুমারী ফ্লোরেন্স আর একবার পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, প্রিন্স অব্ ওয়েল্স তখনও হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন, ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন, "দাঁড়াও ফ্লোরেন্স, দাঁড়াও; কোন ভয় নাই; আমি তোমাকে এখান হইতে লইয়া যাইব, আমি তোমাকে পরম আদরযত্নে রাখিব, কোন ভয় নাই; দাঁড়াও!"

"না—না—না,—আমি তোমার সঙ্গে যাইব না! আমার মা!—মা আমার সম্মুখে আসিয়া ভয় দেখাইয়া তোমার সঙ্গে যাইতে বারণ করিতেছেন! আমি যাইব না!"

বলিতে বলিতে ছাদে ছাদে আবার ছুট। সেই ছাদের প্রান্তভাগে দক্ষিণ-হস্তের দিকে একটা দ্বার; দ্বারে অর্গল বদ্ধ ছিল, কুমারী ক্ষিপ্রহস্তে অর্গলটা খুলিয়া ফেলিল; আবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, তাহার বাবা আসিয়া ঠিক তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন।

আর তো বিলম্ব সহে না,—আর বিলম্ব সহিল না। অভাগিনী কুমারী দুই হাতে দরজা ঠেলিয়া সম্মুখদিকে একটু ঝুঁকিল;—দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। ঘরের মত আয়তন—পূর্ব্বে সেখানে একটা ঘর ছিল, সে ঘরে বড় বড় পিপে থাকিত; এখন আর সে সব নাই। ঘরখানা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে।

দ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র রৌদ্র আসিল, ছাদের উপরেও রৌদ্র আসিল; সম্মুখদিকে নীলবর্ণ আকাশ দেখা যাইতে লাগিল। কুমারী তখন বাহ্যজ্ঞান-হারা;—সম্মুখে ঘর আছে মনে করিয়া চৌকাঠ হইতে নামিতেছিল, পদক্ষেপের স্থান না পাইয়া করুণ চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিল। শূন্যপথে বিঘূর্ণন। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া প্রিন্স এ দিকে ছাদের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

* * * * * * *

এই ঘটনার অত্যল্পক্ষণ পূর্ব্বে বাড়ীর সম্মুখস্থ চত্বরে একখানা চৌঘুড়ী প্রবেশ করিয়াছিল, সেই গাড়ীতে ছিলেন লর্ড ফ্লোরিমেল, ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ আর লরেন্স শ্যাম্‌সন্। গাড়ীর খড়খড়ি নামানো ছিল, ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া সার ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভরণ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সেই অট্টালিকার গবাক্ষশ্রেণীর দিকে ঘন ঘন চাহিতেছিলেন,কোন গবাক্ষে যদি ফ্লোরেন্সের মুখখানি দেখিতে পান, সেইরূপ ইচ্ছা। ঠিক সেই সময়ে সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ তিনি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন; লর্ড ফ্লোরিমেলও সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াছিলেন, অমঙ্গল বুঝিয়া তিনিও লাফাইয়া পড়িলেন; সঙ্গে সঙ্গে লরী শ্যাম্‌সনও লম্ফ দিলেন। গাড়ী তখনও একটু একটু চলিতেছিল, যে সর্ব্বনাশ ঘটিল, শকটচালকেরা তাহা দেখিতে পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র অশ্বরজ্জু সংযত করিল।

হতভাগিনী কুমারী ফ্লোরেন্স শূন্যপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে এককালে ভূমিতলে নিপতিত হইল। বাড়ীর সেই দিকের নিম্নভাগেই ফুলবাগান; কুমারীর দেহটি ফুলগাছের উপর আসিয়া পড়িল। লর্ড ফ্লোরিমেল, সার ভ্যালেণ্টাইন এবং লরী শ্যাম্‌সন্ সেইখানে ছুটিয়া আসিয়া দেহটি কোলে করিয়া তুলিলেন। জীবন নাই! সুন্দর অঙ্গ, সুন্দর মুখ পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃত; প্রাণবায়ু বহির্গত! যাঁহারা তুলিলেন, তাঁহাদের সে সময়ের করুণ বিলাপ বর্ণন-করা দুঃসাধ্য।

উপসংহার।

এইখানে এই অংশের এই কাহিনীটি সমাপন করিতে হইল। নাট্যাঙ্কের রঙ্গমঞ্চে একে একে যে সকল চরিত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদের সকলের সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে হইলে আরও অনেকগুলি অধ্যায় বাড়িয়া যাইত; কিন্তু আমরা বাড়াইতে পারিলাম না। পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদে যে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহাতে আমরা চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলাম না; লেখনীও অচল হইল। যাহাদের ভাগ্যফল প্রকাশ করিতে বাকী রহিল, সংক্ষেপে তাহাদের কিছু কিছু পরিচয় দিয়া অগত্যা উপসংহার করিতে হইল। যে শোকাবহ ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইতেছে, সে ঘটনার কালপুরুষ কোন্ ব্যক্তি?—যে সময়ের ইতিহাসে সে সময়ে যে নৃশংস পাষণ্ড ইংলণ্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ছিলেন, পাপ-জীবনে তিনি যে কত পাপের অভিনয় করিয়াছিলেন, একে একে তাহা গণনা করা অসাধ্য। কথিত শোচনীয় ঘটনার মূলেও সেই পাপাচার দুরাত্মা প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স! তাঁহার গায়ের বাতাস যত দূর যায়, তত দূরের সীমা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই এক্ষণে কর্ত্তব্য বিবেচনা করা গেল, অতএব এই পাপক্ষেত্র হইতে শীঘ্র শীঘ্র আমরা অপসৃত হইলাম।

শোকাবহ ঘটনার হেতু অভাগিনী কুমারী ফ্লোরেন্সের অপঘাত-পতন! কুমারী ফ্লোরেন্স কাহার কন্যা, পাঠকমহাশয় তাহা অবগত আছেন। উঁহার জননী অক্টেভিয়া বিবাহের পূর্ব্বে গর্ভবতী হইয়াছিল; কাহার ঔরসে গর্ভ, তাহার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই সভ্য রাজ্যের মেয়েদের অনেক বয়সে বিবাহ হয়, এই কারণে কুমারীকালে অনেক কুমারী পুত্র-কন্যার জননী হইয়া থাকে; তাহার পর কাহারও কাহারও বিবাহ হয়, কেহ কেহ বা চির-জীবন অনূঢ়া থাকিয়া যায়। কুমারীদের গর্ভজাতা কন্যারা কি নামে পরিচিতা হইবে, এই এক সমস্যা আছে। বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী কন্যারা পিতৃনামে পরিচিতা হয়; কুমারী অবস্থায় যাহারা কন্যা প্রসব করে, সেই সকল কন্যার পিতার নাম কি হইবে, সর্ব্বত্র তাহা ঠিক হয় না; গর্ভাবস্থায় অথবা প্রসবান্তে যাহার সহিত বিবাহ হয়, লৌকিক প্রথানুসারে তাহার নামেই তাদৃশী কন্যার নামকরণ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে অক্টেভিয়ার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স তাহার সতীত্ব নাশ করিয়াছিলেন; অনন্তর লর্ড মার্চমণ্টের

পুত্র অনারেবল ইটনের সহিত অক্টেভিয়ার বিবাহ হয়, সেই সূত্রে অক্টেভিয়ার কন্যার নাম হইয়াছিল, ফ্লোরেন্স ইটন। অবশেষে সেই প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সই ঐ ফ্লোরেন্স ইটনের অপঘাত-মৃত্যুর হেতু হইলেন। এই মহাপাপের কথা লিপিবদ্ধ করিলেও শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।

ফ্লোরেন্স ইটনের সমাধির সময় প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স সেই সমাধিক্ষেত্রে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে পথ দিয়া লজ্জা গিয়াছে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স সে পথের সীমাও স্পর্শ করেন নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য। সমাধিক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে লর্ড ফ্লোরিমেল তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "এত বড় কেলেঙ্কার লইয়া আরও বেশী ঢলাঢলি করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয়? কেন তুমি সে দিন লণ্ডনের কারল্‌টন্ হাউস ত্যাগ করিয়া অক্সফোর্ডসায়রের লেচ্‌মিয়ার গোলাবাড়ীতে আসিয়াছিলে, এ কথার উত্তর তুমি কি দিবে? অবিলম্বে তুমি লণ্ডনে চলিয়া যাও।" এই তিরস্কারে কিঞ্চিৎ লজ্জা পাইয়া নির্লজ্জ পাপিষ্ঠ লম্পট তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ফ্লোরেন্সের অপঘাত-মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পাপীয়সী কুট্টনী লেডী লেচ্‌মিয়ার ও মিসেস্ গেল্ অলক্ষিতে গুপ্তদ্বার দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, লরী টমসন সে ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়াও তাহাদিগকে ধরিতে পারেন নাই। তাহাদিগকে ধরিলে দুরাচার প্রিন্স রিজেন্টকেও ধরা পড়িতে হইত, প্রিন্সের অব্যাহতির সেই এক কারণ।

ফ্লোরেন্সের সমাধির পর লর্ড ফ্লোরিমেল সংকল্প করিলেন, যত দিন ঐ পাপিষ্ঠ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি থাকিবে এবং ভাগ্যে থাকিলে যত দিন সেই দুরাত্মা ইংলণ্ডে রাজত্ব করিবে, তত দিন তিনি আর ইংলণ্ডে বাস করিবেন না, সস্ত্রীক বিদেশবাসী হইয়া কালযাপন করিবেন, অচিরেই তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। লেডী ফ্লোরিমেল অভাগিনী ফ্লোরেন্সের মাসী দয়াবতী পলিন্, মাতৃহীনা কন্যাটিকে তিনি মাতৃতুল্য স্নেহ-যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন, প্রিন্স রিজেন্টের দৌরাত্ম্যে সেই কুমারীটির বিঘোরে প্রাণ গেল, এই মহাশোক পলিনের হৃদয়ে শেলসম বাজিয়াছিল। স্বামীর সংকল্পে তিনি বিনা তর্কে সম্মতিদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন জমীদারী হইতে নির্ব্বাসিত হইবার জন্য প্রস্তুত হন, সার ভ্যালেণ্টাইন মালভরণ সেই সময় সজল-লোচনে মিনতি করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেলকে বলেন, "আমিও আর লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব না, আপনার এই জমীদারীর মধ্যে আপনার হনিংহাম ভবনে চিরজীবন বাস করিব, ইহজীবনে আর বিবাহ করিয়া সংসারী হইব না,

যত দিন বাঁচিব, প্রতিদিন এখানকার গীর্জার সমাধিক্ষেত্রে ফ্লোরেন্সের সমাধির পার্শ্বে দুই বেলা জানু পাতিয়া বসিয়া নেত্রজলে সেই সমাধি সিক্ত করিব, ফ্লোরেন্সের আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব, অতএব আপনি দয়া করিয়া আমাকে হনিংহাম ভবনে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করুন।" লর্ড ফ্লোরিমেল অত্যন্ত কাতর অন্তরে ভ্যালেণ্টাইনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, ভ্যালেণ্টাইনও হনিংহাম নিকেতনে বাস করিয়া প্রতিজ্ঞামত ধর্ম্মব্রত পালন করিয়াছিলেন।

ঐ শোচনীয় ঘটনার পর ওল্ডবেলী আদালতের ফৌজদারী সেসনে খুনী মোকদ্দমার আসামী পাপাত্মা রাজজল্লাদ ডেনিয়েল কফিন্ ও তাহার তিন জন সঙ্গীর বিচার হয়। নেল জিবসন্-নাম্নী একটি স্ত্রীলোককে খুন করা অপরাধ। একজন সঙ্গী আসামী বট্‌লার অপরাধ একরার করিয়া রাজপক্ষের সাক্ষী হইয়াছিল, সে যখন সাক্ষিমঞ্চে দাঁড়াইয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনা এজাহার করে, ডেনিয়েল তখন নিজের পায়ের ও কোমরের বন্ধন-শৃঙ্খল জোরে জোরে বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া এত উচ্চকণ্ঠে অশ্রাব্য গালাগালি বর্ষণ করিয়াছিল যে, বিচারপতি তাহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাহাকে আদালত হইতে বাহির করিয়া কারাকূপে লইয়া যাইবার হুকুম দেন, তাহার অসাক্ষাতে দণ্ডাজ্ঞা দান করিবেন বলেন। খুনী আসামীটা তখন একটু ঠাণ্ডা হইয়াছিল, তথাপি ঘুসী পাকাইয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে সাক্ষীর দিকে আরক্ত-নয়নে চাহিয়াছিল। বিচারে তাহাদের চারিজনেরই ফাঁসীর হুকুম হয়। চাপরাসীরা যখন আসামীগুলাকে বাহির করিয়া লইয়া যায়, ডেনিয়েল তখন ভয়ানক চীৎকার করিয়া জজকে, রাজপক্ষের ব্যারিষ্টারকে, উকীলগণকে ও সাক্ষিগণকে বিস্তর গালাগালি পাড়িয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে চারিজনেরই ফাঁসী হইয়া গেল। রাজসরকারের বেতনভোগী হইয়া যে ডেনিয়েল কফিন্ স্বহস্তে শত শত আসামীকে যে ফাঁসীকাষ্ঠে লট্‌কাইয়াছিল, সেই ডেনিয়েল কফিন্ সেই দিন নিজে সেই ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিল। তাহার নামে আরও অনেক খুনী মামলার অপরাধ ছিল, যাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ, তাহার নামে আর অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ আনয়ন করা অনাবশ্যক বোধ হইয়াছিল। সরকারী সাক্ষী, অপরাধের গোয়েন্দা বট্‌লার খুনী মামলার আসামী হইলেও তাহার ফাঁসীর হুকুম হইল না, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হইল; কিন্তু তাহাকে দ্বীপান্তরে যাইতে হয় নাই, গ্রেপ্তারের অগ্রে ধরাও দাদার ডেনিয়েল তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, বিচারের পর সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইল।

যে সকল স্থলে মানুষের বিচারে প্রমাণাভাবে অথবা অন্য কোন গূঢ় কারণে বড় বড় অপরাধী অব্যাহতি পায়, সে সকল স্থানে ঈশ্বরের বিচারে সেই সকল অপরাধী নিশ্চয়ই দণ্ড ভোগ করে। ইংলণ্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েল্স নিজের পাপাচরণে দারুণ লম্পটতা-প্রভাবে নিজের নির্দ্দোষী কন্যার প্রাণনাশের হেতু হইলেন, অথচ পুলিস তাঁহাকে ধরিল না, বিচারালয়েও তাঁহার বিচার হইল না, কিন্তু পরমেশ্বরের বিচারে তাঁহাকে চিরজীবন অন্তরানলে দগ্ধ হইতে হইল। লর্ড ফ্লোরিমেলের কাছে, সার ভ্যালেণ্টাইনের কাছে এবং লরেন্স জ্যামসনের কাছে করযোড়ে দয়া ভিক্ষা করিয়া মহাপাপী প্রিন্স এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এ ব্যাপারটা যেন কোন সূত্রে প্রকাশ না পায়, প্রকাশ হইলে সমাজে তিনি আর মুখ দেখাইতে পারিবেন না, সিংহাসনেও বসিতে পারিবেন না, সকল লোকেই তাঁহাকে ঘৃণা করিবে। যাঁহাদের কাছে ঐরূপ প্রার্থনা, তাঁহারা সদয় হইয়া ঐ হতভাগা পাপীর প্রতি দয়া করিলেন, ঘটনাটি জনসমাজে প্রকাশ পাইল না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লেডী লেচ্মিয়ার। এই পাপীয়সী মিসেস্ ওয়াল্ডিগ্রেভ নাম ধারণ করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের মহাপাপের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই শোচনীয় ঘটনার পর সে আর তিন চারি বৎসর লেচ্মিয়ার গোলাবাড়ীতে প্রবেশ করে নাই, তিন চারি বৎসর পরে একবার আসিয়াছিল, রাত্রিকালে অর্দ্ধ-নিদ্রিতাবস্থায় সে যেন দেখিতে পায়, কুমারী ফ্লোরেন্সের প্রেতাত্মা বিকটমূর্ত্তি ধরিয়া তাহার খট্টাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভয় দেখাইতেছে; লেডী লেচ্মিয়ার দারুণ ভয়ে খট্টা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দাসীগণকে ডাকিতে যাইতেছিল, হঠাৎ গৃহমধ্যে হোঁচট খাইয়া মস্ত একটা পাথরের মুরোদের উপর পড়িয়া যায়, মাথা কাটিয়া রক্তপাত হয়, বিকট চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। দাসীরা আসিয়া দেখিল, মরিয়া রহিয়াছে, কি রকমে মৃত্যু হইল, কেহই কিছু জানিতে পারিল না। ইহাও ঈশ্বরের বিচার। সেই পাপীয়সীর উত্তরাধিকারী কেহই ছিল না, চেন্সারী আদালত তাহার সমস্ত সম্পত্তি দখল করিলেন, গোলাবাড়ীতে চাবী পড়িল, দাসী-চাকরগণের জবাব হইয়া গেল; তাহার যে চাকরটা মজুরের বেশ ধারণ করিয়া 'লর্ড ফ্লোরিমেল জলে ডুবিতেছেন' বলিয়া চীৎকার করিয়া ফ্লোরেন্সের নিকট হইতে ভ্যালেণ্টাইনকে বাহির করিয়া আনিয়াছিল, সেই লোকটা তিন বৎসর ডাকাতী করিয়া, মানুষ মারিয়া, রাহাজানী করিয়া পুলিসের হস্তে ধরা

পড়ে, বিচারে তাহার ফাঁসী হয়; আর যে তিন জন চাকর মুখোস্ পরিয়া ভ্যালেণ্টাইনকে বাঁধিয়া রাখিয়া কুমারীকে হরণ করিয়াছিল, তাহারাও এক দল শীকারীর মৃত পশু চুরী করিয়া পলাইতেছিল, শীকারীরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে, ভয়ানক দাঙ্গা হয়, শীকারীদের প্রহারে তাহাদের জীবনান্ত হইল।

কুট্টনী মিসেস্ গেল্ মিসেস্ স্পেন্সার নাম লইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ঘুষ খাইয়া তাঁহার পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ-করণের জোগাড় করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার সোহো স্কোয়ারের বাড়ীতে আগুন লাগিয়া সর্ব্বস্ব পুড়িয়া যায়, সে তখন অল্প ভাড়ায় ছোট একখানা বাড়ী লইয়া কিছু দিন ব্যবসা চালাইয়াছিল, এক রাত্রে একজন বিদেশী লোক সেই বাড়ীতে খুন হয়, পুলিস তাহাকে ধরিয়া ফৌজদারীতে চালান দেয়, বিচারে তাহার তিন বৎসর করাবাসের আজ্ঞা হইয়াছিল, কারাগারে সেই সময় সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সেই বুড়ীটাই সর্ব্বপ্রথমে যমালয়ে যায়।

ডেনিয়েল কফিন্ তাহার ফ্লিট্ লেনের বাড়ীর একটী ঘরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অনেক টাকা পুতিয়া রাখিয়াছিল, শ্যালী মেল্মথ আর তাহার ভ্রাতা ডিক্ সেই গুপ্তধন বাহির করিয়া মাসকতক অনবরত মদ খাইয়া, নানাপ্রকার দুষ্কার্য্য করিয়া এককালে সর্ব্বস্বান্ত হয়, শেষকালে পথের ভিখারী; সেই অবস্থায় পাপী লোকের দলে মিশিয়া ভদ্রলোকের কন্যাগণকে ভুলাইয়া ধনবান্ লোকের হাতে দেয়, পরিণামে তাহাদের অনন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল। গর্ব্বিত লোকেরা যাহাকে সভ্যতা বলে, সেই সভ্যতার পাপে প্রশ্রয় দেওয়ায় যেরূপ ফল হয়, মরণকাল পর্য্যন্ত সেই দুইটি ভিখারী তাহা ভোগ করিয়াছিল।

বেওয়ারিস্ জ্যাক্ নামে পরিচিত সেই ছোক্‌রা কাপ্তেন ট্যাসের সাহায্যে জামেকা দ্বীপে ভাল একটি চাকরী পাইয়া কিছু দিন বেশ সুখে কাটাইয়াছিল, তাহার পর লোভে পড়িয়া মনিবের টাকা ভাঙ্গিয়া চাকরীটি খোয়ায়, দৈন্যাবস্থায় ইংলণ্ডে আসিয়া দুষ্ট লোকের দলে মিশিয়া যায়, মদিরা, বেশ্যা ও জুয়াখেলার দায়ে চোর হয়। কোন সূত্রে সে জানিতে পারে, রাজকুমারী সোফিয়ার গর্ভে তাহার জন্ম, সেই সূত্র পাইয়া সোফিয়ার সঙ্গে দেখা করিয়া প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া দফায় দফায় অনেক টাকা আদায় করে, সোফিয়া যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন তাঁহাকে ঐ পরিত্যক্ত পুত্রের উৎপীড়নে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই জ্যাক্ অর্থাভাবে চোর-ডাকাতের সঙ্গে পুলিসে ধরা পড়িয়াছিল।

কাপ্তেন ট্যাস্ নাইট উপাধি পাইয়া সার রোলাণ্ড ট্যাস্ নাম ধারণ পূর্ব্বক

আমার প্রতি, এখন প্রসন্ন হইয়াছেন, একণে আমি তোমাদের যথাসম্ভব সাহায্য করিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি সেই কাঙ্গালিনীর হস্তে একশত গিনী প্রদান করিলেন, আরও অঙ্গীকার করিলেন,—"এখন অবধি বৎসরে বৎসরে আমি তোমাদিগকে পঞ্চাশটি করিয়া গিনী দান করিব।" দুঃখিনীর মুখে কৃতজ্ঞতাবাক্য শুনিবার ইচ্ছা ছিল না, অতএব থিয়োডোর সেখানে আর ক্ষণমাত্রও দাঁড়াইলেন না, অতি দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পাঠকগণের স্মরণ আছে, জিনেভার লিমান হ্রদে জাহাজডুবী হইলে এই থিয়োডোর ভেরিয়ান জলগর্ভ হইতে মিসেস্ ওয়েনের কনিষ্ঠা কন্যা মেরীকে উদ্ধার করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময় মেরীকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার ছিল। অঙ্গীকার পালিত হইয়াছে, কুমারী মেরীর সহিত থিয়োডোরের বিবাহ হইয়াছে। সার ডগ্লাস হটিংডনের কৃপায় থিয়োডোর কিছু দিন পূর্ব্বে চ্যাপ্ম্যান কোম্পানীর হাউসে ম্যানেজারী চাকরী পাইয়াছিলেন, কয়েক বৎসর সেই কোম্পানীর জিনেভা-নগরস্থ শাখাকার্য্যালয়ে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া থিয়োডোর এক্ষণে সেই কোম্পানীর অংশীদার হইয়াছেন, জিনেভা হইতে তিনি এখন লণ্ডনে আসিয়া লণ্ডনস্থ প্রধান আফিসে কার্য্য করিতেছেন; যথেষ্ট ধনাগম হইতেছে, লণ্ডনেই তিনি এখন বাস করিতেছেন; অনাথ-দীন-দরিদ্রগণকে অকাতরে অর্থদান করিতেছেন; সকলের মুখেই তাঁহার সুখ্যাতি প্রচার হইতেছে। মেরীকে বিবাহ করিয়া তিনি পরম সুখী হইয়াছেন, মেরীর গর্ভে তাঁহার সন্তান-সন্ততি জন্মিয়াছে, সর্ব্বাংশেই এই দম্পতী এক্ষণে পরমসুখী।

লর্ড স্যাক্ভিলি এবং লেডী স্যাক্ভিলি এক্ষণে লণ্ডনের অদূরবর্ত্তী এক রম্য প্রদেশে একখানি সুন্দর বাটী খরিদ করিয়া তথায় নিরন্তর সুখে বাস করিতেছেন; কারল্টন হাউসের সুখ-সমৃদ্ধি এখন আর তাঁহারা মনেও করেন না; রাজপ্রাসাদের সমস্ত ভোগবিলাস বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা এখন দিব্য গৃহাশ্রমী হইয়াছেন; স্ত্রীপুরুষে দিব্য প্রণয় হইয়াছে। কারল্টন হাউস ত্যাগ করিয়া আসিবার পর অবধি লেডী স্যাক্ভিলি আর একবারও যুবরাজের সহিত দেখা করেন নাই; যুবরাজ এখনও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নামে পত্র লিখিয়া পাঠান, লেডী স্বহস্তে সে সকল পত্রের উত্তর লেখেন না,—লর্ড স্যাক্ভিলি স্বয়ং সেই সকল পত্রের উত্তর লিখিয়া প্রেরণ করেন। তিনি এখন অপরিমিত মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছেন; ঐন্দ্র কি, প্রতিদিন

সুরাপাত্র স্পর্শও করেন না; সকল বিষয়েই তিনি এখন সাধু হইয়াছেন, নিঃসন্দেহে সে কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের পুত্রকন্যা জন্মে নাই; থিয়োডোর ভেরিয়ানের স্ত্রী পতিব্রতা মেরী মধ্যে মধ্যে পুত্রকন্যা লইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া সাক্ষাৎ করেন, লেডী ভাক্‌ভিলি সেই শিশুগুলিকে সস্নেহে আদর-যত্ন করিয়া থাকেন; তদ্ব্যতীত লেডী তাঁহার নিজের ভগিনীর পুত্র-কন্যাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে ভালবাসেন। তাঁহার নিজের ভগিনীটি কে, বোধ হয়, পাঠকমহাশয় তাহা স্মরণ করিতে পারিবেন। সেই ভগিনীটি এই আখ্যায়িকার একটি প্রধানা নায়িকা; ক্যাণ্টারবারী নগরে নির্জ্জন গৃহবাসিনী মধুমতী লুইসা। নবীন মার্ক্‌ইস্ লেভিসন্ সেই লুইসার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, লুইসার উপাধি এখন লেডী লেভিসন্; তিনি এখন অনেকগুলি পুত্রকন্যার জননী হইয়াছেন; পুত্রকন্যাগুলিও জননীর আদর্শ-চরিত্রের অনুকরণে সুশিক্ষা লাভ করিতেছে।

সার ডগ্‌লাস হষ্টিংডনের সহিত বিবাহ হওয়াতে থিয়োডোর ভেরিয়ানের ভগিনী এখন লেডী হষ্টিংডন; স্ত্রীপুরুষে বিশুদ্ধ প্রণয়; লেডী হষ্টিংডন দুইটি পরমসুন্দর পুত্র প্রসব করিয়াছেন।

লেডী লেভিসনের ছোটমাসী লিলিয়ান এত দিন বিদেশে বিদেশে বাস করিতেছেন, লেডী লেভিসন্ তাঁহাকে মাসে মাসে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিতেন। লিলিয়ান বহুদিনের পর ইংলণ্ড-দর্শনে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। লেডী লেভিসনের বড় মাসী, যিনি মিস্ ষ্ট্যান্‌লী নাম ধারণ করিয়া নির্জ্জনবাস করিতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে।

বো-ষ্ট্রীট-পুলিসের প্রধান অফিসার মিষ্টার লরেন্স খ্যাম্‌সন সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া পেন্‌সন্ লইয়া সস্ত্রীক ক্ল্যাপ্‌টন নামক পল্লীপ্রদেশে একখানি রমণীয় নিকেতনে বাস করিতে গিয়াছেন; পুলিসের কার্য্যে তিনি প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন, প্রদেশে তাঁহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব রহিল না।

দারুণ শোকাঘাতে মুহ্যমান হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল ও লেডী ফ্লোরিমেল ইংলণ্ড ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; যত দিন বর্ত্তমান প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ইংলণ্ডের রাজক্ষমতা ধারণ করিবেন, তত দিন আর ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিবেন না, ইহাই তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ছিল। সেই প্রতিজ্ঞাই সিদ্ধ হইল। রাজা চতুর্থ উইলিয়ম যে বৎসর ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন,

সেই বৎসর তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রবাসে অবস্থান হইয়াছিল সম্পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষ। স্বদেশে আসিয়াও তাঁহারা এক প্রকার নির্জ্জনবাসী হইয়া রহিলেন। উচ্চ উচ্চ উপাধিধারী বড় বড় লোকের দলে তাঁহারা মিশিলেন না, তাঁহাদের নিকেতনের কোন উৎসবে অথবা কোন প্রকার জাঁকজমকে মিলিত হইলেন না; নিজবাটীতেও কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিলেন না,—তাদৃশ বড় বড় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন না,—ফল কথা, ফ্লোরিমেল-প্রাসাদে নাচ, ভোজ, রং-তামাসা ইত্যাদি সমস্ত উৎসব বন্ধ হইয়া রহিল। প্রাসাদে রহিল তবে কি?—দান, ব্রত, পরোপকার ও যাচকলোকের প্রার্থনা-পূরণ। যাচক অনেক প্রকার। সত্য অসত্য বাছিয়া লওয়া দুর্ঘট। যাহারা যথার্থ অনাথ, যাহারা যথার্থ দরিদ্র, যাহারা যথার্থ নিরুপায়, যাহারা দান পাইবার যথার্থ যোগ্য পাত্র, আতুর, অন্ধ, বধির, খঞ্জ, অক্ষম, জরাগ্রস্ত ও বন্ধুবান্ধবপরিশূন্য, তাহাদিগকে সাহায্য দান করাই ফ্লোরিমেল-দম্পতীর নিত্যব্রত হইল। 'এক্সটার হল' :এই নামে ভাক্তদলের যে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, ভণ্ড ভিখারীরা যে মন্দিরে ভণ্ডামী শিক্ষা পায়, সে মন্দিরের অঙ্গপুষ্টিকরণে তাঁহাদের দৃষ্টি রহিল না; সহস্র সহস্র ক্রোশদূরবর্ত্তী দেশে প্রদেশে যাহারা সহস্র সহস্র প্রতিমাপূজকের বংশধর-গণকে কুলাচারধর্ম্ম বর্জ্জন করাইয়া আপনাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পায়, ইষ্টসিদ্ধিকল্পে স্থানে স্থানে যাহাদের গুপ্ত প্রকাশ্য নানা নামের সভা-সমিতি বিদ্যমান, তাহাদিগকে অর্থ দান করিয়া তাহাদের সংকল্পে প্রশ্রয় দান করা তাঁহারা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মানুসারে সেই ব্রত পালন করিয়া আসিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সেই পুণ্যশীল দম্পতী ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া যোগ্যধামে গমন করিলেন; এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের উভয়ের জীবনলীলা শেষ হইল। মৃত্যুকালে লর্ড ফ্লোরিমেল তাঁহার বিস্তৃত জমীদারী ও হনিংহাম হল আখ্যাত মনোরম নিকেতনটি সার ভ্যালেণ্টাইন মালতরণকে দান করিয়া গিয়াছেন।

যে ব্রতপালনে সার ভ্যালেণ্টাইনের সংকল্প, হনিংহাম হলে বাস করিয়া আজি পর্য্যন্ত তিনি সেই ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন। প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে যে সকল স্ত্রীপুরুষ দলে দলে সাজিয়া গির্জ্জায় যায়, তাহারা দেখিতে পায়, সার ভ্যালেণ্টাইন ম্লানবদনে পদব্রজে মন্থর-গমনে ধর্ম্মমন্দিরাভিমুখে যাইতেছেন, মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া সজলনেত্রে গোরস্থানের একটি ক্ষুদ্র সমাধিস্তম্ভের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অতঃপর মন্দিরে

প্রবেশ করিয়া সমস্ত ভক্তগণের সহিত তিনি উপাসনা করেন, স্তোত্রপাঠ শ্রবণ করেন, নয়ন মুদিত করিয়া একমনে কি যেন ধ্যান করেন। উপাসনা-কার্য্য শেষ হইলে উপাসকমণ্ডলী যখন বাহির হইয়া যায়, ভ্যালেণ্টাইন তখন তাহাদের অনুবর্ত্তী হন না, একাকী মন্দিরমধ্যেই বসিয়া থাকেন; সকলে বাহির হইয়া যাইবার পর মন্দির হইতে বাহির হইয়া সেই ক্ষুদ্র সমাধিস্তম্ভের নিকটে গিয়া জানু পাতিয়া বসেন, অজস্র অশ্রুবর্ষণ করেন, নীরবে আপন-মনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। কেন তিনি ঐরূপ করেন, তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গকে জানাইয়া দিতে হইবে না; যাহাকে বিবাহ করিবার আশায় তিনি মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই ফ্লোরেন্সের দেহাবশিষ্ট অস্থিপঞ্জর সেই সমাধিমধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহারই আত্মার মঙ্গল উদ্দেশে তদ্গতচিত্তে সেইরূপ প্রার্থনা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবে তিনি থাকেন, গীর্জ্জার দ্বাররক্ষকের বৃদ্ধা পত্নী ততক্ষণ পর্য্যন্ত ফটক বন্ধ করে না, চাবী দিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া কিছুমাত্র বিরক্তিও প্রকাশ করে না, বাহির হইয়া আসিবার সময় ভ্যালেণ্টাইন তাহার হস্তে একটি করিয়া গিনী দিয়া আসেন। তিনি বাহির হইলে পর ফটকে চাবী পড়ে। প্রত্যেক বিশ্রামবারে এইরূপ হয়। রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিন প্রভাতে ও সায়াহ্নে বৃদ্ধার নিকট হইতে চাবী চাহিয়া লইয়া ভ্যালেণ্টাইন ঐরূপে ব্রত পালন করিয়া আইসেন। বৃদ্ধার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি, তাঁহার প্রতিও বৃদ্ধার অপকট স্নেহ, সেই স্নেহ-ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ ভ্যালেণ্টাইন সেই বৃদ্ধাকে দৈনিক গিনীর অতিরিক্ত মধ্যে মধ্যে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দান করেন; কেবল তাহাই নহে, নিয়মিতরূপে তাহার বার্ষিক বৃত্তিও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

চিরজীবন হনিংহাম হলে বাস করাই ভ্যালেণ্টাইনের ব্রত; বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, নিয়মিতরূপে তিনি সেই নিকেতনে নির্জ্জনবাস করিয়া সেই গ্রাম্য-গীর্জ্জায় নিয়মিতরূপে ব্রতাচরণ করেন, কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কুত্রাপি গমন করেন না, গ্রাম্যলোকেরা দেখা করিতে আসিলে দেখাও দেন না; কখন কখন নির্ব্বাচিত কতিপয় বন্ধুলোককে নিমন্ত্রণ করেন, প্রথামত ভোজ্য দান করেন, কিন্তু আমোদ-প্রমোদের কোন লক্ষণ কেহ দেখিতে পায় না। মহাশোকে হৃদয় আচ্ছন্ন, অথচ লৌকিকাচারে বন্ধুগণের নিকটে সেই শোকোচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ চাপিয়া রাখিয়া [illegible] প্রদর্শন করেন।

ধর্মভাবে: ভ্যালেণ্টাইনের এই ভাব। বৈষয়িক ভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না। লর্ড ক্লোরিমেল তাঁহাকে জমীদারী দান করিয়া গিয়াছেন, প্রজাগণের কাহার কিরূপ অবস্থা, তাহা পরিদর্শন করা ছিল, যাহারা সহায়শূন্য গরীব, অর্থদান করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য দান করা ছিল, মিষ্ট-সম্ভাষণে সকলকেই তুষ্ট করা ছিল; প্রজারাও তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত। যে সময়ের ইতিহাস, সার ভ্যালেণ্টাইন সে সময় পর্য্যন্ত সুস্থ-শরীরে বিদ্যমান ছিলেন।

এই আখ্যায়িকার গর্ভস্থ যে সকল লোকের চরিত্র ও ভাগ্য সম্বন্ধে যাহা যাহা জ্ঞাতব্য, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করা হইল, এক্ষণে কেবল একটি মূল কথা বাকী। যুবরাণী প্রিন্সেস্ কারোলাইনের ভাগ্যে কি ঘটিল, পাঠক অবশ্যই সেই মূল তত্বটি অবগত হইবার জন্য সমুৎসুক। সবিশেষ বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগের ঔৎসুক্য চরিতার্থ করা এই রহস্যময়ী আখ্যায়িকার লক্ষ্য নহে,- অপরাপর নিরপেক্ষ ইতিহাসপাঠে সকলে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। স্থূলকল্পে আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, প্রিন্সেস্ কারোলাইনের সর্ব্বনাশসাধনের উদ্দেশে যে মহা বিজটিল ষড়্যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই ষড়্যন্ত্রজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে, পাপীয়সী মিসেস্ রেঞ্জার এবং তিনটা দুষ্টা ভ্রষ্টা সহচরীর পতনে সাংঘাতিক কুচক্র চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অভাগিনী যুবরাণীর পাষণ্ড নিষ্ঠুর স্বামীর সাংঘাতিক নৃশংসতা বিদূরিত হয় নাই। পাগল রাজা তৃতীয় জর্জ লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন, পাপাচারী প্রিন্স রিজেণ্ট বংশপ্রথানুসারে চতুর্থ জর্জ্জ উপাধি লাভ করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তথাপি সিংহাসনের অর্দ্ধাংশভাগিনী মহিষীর প্রতি—ধর্ম্মানুসারে বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর প্রতি তাঁহার প্রসন্ন-দৃষ্টি পতিত হয় নাই। যে কয়েক বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই কয়েক বৎসর সদয়-হৃদয় সাধু পুরুষেরা তৎপ্রতি হৃদয়গত রাজভক্তি দেখাইয়াছেন, এ কথা বলিলে মিথ্যাকথা বলা হয়। এক্ষণে রাজা তৃতীয় জর্জের অন্যতম পুত্র চতুর্থ উইলিয়ম ইংলণ্ডের নরেশ্বর, ইহাঁর রাজত্বকালে ইংলণ্ডের কি অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহা ভবিষ্যৎকালের গর্ভস্থ; ভবিষ্যতের উপর আশা-ভরসা নির্ভর রাখিয়াই আমরা এইখানে এই খণ্ডের উপসংহার করিলাম; পরন্তন ঘটনাবলী ভবিষ্যৎ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, এই আমাদের আমন্ত্রণ।

সমাপ্ত।